



କବିବର ବାଞ୍ଛୁକ ବାଘ ।

ପ୍ରେସାବଳୀ ।

[ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟ ।]

ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ।

ଓରାଜକୃଷ୍ଣ ରାୟ ପ୍ରଣୀତ ।

ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ।

କଲିକାତା,

ନଂ କର୍ବୱାଲିସ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍,—ବେଙ୍ଗଲ୍ ମେଡିକେଲ୍ ସାହିତ୍ୟେନୀ ଚିହ୍ନେ

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଦାସ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ କର୍ତ୍ତୃକ୍ ଅକାଶିତ

୪ ନଂ ଶିବନାରାୟଣ ଦାସେବ ଲେନ,—“ସିକ୍ସେନ୍ସନ ସ୍ଟ୍ରେଟ୍”

ଡ୍ରୀମିକ୍ସେନ୍ସନ ପାନ ଦ୍ଵାରା ମୁଦ୍ରିତ ।

୧୦୦୭ ।

ଧନ୍ୟା ୨୮ ଟାକା ।

উপহার ।

পিতৃপথানুবর্তী শাস্ত্রী

শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার নরেন্দ্রলাল খান বাহাদুর

মহোদয়-করকমলে

সম্মান সহকারে

এই গ্রন্থ

অর্পণ করিলাম ।

রাজকৃষ্ণ রায় ।

কলিকাতা ।

১লা ফাল্গুন, ১২৯৫

বিজ্ঞাপন ।

আমার গ্রন্থাবলীর প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ এবং তৃতীয় ভাগ পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে, এই বার শেষ ভাগ বা চতুর্থ ভাগ প্রকাশিত হইল। এই চাবি ভাগ গ্রন্থাবলীতে আমাব যে সকল পুস্তক আছে, ইহাব পব প্রয়োজন হইলে সে সকল পুস্তক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আকারে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। তাহা ছাড়া যে সকল পুস্তক এই চাবি ভাগ গ্রন্থাবলীৰ কোন ভাগেই নাই, অথচ স্বতন্ত্র আকারে প্রকাশিত হইয়াছে, সে সকল পুস্তক ববাবরই স্বতন্ত্র থাকিবে। তবিশ্রুতে যে সকল নূতন পুস্তক হইবে, তৎসমস্তও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আকারে প্রকাশিত হইবে। এই চতুর্থ ভাগের পব আব কোন ভাগ গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইবে না। কেহ যেন আর কোন ভাগ গ্রন্থাবলীর আশাও না কবেন। এই আমাব শেষ গ্রন্থাবলী।

যাহাদেব ধাবণা আছে যে, আমাব দুই একখানি কবিতা একখানি গল্প প্রকাশিত হইলই, শেষ গ্রন্থাবলী আকারে একসঙ্গে সকলগুলিই পাঠিব, তাঁহান্না সে ধাবণা অল্পগ্রহ পূৰ্ণক পরিচাণ করন্। একসঙ্গে কওকগুলি পুস্তক গ্রন্থাবলী আকারে প্রকাশ কবিবাব আব আমাব ইচ্ছা নাই।

রাজকৃষ্ণ রায় ।

কলিকাতা ।

১৭। দাষ্টন, ১২

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন ।

মান কবিতাভিলাষ, আব কোন ভাগ গ্রন্থাবলী প্রকাশ কবিব না, কিন্তু অনেকের অনুরোধে সে ইচ্ছা ত্যাগ কবিত হইয়াছে। সুতরাং এই চতুর্থ ভাগ গ্রন্থাবলীৰ পব পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম ভাগ গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। পব প্রয়োজন হইলে, আমাব অন্যান্য নূতন গ্রন্থগুলিও যথাক্রমে নবম ভাগ ইত্যাদি গ্রন্থাবলীৰ আকারে প্রকাশিত হইবে।

রাজকৃষ্ণ রায় ।

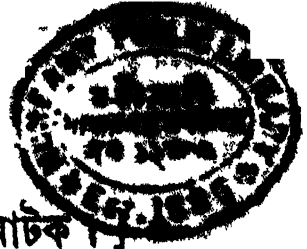
সূচিপত্র ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
চন্দ্রহাস	১—৪১	মদনমোহন তর্কালঙ্কার	১১৫
হরিদাস ঠাকুর	৪২—৬৩	বান্ধুদেব সার্কভৌম	১১৬
অবসরসরোজিনী ৪র্থ ভাগ	৬৪—৮৪	কালীরাম দাস	১১৬
হরিনাম	৬৪	দাশরথি রায়	১১৬
ছায়াচিত্রা	৬৫	শ্রীচৈতন্যদেব	১১৬
অভাগা দলীপ	৬৭	মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	১১৬
ফুলমালা	৬৮	কৃষ্ণচন্দ্র রায়	১১৬
পলকে প্রলয়	৬৯	রামমোহন রায়	১১৬
ঘনরবি	৭০	বিজয় রক্ষিত	১১৬
আগ	৭১	মতিলাল শীল	১১৬
বেহুলা	৭২	স্বামিনিধি গুপ্ত	১১৬
ভবের হাট	৭৩	প্রসন্নকুমার ঠাকুর	১১৬
সেকন্দ্রা	৭৪	জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন	১২০
বীণার উদ্বোধন	৭৫	চক্রপাণি দত্ত	১২০
বীণা আমার	৭৬	কৃষ্ণকান্ত নন্দী	১২০
তব্বসস্নীত	৭৮	শঙ্কুনাথ পণ্ডিত	১২০
বীণার রোদন	৮০	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২০
নিরাশ প্রেম	৮১	মুকুন্দরাম বিজ্ঞাপাগীশ	১২০
শ্রীপঞ্চমী	৮১	রাধাকান্ত দেব	১২০
জুবিলী	৮২	গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য	১২০
জুবিলী	৮৩	গোপাল ভাঁড়	১২০
রাধিকার মুচ্ছা	৮৩	হরিশ্চন্দ্র গিত্ত	১২০
অশ্বায়নের কবিতাবলী	৮৫—৯৭	ভরত মল্লিক	১২০
পঞ্জাবী কাহিনী	৯৮—১০০	গোবিন্দরাম মিত্র	১২০
অদ্বুত গল্প	১০১—১০৯	হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১২০
সাময়িক কবিতা	১১০—১১১	কুন্তিবাস	১২০
বঙ্গভূষণ	১১২—১৩৪	শ্রীনিত্যানন্দ	১২০
বিখনাথ কবিরাজ	১১২	জয়দেব	১২০
ভারতচন্দ্র রায়	১১২	শুভঙ্কর দাস	১২০
মাধব কর	১১৩	চণ্ডীদাস	১২০
মধুসূদন গুপ্ত	১১৩	রাণী ভবানী	১২০
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	১১৩	প্রতাপাদিত্য	১২০
রামগোপাল ঘোষ	১১৪	বিজ্ঞাপতি	১২০
জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন	১১৪	কালীপ্রসন্ন সিংহ	১২০
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	১১৪	রামপ্রসাদ সেন	১২০
সতীশচন্দ্র রায়	১১৫	রামকমল সেন	১২০
লালাবাবু	১১৫	রঘুনাথ শিরোমণি	১২০
		দাড়িষা দেবী	১২০
		আদিপুত্র	১২০

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
বঙ্গাল সেন	১২৯	বিজ্ঞাপন	১৫৭
লক্ষণ সেন	১৩০	প্রথম দৃষ্ট	১৫৯
গোরখোহন আচা	১৩০	দুই শিকারী	১২৬—১৯০
তারিচাঁদ চক্রবর্তী	১৩০	প্রথম অধ্যায়	১৬২
আবু রায়	১৩১	দ্বিতীয় অধ্যায়	১৬৪
বাগেশ্বর বিজ্ঞানস্বর	১৩১	তৃতীয় অধ্যায়	১৬৬
দারকানাথ ঠাকুর	১৩১	চতুর্থ অধ্যায়	১৭৯
ভৈরবনাথ সান্যাল	১৩২	পঞ্চম অধ্যায়	১৭১
কিশোরীচাঁদ মিত্র	১৩৩	ষষ্ঠ অধ্যায়	১৭৫
দীনবন্ধু মিত্র	১৩২	সপ্তম অধ্যায়	১৭৭
কালীপ্রসাদ ঘোষ	১৩৩	অষ্টম অধ্যায়	১৮০
প্রমোদচন্দ্র ভট্টাচার্য	১৩৩	নবম অধ্যায়	১৮১
রামশঙ্কর ভট্টাচার্য	১৩৩	দশম অধ্যায়	১৮৪
শ্যামচাঁদ গোস্বামী	১৩৪	একাদশ অধ্যায়	১৮৯
পারিশিষ্ট	১৩৪	চৌনের কলসী	১৯১—১৯৮
সাংকেতিক বাক্য	১৩৪	প্রথম অধ্যায়	১৯১
গাংমনী	১৩৫—১৪৫	দ্বিতীয় অধ্যায়	১৯২
সেনকার স্বপ্নযোগে ভগবতী দর্শন	১৩৫	তৃতীয় অধ্যায়	১৯৩
প্রভাত	১৩৬	চতুর্থ অধ্যায়	১৯৩
স্বাভাসভা	১৩৬	পঞ্চম অধ্যায়	১৯৪
সেনকার বিরহ ও সখীকর্তৃক সাধনা	১৩৯	ষষ্ঠ অধ্যায়	১৯৮
সেনকা ও দাসীর কথোপকথন	১৩৯	দুই সন্ন্যাসী	১৯৯—২২২
দাসী সহ রাজার প্রবেশ	১৪০	প্রথম অধ্যায়	১৯৯
দাসীর প্রতি রাজার উক্তি	১৪০	দ্বিতীয় অধ্যায়	২০০
গিরিরাজ প্রতি সেনকার উক্তি	১৪১	তৃতীয় অধ্যায়	২০২
রাজার উক্তি	১৪১	চতুর্থ অধ্যায়	২০৪
গিরিরাজের কৈলাসযাত্রা	১৪২	পঞ্চম অধ্যায়	২০৬
কৈলাসবর্ণন	১৪২	ষষ্ঠ অধ্যায়	২১১
ভগবতীর সহিত রাজার কথোপকথন	১৪২	সপ্তম অধ্যায়	২১২
গিরিরাজের উক্তি	১৪৩	অষ্টম অধ্যায়	২১৫
ভগবতীর উক্তি	১৪৩	নবম অধ্যায়	২১৬
ভূতগণের আনন্দ	১৪৩	দশম অধ্যায়	২১৭
গিরিরাজের পুরপ্রবেশ	১৪৪	একাদশ অধ্যায়	২১৯
শিবের নিকট ভগবতীর বিদায়প্রার্থনা	১৪৪	দ্বাদশ অধ্যায়	২২০
উৎসব	১৪৫	ত্রয়োদশ অধ্যায়	২২১
দ্বিতীয় স্তম্ভ	১৪৬—১৫৬	চতুর্দশ অধ্যায়	২২২
প্রথম সর্গ	১৪৬	হরিহরলীলা	২২৩—২২৮
দ্বিতীয় সর্গ	১৫০	জন্মাক্ষরী	২২৯—২৪০
তৃতীয় সর্গ	১৫৪	প্রমদরা	২৪১—২৫৬
হৈয়ালী অভিনয়	১৫৭—১৬১		

চন্দ্রহাস ।

[ঐতিহাসিক ইতিহাস মূলক নাটক]



নাট্যোপস্থিত ব্যক্তি ।

পুরুষ ।

চন্দ্রহাস..... মৃত কেরলপতির পুত্র ।
কৌন্তলক..... কুন্তলপুরের রাজা ।
ধৃষ্টবুদ্ধি (হৃষ্টবুদ্ধি)...কৌন্তলকের মন্ত্রী ।
কুলিন্দ..... চন্দ্রনাভতীর বনবিভাগের কর্তা ।
গালব কৌন্তলকের পুরোহিত ।
মদন ধৃষ্টবুদ্ধির পুত্র ।

দৈবজ্ঞ । কাঠুরিয়াগণ । চণ্ডালগণ । অধরকক ।
তুলিগণ । ভূতগণ । দারপালগণ । হরিতকগণ ।
ব্রাহ্মণগণ, ইত্যাদি ।

স্ত্রী ।

রাণী.....কৌন্তলকের স্ত্রী ।
মেধাবতী কুলিন্দের স্ত্রী ।
বিবরা ধৃষ্টবুদ্ধির কস্তা ।
চন্দ্রকমালিনী ... কৌন্তলকের কস্তা ।
ধাত্রী । বনদেবী । বনদেবীর সহচরীগণ ।
নারীগণ । সখীগণ ।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

কুন্তলপুর—রাজবাটীর ধাত্রীকক্ষ ।

কুন্তলপুরের ধাত্রী কুলিন্দী ।

—হা অদুই ! কি হ'তে কি হ'ল,--

রাজপুত্র আর সীমহীন দেবের পিতার--

স্বপ্নরূপে আমার--

আমার প্রতিপালক কেরলপতি
প্রাণত্যাগ ক'রেন ।

প্রতাপরী রাজহাছিরীও পতির সহিত
অলস চিতার জীবন বিসর্জন দিলেন ।

তাঁদের একমাত্র পুত্র চন্দ্রহাস

অতি শৈশব কালেই অনাথ হ'ল ।

আহা, বাপ গেল—মা গেল—

রাজা ধন সকলই গেল ।

রাজকুমার চন্দ্রহাস কাকাল হ'ল ।

শিশু চন্দ্রহাসকে নিয়ে

গোপনে গোপনে আমি পালিয়ে এসেম ।

এই কুন্তলপুরের রাজসংসারে এসে,

দাসীবৃত্তি ক'রে বাহাকে বাছব ক'রেন,

কিন্তু কিছুই হ'ল না ।

রাজা, রাণীর শোকে

আর চন্দ্রহাসের দুর্দশা দেখে,

তবে তবে আমার উৎকট রোগ হ'ল ;

এ রোগ হ'তে আর বাঁচব না ।

(সমোদনে)—চন্দ্রহাসের দশা কি হবে ?

কে তাঁকে খেতে দেবে ?

কে নাড়াবে ? কে পরাবে ?

হরি ! হার হার, হরি !

রাজপুত্রের কপালে এ কি লিখেছিলে ?

চন্দ্রহাস যে তোমার--

এই ছেলেরলাভেই

দিনরাত হরি হরি বলে

আপনা-আপনি মাতে--

আপনা-আপনি ভাবে--

আপনা-আপনি গান গায়--

তবে, হরি! কেন তুমি তাঁকে বাস হ'লে ?

আমি কোথা গিয়েছিলাম না,
হ'ল এক দিনের মধ্যেই আগ্রহ হ'বে ।

ওঃ! হরি! হরি! হরি!

বড় তুচ্ছ পেয়েচে ।

চন্দ্রহাস গেল কোথা?—ডাকি ।

না তা'কে ডাকবো না ;

কোথায় বুকি খেলচে—খেলুক ।

না, এই যে জল নিয়ে আসচে,

বাছা আমার জলের কথা ভোলে নি ।

জল লইয়া চন্দ্রহাসের প্রবেশ ।

চন্দ্র।—ধাই-মা! তুমি কাঁদচো কেন ?

এই যে আমি জল এনেছি ।

বেশী খেয়ো না—একটুখানি খাও ।

এখন কেমন আছ, ধাই-মা ?

ধাত্রী।—(কিঞ্চিৎ জল পান করিয়া)—আ ?

আছি ভাল, বাবা ।

(স্বগত)—হায় হায়, বাছা বে,

তোমার মশা কি হ'বে । (বোদন)

চন্দ্র।—ধাই-মা! কষ্ট হ'চ্ছে ?

গায়ে হাত বুলিয়ে দেবো ?

ধাত্রী।—না, বাবা, হাত বুলুতে হ'বে না,

বরং তুমি হরি হরি বল ।

চন্দ্র।—হরি হরি হরি! হরি হরি হরি !

ধাত্রী।—দেখ, বাবা,

যদি আমার ভাল মন্দ হয়,

তবে তুমি এক কাজ ক'ব,

আমার এই বিছানার নীচে

মাটি খুঁড়ে একটি কোঠো তুলে নিও ;

সেই কোঠোর ভিতর যা' আছে,

তা' মহারাজ কোত্তলককে দিও ।

চন্দ্র।—সে কোঠোর কি আছে, ধাই-মা ?

ধাত্রী।—(স্বগত)—সেই কোঠোর

তুমি যে কেরলপতির গুঁজ,

তা'র প্রমাণ আছে ;

কিন্তু সে কথা তোমার এখন ব'লবো না ।

(প্রকাশে)—সে কোঠোর যা' আছে,

তা এর পর জানতে পারবে ।

চন্দ্র।—এখন বুকি দেখতে নেই ।

ধাত্রী।—না, বাবা !

চন্দ্র।—আচ্ছা ।

আবার আমি হবি হরি বলি ?

ধাত্রী।—বল ।

চন্দ্র।—হরি হবি হরি ! হরি হবি হবি !

ধাত্রী।—দেখ, বাবা,

এখন তোকে একটি কাজ কোত্তে হবে ।

চন্দ্র।—কি কাজ, ধাই-মা !

ধাত্রী।—তুলেম,

আজ না কি মন্ত্রী মশায়েব বাড়ীতে

ব্রাহ্মণভোজন হ'চ্ছে,

কুই গিয়ে ব্রাহ্মণদেব পাদোদক আন দিকি ।

আমি পান কোবে দেহ পবিত্র কবি ।

চন্দ্র।—আচ্ছা, ধাই-মা,

আমি এই বাট ক'রে বিপ্রপাদোদক আনছি ।

[চন্দ্রহাসের প্রস্থান ।

রাণীর প্রবেশ ।

বাণী।—ধাত্রী! কেমন আছ এখন ?

ধাত্রী।—দেবি ! অবস্থা বড় ভাল নয় ।

আমাব আর বাঁচবাব আশা নেই ।

অস্তিমকালে আমাব প্রার্থনা এই—

আপনি দয়া ক'রে

আমার চন্দ্রহাসকে পুত্রের মত

সর্বদা স্নেহ ক'রবেন ।

আপনার হাতেই চন্দ্রহাসকে অর্পণ ক'রেন ।

বাণী।—ধাত্রী !

তুমি আজিও ব'লে না চন্দ্রহাস কে ?

চন্দ্রহাস কি দরিদ্রের পুত্র সত্য ?

ধাত্রী।—(স্বগত)—অবস্থাপ্রণে সব করে,

এখন চন্দ্রহাস রাজপুত্র ব'লে

কে বিশ্বাস ক'রবে ?

বরং বৃথা পরিহাসই ক'রবে ।

চন্দ্রহাস ।

সময়ের অপেক্ষা ক'রে থাকি ভাল ।

সুতরাং এখন কা'রো কাছে

চন্দ্রহাসের প্রকৃত তত্ত্ব ব'লবো না ।

হরি যখন দিন দেখেন,

তখন সকলে জানতে পারবে ।

রাণী ।—কই, খাত্তি, তুমি উত্তর দিচ্ছ না কেন ?

খাত্তি ।—হাঁ, দেবি !

চন্দ্রহাস দরিদ্র-সন্তান ।

রাণী ।—দরিদ্র-সন্তান কি অমন দেখতে হয় ?

খাত্তি ।—বিধাতার ইচ্ছা ।

দেবি, আমার বড় কষ্ট হচ্ছে ।

রাণী ।—আচ্ছা, আমি হ'জন স্ত্রীলোক পাঠাচ্ছি ।

তা'রা তোমার সেবা ক'রবে ।

(গমনোত্তোগ)

খাত্তি ।—রাজি !

আবার বলি—চন্দ্রহাস আপনাব পুত্র,

তা'কে মার চোখে দেখবেন ।

রাণী ।—খাত্তি ! কোন চিন্তা নেই ।

আমাদের একটি মাত্র কন্যা আছে,

পুত্র নেই ।

তোমার কাছে অঙ্গীকার ক'চ্ছি—

তোমার মেহের চন্দ্রহাস আমার পুত্রস্থানীয় ।

খাত্তি ।—হরি আপনার মঙ্গল করুন ।

[রাণীর প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

কুন্তলপুর—রাজপথ ।

বালকগণের প্রবেশ ।

১ বা ।—দেখ, ভাই,

চন্দ্রহাসের কাছে কি একটা ছড়ি আছে,

সে যখন সেই ছড়িতে যুগের ভিতর রাখে,

তখন তা'র গায়ে বড় জোর হয় ;

আমি তা'র সঙ্গে ছুটে পাবি নি চ

২ বা ।—হাঁ, ভাই, আমিও দেখেছি,

সেই পাখরের ছড়িতে খুব কাল ।

আচ্ছা, ভাই, সে ছড়িটে কি ?

১ বা ।—তা, ভাই, জানি নি,

কিন্তু তেমন ছড়ি আর কোথাও দেখি নি ।

চন্দ্রহাস বলে,

সেই কাল ছড়িটে তা'র হরি ঠাকুর ।

সে আবার সেটাকে

ফুল জল দে পূজা করে ।

নেপথ্যে চন্দ্রহাস ।— (গীত)

প্রাণ ! গাও রে হরিনাম,

হরিনাম মধুর নাম ।

১ বা ।—ঐ, ভাই, চন্দ্রহাস আশে ।

গাহিতে গাহিতে চন্দ্রহাসের প্রবেশ ।

চন্দ্র ।—

(গীত)

প্রাণ ! গাও রে হরিনাম,

হরিনাম মধুর নাম ।

বোম্বে হরি হুঃখ বা'বে অন্তকালে মোক্ষ হ'বে
জীবনকালে শান্তি পাবনে, থাকবে স্রুথে অবিরাম ।

২ বা ।—চন্দ্রহাস, কোথার যাকিস্, ভাই ?

তো'র হাতে কিসের বাটি ?

চন্দ্র ।—আমি মন্ত্রী মণীরের বাড়ী যাকি ।

১ বা ।—কেন ?

চন্দ্র ।—সেখানে ব্রাহ্মণভোজন হচ্ছে ।

১ বা ।—তুই বড় কেঁয়ট পেটুক ।

চন্দ্র ।—কেন, ভাই ?

১ বা ।—খাবার চাইতে যাকিস্ ।

২ বা ।—ওরে ভাই, ঠিক ব'লেচিস্ ।

ক্ষীর ভিন্কে ক'রবে ব'লে,—

এই দেখ, একটা বাটি নিয়ে যাচ্ছে ।

চন্দ্র ।—না, ভাই,

আমি অমন সামান্য খাবারের কাঙাল নই ।

আমি যে জিনিষের কাঙাল,

তো'রা তা জানিস্ নি,

মন্ত্রী মণীরও জানেন না !

১ বা।—কি জিনিষ ?

চন্দ্র।—ব্রাহ্মণের পানদোষক ।

১ বা।—বা যা, বুঝিচি ।

চন্দ্র।—তোমরা বরং আমার সঙ্গে এস ।

১ বা।—আচ্ছা । আর তো, তাই,
সকলে মিলে এর সঙ্গে বাই ।

চন্দ্র।—চল, তাই,

হরি-গুণ-গান ক'রতে ক'রতে বাই ।

১ বা।—কোন গানটা ? যেটা তুই শিখিয়েচিস্ ?

চন্দ্র।—হাঁ, তাই !

সকলে।— (গীত)

তালে তালে পা ফেলে, হরি বোলে নাচি, তাই !

গলে গলে রা তুলে হরিনামের গুণ গাই ॥

হাতে হাতে তালি দিয়ে, সুরে তালে লয় মিলিয়ে,

হরিনামের ভিক্ষে দিয়ে, হরিনামের ভিক্ষে চাই ॥

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

কুন্তলপুর—ধটবুদ্ধির বাটীসম্মুখ ।

বাটীর বহির্দ্বার দিয়া দুইজন ব্রাহ্মণের
মিষ্টান্নাদি হস্তে বাহিরে আগমন ।

১ ব্রা।—ভায়া, শীঘ্র প্রস্থান করি চল ।

২ ব্রা।—না, ভায়া, তা পারবো না ।

আহারটা বড় গুরুতর হ'য়েচে,

তাড়াতাড়ি চ'লে

উল্কার হ'রে সব মাটি হ'বে ।

১ ব্রা।—এ দিকেও যে মাটি,

ঐ দেখ হাতে বাটি ।

২ ব্রা।—(দেখাখোর দিকে দেখিয়া)—

আ মোলো, তাইতো, ভায়া !

আমারই হাতে যে আবার কীরের হাঁড়ী !

এত ভিক্ষুকও দোটে !

১ ব্রা।—মড়া দেখলে শকুনির অভাব কি ?

২ ব্রা।—ও ছেলেগুলো কা'রা ?

চেনো কি ?

১ ব্রা।—কোনও গুরুবেণ্ড না ।

২ ব্রা।—ওরা কি আমাদের চেনে ?

১ ব্রা।—আমাদের চেনে টেনে না,

তবে আমাদের হাতের লুচি, চিনি চেনে,

কীরহণ্ডিকা খুব উত্তমরূপে চেনে ।

এই হে এসে পড়লো,—চ'লে চল ।

২ ব্রা।—আমার যে উত্তর-সঙ্কট !

পেট যে টাইটুপুর—কানেকান !

একেবারে সমে-দম্ !

তাড়াতাড়িতে দম্ আটকার যে—

* কীরের হাঁড়িতে চল্কার যে ।

বালকদিগের সহিত চন্দ্রহাসের প্রবেশ ।

১ ব্রা।—আরে বেলিক ব্যাটার! এখানে কেন ?

২ ব্রা।—টনক নড়েচে ?

মাথায় কীরের হাঁড়ী ভাঙবো ;—

পালা নির্বংশের ব্যাটার ।

১ বা।—ওরে, তাই !

বামুন ঠাকুররো শাপ দেবে এখনি,

পালা—পালা—পালা ।

২ বা।—শাপ কাপ দিক্কে, গায়ে কীর না ঢালে ।

১ ব্রা।—হেউ হেউ।—(উদগার তোলন)

২ বা।—ঐ রে গায়ে জ্বাকাব ক'রে দিলে বুঝি ।

পালা—পালা—পালা ।

[চন্দ্রহাস ব্যতীত বালকগণের প্রস্থান ।

১ ব্রা।—হ্যা রে, তুই বাটি নিয়ে দাঁড়িয়ে রৈলি যে ?

আবার টেকুর তুলবো নাকি ?

চন্দ্র।—না, ঠাকুর, আমি কীর চীর চাই নি ।

১ ব্রা।—তবে কি গুড়-বটক ?—পকার ?

চন্দ্র।—না, ঠাকুর, তা'ও না ।

আমি আপনাদের পানদোষক চাই ।

১ ব্রা।—তা তুই বত পারিস্ নে,

বৃদ্ধাঙ্কুরের নিকট জলের বাটি ধর ।

(চন্দ্রহাসের তথাকরণ ও ব্রাহ্মণবরের পানোদ্যক দান)

২ ব্রা ।—ও ভায়া !

১ ব্রা ।—কি ভায়া ?

২ ব্রা ।—দেখ্‌চো, ছেলের বান হস্তে কি ?

১ ব্রা ।—(দেখিয়া, দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের প্রতি জনান্তিকে)
শালগ্রাম শিলা যে হে !

২ ব্রা ।—(জনান্তিকে)—ঠেরে নি ।

১ ব্রা ।—(জনান্তিকে)—দেবে কেন ?

২ ব্রা ।—(জনান্তিকে)—মিষ্টান্ন দেবো ।

আব তা'তেও যদি না দেয়,

তবে হাঁড়ীপুঙ্ক ক্ষীর ।

১ ব্রা ।—(জনান্তিকে)—একবার চাও দেখি ।

২ ব্রা ।—ও বাপু, তোমার হাতে ও কি ?

চন্দ্র ।—আমার হরি ঠাকুর ।

২ ব্রা ।—কে ব'লে ও হবি ঠাকুর ?

চন্দ্র ।—আমার ধাই-মা ।

২ ব্রা ।—না, না, ওটি হুড়ি ।

চন্দ্র ।—হুড়ি না, ঠাকুর, আমার হরি ঠাকুর ।

২ ব্রা ।—আমাদের ওটি দেবে ?

চন্দ্র ।—হুড়ি নিয়ে আপনারা কি ক'রবেন ?

১ ব্রা ।—ও ভায়া, ছেলের বড় চতুর ।

২ ব্রা ।—ক্ষীর খাবি ?—মিষ্টান্ন খাবি ?

চন্দ্র ।—না ।—তা হ'লে ধাই-মা মারবে ।

আমি ঠাকুর দেবো না ।

১ ব্রা ।—ভায়া, কাজ নাই, চল,

ভিটের যে শালগ্রাম শিলা আছে,

তা'রই অন্নভোগ যোগাতে পারি নি,

আর কেন ? চল চল ।

২ ব্রা ।—তবে চল ।

[ব্রাহ্মণবরের প্রস্থান ।

(চন্দ্রহাসের এক পার্শ্ব দণ্ডায়মান)

বাটীর বহির্দ্বার দিয়া দ্রুতবৃত্তি ও অপর
ব্রাহ্মণগণের বাহিরে আগমন ।

১ ব্রা ।—মন্ত্রী মহাশয়,

আমরা আশীত কৃপ হ'য়েছি ।

আপনার ঐশ্বর্য-বৃত্তি বাস বজ্র

মা কমলার কুশার সকল হোক ।

২ ব্রা ।—বাতবিক,

মন্ত্রী মহাশয়ের লক্ষীপূজা

সর্বদয় হ'য়েছে ;

তিলটি থেকে তালটি পর্যন্ত ।

ভোক্তাসামগ্রীর তো ইয়তা নাই—

মিষ্টান্ন বল, পকার বল, দধি বল,

হুঙ্ক বল, ক্ষীর বল, ঘৃত বল,

শর্করা বল, গোধূম-পিষ্টক বল,

বটক বল, লড্ডু বল, মোদক বল,

সমস্ত সমস্ত—আহা,

অতি পরিপাটি—অতি পরিপাটি !

৩ ব্রা ।—মন্ত্রী মহাশয়ের বিশেষজ্ঞি অচলা !

চন্দ্র ।—(ব্রাহ্মণগণের প্রতি)—প্রণাম করি !

আপনারা একটু পানোদ্যক দিন ।

১ ব্রা ।—এস, বাপু !—(বাটিতে বৃদ্ধাঙ্কুর-স্পর্শ)

[সকলের তরুণ করণ ও চন্দ্রহাসের
প্রস্থান ।

ধৃষ্ট ।—তবে আমি অস্ত্র কার্যাদি দেখিগে ।

এখনো অনেক বাকী ।

১ ব্রা ।—তাল তাল, আশ্রয় তবে ।

ধৃষ্ট ।—প্রণাম ।

(গমনোচ্ছোগ)

১ ব্রা ।—শুনুন, মন্ত্রী মহাশয় !

ধৃষ্ট ।—আজ্ঞা করুন ।

১ ব্রা ।—(চন্দ্রহাসকে লক্ষ্য করিয়া)

ঐ বালকটি কে, মহাশয় ?

এত অন্ন বসে ব্রাহ্মণে এরূপ ভক্তি ।

কে ঐ বালকটি ?

ধৃষ্ট ।—কোন বালকটি ?

১ ব্রা ।—যে ছেলের বিশ্রামোদ্যক নিয়ে গেল ।

ধৃষ্ট ।—তা কিরূপে ব'ল'বে বদুন ?

এ নগরে কত বালক হ'ছে ম'ছে,

কেবা তা'র সন্ধান রাখে ?

১ ব্রা।—কিন্তু, মহাপুত্র,
আমি ওর লগাটপাই দর্শন করে বুঝি—
এ বালক—বড় আগাধার

সময়ে

আপনার অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হবে।
আমাব গণন।—আমার কথা মিথ্যা নয়।

ধৃষ্ট।—(সবিস্ময়ে) বলেন কি?

ওতো আমার জাতি কুটুম্ব কেউই নয়,
ওকে যে আদৌ চিনিই না।
পরপুত্র আমার ঐশ্বর্য পা'বে?

১ ব্রা।—ভাগ্যলেশা।

আমরা তবে এখন চ'ল্লেম।

[ব্রহ্মগণের প্রস্থান।]

ধৃষ্ট।—প্রণাম।

আমাব ছই পুত্র এক কস্তা বর্তমান থাকতে
অজাতকুলশীল পরপুত্র
আমার ঐশ্বর্য পা'বে?
আমি যাবজ্জীবন পরিশ্রম ক'বে
যা' উপাঞ্জন ক'ল্লেম,
তা' কি পরেব জন্ত?
না, তা' কখনই হ'তে দেবো না।
আমি এখনি এই প্রতিকার ক'চি।
চণ্ডালগণকে বলি,
নির্জন অরণ্যে নিয়ে গিয়ে
এ বালকের মস্তকচ্ছেদন করুক।
এরূপ ভাবে এ কার্য্য ক'ব্বো যে
অপর কেহ আমাকে সন্দেহ ক'র্ত্তে পাব্বে না।
আব বিলম্ব ক'ব্বো না,
বিলম্ব বালক কোথাও চ'লে বেতে পারে।
আজ্ঞা, আমার যেন শ্রবণ হচ্ছে,
এ বালককে হ' এক বার রাজবাটীতে
জন্মক। ধাত্রীর কাছে দেখেছি,
কিন্তু ওতো রাজবংশের কেউই নয়।
কি আশ্চর্য্য!

ধাত্রীপুত্র আমার বিষয়াদিকারী?
কখনই না—কখনই না।

[বেগে প্রস্থান।]

বহির্দ্বার দিয়া মদনের বাহিরে আগমন।

মদন।—কই, পিতা যে এখানেও নাই;

গেলেন কোথায়?

মহারাজের নিকট কি কি সামগ্রী পাঠা'বেন,

তা'ও ব'লুতে গােল্লেম না।

বেলাও হো অনেক হ'লো;

বাড়ী'ব মধ্যেই আছেন কি?

দেখি আব একবার সন্ধান ক'রে।

[বাটীর মধ্যে পুনঃ প্রস্থান।]

ধৃষ্টবুদ্ধির পুনঃপ্রবেশ।

ধৃষ্ট।—চণ্ডালেবা আমাব আদেশে

ছলেটাকে যেন লুকে নিয়ে গেল।

হা ক'বে যুখে কাপড় বেঁধেছে,

কোন মতে চোঁচা'তে পারে নি।

আমি দূবে ছিলেম,

আমাকে দেখতেও পার নি।

তা যা'ক,

বতকণ না তা'র বধকার্য্য শেষ হ'চ্ছে,

ভুতকণ আমার মন স্থির হ'চ্ছে না।

আজ আমার আব কিছু ভাল লাগচে না?

জ্যা!

আমাব বিষয়ের অধিকারী একটা পব?

এইবাব অধিকারী যমেব অধিকারে যা'বে।

[বাটীমধ্যে প্রস্থান।]

চতুর্থ দৃশ্য

নিবিড় অরণ্য।

হস্তশূণ্ডবদ্ধ চন্দ্রহাসকে লইয়া

চণ্ডালগণের প্রবেশ।

১ চ।—ওরে, এর যুগের কাপড় খুলে দে।

২ চ।—দরকার ?

১ চ।—পরিচর নি।

২ চ।—যদি চোঁচায়, তবে বুঝিল বোঁ।

১ চ।—এখানে চোঁচালে, যমেও গুন্টে পা'বে না।

(চন্দ্রহাসেব বুধবন্ধন বুঝিয়া) তুমি কে ?

চন্দ্র।—ওগো,

তোমরা কেন আমাকে এখানে আনলে ?

১ চ।—তোমার বাপ মা আছে ?

চন্দ্র।—ওগো, তোমাদের কাছে অত্র কেন ?

তোমাদের বুধভবী এমন কেন ?

১ চ।—তোমার নাম কি ?

চন্দ্র।—হাঁ বুঝিচি,

তোমরা আমাকে হত্যা ক'রবে।

ওগো, আমি তো কা'রো অনিষ্ট করি নি,

কেন আমাকে বিনাশ ক'রবে ?

১ চ।—তুমি কি ক'রো অনিষ্টে যে

আমরা তোমাকে হত্যা ক'রবো ?

চন্দ্র।—আমি জানি নি,

তোমরাই আনিষেচ।

অত্যাচারী ব্যক্তি

যদি কা'রো মুখে কাপড় বেঁধে

এমন ক'রে বনে আনে,

তবে আর কি বুঝায় ?

১ চ।—না, আমরা তোমার হত্যা ক'রবো না।

চন্দ্র।—এরূপ ক'রে আনবার নাম কি স্নেহ করা ?

১ চ।—তোমার পরিচর দাও।

চন্দ্র।—যে এখনি বৃত্তান্তে প'ড়বে,

তা'র পরিচর কি লাভ ?

১ চ।—তবু।

চন্দ্র।—হা ধাই-মা !

তুমি যে রোগ-শর্যার প'ড়ে আছ,

আমি বিপ্রসাহোদক নিয়ে মা'ব,

তুমি সেই আশার পঞ্চপানে ডুবে আছ।

কিন্তু, মা,

সব নিফল হ'লো,

উভয়ের মনের আশা মনেই র'য়ে গেল !

ধাই-মা !

আমার মনে এই বড় দুঃখ র'য়ে গেল,

বৃত্তান্তময়

তোমার কোলিঙ্গ-সুখে পেলোম না।

হার হার, মা কো !

আমার শোকে তোরও প্রাণ ধা'বে।

(গীত)

কোথা হরি, বাধাধারী, চর বাধা এ সময়।

দরাল হ'রে ভীতের প্রতি হ'রো না হে নিরদয় ॥

অতর চরণ তব, দেখাও মোরে, হে মাধব,

তা' হ'লে জীবন পা'ব, বুচে যা'বে মরণ-ভয়।

পাইয়ে করুণা তব, বেঁচেছে প্রাণাদ এ'ব,

তব ভক্ত চন্দ্রহাসে দয়া কর, দয়াময় ॥

১ চ।—(অপর চণ্ডালের প্রতি)—তাই,

আমার মন কেমন ক'রে উঠলো !

দয়া স্নেহ কা'কে বলে কখন জান্তেম না,

আজ এই ছেলেরিয়ার কায়া শুনে,

তা' জানতে পেরেচি।

এই শিশুর কারার সঙ্গে

আমাবও প্রাণ কাঁদছে।

চল, আমরা একে এখানে রেখে দিয়ে যাই।

২ চ।—(প্রথম চণ্ডালের প্রতি জনান্তিকে)—

তা' হ'লে, তাই, আমাদের নিশ্চয় নেই।

যে রুক্ষি মুক্তির,

আমাদের মাথা নেবে।

১ চ।—(২ চণ্ডালের প্রতি জনান্তিকে)—

নেবে নিচ্,

তবু আমি একে কাটতে পারবো না।

এই ছেলেরিয়ার হরি হরি বোলে

আমাকে কাঁতর ক'রে কেঁদে,

চল, আমরা অস্ত্র মেশে পালাই।

২ চ।—(জনান্তিকে)—বাপ, যে মুক্তির,

টেঁড়রা পিঠিরে ধ'রে আনবে,

আর বুঁচিরে বুঁচিরে দড়ে মা'রবে

জানিস তো

যম বা কোঁথার লাগে !

যে খিটখিট। বাপ।

১ চ।—(অন্যদিকে)—যাও হারিয়ে,

তবু আমি

এ ছেলটিকে কাঁটের গায়ে রেখে

(চন্দ্রহাসের প্রতি)—

তুমি আর জেদে না।

চোক বেলে চেয়ে দেখ,—নোল।

চন্দ্র।—(সকাঁতরে)—হরি! হরি!

হে কক! হে অগ্নি! হে বায়ুদেব!

হে অনাধনাথ! হে অগ্ন্যংগভে!

এই দেখ, প্রভু!

চণ্ডালের আমার শাপিত ঝড়ের

হত্যা ক'ন্তে উদ্ভত হ'য়েছে!

এমন সময় কোথা মধুসূদন!

কোথা বীনবন্ধু! কোথা দয়ামবু!

আমার রক্ষা কর—রক্ষা কর!

হরি! হরি!

১ চ।—তর নেই—তর নেই।

আমরা তোমাকে হত্যে ক'রবো না।

২ চ।—(প্রথম চণ্ডালের প্রতি)—তাই!

আমারও মন কেমন ক'ছে,

আহা,

এমন ছেলটিকে কেমন ক'রে কাঁটবো?

কিন্তু ও মিকে—

তাই তো!—কি করি!

(ভাবিয়া)—দেখ, তাই,

এক কাজ করি আর।

এই ছেলটির বাঁ পায়ে

ছ'টা আঙুল দেখি।

আর,

পাশের বেশী আঙুলটো কেটে নিয়ে যাই।

তাই দেখিয়ে

সে ব্যাটাকে বোঝাবো—কেমন?

১ চ।—তবে তাই কর।

(চণ্ডাল কর্তৃক চন্দ্রহাসের বঁটাছলিচ্ছেন ও গ্রহণ)

চন্দ্র।—(বয়সের অস্থির হইয়া সরোবরে)

উছ! আগ বাস!

২ চ।—বান চিবিবে বেঁধে দিচ্ছি।—(তথ্য করণ)

১ চ।—কৈবো না, কৈবো না,

কি ক'রবো বন্ধু!

একগুণ হুয়াতে লুকলেরই আগ বাঁচলো।

এখন তুমি এক কাজ কর,

বন দিগে বন দিগে

অজি সেহে পালিয়ে যাও।

কুন্তলপুত্রে আর যেয়ো না।

তা' হ'লে আগে বাঁচলো না।

আমরাও আগে ম'রুবো।

চন্দ্র।—ওগো, কেন তোমরা এমন ব'লচো?

১ চ।—তা' আর তোমার শুনে কাজ নেই।

এখন তোমার আগ আমরা দিলুম,

তুমি আমাদের আগ দেবে না?

চন্দ্র।—আচ্ছা আর কুন্তলপুত্রে যাবো না।

[চণ্ডালগণের প্রস্থান।

(স্বগত)—কিন্তু আমার ঘাই-মার কি হ'বে?

আমার না দেখলে যে—

তাই তো, কি করি!

হরি! হরি!

আমি যে উত্তর-সকটে প'ড়লুম!

হরি! তুমি আমার ঘাই-মাকে সাঁখনা ক'র।

আমি

এর পর ঘাই-মাকে গোঁপনে সন্ধান দেবো।

(গীত)

দেবকীমন্ডন, কংসনিহন, কোন্তভূষণ মুরারে!

বিপন্নপাল, গোপাল, প্রজাপাল, কৃপাল হরে!।

বরদ, প্রাণক, শায়ন-দীপদ,

হৃদয়-দরদহারী, অতরঙ্গ,

বিপন্নসাগরে তরঙ্গী তব পদ,

হরি হে—হরি হে,—

এ কোর সঙ্কটে, এস'হে নিকটে,

করপুটে ডাকি তোমারে।

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য ।

অরণ্যের অপর পার্শ্ব ।

বনদেবী ও তাঁহার সহচরীগণ ।

বন ।—(স্বরে)—

আমি আনি সহচরি, বনফুল সাজী তরি ।

১ স ।—(স্বরে)—

আজি কি সাজিবে, দেখি, ফুল-আভরণে ?

বন ।—(স্বরে)—

নিজে না সাজিব, সহী, হেরে ওই হেরে ওই,
হরিভক্ত চন্দ্রহাস আসে মোর বনে ।

২ স ।—(স্বরে)—অর্ণরূপ রূপ কিবা,

৩ স ।—(স্বরে)—জীবন্ত ফুলের বিভা,

বন ।—(স্বরে)—

ও ফুলে সাজাব ফুলে হরিনাম-গান শুনে ।

সহচরীগণ ।—(স্বরে)—

চল চল ফুল ফুলে ফুলে আনি ঘটনে ।

[নৃত্য করিতে করিতে সহচরীগণের প্রস্থান ।

গাহিতে গাহিতে দূরে চন্দ্রহাসের
প্রবেশ ।

চন্দ্র ।— (গীত)

নগর চেরে কানন ভরি, নাইকো হেথার কোলাহল ।

তক্তিভরে বধুর স্বরে, বন রে আমার হরি বল ॥

প্রতিধ্বনি গভীর স্বরে,

ব'লবে হরি দূরে ধরে,

বনের পার্বী ব'লবে হরি, ফুলেবে প্রেমে ফুলফুল ॥

বন ।—(স্বরে)—

ওরে হরিভক্ত শিশু, হরিনাম-সুখ-ধারে ।

ফুড়ানি শ্রবণ বোর, ফুড়াইব আমি তোরে ॥

চন্দ্র ।—(স্বরে)—

কে মা তুমি বনমাঝে, সাজি'ছ উজ্জ্বল সাজে ?

বন ।—(স্বরে)—এ রনের অধিষ্ঠাত্রী বনদেবী আমি ।

চন্দ্র ।—(স্বরে)—প্রাণপাত করি পার ।

বন ।—(স্বরে)—আর বাছা, কোলে আয়,

বিজয় মালিকা দেবো, রাজা হ'বে তুমি ।

গাহিতে গাহিতে সহচরীগণের

পুনঃপ্রবেশ ।

সহচরীগণ ।—(গীত)

বয়ে ফুলে, বনের ফুলে,

হার নৈথেছি মনের সাথে ।

তোমরা এসে, কাছে বেসে,

গুঞ্জরি' ফুল-সুখা সাথে ॥

মৃদল মৃদল বই'ছে বায়,

ফুলের সুবাস উড়ছে তার,

নও, গো রাণি, ফুল-সাজনি,

সাজাও সাধের বালক-চাঁদে ॥

(বনদেবীর মালাগ্রহণ ও চন্দ্রহাসের কর্ণে প্রদান)

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

অরণ্যের অপর পার্শ্ব ।

কাঠুরিয়াগণ ।

কাঠুরিয়াগণ ।— (সাদতকী গীত)

আর সকলে বুটে, কোসে কাপড় এঁটে,

মারি গাঁটে গাঁটে, এই ফুড়ুলের বা,

ধাঁ ধাঁ ধাঁ ॥

কোসে ফুড়ুল ধর, সাত টুকরো কর,

একটুখানি সব, সামলে রাখি পা,

ধাঁ ধাঁ ধাঁ ॥

তাই তাই তাই, আমার বাড়ী বাই,

(উ'হ') খড়রবাড়ী বাই, ধুরে বুছে পা ;

চুক্ চুক্ চুক্, চিক্ চিক্ চিক্,

আঃ আঃ আঃ ॥

১ কা ।—চল তাই, ওদিকে কাট কাটি ।

২ কা ।—আর আমি পারি নি,

আমার হাতে বড় ব্যথা হ'য়েছে ।

বাটীর জঙ্গল আর সাবাড় হয় না,—

এক দিক কাটি—আর দিক বুড়ে,
যেন রক্তবীকের মত ।

দূরে চন্দ্রহাসের প্রবেশ

১ কা।—ও ভাই, ও ছেলটি কে ?

২ কা।—আমার বোধ হয়,

এই বনের দেবতা ।

দেখচি নি, কেমন রূপ,

কেমন চাঁদপারা রূপ ।

১ কা।—দেবতা ভো কীদূরে কেন ?

দেবতাও কি মাছবের মত ছুঁতে পার ?

২ কা।—আর দিক, ভরে জিজ্ঞেসা করি :

তুমি কে ?—কেন কীদূরে ?

চন্দ্র।—ওগো, আমি অনাথ কাঙাল ।

২ কা।—কাঙাল ?

তবে আমাদের প্রভুর কাছে চল,

তিনি খেতে দেবেন, প'রতে দেবেন ।

১ কা।—এই যে প্রভু আসছেন ।

কুলিন্দের প্রবেশ ।

কুলিন্দ।—এ বালকটি কে ?

১ কা।—চিনি নি, বলি ।

কুলিন্দ।—(চন্দ্রহাসের প্রতি)—কে তুমি, বৎস ?

চন্দ্র।—(কীর্তনের সুরে)—

যে হরি অগতের রাজা,

যে হরিকে অগৎ করে পূজা,

যে হরি তব হৃদয়ে রাজে,

যে হরি আমার প্রাণের মাঝে ;

ওগো,

সেই হরি আমার পিতা,

সেই হরি আমার মাতা,

সেই হরি আমার মুক্তিদাতা ।

কুলিন্দ।—বৎস, তুমি বালক-বটে,

কিছু তোমার জানতাওয়ার ভক্তি-তাওয়ার ।

ভাল, বৎস !

তুমি এমন হরিভক্ত হ'বে,

বনে বনে কেন ভ্রমণ ক'রে কষ্ট পাচ্ছ ?

চন্দ্র।—(কীর্তনের সুরে)—

হরি আমার ইচ্ছার,

তা'র ইচ্ছাই মোরে বুঝায়

এতকণে বুঝিছি আমি—

কষ্টে ভক্তি-পরীক্ষা হয় ।

কুলিন্দ।—(বৎস)—এ বালক পরম বৈষ্ণব ।

আজ আমি বিনা আরামে

এমন হরিভক্তের সাক্ষাৎ পোষের ।

শিতর হরিভক্তি একত হরিভক্তি,

এই ভক্তি স্বতঃসিদ্ধ ।

আমি এই ভক্ত শিতরে

আমার গৃহে নিরে বাই ।

আমার গৃহে নাই,

একেই পুস্তকানে পালন ক'রবো

আর পত্রীর সহিত বিবাহনিশি

এর সুখামাখা কর্তে

সুখামর হরিনাম প্রবণ ক'রবো ।

(প্রকাশে)—বৎস,

আমার সঙ্গে তুমি এস

চন্দ্র।—কোথায় বা'ব ?

কুলিন্দ।—আমার গৃহে

চন্দ্র।—না, মহাশয়,

আমি মাঝে না ;—আমার কন্মা করুন ।

কুলিন্দ।—কেন যাবে না ?

চন্দ্র।—লোকালয়ে আমার শান্তি হ'বে না ।

আমি বনে বনে বেশ সুখে থাকবো ।

লোকালয় অশান্তিময়

কুলিন্দ।—আমার গৃহে অশান্তি নাই, বৎস,

শান্তিময় হরিনামের আছে,

তুমি সেই স্থানে সর্বদা থেকো,—

ভক্তিভরে হরিপূজা হরিদ্যান করো ।

চন্দ্র।—আগনি হরিভক্ত বৈষ্ণব ?

কুলিন্দ।—হরিভক্তি বই প্রাণের শান্তি কৈ ?

হরিভক্তি বই জীবনের মুক্তি কৈ ?

চন্দ্র।—আগনি রক্ত ।

চলুন তবে আগনির সঙ্গে বাই ।

আপনি হরিকট, অতঃপর আমার পুত্রবীক,

আপনি আজ হ'তে

আমার পিতা হ'লেন—হরিকট হ'লেন।

ক্লিন্দ।—হরির জর।—হরির জর।—হরির জর।

জর।—হরির জর।—হরির জর।—হরির জর।

সকলে।—হরির জর।—হরির জর।—হরির জর।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কুন্তলপুত্র—রাজাভাণ্ডার।

রাজা ও রাণী।

রাণী।—মহারাজ,

বড় হুঃখ ব'লে গেল মনে,

ধাত্রী মৈত্র চন্দ্রহাস-শোকক :

আতা,

সুকুমার শিশু হৈল নিরুদ্দেশ।

মৃত কি জীবিত,

কিছুই বুঝিতে নারি।

নিদারুণ পীড়ার সময়,

কহিল আমারে ধাত্রী :—

“মরণ শিরের মোর, বরিক নিশ্চর।

এ বোগ আবোগ্য নাহি হ'বে।

তব করে শিশু চন্দ্রহাসে করিছ অর্পণ,

পুত্রসম রেহ ক'রো তা'রে,

মাতা তুমি তা'ব।”

আজ। সে আশা না পুরিল আমার।

চন্দ্রহাস কি জানি কোথায় গেল।

ধাত্রী-বাণী হইলে স্মরণ,

অন্তরে বরণা কাড়ে—

নাহি পাবি নিশ্চিন্ত রহিতে।

মহারাজ। রাখ এ দাসীর কৃপা,

বথা তথা প্রের চর

আনিতে সখর স্নানস্থান।

ঘোষণা করিয়া দাও—

চন্দ্রহাসে তাঁ'র আনিব দিবে,

লক্ষসুতা, স্তম্ভপ্রায় পা'বে।

রাজা।—ভাল, রাখি।

অতঃপাঠাই চর।

এ বড় হুঃখের কথা,—

মোর গৃহে হনি পেয়ে

হাবাইল শিশু চন্দ্রহাস।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অন্নাবতী—পথ।

ছাত্রগণ।

ছাত্রগণ।—(হুরে)—

বেলা বেড়ে গেল তাই, পাঠশালাে চল যাই,

সবে মিলে মুখে ব'লে, ক, খ, গ, ঘ, ঙ।

লেখা পড়া শিখে বেই, সদা মুখে থাকে সেই,

লোকে তা'রে ভালবাসে, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ।

লেখা পড়া শেখা ফেলে, খালি খেলে বেই ছেলে,

হুঃখ বড় পায় সেই, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ।

আমরা বালক যত, হ'ব নাকো তা'র মত,

লিখিব পড়িব সদা, ত, থ, দ, ধ, ন।

পিতা মাতা গুরুজনে, পুঞ্জিব বতন সনে,

পালিব তাঁ'দের কথা, প, ফ, ব, ভ, ম।

ঝগড়া বিবাদ তাই, কখন করিতে নাই,

সকলে রাখিব ভাব, য, ব, ল, ব, শ।

চল পাঠশালাে যাই, ষ, স, হ, ঙ।

চন্দ্রহাসের প্রবেশ।

১ বা।—তাঁই চন্দ্রহাস,

তুমি আজ পাঠশালাে বা'বে না?

চন্দ্র।—না, তাই, সেখানে গিয়ে কি হ'বে?

বরং আমি হরিমন্দিরে যাই।

১ বা।—ওক মহাশয় বড় রাণী,

পাঠশালাে না গেলে বেঁচে নাওবেন বে।

চক্র।—তা' মাকড়, তুমি কি জানি নাই ?

১ বা।—বল কি ! মাকড়স্ক, কী বলবে না ?

চক্র।—শুধু মহাশয় কি দেখেন নাই ?

আমার তা' ভাল জানি নাই ?

বালাকালে যদি ধর্মশিক্ষা না হয়,

তবে আর কখনই হবে না ।

বয়স বুঝির সঙ্গে

মনোমধ্যে নানারূপ সুপ্রভুতি বুঝি হয়,

তখন ধর্মশিক্ষা বন্ধ করিল ।

সুতরাং বালাকালেই ধর্মশিক্ষা চাই ।

আমাদের গুরু মহাশয় তা' দেখান না,

তিনি দেখান

কেবল অর্থকরী বৈষয়িকী বিজ্ঞা ।

এ বয়সে ও বিজ্ঞা বিখ্যাত ।

ভবিষ্যতে আর মঙ্গল-আশা নাই ।

১ বা।—আচ্ছা, তাই,

তুমি হরিমন্দিরে কি ধর্ম শিক্ষা করবে ?

চক্র।—হরিমন্দিরই বথার্থ পাঠশালা,

সেখানে অর্থকরী বিজ্ঞা নাই,

কিন্তু মোক্ষকরী বিজ্ঞা আছে ।

মোক্ষকরী বিজ্ঞাই বিজ্ঞা,

অন্ত বিজ্ঞা নিফল অসার অবিজ্ঞা ।

১ বা।—হরিমন্দিরে গুরু মহাশয় কই ?

কা'র কাছে মোক্ষকরী বিজ্ঞা শিখবে ?

চক্র।—হরিমন্দিরের গুরু মহাশয় স্বয়ং হরি,

আমি

তা'র কাছে মোক্ষকরী বিজ্ঞা শিক্ষা করি ।

১ বা।—কোন হরি ? কত ঠাকুর ?

চক্র।—হাঁ, তাই ! তিনি গুরু গুরু—পরমগুরু ।

২ বা।—তিনি যে ঠাকুর, কথা কয় না তো ।

চক্র।—তাই, অমন কথা বলে না ।

তিনি যেমন কথা কয়,

তেনম আর কে কর ?

১ বা।—কই,

কখন তো তা'কে কথা কইতে শুনি নি ।

চক্র।—আমার গুরুদেব কই

আমাদের গুরু মহাশয় কই না ;

আমাদের বাহু কর্ণে

তা'র কথা কইতে পারি না ।

• তিনি সত্যিকার,

মায়ের ঠা'র বসির কইনা ।

জীবের তত্ত্বের গুরু

তা'র কথা শোনা যায় ।

২ বা।—তোমার গুরু কই কি কথা বলেন ?

চক্র।—তা'র নাম গান ক'তে বলেন,

জীবের প্রতি কথা ক'তে বলেন,

পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনকে

তক্তি ক'তে বলেন,

শত্রু মিত্র উভয়কেই শ্রদ্ধা ক'তে বলেন,

হরিতকপণের সেবা ক'তে বলেন,

একাদশীর উপবাস ক'তে বলেন,

শালগ্রাম শিলার পূজা ক'তে বলেন,

কুপথগামীকে স্থপথে আসতে বলেন,

মাদক দ্রব্য স্থগার সহিত জাগ্রত ক'তে বলেন,

বা' কিছু জীবের সঙ্গে মঙ্গলকর,

তা'ই ক'তে বলেন ।

১ বা।—খুব ভাল কথা বলেন তো ।

আচ্ছা, তাই,

আমাদের তা'র কথা শোনা'বে ?

চক্র।—আমার সঙ্গে হরিমন্দিরে গেলে

তা'র কথা শুনতে পা'বে ।

২ বা।—এ গুরু মহাশয় আসছেন,

এখন কি ক'রে যা'ব, তাই ?

১ বা।—তাইতো—এখন তো যাওয়া হ'ল না ।

আচ্ছা, কা'ল যা'ব ।

এখন পাঠশালা যাই ।

[ছাত্রগণের প্রস্থান

গুরুমহাশয়ের প্রবেশ ।

চক্র।—গুরুদেব ! প্রণাম ।

গুরু।—চক্রহাস,

কি হেতু বিলম্ব কর পথে ?

পাঠশালে পেল হরিনাম ।
 'তুমি কেন না কর গমন ?'
 আর আব বাসকেবা :।
 বর্ণমালা শিল্পিত কবর, ^{কবর}
 কত এই পড়ে কত রক্তাক্ত ^{কবর}
 তুমি কেন কর অবহেলা ?
 তবু 'হরি' এই বর্ণ ছুটি
 কেন কর উচ্চারণ ?

চর ।—গুরুদেব,

'হরি' এই বর্ণ দুটি
 উচ্চারিলে সমস্ত অক্ষর উচ্চারিত হয় ;
 সমস্ত বর্ণের মূল 'হরি' বর্ণ দুটি,
 'বিষ্ণু' বর্ণ দুটি মধ্যভাগ,
 'কৃষ্ণ' বর্ণ দুটি অন্তভাগ ।
 হবি, বিষ্ণু, কৃষ্ণ এই নাম
 সমগ্র শাস্ত্রের আশ্রয়—
 সমগ্র শাস্ত্রের বীজ ।
 হেন নাম উচ্চারণ ছাড়ি'
 বৃথাশাস্ত্র অধ্যয়নে
 কি হেতু করিব কালক্ষেপ ?
 গুরু,
 মানব-জীবন ছারার ছায়ায় মত,
 এই আছে, এই নাই,
 পলকে প্রলয় হ'তে পারে ।
 বল তবে,
 মোক্ষময় হরিনাম ছাড়ি'
 কিসে পা'ব পরিব্রাজ ?
 যমের নরক-ভুণ্ড ভয়ানক হান,
 মরি যদি আজ,
 কিসে তবে পা'ব ত্রাণ সে নরক হ'তে ?
 তেঁই, গুরু,
 ভালবাসি মোক্ষময় হরিনাম ।

(সুরে)—

"হরেনাম, হরেনাম, হরেনামৈব কেবলম্ ।"

গুরু ।—চরহাস !

এ কি যে ঘটন ঘুবে তোমার ?
 হরিনাম হরিনাম যাও ।
 শাস্ত্রশিক্ষা কিসে হয় ^{কবর}
 অগ্রে স্বয়ং শাস্ত্র-অধ্যয়ন ?
 শাস্ত্র-জ্ঞান বই
 পণ্ডিত-সমাজে নাহি মান,
 মূর্খ বলি' বৃথা করে সোকে ?

চর ।—না, গুরু,

বেই শাস্ত্রে হরিনাম নাই—কৃষ্ণনাম নাই,
 সে শাস্ত্র শাস্ত্রই নয়,
 যে পণ্ডিত হরিনাম—কৃষ্ণনামহীন,
 তা' হ'তে কে মহামূর্খ আছে ?
 হরিতত্ত্বপুস্তক বেই পণ্ডিত-সমাজ ;
 সে সমাজ তব হ'রে বাক ।

গুরু,
 কাজ নাই মোর এ হেন পণ্ডিত হ'য়ে,
 কাজ নাই হেন শাস্ত্রজ্ঞানে ;
 আশীর্বাদ কর মোরে,
 চিরদিন হরিতত্ত্ব হ'য়ে
 হরিনাম গেয়ে হরির মন্দিরে থাকি ।
 হরিতত্ত্ব মূর্খ
 পূজনীয় দেবতা আমার ।
 হরিতত্ত্বহীন জানিবব
 মহামূর্খ বর্ণের জগতে ।
 তেঁই বলি, গুরুদেব,
 ছাত্রগণে তত্ত্বিসহ
 শিক্ষা দাও হরিনাম ।
 জানিও নিশ্চয়,
 হরিতত্ত্ব বই মুক্তি নাই আর ।

গুরু ।—(বসন্ত)—কি আশ্চর্য্য,

এ বাবক বলে কি ?
 ছাত্র হ'য়ে আবারে জানশিক্ষা দিতে চায় ।

কুলিন্দের প্রবেশ ।

(প্রকাশে)—মহাশয় !

আশনার পূজ পাখল হ'য়েচে দেখুচি,

অথবা এর শরীরে

কোন মহাত্মার সঞ্চার হ'য়েছে।

নহিলে বিদ্যা অধ্যয়ন পরিত্যাগ ক'রে

দিনবাত কেবল "হরি হরি" বলে কেন ?

হরিনাম শ্রেয়ে নৃত্যই বা করে কেন ?

আমি কত যত্ন ক'রে শাস্ত্রশিক্ষা দিই,

আদৌ মনোযোগ দেয় না।

আপনি

চিকিৎসক আনিয়ে এর প্রতিকার করুন;

তা'তেও যদি কিছু না হয়,

তবে ওষাণ্ড আনা'তে হ'বে।

কুলিন্দ।—(সহাস্তে)—মহাশয়, ভাববেন না,

আমার পুত্র উন্নতও নয়—ভূতগ্রস্তও নয়,

বাস্তবিক হরিভক্ত !

আমি একে দৈববশে প্রাপ্ত হ'য়েছি।

এর চরিত্র অতি বিচিত্র।

আমাব চন্দ্রহাস গুরুজনের সহিত

কখনও আহার করে না ;

একাদশী'র দিনে

কদাচ অন্ন বা অমৃতও গ্রহণ করে না ,

আমবাও এর সহিত একাদশী রত করি।

বিপ্রবর,

চন্দ্রহাস হরিনাম ভাগবাসে,

তা'ই শিখুক।

অনেকেই তো শাস্ত্র অধ্যয়ন করে,

কিন্তু এমন বালাকালে

ক'জন স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে

হরিনাম গান করে ?

হরি ব'লে নৃত্য করে ?

আমার বড় সৌভাগ্য যে

এমন পবন বৈষ্ণব হরিভক্ত পুত্র পেয়েছি।

পূর্বজন্মে অনেক স্মৃতি ক'রেছিলাম;

তা'বই পুণ্যময় ফলে

এমন কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণগতচিৎ কৃষ্ণধ্যানব্রত

ধর্মবীর পুত্র লাভ ক'রেছি।

মহাশয়,

এইরূপ একমাত্র পুত্রই বখেট,

এইরূপ পুত্রই পিতার নার রক্ষা করে।

কুচরিত্র বহু পুত্রে প্রয়োজন কি ?

আহা ! ধন্য আমি, ধন্য আমি,

বৎস চন্দ্রহাস আমার পুণ্যকল।

গুরু।—(স্বগত)—

যেমন ছেলে, তেমনি বাবা !

বাপ মার নাই পেয়েই তো ছেলে ব'য়ে যায়।

আমি তো আমি—

আমার বাবাও

এ ছেলেকে টিটু ক'ত্তে পারে না।

কথায় বলে—

“বাপ না দিলে নাই,

গুরু মহাশয় পায় না থাই”।

তা'তে আবার একটি ছেলে—

সাক্ষাৎ আবদার অবতার !

এমন ছেলেরও লেখা পড়া হয় !

আমি শেখা'ব এক,

ছেলে শিগ্বে আর ;

বাবাও আবার ছেলের দিকে।

এই যদি মনে মনে,

তবে আমার পোড়ানো কেনে ?

এ ছেলের আবার বিচ্ছেদ হ'বে !—

হ'বে ষাঁড়ের গোবর ;

না যজ্ঞ—না হোমে।

(প্রকাশে)—মহাশয়,

তবে আমি এখন পাঠশালাে যাউ।

দেখি ছেলেরা খেলুচে কি লিগুচে।

[প্রস্থান।

কুলিন্দ।—বৎস ! তুমিও পাঠশালাে যাও ;

গুরুদেব যা' শিক্ষা দেন, তা' শেখো।

হরিনাম তো তোমার স্বতঃসিদ্ধ বিদ্যা।

পরসিদ্ধবিদ্যাও চাই।

আ'ব এক কথা,

পাঠশালাে না গেলে,

গুরুর মনে কর্তৃক হ'বে।

বিশেষতঃ তোমার মত উপবৃত্ত ছাত্র

গুরুব গৌরবস্বরূপ ।

চক্ৰ —(কীর্তনের সুরে)—

আদেশ তব পালির পিতা ।

যা'ব গুরুব নিকটে গো ।

কিন্তু মন মোব আকুল সঙ্গ

হরিমন্দির যা'বার তবে ।

হবিময়, আহা, সকল দেখি,

বসনা শুধু আমাব হর বলে,

হরিনাম পেলে সবি যাই ভাল

হবিনামে মন পাগল হ'ল,

হবি বল, পিতা, হরি হবি বল ।

কুলিন্দ ।—হরেনাম হরেনাম হরেনামেব কেবলম ।

চক্ৰ ।—(কীর্তনের সুরে)

ঐ শোন, পিতা, নূপু বাক্কে,

ঐ দেখ, একবার চেয়ে দেখ গো,

আমার হৃদয়মাঝে হবি বিবাজে ।

আহা । আমি ধন্ত হ'লেম,

আমাব হৃদয় মন্দিরে নাচিছে হবি ।

আহা, হেন হবিমন্দির ছেড়ে

কোথা যা'ব ?—পিতা । যা'ব না কোথা ।

এই আমি যাই হবিমন্দিরে

জুড়া তে আমাব প্রাণের বাধা ।

[চন্দ্রহাসের প্রস্থান ।

কুলিন্দ ।—ধন্ত তুমি চন্দ্রহাস ।

তোমার কুড়াইরে পেয়ে,

সাক্ষাৎ শ্রীহবিভক্তি-মণি

পেরেছি কুড়ায়ে পথে ।

হবি দবায়ম ।

পুত্র চন্দ্রহাসে মোব চিবজীবী কব, প্র ২ ।

[প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

কুন্তলপুত্র —ইষ্টবুদ্ধির গৃহ ।

দুষ্টিবুদ্ধি ।

ইষ্ট ।—বুদ্ধি যাঁব, শক্তি তাঁ'র,

একমাত্র বুদ্ধিবশেই

আমি এত দূর আধিপত্য লাভ ক'রেছি ।

মহাবাজ কৌন্তলক নামমাত্র রাজা,

আমিই কুন্তলবাজোব ঈশ্বর ।

রাজা কৌন্তলক যত পুতল,

আমি খেলপে তাঁ'কে চালাই,

তিনি সেইরূপেই চলেন ।

আমি মনে ক'রলেই—

এখন তাঁ'কে সর্বস্বান্ত ক'রে পাবি,

পথেব ভিত্তাবী ক'রে পাবি,

ইহলোক থেকে বিদায়ও দিতে পাবি ।

কিন্তু সেটা করাব আর প্রয়োজন নাই ।

যে মৃত, তাঁ'কে মারলে কি লাভ ?

গৃহ বাজার পুত্র-লাই,

তিনি অপুত্রক অবস্থাতেই

প্রাণত্যাগ ক'রবেন ।

সমস্ত রাজ্য ঐখ্যাতে মানাবহ হবে,

তবে আব কেন রাজহত্যা ?

মহারাজেব একমাত্র কণ্ঠা চম্পকমালিনী,

সে তো আমাব পুত্রবধূ হ'বে ।

আমাব জ্যেষ্ঠ পুত্র মদন থাক'ত,

বাজার কি সাধ্য যে

চম্পকমালিনীকে

অন্তের হস্তে সম্ভাদান করেন ?

সময়ের অপেক্ষা ক'বে থাকি,

সমস্তই আমার হ'বে ।

হ'বেই বা কেন ? হ'য়েই তো আছে ।

জনৈক দ্বারপালের প্রবেশ ।

দ্বার ।—জয় হোক, মহাবাজ ।

ইষ্ট ।—(স্বগত)—শাসনের এমনি গুণ,

মন্ত্রী বলতে কারই সাহস হয় না।
 'জয় লোক মহারাজ'
 এ আশাব ভূত্য বললে নয়—
 কুপুলপুরের প্রজারাও
 আসাকে মহারাজ বলে।
 (প্রকাশে)—কি সংবাদ?
 দ্বাব।—ভেট নিয়ে অনেকগুলি লোক এসেচে।
 ধৃষ্ট।—সকলকে ভেট সমেত এখানে আসতে বল।
 দ্বাব।—যে আজ্ঞা, মহারাজ!
 দ্বারপালের প্রস্থান।
 ধৃষ্ট।—কে ভেট পাঠালে?
 কিসেব ভেট?

নানাবিধ ভেট লইয়া কুলিন্দে ভূত্যগণের প্রবেশ।

সকলে।—জয় লোক, মহারাজ!
 ধৃষ্ট।—কে এ সকল ভেট পাঠালে?
 ১ ভূ।—চন্দ্রাবতী কুলিন্দে প্রভু।
 ধৃষ্ট।—কুলিন্দে আছেন কেমন?
 ১ ভূ।—ভাল আছেন।
 ধৃষ্ট।—তাঁ'র পত্নী মেধাবতী?
 ১ ভূ।—তিনিও ভাল আছেন।
 ধৃষ্ট।—চন্দ্রাবতী'র বনবিভাগে অবস্থা কিরূপ?
 ১ ভূ।—বনেব অনেকাংশ এখন পরিত্যক্ত হ'য়েচে,
 ভূমি উর্ব্বা হ'য়েচে।
 লোকজনের বসতি হ'য়েচে।
 ধৃষ্ট।—ভাল ভাল।
 (উচ্চৈঃস্বরে)—দ্বারপাল!
 নেপথ্যে দ্বাব।—মহারাজ।

দ্বারপালের পুনঃপ্রবেশ।

ধৃষ্ট।—ভেট সমেত এই সকল লোককে
 অস্ত্রপুরে নিয়ে যাও।
 দ্বাব।—যে আজ্ঞা, মহারাজ!
 ধৃষ্ট।—(ভূত্যগণের প্রতি)—দেখ,
 তোমরা আজ আমার গৃহে আহাব ক'বে,

তা'র পর
 চন্দ্রাবতী নগরীতে প্রত্যাগমন ক'র।
 ১ ভূ।—মহারাজ, ক'র ক'রন,
 আমরা আজ আহাব ক'বো না।
 ধৃষ্ট।—(সরোষে)—কি! এত বড় স্পর্ধা।
 আমার বাক্যে অবহেলা!
 আরে মূঢ় ইতরগণ!
 আমার গৃহে আহাব ক'তে
 কত লোক প্রার্থনা করে।
 তোরা নীচ ভূত্য হ'য়ে কিসের দর্প কবিসু?
 অবিলম্বে প্রতিকূল দিচ্ছি।
 যাও, দ্বারপাল,
 এখন এদের কারাগারে বদ্ধ কর।
 ১ ভূ।—মহারাজ!
 আপনার গৃহে আহাব ক'তে
 আমাদের ইচ্ছা নাই, এ কি কথা?
 তবে আজ একাদশী তিথি,
 এ জন্ত আমরা অলগ্রহণ ক'বো না।
 আজ আমাদের নিরমু উপবাস।
 ধৃষ্ট।—কি? একাদশী? নিরমু উপবাস?
 কে তাদের এ পরামর্শ দিলে?
 ওঃ, বুঝছি, তোদের দোষ নয়,
 দোষ সেই পাপিষ্ঠ কুলিন্দে।
 একাদশী ব্রতের ছলনা ক'রে
 ছুরাঝা কুলিন্দে আমার অপমান ক'রে?
 এ তো তা'র ভেট পাঠান নয়,
 আমার মাথা হেঁট করান।
 কিসের একাদশী?
 হ'লেই বা একাদশী?
 আমার আদেশ অগ্রে,
 না একাদশী অগ্রে?
 যা'ই হোক,
 তোদের আর কিছু বলবো না,
 তোরা অবিলম্বে প্রস্থান ক'ব।
 ১ ভূ।—মহারাজ,
 আমাদের প্রভু কোন অংশে অপব'ধী ন'ন

তিনি আপনার অপমান ক'রে
আমাদের পাঠানু নি।
বাতবিক আর্জ হবিত্ত একাধুনী।
আপনি রাগ ক'রবেন না,
কল্যাণেরা আপনার গৃহে আহার ক'রবে।
—দূর হ, নীচগণ!
আমি এ পাপ ভেট
হতে স্পর্শ ক'রে চাই না।

[পদাঘাতে কেঁটাঘর সর্বল দূরে
নিষ্কপ ও ভয়ে ভৃত্যগণের
প্রস্থান।

যাও, ধারী,
নীচদের শীঘ্র নগ্ন হ'তে বহিষ্কৃত কর।
[আরপালের প্রস্থান।

এত তেজ!—এত অহঙ্কার!—
পাপিষ্ঠ কুলিন।
আমাকে পরিহাস!—আমার অপমান।
জানিস, মূর্খ,
তুই আমার অধীন,
আমি মনে ক'রে
তোব সর্বনাশ ক'তে পারি।
এ জেনেও এত স্পর্ধা!
আচ্ছা, তুই থাক,
আমি চন্দ্রনাভী গিয়ে
তোব সর্বনাশ ক'রবো।
মহারাজ তাকে বড় ঘেঁষ করেন,
নৈলে অতাই তাকে প্রতিফল দিতেম।
তা বা'ই হোক, নির্দোষ।
তোর একাদশীর ব্রত
তোবই সর্বনাশ ব্রত হ'ল।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

চন্দ্রনাভী—হরিরাম্বর।

বৃহৎ মন্দিরমধ্যে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ।
বহির্ভাগে একপার্শ্বে একটি উচ্চ বেদী।
সম্মুখে ছুইটি কাষ্ঠমন্ডপের একটিতে
তুলসী বৃক্ষ ও গুরুভূমি এবং
অপরটিতে সিংহাসনোপরি
শালগ্রাম শিলা স্থাপিত।
বেদীর উপর চন্দ্রহাস,
নিম্নে ভক্তগণ উপবিষ্ট।

চন্দ্র।—(কৃতান্তলিপুটে) হে কেশব! হে মাধব!

হে কামসুন্দর! তোমাকে নমস্কাব।

জয় অর প্রীরাধাকৃষ্ণের জয়।

(সকলের রাধাকৃষ্ণকে প্রণাম)

চন্দ্র।—ভক্তগণ।

আজ আমাদের কি আনন্দের দিন,
আজ আমাদের কি প্রাণানন্দময় উৎসব।
সম্মুখে মন্দিরমধ্যে রাধাকৃষ্ণ,
বেদীসম্মুখে বিষ্ণুমূর্তি শালগ্রাম শিলা,
তুলসী এবং বিষ্ণুবাহন পবনবৈষ্ণব গুরুদ।
বৈষ্ণবগণ।

আজ আমার কি সৌভাগ্য,
আপনাদের জ্ঞান হবিত্তভক্তগণমধ্যে
আমি উপবিষ্ট।

ধৃত আমি। ধৃত আমি।

একবার সকলে মিলে বলি—

(সুরে)—হরিবোল! হরিবোল। হরিবোল।

সকলে।—হরিবোল। হরিবোল।

চন্দ্র।—ভক্তগণ,

মানব-জীবন কণ্ঠকুর—

এই আছে—এই নাই,

এমন জীবন চলার হারিহর না,

ভক্তিভরে সর্বদা হরিদাস জপি কর।
 যদি সর্বদা অবকাশ না পাই,
 তবে দিনান্তে একটি বারও ভক্তিভরে বল—
 (স্বরে)—হরিবোল ! হরিবোল ! হরিবোল !
 সকলে।—হরিবোল ! হরিবোল ! হরিবোল !
 চন্দ্র।—ভক্তগণ,
 জগদীশ্বর হরি
 সকলের পিতা—সকলের মাতা,
 সকলের প্রভু—সকলের রাজা,
 হরি দীনের বন্ধু—দরিদ্রের ধন—
 হতশেষের আশা—ভীতের তরঙ্গ।
 হবি
 জীবের প্রাণ—জীবের জ্ঞান—জীবের জান।
 হবি সকলের সোভাগ্য—সকলের শিবস্বরূপ।
 হবি বন্ধা, হরি বিয়ু, হরি শিব, হরি শক্তি।
 মাঘের জিহবা অতি ক্ষুদ্র,
 সমস্ত দেবতার নাম উচ্চারণ ক'তে পারে না,
 এই জগৎ একবার ভক্তিভরে
 হরিনাম উচ্চারণ ক'রে
 তেজস্বী কোটি দেবতাব নাম উচ্চারিত হয়।
 তাই বলি ভক্তগণ,
 একবার বল,
 হরিবোল ! হরিবোল ! হরিবোল !
 সকলে।—হরিবোল ! হরিবোল ! হরিবোল !

গুরুমহাশয় ও জনৈক দৈবজ্ঞের প্রবেশ।

দৈবজ্ঞ।—কেমন, মহাশয়,
 আমার গণনা কি মিথ্যা ?
 যা' বলেচি, তা' সত্য কি না ?
 গুরু।—দৈবজ্ঞ মহাশয়, অল্পত ব্যাপার।
 আমি চন্দ্রহাসকে শিশু মনে ক'রে
 তাজিল্য ক'রেম।
 ভাব্তেম, বালকে আমার ঈর্ষা চিন্বে।
 আজ স্বচক্ষে দেখে আমার ভ্রম বুটে গেল।
 দৈবজ্ঞ।—আমি তো বলেছিলাম,

এই বালক অদ্বিতীয় হরিভক্ত হ'বে।
 যা'রা আশ্রয়ব কাণ্ডজানন্ত
 একে কলঙ্কিত বিবেচিত,
 এই বালক চন্দ্রহাস
 তাঁদের ঈর্ষা হরণ ক'বে—
 মুক্তিমূল হরিভক্তি শিকা দিবে।
 এট দেখুন,
 আজ চন্দ্রহাসকে নিকট শত শত হরিভক্ত।
 গুরু।—কি চন্দ্রহাস, বড় কুই !
 তৌই হরিনামের পাঠ অব্যয়নও থা ?
 বৎস রে !
 আজ তোর মুখে হরিনাম প্রবণ ক'রে
 আমি জ্ঞান লাভ ক'রেম—
 নব প্রাণ পেলেম।
 চন্দ্রহাস, বল বল,
 কে তোর এই হরিনামের শিকাগুরু ?
 আজ তো'ব এই মোহাক্ষ গুরু
 তা'ব শিষ্য হ'বে।
 বল, কে তোর সেই গুরু ?

চন্দ্র।—গুরুদেব !
 ঐ যে মন্দির মধ্যে আমাব গুরু,
 এই দেখুন, সিংহাসনে আমাব গুরু,
 ইনিই আমার হরিঠাকুর—
 ইনিই আমার গুরু।
 গুরুদেব !

এই হরিঠাকুরকে আমি ছেলেকেলায়
 নদীর ধারে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।
 একে আমি সর্বদা সঙ্গে রাখি,
 প্রাণ ত'রে প্রেমভরে হরি ব'লে ডাকি।
 বহিষ্কৃত মুখিত ক'রে
 ধ্যানচক্রে মনস্তকে একে দেখি।
 (নেত্র নিমীলন করিয়া কীর্তনের স্বরে)—
 আহা, মধুব মধুর বাজি'ছে নৃপব
 কমল চরণ যুগে,
 বক্সি ঠাম, নব বনজাম্
 ভালে তিলক জাগে।

কটি তটে ধড়া, শিরে চাঁদু চুড়া,

শিখিপাখা বেলা কুঁড়ি,

মনঃ প্রাণ-ভোলা, গলে কুমারী,

বাকা নেচে বাহু, ঘেসে হাসে ।

রাখা রাখা ব'লে, কহে কৌশল,

কহু প্রেমে জাহ্নবী,

বাধা-প্রেম-ছলে, শিখার বকলে

ভকতি-বকতি-খলি,

।—জীবগণ! সাধন-স্বপ্ন-বিস্ময় হও ।

মৃত্যু শিরে হক্ক-স্বপ্ন-ক'ছে ।

যম ভীষণ দণ্ড উজ্জ্বল ক'রে আছে ।

এই উভয়কে দূর করবার অস্ত্র উপায় নাই,

উপায় কেবল হরিসঙ্কীর্ণ ।

হরিসঙ্কীর্ণের পবিত্র আনির্ভে

মৃত্যুপতি যম দূরে পলায়ন ক'রবে ।

এস, আমবা সকলে মিলে

হরিসঙ্কীর্ণের হরিসঙ্কীর্ণ করি ।

কঃ ।।—(মুদগ করতাল পূজাবস্ত্র গোণে

হরিসঙ্কীর্ণ)

হরিনাম-গুণগানে,

নামগান স্তম্ভপানে,

একপ্রাণে মাতি, ভাই ।

হরাময় হরি খই,

মুক্তির উপায় কই,

হরি বোলে ডাকি ভাই ॥

আর আর বাহু ফুলে,

জহর কপাট ফুলে,

তবির চব্বার খই

প্রাণের ভকতিতরে,

নভশিরে মোড়কবে,

চরণে তার পুটাই ॥

কীর্তন করিতে করিতে সকলের প্রস্থান ।

মর্ত্য দুষ্ক ।

শ্রীনাথ-কুলিন্দেব গৃহ ।

কুলিন্দ-কুলিন্দেবীর প্রবেশ ।

মেধা ।—হাঃ! ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

আম কেন চন্দ্রহাস এত বেলা ক'ছে ।

বেলা যে দুপুর হ'রে গেল ।

বাহার কি খিদে তেঁটা নাই ।

বাও, তুমি সঙ্গে ক'রে ডেকে আন ।

বাহা এখনো মুখে জলটুকু দেখ নি ।

আমি সব আয়োজন করি গিয়ে,

তুমি শীগগির ক'রে তা'কে ডেকে আন ।

কুলিন্দ ।—পত্নি,

চন্দ্রহাস এখনি যদি

হবিগুণগানে মেতে থাকে,

তবে তা'কে আনা ভাব ।

মেধা ।—কুলিন্দেব নিয়ে এস ।

কুলিন্দ ।—সে ভোলাবার ছেলেই নয় ।

হরিনাম পেলে সে অস্ত্র সব শোলে,

তবে অস্ত্র প্রলোভনে ভুগবে কেন ?

যাই তবু একবার আন্বার চেষ্টা করি ।

[কুলিন্দেবীর প্রস্থান ।

মেধা ।—হরি ।

আমার একমাত্র মেহের খন চন্দ্রহাস

ভোমার পরম ভক্ত ।

সে ভোমার ভক্ত পাগল ক'রেছে,

সময়ে খায় না—সময়ে শোয় না,

হরি ।

এই অনিরমে পাছে তা'র পীড়া হয় ।

না, কেন পীড়া হ'বে ?

ভোমার নাম স্তম্ভপানে যা'র তৃপ্তি,

কেন তা'র পীড়া হ'বে ?

(মেধাথোর দিকে বদ্বিধা)

এই যে আমার বাহা ।

চন্দ্রহাসের প্রবেশ ।

আম আর, বাপ আমার! বাপ আমার!

আহা, দুখখানি ওকিরে পেটে,
গায়ে কত ধুলো লেগেছে।

(গারমার্কস্‌ ক্রিটিক্‌ হরিতক্‌)।

হ্যাঁ বাবা, তুই কেমন ছেলে ?
তাপ্‌ দেখি, কল্ল রুম্মা হ'য়েছে।

চন্দ্র।—(কীর্তনের সুরে)।

তাই তো, বেড়া বেড়ে যে গেল,
আমার হরিতকল নাহি হ'ল।
হেলায় হেলায় বাড়িল বেলা,
ফুরিয়ে এল আহার খেলা,
এখন কেমন ক'রে, ও মা।—
ধরবো হরির চরণ-তোলা ?

মেধা।—বাছা ! তুই নিজেই তো ব'য়েচিস্‌,
হ'নি আপনাই হবিভক্তকে
গেও শ্রীচরণ-ছায়ায় বক্ষা করেন।

চন্দ্র।—মা, তা' সত্য বটে,
কিন্তু মানুষ বড়দুঃখ পীড়নে পীড়িত,
সংসারের মোহে মোহিত।
পাছে মাগার প্রলোভনে
হবিভক্তি চঞ্চল হয়,
তা' হ'লে তো আব
কবির শ্রীচরণ পাব না।

মেধা।—বাছা !

তোব মত হরিতক্‌র যদি
হবিভক্তি চঞ্চল হয়,
তবে জগৎসংসার হবিভক্ত শূন্য হ'বে,
কেউ আব হবি ব'লে ডাক্‌বে না।
হবিভক্তিই হবির জগতের প্রাণ—
জগজ্জীবের প্রাণ।
হবিই তাঁ ব জগতের প্রাণ রাখতে—
জগজ্জীবের প্রাণ ক'ন্তে
হবিভক্তব সৃষ্টি করেন,
তবে তোমা'ব কিসে'ব ভয়, বাবা ?
এখন থা'বে চল।

চন্দ্র।—পিতা কোথা, মা ?

মেধা।—তিনি তোমা'ব খুজ্‌তে গেছেন।

চন্দ্র।—আমার খুজ্‌তে গেছেন ?

(কীর্তনের সুরে)।

পিতার কীর্তি তুমি তো ছিলে,
আমার খুজ্‌তে কেন, পাত্রী'লে ?
বা'রে বোঁসিব হ'র, ও মা !—
বা'বে বিধি আদি'ল, ও মা !—
এখন হরিরে'না খুজ্‌তে পিতা
আমার খুজ্‌তে'লেন কেন ?

মেধা।—(কীর্তি)। হরিতকবির শিশু

লব কথা তবু'তাবে'তাবে'।

কিন্নরী বৃক্সা'ই'রেন'।

হরিনামে' ভুলাই'রে'।

সঙ্গে ক'রে ল'য়ে গিরে' করাই ভোজন।

(কীর্তনে)।

হবিবোল—হবিবোল—হরিবোল।

[প্রস্থান।

চন্দ্র।—মা, দাঁড়াও—দাঁড়াও, আমিও যাব।

হবিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

ধূক্‌বুদ্ধি ও তদীয় অমুচরগণের সহিত
কুলিন্দের পুনঃপ্রবেশ।

কুলিন্দ।—অন্ত আমার কি সৌভাগ্য,
আপনার আগমনে চন্দ্রাবতী ধন্য হ'ল।
(স্বগত)।—আজ ধূক্‌বুদ্ধির মুখভাব দেখে
আমার মনে সন্দেহ হ'চ্ছে।
সে দিন একাদশী তিথিতে
আমার ভৃত্যগণ
উপহা'ব নিয়ে গিয়েছিল,
ইনি তা'দে'ব আহা'র ক'ন্তে বলেছিলেন,
কিন্তু একাদশীর ব্রত ব'লে
কেউ কিছু খায় নি।
ভৃত্যদের মুখে শুনেচি,

তা'তে ইনি

'আপনাকে অপমানিত করি ক'রে

তা'দেব উপর ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন,

সেই ক্রোধ কি আত্মা বিদীর্ণ হয় নি ?

বান্ধবেব হরি এ'র ক্রোধ শান্তি করল,

আমাদের বৃদ্ধা করল ।

(প্রকাশে)—মন্ত্রী মহাশয় !

আপনি কখনে আছেন তো ?

মহারাজ কোতলক জীব আছেন তো ?

প্রজাগণ সুখে আছেন তো ?

বাজকাণ্ডী অনুষ্ঠানে লক্ষ্য হ'ছে তো ?

শত্রুগণ

বাজদণ্ডের ভীত হ'য়ে আছেন তো ?

ষ্ট । —কোন কোন শত্রু ভীত নয়,

তা'দেব সমুচিত শাস্তি দিতে হ'বে ।

হলিঙ্গ । —(স্বগত) —আমার অহুমান মিথ্যা নয়,

বোধ হয়, আমাকেই লক্ষ্য ক'বে

ষ্টবুদ্ধি একপ ব'লেন ।

তা' বলুন,

আমরা যদি পাশে থাকি,

অবশ্য ফলভোগ ক'রবো ।

তবি আমাদের সহায় ।

(প্রকাশে)—মহাশয় ।

কা'বা মহারাজ কুন্তলপতির

এবং আপনাব সহিত শত্রুতাচরণ ক'চ্ছে ?

ষ্ট । —এর পরী ব'লবো ।

আচ্ছা, হলিঙ্গ ! বল দেখি

তুমি একাদশীর ভাণ কোথায় শিখলে ?

হলিঙ্গ । —(স্বগত) —সেই জন্তই মন্ত্রীর আগমন ।

ষ্টবুদ্ধি বেরূপ ষ্ট,

আজ কোন বিত্রাট বা ঘটায়,

হে কৃষ্ণ !

তোমার ব্রতচরণে কি

শেষে বিপদ ঘটলো ।

ষটে ঘটবে,

তথাপি মিথ্যা কথা ক'ব না ।

(প্রকাশে)—মহাশয় !

আমি একাদশীর ভাণ করি নাই ।

আমার হরিতক পুত্র চন্দ্রনাথী নগরীতে

একাদশী ব্রত-প্রচার ক'রেছে ।

আমরা তা'রই পরামর্শ বডে

সেই শব্দে ব্রত ক'রে থাকি ।

ষ্ট । —(সাক্ষ্যে) —তোমার পুত্র !

কবে তোমার পুত্র হ'ল ?

কই, আমাকে তো সংবাদ দাও নি ?

হলিঙ্গ । —সে পুত্রটি আমার ঔরসপুত্র নয়,

স্বয়ংপ্রাপ্ত পুত্র ।

একদা আমি ভৃত্যগণের সঙ্গে

অরণ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ ক'ছি,

এমন সময় তাঁ'কে বনমধ্যে প্রাপ্ত হ'লেম ।

প্রথম দর্শনেই তা'ব প্রতি

আমার মন প্রাণ আকৃষ্ট হ'ল ।

তৎক্ষণাৎ আমি তা'কে

স্বয়ংপ্রাপ্ত পুত্ররূপে গরিগ্রহ ক'রে

গৃহে এনে লাগন পালন ক'তে লাগ্লাম ।

হরিতক পুত্র গৃহে আসা অবধি

উত্তরোত্তর

আমাব বিষয় সমৃদ্ধির বৃদ্ধি হ'ছে ।

ষ্ট । —কই, তোমার সে পুত্র ?

হলিঙ্গ । —(উচ্চৈঃস্ববে)—চন্দ্রহাস ! চন্দ্রহাস ।

এই যে আস্চে ।

মেধাবতীর সহিত চন্দ্রহাসের

পুনঃপ্রবেশ ।

মহাশয় !

এইটি আমার পুত্র ।

চন্দ্রহাস !

মন্ত্রী মহাশয়কে নমস্কাব কর ।

(ষ্টবুদ্ধিকে চন্দ্রহাসের নমস্কাব করণ

ষ্ট । —হলিঙ্গ !

এই বালকই তোমার পুত্র ?

হলিঙ্গ । —হাঁ, মহাশয় ।

ধৃষ্ট।—(সগত)—এ বালক কে?
 কেন একে দেখে আমার মন চঞ্চল হ'ল?
 অ্যা—ম।। আমার সেই প্রতিভা
 কে যেন কানে কানে রূপে দেখে
 "ধৃষ্টবুদ্ধি! এই বালক চন্দ্রহাস"
 তোমার সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হ'বে
 ওঃ! তরুণ! তরুণ!
 আবার একি শুনি!
 কে যেন বলে—
 'নিষ্ঠুর মন্নি!
 তুমি বাক্যগণের কথা শুনে
 নিতান্ত পামরের স্থার
 যা'ক বনমধ্যে বিসর্জন ক'রে
 চণ্ডালহস্তে নিহত ক'রে মনস্থ করেছিলে,
 এই সেই চন্দ্রহাস
 তোমার উৎপাত কেতুক্ষেপে
 কুলিনের গৃহে আবিস্কৃত হয়েছে!
 ওঃ! কি কুটিল বহুত! কি ভয়ঙ্কর ঘটনা!

(চন্দ্রহাসকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া)—

এই বালকই সেই বটে,

এর মুখভাবে

আমাব সমস্ত স্নেহ দূর হ'ল।

যা'ই হোক,

এই আমাব মহাশত্রু,

একে নিশ্চয় বিনাশ ক'রে হ'বে।

কৌশলে বিনাশ না ক'রে

লোকে আমার নিন্দা ক'রবে।

কি ভয়ানক কথা,

আমাব ঐশ্বর্যের প্রভু একজন পর!

তা' কখনই হ'বে না—কখনই হ'বে না।

(প্রকাশে)—কুলিন!

আমি তোমাব পুত্রকে দেখে

যারপরনাই সন্তুষ্ট হ'লেম।

তোমরা পতিপত্নী

এই পুত্রের সহিত স্নেহে কালযাপন কর,

এই আমাব আশুভিক ইচ্ছা।

কুলিন।—কুলিনের সত্যকে

আমার পুত্র অস্বস্তি বোধ হ'বে।

ধৃষ্ট।—ও কুলিন!

কুলিন।—কুলিন!

ধৃষ্ট।—আমি জানি তোমার

বড় একটা ভুল ক'রে এসেছি।

মহারাজকে একটি বিশেষ কথা

ব'লে জানাবে বিশ্বস্ত হ'য়েছি।

আমার পুত্র চন্দ্রহাস হ'বে না।

তোমার পুত্র চন্দ্রহাসকে

কুলিনের অতাই পাঠাই।

আমি এর হাতে একখানি পত্র পাঠাই।

সেই পত্রেই প্রয়োজনীয় কথা লিখে দি।

কুলিন।—কুলিন!

চন্দ্রহাস অতাই পত্র নিয়ে যা'বে।

ধৃষ্ট।—(সগত)—

আমার ছোট পুত্র মদন

আমার বড় বিশ্বাসী।

চন্দ্রহাস যেমন আমার পত্র নিয়ে

তা'ব ঐকট উপস্থিত হ'বে,

সে অক্ষয় পয়পাঠিয়ার

বিবদামে একে বিনাশ ক'রবে।

(প্রকাশে)—চন্দ্রহাস!

আমি

আমাব পুত্র মদনের নামে পত্র লিখে

তুমি তা'কে সেই পত্র প্রদান ক'রবে।

সে আবার মহারাজের নিকট

পত্রমধ্যস্থ রাজপত্র প্রদান করবে।

দেখ', বৎস!

রাজপত্র অতি গোপনীয়,

তুমি পাঠে উন্মোচন ক'রে পাঠ কর?

চন্দ্র।—না, মহাশয়!

এরূপ অস্তায় কার্য ক'রে

আমাব পাপ হ'বে।

হবি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হ'বেন।

ধৃষ্ট।—হাঁ, তুমি যেকপ হবিভক্ত,

তা'তে তোমাকেই বিশ্বাস হয় ব'লে
আর কা'কেও পাঠানোর না।

হবিব শপথ কর, শত্রু হুজুরের

চন্দ্র ।—হরিব শপথ, পুনঃ পুনঃ
ধৃষ্ট ।—(স্বগত) —

এই বাব হরিভক্তিভেদেই হরিভক্তি নিপাত হ'বে,
এরূপ দেবভক্তি ও ধর্মভর আশ্বিনাশের মূল,
কিহ, আমায় পূরন দিতে
চন্দ্রহাস প্রহাস করি,
চরায় কুলিন্দ ও মেধাযুক্তকে
কাবাবদ্ধ ক'রবো।

পাপিষ্ঠ কুলিন্দ

আমায় বড় অপমান করিতেছে।

(প্রকাশে) —আমি পুত্র লিখে আনি।

*** [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

কুতলপুর—উজানদ্বয়ের সন্মিলন ।

চন্দ্রহাসের প্রবেশ ।

চন্দ্র ।—দরায় হরিব দরায়

ছয় বোজনের পথ অতিক্রম করি
আইছ কুতলপুরী।

আহা, এই সেই শৈশবের গুরী।

ধাত্রী মাতা পুত্রদেহে

পালন করিল হেথা বোহে

ভৃত্যগণ যবে ভেট ল'রে আইল হেথায়

ধৃষ্টবুদ্ধি রাজময়ী-পাশে,

একটি বিশ্বাসী ভৃত্যে দিগেছি ক'রে

সকলের মনোহর প্রীতি সাহায্য সহায় ।

তবু জীবন বদ্বীপেই তব

ময়ীর পোহের

প্রতিভার দ্বারা তবুই নিশ্চয় কহিয়া।

আহা,

হৃদয়-ভাঙ্গার দিন হুজুর

রাজময়ী তাঁর কাছে আশ ।

হায় হায়,

শিওর জীবনময়ী শৈশবের মাতা

চিরভরে মিরাদে চলিয়া

আমারে কেলিয়া হেথা।

হা, এতদে বক ব'লে সেন দাখা।

মা গো!

বড়ই অজ্ঞান আমি,

নারিহ করিতে তোম অস্তিত্ব উত্তরা।

মা গো!

হরি হরি ব'লে—কক কক ব'লে

বিহুগবে করিয়াছি পিণ্ডদান;

তুনেছি, মা, হরিভক্ত-মুখে

তক্তাধীন চিরদিন হরি।

তোম দত্ত স্তনভক্ষপানে

পেয়েছি, মা, বড়টুকু জ্ঞান,

সেই জ্ঞানবলে পুন

বড়টুকু হরিভক্তি পেয়েছি, মা,

সেই হরিভক্তি মাখাইয়া

শ্রেতপিও দিয়েছি, মা, তোম।

ভক্তপ্রাণ করি

প্রীচরণে দিন তোমার স্থান।

হরি! হরি!

তোমারি প্রীপ—গয়া গঙ্গা বারানসী,

কোমলি প্রীপ—

শান্তি-ভক্তি নিকর কল্যাণ,

তোমারি প্রীপ বই

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-মাঝে কিছু নাহি জানি।

ধাই-মায়ে বোহ

তব এট পামপতে প্রীতি মোকপদ।

জনৈক অধরক্ষকের উপবেশ।

চন্দ্রহাস

অধরক্ষক।—বেলা তোর জীবিতের অধরক্ষক;

আজ্ঞা করেন, জ্ঞে

খোড়ার ভেত্রে কিছু খাবি বুঝি আশি

এ রাজার বাগান; এ রাজার বাগান;

এখানে তো খোড়া আনতে পারি নি;

খাস কিত চেয়ে আছে।

চন্দ্র।—কি! এখনো অধরক্ষক তুণ দাও কি?

নিষ্ঠুর!

জীবের আহারের জন্তও না?

আবাব আমার আশ্রয় প্রতীক্ষা করে আছে?

আহা! অথ বাকাহীন জীব,

তা'কে অগ্রে না খাইয়ে

নিজেব উদরজালা পীতল ক'রেছ?

দেখ, অধরক্ষক।

আমার বিবেচনার

মহুযও বেমন,

সেইরূপ পত পক্ষী কীট পতঙ্গ

সবাই হরিষ নষ্ট,

এ পৃথিবী বা পৃথিবীর সামগ্রী

কেবল মহুষ্যের নয়,

সমস্ত জীবের।

যে সকল লোক অবলা জীবকে—

বিশেষতঃ অধীনস্থ অবলা জীবকে

অগ্রে না আহাৰ করিলে

আপনাবা আহাৰ কবে,

তা'রা নবাকার শিষ্য,

তা'রা হরির অবমাননাকারী,

তা'রা হরিজন্তুদের মহাশত্রু।

তুমি নিশ্চয় জেনো

সকল জীবকে অরক্ষণ দান করা

বৈক্যবের প্রণাম লক্ষণ।

যাও, তুমি আব বিলম্ব কর না;

পাছে তুণ আনতে বিলম্ব হয়,

তুমি আমার খাদ্যরব্য অধরক্ষক দাও।

চন্দ্র।—জ্ঞে।

অধরক্ষকের প্রস্থান।

বহুদূর পট্টিনে বসীর ক্রান্ত হয়েচে,

এরূপ ক্রান্ত অবস্থায়

মহী কুশলদেয় বাটীতে বাওয়া উচিত নয়।

এই উদ্দেশ্যে একই স্থানায় করি,

তা'র দ্বারা

(চন্দ্রহাস উপবেশন)

আহা! আজ এ কি দেখি!

চন্দ্রহাস!

তুই হরিজন্তু ক'রে কিদের অধরক্ষক করিস?

তোকে চেয়ে

উভয়ই ভগ্নে অলৌকিক হরিজন্তু আছে।

ঐ ভাষা,

অতি ক্ষুদ্র তুণটি পর্যন্তও

হরিজন্তুতে তোকে পরাজিত ক'বেচে।

ঐ ভাষা,

তরলজাগণ অবনতমস্তকে

পূজাভাব হরিগণের অর্পণ ক'ছে।

ঐ ভাষা,

ক্ষুদ্র তুণগুলি ভূতলে শিরশার্শ ক'বে

হরিকে প্রণাম ক'ছে,

কিন্তু তুই এখনো উদরজন্তু কর'রেছিস।

না, চন্দ্রহাস!

উভয়দিকে হরি-সাধন হয় না।

এদের মত হরিকে প্রণাম কর।

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

(চন্দ্রহাস হরি প্রণাম)

যত এই ভূপাছাদিত ঘলি।

আর রে তুণগণ।

আমি তোদের সঙ্গে এই ঘলিতে দেহ লুটাই।

(শয়ল)

আহা, শরীর জুড়িয়ে গেল।

(জনৈক নিত্যানন্দ)

কিয়ৎকণ পরে অশ্রুধরককের

পুনঃ প্রবেশ ।

অশ্রুধরকক ।—ইনি ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি ।

(দ্রষ্টব্য)—প্রভুপুত্র । প্রভুপুত্র ।

কই, সাড়া নাই,

ঘুমিয়ে পড়েছেন ।

আলা, অনেক দূর এসে প্রাণ হ'য়েছেন,

যুগ্ম তবে একই,

আমি এই অবসরে মগনের উপকর্ষ

অথকে ভাল ক'রে

বাগ দল খাইরে আমি ।

[অশ্রুধরককের প্রস্থান ।

বিষয়া ও সখীগণের প্রবেশ ।

সখীগণ — (গীত)

কি সাথে ফুটেছে ফুল প্রমোদ কাননে ?

কি সাথে জুটেছে অলি ফুল ফুল সনে ?

ব'লে দে সজনি

এ'গুড় কাহিনী—

কেন ফুলে অলি,

পাড়ে চলি' চলি'

কেন দোলাগুলি কবে ছুঁজেন ?

পোমেব নবীন হাসি আগে ছুঁ' মনে ।

বিষয়া ।—সখি !

তোমরা এই সব ফুল নিয়ে যাও,

বেশ মনোহর মালা গাঁথ গিয়ে ।

আমি আবার ফুল নিয়ে যাচ্ছি,

আজি সন্ধ্যার সময় হরপার্বতীকে

ফুলেব সাজে সাজাবো ।

১ সখী ।—প্রিয়সখি !

তুমি তবে বেশী বিলম্ব ক'র নহে ।

আমরা জানি,

তুমি ফুলরাজ্যে এলে

তোমাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া ভার ।

২ সখী ।—তা সত্যি, তাই,

ফুলে ফুলে সব বিশেষ বার,

কোনটি আমাদের ফুল বুঝে পাই না ।

১ সখী ।—এ বাগানে দিন দিন কত ফুল ফোটে,

কি জানি, তাই !

আজ তুমি আবার কোন্ ফুলটি দেখে

তার আগে নিজের আগে রেখে

আপনহারা হও !

বিষয়া ।—বহিই কপালক্রমে

মনোহর নতুন ফুল পাই,

সে তো বড় সুখের ।

নতুন ফুল নিয়ে যা'ব

আপন ফুলে ফুলের হ'ব

সখীগণ ।— (গীত)

হৃদয় সাজে এ প্রমোদ বন,

দেখ দেখে সেজেছে কেমন ।

কুহ কুহ রবে,

শিকবধু সান,

চালে মধু মোহিত প্রবণ ।

ভর-ফুল-ডালে,

ফোটা ফুলজালে,

ফুলে ফুলে খেলে লতাগণ ।

ফুলবাস ল'য়ে

পাগল ত'য়ে

হুঁরে হুঁরে উড়ার পবন ।

[সখীগণের প্রস্থান ।

বিষয়া ।— (গীত)

অমল মলয়ানিধি ছিলোলি' ধায় ।

কত বসন্ত

ফুল কুদমদণে

ভুবি'ছে কোমল কার ॥

গীত বসন পসি',

প্রকৃতি হৃদয়ী,

মধুর সুহাস মুখে সমুখে দাঁড়ায় ।

গুঞ্জি' অমরফুল,

পঞ্চমে কোকিল,

গাহি' অশ্রু-গীত মধুরী নাচার ॥

(ইতস্ততঃ পশিষ্যত ।)

(সবিস্ময়ে)—এ কি ! ইনি কে ?

বনদেবতা কি ?

না ফুলজগতের বাসী ?

একে দেখে আমার ভাবান্তর হ'ল কেন ?

আমি বহু বার এ'র মুখ পানে চাচ্ছি,

তত বারই কেন এ'রি হত্বি।

গেম !—গেম !—আত্মবিস্ময় !

ইনি কে ?—বিবরায় স্বামী ?

একে আমি চিনি না,

অপচ স্বামী এ'রেন্নে কেন ?

প্রজাপতির নিকট ।

এনি নিদিত,—

জাগ্রিত ক'রবো কি ?

না, তা' এ'লে প্রাণ ত'রে দৌড়ে পাবো না।

এচ্ছা প্রথম দর্শনে

চাখ চক্ষু উন্মীলিত রাখে না,

ইনি যেমন চক্ষু উন্মীলন ক'রবেন,

অমনি আমার চক্ষু নিবীলিত হ'বে,

আশা মিটিয়ে রূপ দেখা হ'বে না।

আমি দেখি,—নয়ন সার্থক করি।

এ কি ?

একথানি পত্র না ?

তাই তো, পত্রই তো বটে।

নিদ্রাব ঘোরে ছাত এলিয়ে পড়াতে

পত্রখানি মাটিতে প'ড়ে গেছে।

পত্রখানি প'ড়ে দেখুবো ?—না।

না কেন ?

একে যে কালে আত্মসম্মদান ক'বেচি,

সে কালে পত্র পড়তে দোষ কি ?

পত্রই পরের দ্রব্য

গোপনে নেখ না বা দেখে না,

কিন্তু ইনি তো আমার পব ন'নু—স্বামী ;

তবে কেন দেখুবো না ?—দেখি।

(পত্র লইয়া মনে মনে পাঠ)

(সবিস্ময়ে)—কি সর্বনাশ ! অ্যা—এ কি।

আবার পড়ি—

(পুনরুদার পত্র পাঠ)

“বংস মদন !

“তোমার কণাণ হউক।

“এই পত্রবাহক চক্রেহাস

“আমার সমস্ত সম্পদের ভাবী প্রভু।

“আমি যা' বিধিমান হ'বো

“তুমি তা' নিয়মের অবধারণ করিবে।

“অতএব,

“জাতি, কুল, বিদ্যা, বিত্ত, পদ, বয়স,

“পুরুষ, স্ত্রী, গুণ বা সৌন্দর্য

“কিছুই গণনা না করিবা,

“অক্লিষ্টে ইহাকে যি'র দানে করিবে।

“তাক্স হইলে

“আমরা উভয়ে কৃতার্থ ও নিরাপদ হইব।

“আশীর্বাদক

শ্রীধরবুদ্ধি।

পিতা !—পিতা !

হি হি, এ কি তব মনোভাব !

কোই প্রাণে, পিতা !

দাদার আমাব লিখিলে এ হেন লিপি।

পিতা !

ভোদারো তো পুত্র কস্তা মোরা,

পুত্র-স্নেহ জান তো তুমিও,

তবে পরপুত্রে বধিবে কেমনে ?

আহা, যা'র পুত্র ইনি,

তার স্নেহ স্নেহ কি গো নয় ?

(কিরংকণ ভাবিয়া)—

না না, পিতা মোর এ হেন নিষ্ঠুর ন'নু,

কদম তাঁহার স্নেহের তাণ্ডার।

বুঝিয়াছি আমি,

এ'রি করে সম্মদান করিতে 'আমায়'

দাদারে আমার পিতা লিখিলা এ লিপি !

উপযুক্ত জামাতদর্শনে

আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে পিতা

“বিবদাদানের" স্থলে

লিখিলেন “বিব দান”।

আর, তাই যদি নাহি হ'বে,

কেন তবে হেন পত্র পড়িল আমার কবে ?

মন কেন বলে এ'রে স্বামী ?

গৌরীব্রত পূর্ণ মোর এবে,
জগন্নাভা গৌরীর কৃপার
পাইলাম উপযুক্ত স্বামী
এবে এক কাল কুঁড়ি
বিস দান" স্থলে নয়নকল্লবে
"বিববাদান" ।

(তরুণ কবচ)

একবার প'ড়ে শেখিত
"অবিলম্বে ইহাকে কিয়দূর কুঁড়িবে"
"ভাষা কইলে,
"আমবা উভয়ে কতক্ষণ ও নিরাপদ হইব।"
এইবার ঠিক হৈল লিপি।
পূর্বমত মূলা মুক্তি' রেখে যাই স্বামিকবে।
ম ভাগ্য।
পূণ্য ও বাসনা মোর।

(প্রস্তান।

। — ভগ্ননিম্ন হইয়া)—তাই তো,
সকল সমাগতা।
হিম্ম আমি এতই নিম্নিত
তবঙ্গবন্ধ কই ?
প্রান্ত হ'রে সেও বৃষ্টি ঘূষা কোথাও
জাণ, ঘূষাক আনামে,
ডাকিব না তা'বে।
সবোব-নীবে মুখ তাত ধু'রে
নিজ যাই মল্লীব আগ্নেয়
(সবোব-সোপানে অববোধন কবিতা)
মুখ তাত ধুইয়া গান করিতে
করিতে পুনকথান।

(গীত)

জয় জয় বনমালী,
জয় জয় শ্রীম মূলধারী।
নীল ঘন-পূর্ণিমা-বাসী,
নীলবতনকিরণরাশি,
বদিক, পাশ-প্রেম উদাসী,
নয়ন ভরি বসন্তাধারী।

বক্ষিম শিবে মধুরপাখা,
বামে রাধিকা মাধুরী-মাখা,
মরকতে বেল কলকরোয়া
আঁকা বাকা হ'বে হাসে
সমুখে ঘননা বহে উজান,
উজানে ধাই'ছে আমানো প্রাণ,
প্রাণ গাই'ছে প্রেমের গান,—

জয় রাধাপ্রেমমুখাভিধারী।

[পদ লইয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চন্দ্রাবতী—নগবোপকণ্ঠ।

(নেপথ্যে আর্তনাদ)

বেগে ধুঁকুঝির প্রবেশ।

ধূট।—এই যে আমার ভূতাগণ
আমার আদেশ পালন ক'চে।
চন্দ্রাবতী মিদারুণ আর্তনাদে অশ্রু
এই আর্তনাদ আমার পক্ষে পশম গাছাদ।
প্রতিজ্ঞা আমার—
চন্দ্রাবতী বধাসর্বস্বপুত্র—
গৃহদাহন—প্রজাপীড়ন।
কুলিন্দ !
আজ তোন অহঙ্কার ভাবখান ক'মে
ওবে আমার অজ্ঞ কাজ।
পাপিষ্ঠ।
ভূট কুদ্রাদপি কুদ্র পতঙ্গ হ'য়ে
ধুঁকুঝির চর্চমা কোদরুপ আঘাতে
যে কালে কাঁপ দিয়েছিল,
সে কালে চন্দ্রাবতী নগরী ম'লে
তো'ব আজ উৎসর্গ হ'ত হ'লে।

(নেপথ্যে আর্তনাদ)

বেগে কুলিন্দ প্রবেশ।

কুলিন্দ।—মল্লিক—মল্লিক।

পরিহর রোষ—পরিহর রোষ,
কিবা দোষ করিল আমার প্রজা ?
কেন দাও হেন নিদারুণ সাজা ?
তব হের, মহাশয় !
তব অমুচরগণ হইয়া নির্দয়
সর্বনাশ করিল আমার
আদেশে তোমার !
অহো !
সাধের চন্দনাবতী হ'লো ছারখার ।
অচিরে নিবার হবে,
নতুবা না র'বে প্রজাগণ ।
রাজমন্ত্রী ! রাজকার্য্যে এসে
মপাইলে শেষে আমা' হবে !
দেহ ভিক্ষা প্রজাগণে—
কর জাণ এ ঘোর সঙ্কটে ।
শ্রুত ।—আবে আরে দুষ্টমতি !
মুখে কাতরতা ভাণ,
অস্তরে শঠতা তোর ।
রাজাব সামাগ্র তৃত্য তুই ;
একাদশী উপবাস !
ভাল ভাল,
কারাবাসে কবাইব চির-উপবাস !
কুলিন্দ ।—অহো, সন্দেহ ঘুচিল মোর,
এই হেতু হেথা তব আগমন,
এই হেতু পুরী কৈলে নাশ,
এই হেতু প্রজাগণে ত্রাস !
অহো—অহো,
এই হেতু প্রিয়পুত্র চন্দ্রহাসে মোর
পাঠাইলে কুস্তলনগরে !
অহো, সন্দেহ—সন্দেহ বাড়ি !
মন্ত্রী !
কি ছলে পাঠা'লে তা'রে ?
ধরি পায়,
এল হে আমায়—
মোন পুস্ত্রের জীবনে
কুলক্ষা নাহি তো তব ?

হা, চন্দ্রহাস ! বৎস রে !
না বুঝিয়া করিল বিবাস,
শেষে বুঝি ঘোর সর্বনাশ !
হা পুত্র ! হা পুত্র !—হা চন্দ্রহাস !
কোথায় পাঠা'লে তারে, মন্ত্রিবর ?
কোথা গেল চন্দ্রহাস !
হরি ! পুস্ত্রের দেখাইয়ে দাও !
অহো ! অহির হ'য়েছি অতি !
চন্দ্রহাস !—চন্দ্রহাস !
ভর নাই—এই নাই,
দেখি দেখি কত দূরে পুস্ত্র মোর ।

(বেগে প্রস্থানোত্তোগ)

শ্রুত ।—(হস্ত ধারণ করিয়া)—
আজ্ঞে আরে হুরাচার !
ছলাকরি' কোথায় পালাবি ?
কে আছে কোথায়, আইস স্ববায় ।
কুলিন্দ ।—শ্রুতবুজি ! নামের সার্থক বটে !
ছি ছি, মন্ত্রী !
ধর্ম্মে নাহি হবে তব হেন অত্যাচার ।
শ্রুত ।—আঁরে অধার্মিক !
ধর্ম্মাধর্ম্ম কি দেখা'সু তুই ?
দেখি,
ধর্ম্ম তোর কিরূপে বাঁচার তোরে ?
কে আছে, আইস স্বরা ।

অমুচরগণের প্রবেশ ।

বাধ ছুটে কঠিন নিগড়ে ।

(অমুচরগণের তদ্রূপ করণ)

কুলিন্দ ।—হা কৃষ্ণ !—হা কৃষ্ণ !
তোমাতে পূজিয়া,
তব একাদশী ব্রত করি'
এ হেন জগতি হ'ল শেষে !
প্রভু ! সর্ব-অসুখমী তুমি,
তুমিই আমার সাকী ।

বেগে মেধাবতীর প্রবেশ ।

মেধা ।—এ কি, মন্ত্রী !

কি করিলে—কি করিলে,
কি হেতু বাধিলে স্বামীরে আমার ?
শূলে দাও দাক্ষণ বন্ধন,
মন্ত্রী মডন এই কি হে কাজ ?
কি বলিবে মানবসমাজ ?
কি বলিবে মহারাজ ?
।—আরে ছুটে !
স্বামী তোর রাজদ্রোহী,
তুইও তা'ই ।
এই হেতু দৌড়ে ল'রে গিয়ে
দিব শূলে কুস্তলনগরে রাজ্যের গোচরে ।

ধা ।—রাজদ্রোহী মোরা ?
মন্ত্রী ।
হেন পাপ কথা না কহিও আর ।
হবি সাক্ষী,
চিবদিন রাজভক্ত মোরা ।
।—প্রবঞ্চনা !

লক্ষ ।—পত্নি ।
মে জন না বুঝে বাধা,
তা'ব সনে কেন কও কথা ?
ধুইবুদ্ধি, নামেব মহিমা
দেখাইল আমা দৌড়ে ।
।—আবে ছুরাচার ।

বাব বার সেই কথা ।
যা'বে মাথা,
তবু নাহি প্রাণে ডব !

মেধা ।—মন্ত্রী, পত্নীর গোচরে
পতির এ হেন বলা উচিত কি তব ?
হায় হায় !
নগর ভাঙিলে মোর,
অগ্নিদাহে পোড়াইলে গৃহ,
কত-দেহ কৈলে প্রজাগণে,
লুটিলে তাণ্ডার,
তবু না মিটিল আশা ?
শেষে কৈলে স্বামীর হৃদয়া ?
নাহি কি হে ধর্মভয় তব ?

ধুই ।—ভৃত্যগণ,
ইহায়েও বাধ দর ।
কুলিন্দ ।—(অতি ক্রোধে)—মন্ত্রী,
নিভাতই কাণ্ডের তুমি !
ধুই ।—(কুলিন্দকে হুট্যাঘাত করিয়া)—
গিলাচ !

মেধা ।—হরি ! হরি !
রক্ষা কর স্বামীরে আমার !
হরি ! তোমা খই কেউ নাই ;
মধুসূদন ! ত্রাণ কর বিপদ-পাথারে ।

কুলিন্দ ।—হরি,
প্রাণ যায়, মেও ভাল,
তবু না ভুলিব তব নাম ।
তব নামে পড়িলু বিপদে,
তব নামে মরিতেও চাই ।
হরি,
ধুইবুদ্ধি রুই তব নামে ।
তব নামে পুত্রে মোর করিল বিনাশ ।
শেষে তব নামে
আমা দৌড়ে দিল শূলে ।
দি'ক—কতি নাহি তা'র,
লোকে তো বলিবে তবু—
এক হরিনামে
চন্দ্রহাস, মেধাবতী, কুলিন্দ মরিল ।

ধুই ।—ভৃত্যগণ,
চল এ দৌড়ারে ল'রে কুস্তলনগরে ।
রাজদ্রোহী তরে শূল ।

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

কুস্তলপুর—ধুইবুদ্ধির বাটাসমুখ ।

মদন ও চন্দ্রহাসের প্রবেশ ।

মদন ।—হরিতত্ত্ব চন্দ্রহাস,
পিতার আদেশ-লিপি-মতে
তব করে মোর বিবরণ ভগিনী

করি' সম্মান,
হইলাম আনন্দিত প্রাণ ।
হৃদয়ে মতি রাখি' দৌড়ে
সুখে বহু চিরকাল ।

৮৯ —মন্ত্রিপুত্র !

ইচ্ছাময় হরির ইচ্ছায়
চৈতন্য আজ মন্ত্রীরা জামাতা ;
এ বড় সৌভাগ্য মোর ।
(স্বগত) —রাজলিপি বলি'
কি হেতু লিখিলা মন্ত্রী হেন লিপি,—
চন্দ্রহাসে বিষয়া করিবে দান ?

—কি হেতু লিখিলা মন্ত্রী হেন লিপি,—

স্পষ্টত সম্বন্ধ নাহি করি'
কোশলে সচিব কেন প্রদানিলা সূতা ?
বোধ হয় স্পষ্ট কথা বলিলে, যতগণ
বিবাহেচ্ছা না হ'ত আমার,
এই সে কারণ
মন্ত্রী এ কোশল লিখন ।
ঘটনা স্বরূপ হরি,
তাঁহাবি ঘটনা এই ।

মদন ।—চল এবে দৌড়ে মিলি'
উৎসবাদি কবি দরশন ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

যষ্টিহস্তে ধৃতবুদ্ধির প্রবেশ ।

ধৃষ্ট ।—কুলিন্দে পঙ্কীর সহিত,

আনিলাম কবিতা বন্ধন,
আজ্ঞায় আমার
ভ্রতগণ ল'য়ে গেল
সে দৌড়ারে কায়াগারে ।
বাজারে বুঝ'য়ে,
শূলে দিব এখনি সে দৌড়ে ।
এ দিকেও আমায় আবেশনর সেরে
চন্দ্রহাসে বিবদানে ব'ধেছে মদন ।
কণ্টক হইল দূর ।
চন্দ্রহাস ।

মম বিষয়ের তুই জারি প্রভু—না ?

দ্ব্যবসায়, জামাই বিবাহের,
যমালয় ভাগ্যে জোর লেগে ।

বিপ্রেস বচন লক্ষ্য করে কত
প্রবন্ধক শঠ বিপ্রহাসি,

মিথ্যাভাবে মজার সব্বারে,
আর বিপ্রগণে না করি বিবাস ।

(উৎসবধে রাত্তরানি)

এ কি ! কিসের বাজ বাজে ?

ওঠো ঠিক—

মদন মন্দন খোঁজি' মাক করি'

আজ উৎসব মুখের কটকি ।

বাহিনিক প্রদোক্তর করিবার আগে

বাস্তববে বুঝি'ল মোর—

“কিতা, চন্দ্রহাসে ক'বেছি বিনাশ ।”

মদন বে, যত পুত্র তুই মোর,

ঐক্যা আমার নিশ্চয় অন্ধক তোর ।

বাঁকি অন্ধ ছুই ভাগ করি'

এক ভাগ কনিষ্ঠ মন্দনে দিব,

এক ভাগ দিব প্রিয় কন্যা বিষয়াবে ।

বাদ্য করিতে করিতে বাদ্যকারগণের

প্রবেশ ।

কহ রে বাদকগণ,

কোথা মোর কুমার মদন ?

১ বা ।—(মমকার কবিতা)—

আপনকার জয় হোন্ট ।

ধৃষ্ট ।—ভাল ভাল,

পুরবার দিব আশাভীত,

কহ অগ্রে, কোথায় মদন ?

১ বা ।—তিনি এখানে এই কতকণ

আপনকার জামাই মনোরম সঙ্গে ছিলো ।

ধৃষ্ট ।—কি ? আমার জামাই ?

১ বা ।—আজ্ঞে, দিবি জামাই ।

যেমন আপনকার মেয়েটি, তেহি ছেলেটি,

দিবি বন ক'নে, মশম !

আপনকার খুঁই গুঁইয়েছি হোক কিম্ব,
খুঁজে খুঁজে বেশ সমস্ত করেছো।
আজ আমাদের বাড়িরে
হাত সাধক হ'তে।

(পুনর্দীক্ষণনি)

১৪।—আবে বাটাবা, ধাম্ ধাম্।

১ বা।—কেন, মশর, ধাম্ বা কেন ?
আপনকার কাণে বই বসে
ক আমাদের টেলের বোকা বুঝবে ?
ভগমানের ইচ্ছে হ'ত যদি
আমাদের চাটে হাত,
আপনকার চাটে কাণ,
তা' হ'লে আজ,—
বাজা রে বাজা।

(সকলের পুনর্দীক্ষণনি)

১৪।—আবে মদোন্নতগণ,
কেন না শুনি কথ্য ?
বল্—কে মোব জামাতা ?

১ বা।—সে কি, মশর !
অশ্রুত ভ'বে কি বলেন যা হোক।
আপনকাব জামাইয়ের নাম
আমি জানি কি না তা'ই জানতে চাও ?
জামাই চন্দবহাঁস।

১৪।—কি ? চন্দ্রহাস ?
আবে দুটগণ !
মোব সনে পরিহাস ?
বাস্তব সনে মন্তক করিব চূব।
পরিহাস ?—পরিহাস ?

(বাস্তকারগণের মন্তকে ও বাস্তবস্রে)

পুনঃ পুনঃ ঘটাবাস্ত

১ বা।—দোহাই মশর !—দোহাই মশর !
চন্দবহাঁস নয়—শুধু চন্দ্রহাস।

১৪।—(বসি উত্তোলন করিয়া)—চন্দ্রহাস ? অ্যা !

১ বা।—দোহাই—দোহাই,
বরং মাথা কাটান, ঢোল না কাটে।
ঢোলের চামড়া কাটলে—খাব কি ?

১৪।—খুবই নীচপন !

(পুনঃপ্রবেশ)

[বাস্তকারগণের চীৎকার করিতে
করিতে পলায়ন।

ক্ষীরভাণ্ড, দধিভাণ্ড ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য
লইয়া প্রাঙ্গণগণের প্রবেশ।

১ বা।—মন্ত্রী মহোদয় মঙ্গল হোক।
অন্ত আপনার কোঠ পুত্র মদন
আমাদের চর্ক চোয় লেছ পেয় ক'রে
উত্তমরূপ আহাৰ্য করিরেচেন।
(উদগার তোলন)

১৪।—কোন কার্য উপলক্ষে ?

১ বা।—আপনাব কস্তা-বিবাহোপলক্ষে।
আপনি আসবার আগেই
তিনি আপনাব অমুতিক্রমে
এই শুভকার্য সম্পন্ন ক'রেচেন।
আপনাব নব জামাতা চন্দ্রহাস
বড় হরিভক্ত—বড় স্ত্রী।

১৪।—কি !—চন্দ্রহাস জামাতা আমাব ?
আমারি খেয়ে আমারি অপমান ?
[বক্তব্যান্তে ভাণ্ড ভগ্ন করণ ও
বেগে প্রস্থান।

১ বা।—আহা, সব ক্ষীরটেই গেল।

২ বা।—আঃ ! গা-মর দই মাখামাখি।

৩ বা।—ঐ যা,

সন্দেশগুলো।

পিণ্ডবৎ ভাল পাকিয়ে গেলো হে।

দশ দশ গণ্ডা মোড়া।

একবারে চটকে একটা।

১ বা।—তবু তো, ভাঁরা, ভোমাব একটা,
আমার গোলাগুলো বে গোলায় গেল।
পেট ত'রে না খেয়ে
কি বক্মাবিই ক'রেচি।

২ ভ্রা।—মন্ত্রী কি সুরাপান ক'রে থাকেন ?

১ ভ্রা।—অবশ্য,

নৈলে আর এমন উদ্ভাস কেন ?

নেপথ্যে ধৃষ্টবুদ্ধি।—রহ, ধৃষ্টগণ !

এক দড়িতে সকলকে বঁধবো ।

১ ভ্রা।—ও ভায়া, গতিক ভাল নয় ।

যঃ পলায়তি, স জীবতি ।

[সকলের পলায়ন ।

বেগে ধৃষ্টবুদ্ধির পুনঃপ্রবেশ ।

ধৃষ্ট।—ধিক্ ! ভীত বিপ্রজাতি ।

ত্রীলোকগণের প্রবেশ ।

কহ, নারীগণ,

বাগ্ধরব, মহোৎসব, ভ্রাতৃপুজা

কিসের কারণ ?

১ ত্রী।—আপনার স্মৃষ্ট পুত্র মদন

চন্দ্রহাসকে কোথা থেকে পেয়েছেন,

তাই এই বাস্ত ।

ধৃষ্ট।—মদন চন্দ্রহাসকে কি কিছু ধন দিচ্ছে ?

১ স্বী।—সামান্য ধন নয় ;

আপনার পুত্র মদন

চন্দ্রহাসকে

আপনার কস্তা বিষয়া সম্প্রদান করেছেন ।

আমরা বরবধুকে দেখতে বাচ্চি ।

ধৃষ্ট।—আরে আরে নিশাচরীগণ,

আমাব সম্মুখে এ কথা ব'লতে

তোদের লজ্জা হয় না ?

দূর হ—দূর হ !

১ ত্রী।—(স্বগত)—ওমা, কি বোরা,

মন্ত্রীকে হস্তে কুহুরে কামড়েছে নাকি ?

ধৃষ্ট।—এখনো বে দাঁড়িয়ে ?

পুরুষার চান্ ? এই নে ।

(বাট উত্তোলন)

[ত্রীলোকগণের পলায়ন ।

কি বিভ্রাট,

সকলেরি মুখে বে ঐ এক কথা !

বাপার কি ! হ'ল কি ! মদন করেছে কি !

... মদনের প্রবেশ ।

পুত্র ! পুত্র ! কহ, মদন কিসের উৎসব ?

আজ্ঞা মোর ক'রেছে পালন ?

মদন।—পিতা !

আজ্ঞা তব করেছে পালন ।

পত্র পাঠ করি' তব

চন্দ্রহাসে বিষয়া করিছ সম্প্রদান ।

কল্যাণ নিশাকালে হইরাছে মদন বিবাহ ।

পিতাঃ ! ধন তুমি, ...

কহ তপস্তার কলে

পেয়েছো, হেতু সন্দেহ, ভ্রাতৃপুজা ।

ধর্মবীর চন্দ্রহাস মব পত্নী সনে

কৌরজনগণে ল'রে আননিত মনে

কৃতঃপুণে হরিসকীর্তনে

উঠিয়াছে একেবারে মাতি' ।

মিতাঃ ! পিতা !

হরিনামমহীন এই কুজলনগর

জনে নি কখন হেন হরিসকীর্তন ।

মব বরবধু

হরিনামমধু চালি'ছে পিয়াসী জনে ।

চল চল তুমিও শুনিবে, পিতা !

ধৃষ্ট।—আরে আরে পাশাপাশি কুমার !

ধিক্ তোরে কোটি কোটি বাব ।

দর্প তেজ গৌরব আমার

একেবারে কৈলি ছারখার ।

ছিছি, কি লজ্জার কথা—কি দৃষ্টার কথা

প্রাণে দিলি নিদারুণ ব্যথা !

দৃষ্টপথ ছাড়ি'—গৃহ মোর ছাড়ি'

দূর হ রে দুরাচার !

আজ হ'তে ত্যাগ্য পুত্র তুমি মোর

মদন।—এ কি, পিতা, এ কি কথা ? ...

কি হেন অজ্ঞার কার্য করিছ সাধন ?

তোমারই আকরিত পত্রপাঠে

চন্দ্রহাসে বিষয়া করিছ সম্প্রদান,

তবে, কিসে তব গেল গৌরব সম্মান ?

৪৫।—ছিছি, থিক মোরে,
‘হেন মহামূৰ্খ পুত্র অশ্লিল আচার’।
মূৰ্খ পুত্র হ’তে কি হবে সন্মানাশ ঘটে,
আজ তাঁর ঐতাক্ষ্যে মরি।

মদন।—মূৰ্খ নহি, পিতা!
তব লিপি আশ্রয় করিয়া পাঠ
চন্দ্রহাস সনে
বিবহারে বংশধরিত্ব বিবাহ করিলে।

৪৬।—মূৰ্খ হ’তে মূৰ্খ ভূই,
বর্ণজ্ঞানমাত্র নাহি চন্দ্রহাস,
ভাল,
কোথা পত্র দেখা দিয়া আসে।

মদন।—আমার নিকটে আসে।
(বস্ত্রমধ্য হইতে পত্র লইয়া)—
এই লহ, পিতা।

৪৭।—(পত্র পাঠ করিয়া লবিস্বরে, স্বগত)—
কি আশ্চর্য্য! এ কি দেখি!
শিহরে পরাণ!
‘বিবদান’ স্থলে ‘বিবদাদান’!
আমারি ত হস্তাকর এই,
এই তো পত্রের তলে
আকর ক’বেছি নিজ নাম!
না লিখিয়া ‘বিব’—লিখি ‘বিবদা’।
ওহো,

পত্র লিখিবাব কালে আভিষ্ট চকল,
বিবদা অক্ষরচ্যুতি ঘটয়াছে তাই।
বিবদা তমরা মোর,
স্নেহে সদা ভাবি তা’রে,
ওঁই পত্র লিখিবাব কালে
বজ্রাঘাত কৈল নিজ ভালে।
বিবদা!

কেন শতাব অস্ত্র নারি রাখি নি, অভাগি?
থিক থিক, কি কাজ করিছ মিলে?
অহো, আশা ভেঙে গেল,
হিতে বিপরীত হ’ল।
মহাশয় চন্দ্রহাস

করিল আমার সন্মানাশ—
হইল আমাত।
বিনাপিতে বা’র কৈল কুটিল মন্ত্রণা,
আমারেই সেই করিল বিনাশ!
বুঝিলাম,
ভাগ্যলিপিলা হয় অস্ত্রধা,
নহে কেন মোর লিপি মোরে দিবে বাধা?
বাই হোক, তবু না ছাড়িব,
চন্দ্রহাসে নিশ্চয় বধিব,
হয় হোক বিবদা বিধবা,
ভাগ্যপি পয়ের পুত্র
কত না হইবে মোর বিবদাধিকারী।
(প্রকাশে)—বাও, পুত্র, অস্ত্রপুত্র।

মদন।—পিতা,
যদি আমি কোন অপরাধ ক’রে থাকি,
আমাকে ক্ষমা করুন।
বলুন, এ বিবাহে কোন ত্রুটি ক’রেছি,
এখনি তাঁর প্রতিবিধান করি।

৪৮।—মহারাজকে নিমন্ত্রণ করা উচিত ছিল।
তিনি আমাব প্রভু,
কিন্তু আমার কস্তার বিবাহ হওয়াটো
তাঁকে না জানিয়ে ভাল হয় নি।

মদন।—আপনার পত্রে তা’ তো লেখা ছিল না।

৪৯।—বৎস, তা’ আমারই ত্রুটি,
তোমার দোষ নয়।
সুখা তোমার তৎসনা ক’লেম,
চাখিত হ’তো না।

মদন।—আজ্ঞা,
আমি মহারাজকে দিয়ে এখন বলচি,
ভ্রমবশতঃ এরূপ ঘটতে ব’লে
তিনি মনঃক্লান্ত হ’বেন না।
আপনি অস্ত্রপুত্র গিয়ে
নববরবধূকে আশীর্বাদ করুন।
আমি রাজবাটা চ’লেম।

[মদনের প্রস্থান

৫০।—নববরবধূকে আশীর্বাদ।

এখন আমার আশীর্বাদ অন্তরূপ—

চন্দ্রহাস নিহত হোক ।

বিষয়া বিধবা হোক ।

অন্তঃপুত্র এখন বাঁচ না,

গা'ব মহাপুত্র চন্দ্রহাস নিহত হ'লে ।

চন্দ্রহাস আমার ঐশ্বৰ্য্যের ভাবী ঐক্য

দেখবো দেখবো

কিরূপে সে আমার বিষয়াধিকারী হয় ।

[প্রস্থান ।

চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

কুন্তলপুত্র—রাজকুমার ।

কুন্তলক ও গালব ।

কুন্ত । —ওপোধান,

বাসেব ঘটনা অতি অদ্ভুত,

চন্দ্রহাস কেবলবাজেব পুত্র ।

ধারীর গুপ্তপত্রে

সমস্ত রহস্ত ভেদ হ'য়েছে ।

মন্ত্রিপাল মদনের প্রমুখ্যে

বাকপত্র চন্দ্রহাস ব'লে পাঠিয়েছিলেন যে

হা ব ধারী মাতার শয়নকক্ষে

মুণ্ডিকা'ব নিরে তৎসম্বন্ধে কি আছে ।

আমি তা' শুনে মুক্তিকা খনন করিয়ে

একটি কোটা পেলেম ।

কোটার মধ্যে একখানি পত্র দেখ্লেম ।

চন্দ্রহাস ধাত্রীপুত্র মন,

মহাবাজ কেবলপতির পুত্র ।

তপোধন, এই সেই চন্দ্রহাস ।

চন্দ্রহাস কেবল রাজপুত্র ন'ন,

এমন অল্প বয়সে পবন ধর্ম্মশীল হরিভক্ত ।

আমাব মধী ধ্রুবজি যথার্থ বুদ্ধিমান,

তাই এমন লংপাত্রে কল্পাদান ক'রেচেন ।

আমিও চন্দ্রহাসকে

আমার একমাত্র কল্পা চন্দ্রকামিনীকে

সম্প্রদান ক'রে পরম কৃতজ্ঞ হ'লেম ।

এমন হরিভক্ত রাজপুত্র চন্দ্রহাসকে

কল্পাদান করি আমাব সোভাগ্যেব বিষয় ।

গালব । —কমহারাজ,

তপস্বী হরিমুখ অমৌলিক শীলা ।

তিলি এইরূপেই

ভক্তসেব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কবেন ।

মহাশয়,

আমার জার আমিও ধৃত হ'লেম,

আজ্ঞার রাজসৌমহিত্য সার্থক হ'ল ।

মদনের প্রবেশ ।

কুন্ত । —এই মদন,

কুন্তল চন্দ্রহাস কোথা ?

মদন । —কতিনি

যুগল নবপত্নী এবং পুত্রবাসিনীগণের সহিত

অনববত হরিশূভা ও হরিশকীর্তন ক'ছেন ।

এক এক বার ব'লছেন,—

কুন্তলপুত্রের রাজপুত্রে ও মন্ত্রিগৃহে

জীবের মুক্তিরূপ হরিনাম প্রচাৰ্য্যে

হরিই আমাকে ধর্ম্মপত্নীমূল দান ক'বেচেন ।

কুন্ত । —ধৃত হরিশীলা ।

গালব । —ধৃত হরিভক্ত প্রকৃতি পুরুষ !

লকলে । —ধৃত হরিশীলা !

কুন্ত । —মন্ত্রিপুত্র,

তুমি চন্দ্রহাসকে আমার দিকট

একবার পাঠিয়ে দাও ।

আমবা হরিশকীর্তন শ্রবণ ক'রবো ।

লকলে । —ধৃত হরিশীলা !

একদিকে মদনের প্রস্থান

[অস্ত্র দিক দিয়া কুন্তলক

গালবের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃষ্ট্য ।

ধূতবুদ্ধি বাটসদৃশ ।

চন্দ্রহাস ও ধূতবুদ্ধির প্রবেশ ।

ধূট । -বৎস চন্দ্রহাস,

আমার বড় বোভাশা,

নৈলে

তোমার মত হস্তিকর আদর্শ কি লাভ হয় ?

আমার স্তার মহারাজ কোড়লক ও সুখী,

তিনি তাঁ'র কস্তা চন্দ্রকামিনীকে

তোমার হস্তে প্রদান ক'রেচেন ।

(স্বগত)—মহারাজ নিতান্ত সুখ,

নৈলে তোমাকেও কস্তা দান করেন ?

(প্রকাশে)—আমি আশীর্বাদ কবি,

তুমি আমার প্রিয়তমা কস্তা বিবরা

এবং রাজকস্তা চন্দ্রকামিনী'র সতি

চিরকাল সুখস্বচ্ছন্দে কালবাপন কব ।

(স্বগত)—হুবাখন,

তুই আমার মর্মান্তক ক'রেছিস্ ।

যথাকথকিং

এখনো আমি জীবিত আছি বটে,

কিন্তু তুই জীবিত থাকলে,

আমার চিন্তা করে মৃত্যু হ'বে ।

আমি বিশেষরূপে অনুধাবন ক'রে দেখলেম—

আমাদের উভয়ের জীবন,

ইহলোকে থাকবার নয় ।

এক জনের জীবনের ইচ্ছা নিশ্চয়

অপরকে অকালে জীবন বিসর্জন ক'তে হ'বে ।

গাপিষ্ট,

আমি তোমার পিতা স্বর্জিককে

এবনি শূদ্রে দিতেম্,

কিন্তু দৈববশতঃ তুই রাজজামাতা চলি,

অতরাং এখন আমাকে সে বিষয়ে,

কিছুমি নিরস্ত থাকতে হ'ল ।

অক্টে তৌকে বিনাশ ক'রবো,

তা'র পন তা'দেব ।

পবধনলোভী,

আমার ঐশ্বর্যের চেয়ে,

তোমার ক্ষুদ্র জীবন কখনই প্রেম নয় ।

অতই তোমার শেষ দিন উপস্থিত ।

অতই চন্দ্রকামিনী ও বিবরা বিদগ্ধ হ'ল ।

(প্রকাশে)—বৎস চন্দ্রহাস,

এখন তোমার একটা কার্য বাকি আছে ।

চন্দ্র ।—কি কার্য, বলুন ?

ধূট ।—আমাদের কৌলিক প্রথা আছে—

বিবাহান্তে বরকে একাকী গিয়ে

আমাদের কুলদেবতা চণ্ডিকার

পূজা ক'তে হয় ।

অতঃ তুমি সন্ধ্যার সময় গুরুপুত্ৰাদি নি'য়

দেবী চণ্ডিকাকে

পূজা ও নমস্কার ক'তে যা বে ?

তা'না ক'রে বিবাহ সফল হ'বে না ।

চন্দ্র ।—যে আজ্ঞে,

সন্ধ্যার সময়

মাতা চণ্ডিকার পূজা ক'তে যা বে ।

কোথার তাঁ'র মন্দির ?

ধূট ।—এই কুন্তলনগরের বহিঃভাগে অবস্থিত ।

চন্দ্র ।—যে আজ্ঞে—

আমি নিশ্চয় সন্ধ্যার সময় সেখানে যাব ।

[চন্দ্রহাসের প্রস্থান]

ধূট ।—এই বার আমার আশা পূর্ণ হ'বে ।

চণ্ডালদেব গোপনে গোপনে বলে দিয়াছে

তা'রা আজ সন্ধ্যার পূর্বে হুই ১০

মণ্ডলে

বনমধ্যস্থ চণ্ডিকামন্দির লুপ্তবিধ পোক,

আমার আদেশমত কার্য ক'বে ।

আজ চণ্ডিকা দেবী

নবরক্তে তৃপ্তিলাভ ক'রবেন

অগচ্চ আমার ও পূর্বম শত্রু নিবৃত্ত হ'বে ।

মা চণ্ডিকে ।

ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'বে, মা ।

[প্রস্থান]

মদনের সহিত চন্দ্রহাসের পুনঃপ্রবেশ।

মদন।—সন্ধ্যাও তো প্রায় হ'য়ে এল,
মহারাজ যে তোমাকে ডেকেছেন,
তাই আমি তাড়াতাড়ি এলুম।
তিনি, তোমার মুখে হরিগুণগান শুন্বেন,
তাই উদগ্রীব হ'য়ে
তোমাব অপেক্ষার আছেন।
তুমি অগ্রে মহারাজের নিকট যাও;
আমি ততক্ষণ তোমার হ'য়ে,
গুরুপুঙ্গাদি নিয়ে মা চণ্ডিকার মন্দিরে যাই;
গা'ব পব তুমি সেখানে বেড়া।
উপরে দেবীদর্শন ও পূজাদি ক'রে
একবে গৃহে ফিরবো।

চন্দ্র।—দেবীপূজাব পর
মহারাজের নিকট গেলে হ'বে না?
মদন।—মহারাজ যে তোমার অন্ত অস্থির।
চন্দ্র।—আচ্ছা, তবে তাঁ'রই কাছে অগ্রে যাই,
তুমি দেবী-মন্দিরে আমার জ্ঞাত
কিয়ংকাল অপেক্ষা ক'রে থেকে।
আমি শীঘ্রই সেখানে যাব।

[মদনের গ্রন্থান।]

(গীত)

পবেব তরে আপন ভুলে
পবেব প্রাণে প্রাণ মিশাও।
পবম দখাল পবমএক্ষ,
পবেব তুমি নিজেব নও॥
দৃষ্ট তোমাব পবেব তবে,
দৃষ্ট তোমার পরের পবে,
পবেব তবে অশুভ হরি,
আকাব ধ'বে শুভ হও॥
পবেব তরে কাষ্য কর,
পবেব তবে কেবল ঘোরো,
পবেব চোখে চেয়ে দেখ,
পবেব পাথর পাথর কও;

পরকে দিবে নিজের বিষম,
পরের তরেই চেয়ে বও॥

[গ্রন্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

অরণ্যমধ্যে চণ্ডিকার মন্দির।

(মন্ড, বৃষ্টি, বিজয় ও বজ্রপাত)

সশস্ত্রে দুইজন ছদ্মবেশী চণ্ডালের
প্রবেশ।

১ চ।—কি গেরো!

কোথেকে সন্ধ্যাবেলা বৃষ্টি বিটি এল!
চল চল শীগগীর মন্দিরের ভেতর ঢুক।
মন্ত্রী কপালের আঁধা বিন্দু সন্ধ্যা নেই,
আজি কাটতে হ'বে।

২ চ।—তাকি করবি বল, তাই,

বকসিষ্টে কত টাকার জানিস্ তো?

১ চ।—তা খুব বটে, চিরকাল ব'লে ব'লে মদ খাব।

চল, এখন মন্দিরে ঢকে,
দোরের কপাট এঁটে কোণে লুকিয়ে থাকি।

২ চ।—আচ্ছা ভাই,

খণ্ড হ'য়ে জামাইকে কি কেউ খুন কবে?

১ চ।—আবে শালা!

জামাই তো মেয়ে ম'লে পরেব ব্যাটা,
আমরা নিজের ব্যাটাকেই
টাকার লোভে হত্যাকা করি।
বুঝি, টাকা এমি জিনিষ?

২ চ।—তা ঠিক কথা,

নৈলে

আমবাই বা এ কাজ ক'ত্তে আসবো কেন?

নে—লুটুই চ; ভিকে লুটু।

(উভয়ের মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বারবন্ধকরণ)

(পুনর্বার বজ্রপাত ইত্যাদি)

পুঙ্গাদি লইয়া মদনের প্রবেশ।

মদন।—সহসা এ কি দুর্ভাগ?

ঝড়, ঝড়ি, বজ্রপাতে অসুখ্য অস্থি ।

চন্দ্রহাস কি ক'রে আসবেন ?

আচ্ছা, আমি যদি মনঃপুষ্প, পুষ্পাদি রেখে ।

আবাব বাজবাড়ী গিচ্ছ তাঁ'কে আমি ।

মন্দিবেব দারোন্দাটন কবিতা মধ্যভাগে পুষ্পাদি

বাধিবাব চেটা, খরসন সময়ে ছন্দবেশী

চণ্ডালদয়ের বাহিরে আগমন ও মন-

নকে পুনঃ পুনঃ অগ্রাধাত)

২। প্রাণ যায় । প্রাণ যায় !

(কুতলে পতন)

মা চণ্ডিকে,

আমি মতিমান নই, উত্তমিত্ত নই,

না, আমি যে তোর উক্ত পুত্র ।

কুবন্তে কেন তোর ইচ্ছা হ'ল, মা ?

ওহা !—বড় বজ্রণা । প্রাণ গেল !

চন্দ্রহাস ! চন্দ্রহাস !

যদি এসে থাক, পালাও পালাও ।

আমাব প্রাণ থাক, কতি নাই,

কিন্তু তোমাব প্রাণে যেন আঘাত না লাগে ।

আমাব চেয়ে তোমাব প্রাণের মূল্য অনেক ।

তুমি পবন হবিভক্ত ;

তবিত তোমার বকা ক'রবেন ।

হবি । হরি ।

আব কথা কইতে পারি নি !—

বড কষ্ট ।—উঃ ।

হবি ।—হবি ।—

(বৃহা)

চ।—(সভয়ে)—আঁ্যা, ক'ন্নের কি ?

এ তো চন্দ্রহাস নয়—মদন যে ?

হাঃ হাঃ,

মদী মশরকে পুত্রহারা ক'ন্নের !

আমরাও যে শূলে যা'ব ।

কি হ'বে, তাই ?

চ।—দেশ ছেড়ে পালাই চল ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

ধূতবুজির প্রবেশ ।

ধূত।—কই ? কই ?

কোথার ধূতের বৃত্তকার ?

এই যে কুতলে পড়ি' যার গড়াগড়ি ।

মনোবাহা পুরিল আমার,

মহাবৈবী চইল সংহার ।

আজ চণ্ডালগণেরে দিব আশাশীত পুরদার ।

আরে আরে হরিতক্ত চন্দ্রহাস,

কোথা তোর হরি এবে ?

এই বুঝি হরিতক্তি ?

কই হরিতক্তি-বলে নারিলি জীবিতে ?

মোব উপার্জিত অর্থে গঠিত ভূষণ,

দিরাছে মদন এরে বিবাহ সময়,

ইহাব শবীরে

এখনো সে সব আছে ।

সমস্ত খুলিয়া ল'ব

কি হেতু ইহারে দিব আমার ভূষণ ?

(ভূষণ উন্মোচন করিতে গিয়া)—

এ কি ! কা'র এই হতদেহ ?

হার হার ।—এ কি সর্বনাশ ।

জ্যেষ্ঠ পুত্র মদন আমার

মরিল চণ্ডাল করে ।

আহা, এ কি হ'ল, এ কি হ'ল ।—

পুত্র ম'লো শত্রু বেঁচে গেল !

হা পুত্র ।—হা পুত্র ।—

কি হ'ল কি হ'ল তোব,

কোথা গেলি ফেলি' মোরে ?

ছি ছি, কি নিষ্ঠুর আমি,

আমা হ'তে মৈল পুত্র মোর ।

ধিক্ ধিক্ মোরে !

কি ক'বে করিহু হেন কাজ ?

এখনো কি হেতু বাজ নাহি পড়ে শিরে ?

মা চণ্ডিকে,

পুত্রহারা কবিলি আমার,

এই কি মা ছিল তোর মনে ?

না না—আমিই পাণ্ডকী,

কণিত্ত যেমন পাণ কর্ব',
 ধন্য তা'র দিল প্রতিজ্ঞা!
 কণিত্তে পরের মন
 নিজ মন অগ্রেই বটল!
 'আহা,
 বুঝিলাম এতক্ষণে—
 হৃদয়ত বৈষ্ণবের হরিই জীবন,
 সে জীবন কে পারে নাশিতে?
 বুঝিলাম এতক্ষণে—
 বৈষ্ণবের করি' অপমান,
 হাবাটু আপন সন্তান!
 পূন বে! উঠ উঠ,
 পিতা বলি' ডাক একবার,—
 দখ প্রাণ জুড়া রে আমার!
 চরহাস-করে মে রে বিষয়রে,
 আব তোরে কিছু বলিব না;
 পিতা ব'লে জুড়া রে যন্ত্রণা!
 হায় হায়,
 পুত্র নাহি কথা কর!
 বৈষ্ণব-বিদ্রোহী বলি' মোরে
 পিতা বলি' নাহি ডাকে আর!
 তবে, কি কাজ আমার ছার আগে?
 মদন যেখানে
 আমিও সেখানে যা'ব।
 যে ঐশ্বর্য-লোভে মাতি' কৈল মহাপাপ,
 সে ঐশ্বর্য দিল শেষে মহা পদ্রিভাপ,
 স্বর্গ ভেবেছিল বা'ন,
 এবে সে ঐশ্বর্য নরক-যন্ত্রণা!
 শত দিক্ দৈ পাণ ঐশ্বর্যে!
 শত দিক্ আমা হেন ধনলোভী জনে!
 পুত্র বে!
 একাকী যেও না,
 পথে ধনপ্রলোভন আছে,
 বিপদে পড়িস্ পাছে,
 আমিও ঘাইব সাপে, দাঁড়া, বাপ।

(স্বৰ্গে অন্তিমকরণ ও মৃত্যু।)

বরষে চন্দ্রহাসের প্রবেশ।

চন্দ্র—(কীৰ্ত্তনের কূঁড়ে)—

হরিনামে হরিনামে,

হরি বসন্তের মধুর স্বরে।

বনবাসী তরুণতা

পরি হরিনাম-পাখা

কবচালয়ে বাজে পাতা

পবন বাজাই শিখি রে।

স্তাব-আবেগে—ও মন!

স্তাব-আবেগে মেঘে মেঘে

মৃদল-নাদ উঠে,

আহা,

অজাননী শিবের বসন্তি তাকা

হইরে আপনহার

নির্জন বনে অচল নরনে

অগন হরির ধ্যানে।

আহা, এমন হরিরে ভুলে

কেন আছ, ভোলা মন?

মায়ার ছলন জীবন মরণ

অথ দুখ ধন জন,

ও মন? ছাড় হেন রাজ্য,

পা'বি শান্তি-ছায়া,

এক বার শুক্লিতরে মধুর স্বরে

হরি হরি বল রে।

(কথার)—আমার বিলম্ব দেখে

ধানিক মদন কি রাগ ক'রেচেন?

না, তিনি রাগ করেন না,

আমি হরিনাম ভালবাসি ব'লে

বরং তিনি আমার ভালবাসেন।

বৃষ্টিভেদে হর্যোগ দেখে

তিনি একাকী দেবীমন্দিরমধ্যে আছেন।

আমিও যাই।

(অগ্রসর হইয়া)—এ কি! কে এ ছ'জন

(দেখিয়া)—হায় হায়, কি সর্বনাশ,

রাজমন্ত্রী ও মন্ত্রিপুত্র নিহত।

বহুমত বক্তৃতা!

হার হার, পিতা পুত্র প্রাণহীন।
 মা চণ্ডিকে,
 এ কি লোমহর্ষণ কাণ্ড, মা!
 কে এদের হত্যা করেছে?
 কিছুই যে বুঝে পাকিছি—
 মনে দারুণ সন্দেহ হ'ল
 মা,
 তোমার পুত্র ক'রে হত্যা করে
 আমার কিছু বিলম্ব হ'লেও বুঝে কি
 ভূমিই এদের হত্যা করেছে?
 জননি,
 লোকে তোমার রক্ত-পিপাসু বলে,
 এ কি মা তারি হৃদয়?
 মা, তুমি তো রক্ত-পিপাসু, মই,
 তুমি হরির চিংহরশিণী পুরষ, বৈষ্ণবী,
 তুমি নিজে কখনই তো জীবহত্যা কর না।
 কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, পাপ
 ইত্যাদিই জীবের শত্রু,
 এবাই দৈত্য—এরাই ব্যাধির পুত্র,
 তুমি এদের হত্যা করে
 এদেরি বলে আপনাদের স্বজিকর।
 মা'সলোভী মনুষ্যের হৃদয়
 স্বার্থ সাধনের জন্ত
 নিজে জীবহত্যা করে
 তোমাকে অভ্যন্তরূপে তার ক্রিয়ণ বলে,
 কিন্তু তুমি নিজে জীবহত্যা কর না।
 হবির সৃষ্ট জীবের প্রতি
 তোমা হেন জীবপালিনী কখন নিষ্ঠুর নয়।
 বল মা, এ কার্য কৈ করেছে?
 হার হার। আমরা হেঁদে অভ্যন্তরূপে
 জগন্মাতা চণ্ডিকা যে কিছুই করেন না।
 ওহো, এতদূরে বুঝেছি—
 আমরা হেন পাতকীর হরিবাহিনী হইমি;
 আমি, বোধ হয়, কেনি পাপ করেছি—
 হয় তো আমরা আমাদেরই কট বটেতে—
 মুখে হুনি হুনি ব'লেছি,

মনে হয় তো সংসার-মুখে যেতেছি,
 পাপকে পুণ্য ভেবে মনে স্থান দিতেছি,
 সেট পাপেই আমি এমন হ'ল।
 তি তি, লোকে আমার কি বলবে?
 বলবে—পাপিষ্ঠ চন্দ্রহাস,
 তোম'পোনে চুটি জীবহত্যা হ'রে'চ।
 হার হার। এ কি হ'ল?
 হরি! হরি! আমি মহাপাপী,
 আমি জীবিত থাকলে,
 না আমি,
 আমার পাপে আরো কত জীবহত্যা হ'বে।
 আমার এ পাপ জীবনে প্রয়োজন নাহি।
 মা চণ্ডিকে,
 তুমি সকল কর্মের পৃথক পৃথক সাক্ষী,
 আমি তোমারি সম্মুখে
 আমার পাপ জীবন বিসর্জন কবি,
 তুমি আমার হরিকে এ কথা ব'লো মা।
 (বকে অস্বাভাবোদ্যোগ)

সহসা মূর্ত্তিমতী চণ্ডিকার আবির্ভাব ও চন্দ্রহাসের হস্তধারণ।

চণ্ডিকা।—কাত্ত হও, বাছাধন,
 আশ্বনাশ-আশা কর পরিত্যাব।
 চন্দ্র।—(প্রণাম করিয়া)—মা।
 কোন্ মুখে ধরিব এ-স্বাধ আপ?
 চণ্ডিকা।—তোমা হেন হরিভক্ত তাজে যদি পাপ,
 তবে এই পাপ ধরাতলে
 কে করিবে হরিনাম গান?
 তাপিগ্রাণে কে ছাশিবে হরিনাম স্মৃণা?
 কে খুলিবে পাতকীর মুক্তির দ্বার?
 ধন্ত তুই!—ধন্ত হরিভক্তি তোরা।
 চন্দ্র।—হরিভক্তি কই, মা, আমার?
 পাপ-ভক্তিহর আপ মোরা।
 বাহা, মোর মহাপাপে
 জীবহত্যা হরিব সংসাবে!
 চণ্ডিকা।—না যে, বৎস, তোর পাপ নয়,

নিজ পাশে ধুইবুড়ি ত্যাগিল জীবন ।
 জনকের পাশে পুত্রও ত্যাগিল প্রাণ ।
 যা'ই হোক,
 অনলে সর্বগুণকি বধা—
 সবণে জীবের তুচ্ছ তথা ।
 ধুইবুড়ি পুত্র সনে পাণবৃত্ত হৈল এতক্ষণে ।
 শোক হুঃখ না করিও আর,
 স্তন বচন আমার,
 প্রাণ-সকীবন হরিনাম
 ধুইবুড়ি মদনের কাণে করাও অবশ্য,
 কণে স্পর্শি' যৌবাকার শির ।
 পুন প্রাণ পাইবে হু'জনে ।

চন্দ্র ।—মা গো ! এ কি লীলা তোর, জীবনদারিনি ?
 চণ্ডিকা ।—বৎস চন্দ্রহাস,
 এ নহে আমার লীলা ।
 গীলাময় হরি,
 এ—হরিলীলা ।

চন্দ্র ।—ধন্ত হরিলীলা !

চণ্ডিকা ।—শোন, বৎস,
 ছদ্মবেশে এখনি বাইরা আমি,
 আনি হেথা পৌবজনগণে,
 তব বাপ মারে,
 নব পরীষয়ে তব,
 মহারাজ কোত্তলকে,
 আব আর নরনারীপণে ।
 সে সবার সনে
 আমার মন্দিরে কর হরিনকীর্তন ।
 এ নিবিড় বনে আছি বহুকাল,
 কিন্তু হরি শুণমান কিছু শুনি নাই ।
 আজ ধন্ত হ'ব আমি
 তোব মুখে শুনি' হরিশুণমান ।
 অলক্ষ্যে শুনিব হরিনাম,
 তুই বই কেহ না দেখিবে যোরে ।
 জীয়াও এ দোহে ।
 চলিলাম আমি ।

(চণ্ডিকার অন্তর্ধান)

চন্দ্র ।—(মদন ও ধুইবুড়ির শিরস্পর্শ করিয়া, অহে
 হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল ।

মদন ও ধুইবুড়ির পুনর্জীবন লাভ

ধুই ।—(মদনের প্রতি)

পুত্র মে,
 কিরূপে জীবিত হ'নি ?
 যে ভোরে জীবিত হৈলাম,
 সে কা'র চরণে, বিবর্তায়ের তা'ই ।
 জননী চণ্ডিকা মাঝী ।

চন্দ্র ।—পুজনীর পত্নীভূত,
 তুখু তব পুত্র মর,
 ক্রমিও নিহত হ'য়েছিলে ।
 একমাত্র হরিনাম-বলে
 উপত্য পুত্রে পাইলে জীবন পুন ।

ধুই ।—বৎস চন্দ্রহাস,

অটে বটে,

হরিনাম শুনিয়াছি কাণে ।

কেবা শুনাইল অন্ততরঙ্গ হরিনাম ?

চন্দ্র ।—তোমার কিছর চন্দ্রহাস ।

ধুই ।—প্রতিজ্ঞা করছি,

কিবা চাও, করিব প্রাণদান ।

চন্দ্র ।—অন্ত কিছু নাহি চাই ।

এ সংসারে কেহ নহে কা'র,

ধন জন সকলি আমার,

একমাত্র হরিনাম সার,

হরিনাম জীবের জীবন,

হরিনাম ধুইবুড়ির সর্বল,

হরিনাম সর্বের সোপান ।

চাই শুধু এই হরিনাম ।

দেব ! পেয়েছ স্তন প্রাণ,

পেয়েছ হারান-পুত্র যে নামের গুণে,

ভক্তিরূপে বল সেই হরিনাম ।

(স্বরে)—হরিবোল ! হরিবোল ! হরিবোল !

ধুই ।—হরিবোল ! হরিবোল ! হরিবোল !

সকলে ।—হরিবোল ! হরিবোল ! হরিবোল !

রাজা, রাণী, কুন্সিন্দ, মেধাবতী, গালব,
বিষয়া, চম্পকমালিনী, ভক্ত বালক-
গণ ও নরনারীগণের প্রবেশ ।

সকলে ।—হরিবোল ! হরিবোল ! হরিবোল !

কুন্ত ।—বৎস চন্দ্রহাস !
মম বাজ্যে অভিষেক করিছ ভোমার ;
চণ্ডীর খজের শুভসিদ্ধির পট্টমা
রাজটীকা দিছ তব ক্রোড়ে,
বুদ্ধ আমি,
চলিছ অরণ্যে এবে

হবিনামে কাটাইতে অভিন্ন জীবন ।

সকলে ।—হরিবোল ! হরিবোল ! হরিবোল !

কুন্ত ।—হরিবোল ! হরিবোল ! হরিবোল !
জননী চণ্ডিকা হরিসকীর্তন শুভবৈন ;
এস এস, সকলে মিলে
ভক্তিতরে হরিসকীর্তন করি ।

সকলে ।—(হরিসকীর্তন)—

(অঃ) নন্দহুগল, ব্রজগোপাল,
ভূপ-ভূপাল হরি হে—

ককচক্র, চন্দ্রবদন,
ভব-সামর-তরী হে ॥

রাধিকা-কদি-বিহারী ভাম,
বংশধারী বহিম ঠাম,

হুগল বজ্র কুহুমদাম,
পাতকি পাপ-হারী হে ।

মনোমোহন, বাকানন,
মৌসিনীধন-রজন,

চাক পীত ধঙ্কা, বাকা শিখিচূড়া,
ভীত-চিত-ভয়-ভঞ্জন—

দৈত্যবিজয়ী হরীকেশ,

চন্দনমাধা মোহন বেশ,

গোবর্দ্ধনধর পরেশ,
বৃন্দা-বিপিন-চারী হে ॥

[সকলের প্রশংসা ।

যবনি কাপতন ।

সম্পূর্ণ ।

হরিদাস ঠাকুর।

[ধর্মমূলক নাটক]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

নাবাগণ। চৈতন্যদেব। হরিদাস ঠাকুর (যবন হরিদাস)। স্বরৈত আচার্য্য। জীবাস আচার্য্য। দেব নবাব। কাজী। রহিমুদ্দিন। আতা উমা। ফতেউল্লা। রামচন্দ্র খাঁ। গদা। হিন্দু-গণ। পাইকগণ। শোকগণ। গ্রাম্য বালক-গণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

লক্ষী। দেববালাগণ। ইহলৌকিক মানসিক ব্রতীগণ। পাবলৌকিক মানসিক ব্রতীগণ। মোহিনী ইত্যাদি।

অবতারণা।

গোলোকধাম।

সিংহাসনোপরি লক্ষ্মী নাট্যরূপ উপবিষ্ট।

চতুর্দিকে দেববালাগণ।

দণ্ডায়মান।

দেববালাগণ।— (স্বকৃত)।

ভয় ভয় হবি গোলোকবিহারী,

কমলা জন্ম-বজ্রন।

কমল-ধাবী,
কমল-পদ-ভঞ্জন।
করুণা হরি-অঙ্ক শোভিনী,
উজ্জল-অচল-বিজলী বরণী,
করুণ করুণ প্রকৃতি পুরুষ,
করুণ পদ-ভঞ্জন।

নাবাগণ।— (স্বকৃত)।

করুণ! ভব-প্রেম-প্রেম-বাঁধা মম মন,
এখন শুধিতে পারি না-রিব কখন।
বন্দাবনে রাখারূপে তুমি হে যেমন,
প্রেমভক্তি-দেয়াইলে, কে পারে তেমন?
কেই প্রেমভক্তি-এবে দলি-দীবগণে,
কিন্তু কে রাখিল মোর হইয়াছে মনে।
প্রেমভক্তি-করুণ ভব-করুণ শুধিতে,
একাধারে রাখাকর হইব কলিতে।

লক্ষী।— (স্বকৃত)।

কে জানে তোমার লীলা,
কে জানে তোমার খেলা,
ভক্তের লবল তুমি, ভক্তের জীবন।
ভক্তি-শিকার যোগে, ধর্ম-ভূমি যুগে যুগে,
কত রূপ, কিরূপ, না হয় বর্ণন।
মোরে উপলব্ধ করি, জীবগণে তাব, হবি,
কলিতে কি মুক্তি-এবে করিবে ধারণ?।
নিবেদি চরণে দণ্ডি, কহ মোরে দয়া করি,
নব-কৌতুক-মোর কর হে পূরণ।

না বাণ ।—(সুবে)—

তোমার বরণ নিহে, গোবাক হইব, প্রিয়ে,

অন্তরে থাকিব কলি, বহিরে থাকিবা ।

কম ওল ল'ব করো, লক্ষ্যসীর রূপ ধরে,

হবিনাম দিব তাহারে কলি কলি দেবান ।

শিখা'ব কলির জীবে, যে অমোহে, নদা সেবে,

তাহার অধীন কামি কলিকাল থাকি ।

নজরূপ লুকাইয়ে, সেই কলি বাড়াইয়ে,

তাহাব অক্বে বর্ণ নিজ অক্বে রাখি ।

তুমি লক্ষী, তুমি রাধা গোবন্ধন,

কলিতে, গোবাক তেই হইতে বাসনা ।

লক্ষী ।—প্রভু !

যুগে যুগে প্রতি অবতারেই

আমি তোমার চরণ সেবার জুই

সঙ্গিনী থাকি,

এবার কলি জীবগণকে উদ্ধার করবার জন্ত

এ দাসীকে কি সঙ্গে নেবে না ?

নাবা ।—কমলে !

তুমি আমি ভিন্ন নই,

তুমি আমার শক্তিধরশক্তি,

হুতবা' তুমিও এই কলিতে লক্ষী নামে

আমার সহধর্মিণী হ'বে ।

তা' ছাড়া ব্রহ্মদি দেবগণও যেমন

যুগে যুগে মর্ত্যালোক

আমাব সাহায্য করবান প্রজ্ঞ

অবতীর্ণ হ'রেছিলেন,

এবারেও তাঁ'দেব সঙ্গে ল'ব ।

লক্ষী ।—কোন্ কোন্ মেঘতা কোন্ কোন্ রূপে

তোমার সঙ্গে কলিযুগে

ভুলোকে অবতীর্ণ হ'বেন ?

নাবা ।—ব্রহ্মা, হরিনাম ঠাকুর হ'বেন ;

তিনি যখনকূলে অমগ্রহণ ক'রে

আমাব স্বতঃসিদ্ধ ভক্ত হ'রে

পাপিজানমূল হরিনাম প্রসঙ্গ ক'বেন ।

মহাদেব, আচার্য্য অধৈত হ'বেন,

আমাব অংশাবতাব বলরাম

অবধূত নিত্যানন্দ হ'বেন ।

দেখি নায়ক প্রিয়াস হ'বেন,

এইরূপে অতীত দেবগণ ও ঋষিগণ

এইরূপেই হইয়া

কিছু কিছুর দ্বিধা ধারণ ক'বেন ।

তাহার আমার সহিত

কলিযুগের পাপী জীবগণকে

ভক্তিমূল হরিনাম শিখা দিয়ে

যমের নরক হ'তে পরিদ্রাণ ক'বেন ।

লক্ষী ।—প্রভু, নাথ ! জীবের প্রতি আপনাব দয়া ।

দত্ত আপনাব উক্তবৎসলতা ।

দত্ত আপনাব নামমাতাঙ্গ ।

দেববালাঙ্গন (গীত)

প্রেমের হরি প্রেমের তরে

যা'বেন আবার মর্ত্যাদামে ।

প্রেমতত্ত্ব শিখিয়ে দেবেন,

প্রেমের মধুব হবিনামে ॥

পানী তালীর পাপ ঘুচিবে,

হবিনামের স্নেহে বহিবে,

মর্ত্য আবার পূর্ণ হ'বে,

সবাই কীকি দিবেক যাম ॥

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

বুড়ন গ্রাম—পথ ।

রহিমুদ্দিন, কতেউল্লা ও আতাউল্লাহ

প্রবেশ ।

রহি ।—ওরে কতেউল্লা ! ওরে আতাউল্লা !

এ বে বড় মুকিল হোলো দেখি ।

মুসলমানের ঘরে জন্মে

নিজেব ধর্ম ত্যাগ ক'রে

শোকটা চোলা কি ?—জাঁ ! ডি ছি ।

কতে ।—কতী মুশাই ! বোলবো কি বল,

হৈরুর ঘরেও সেতার মত কাকের নেই ।

কোরণ ছাড়ি' পুরাণ পড়ে,—

আল্লা কেলি' হরি বলে,

নিজের মোছলমাদী নাম ছাড়ি'—

নিজেকে হরিদাস বলে পরিচয় দেয়।

বহি ।—তোবা তোবা !

আতা ।—কতী গো !

কাফেরডা সবই বদলেচে,

ক্যাবল এডা চিচ্ উচ্ রকতে ।

বহি ।—কোন্ চিচ্ ?

আতা ।—কাছা-খোলা !

ঐডেই ক্যাবল মোদের মোল্লারের নজি

ঠিক আছে ।

কতে ।—ও ভাই আতা ! মোর সমস্ত হয়,

কাছা খোলাডাই বত নষ্টের ধাড়ী ।

গণ মোদের ধর্ম আর কাকের বৈরিগীর ধর্ম

ক্যাবল কাছা-খোলাতেই একসা হ'য়ে গেছে ।

(বহিমুদ্দিনের প্রতি মুসলী জী !

এবার থেকে এডা কাম ক'রে হয় না ?

বহি ।—কি কাম ?

কতে ।—কাছা খোলার চাল তুলে দিয়ে

খুব পাকা কোরে কাছা-আটা ।

বহি ।—দুব পাগল !

বেগে একজন মুসলমানের প্রবেশ ।

কি কোবে এলিরে ?

মুস ।—এজ্জ, হকুরের হকুরে

হবিদাস কাকেরের কুঁড়েখান

আলিয়ে দিয়ে এলুম ।

বহি ।—আর চিচ্ উচ্ ?

মস ।—চিচ্ উচ্ তো কিছুই দেখি নি ।

ক্যাবল এডা ছেঁড়া কাঁথা,

হুডো মাজীর হাড়ী,

এডা কলছী,

আরেডা ভিথেন ঝুলী ।

বহি ।—সেগুলো কি হোলো ?

মুস ।—বিলহুকু' জেজে কেজ্জি,

আলিয়ে কেজ্জি—

বহি ।—বাহু, সাপাথ কুকে, গেছে

এবার কাকেরকে কুয়ে গ্রাম থেকে

তাড়িয়ে বিতর করে ।

গীত গাহিতেই হরিদাসের প্রবেশ ।

বহি ।— (স্বক)

আমার মন মজেছে হরিদাসে ।

আমার হরি বিদ্যাকে হৃদয়-ধামে ॥

আ'মরি কি মন-গলানো,

এগ জুলানো নীরম বরণ,

বাকুচে নুপুর কণ্ঠ কণ্ঠ,

নাচুচে তালে রাতুল চরণ,

বোলুচে রাধা সাধা বাণী,

হলুচে কালা বাঁকাঠামে ॥

বহি ।—দেখ, বহি মলল চাও,

তো এখনো আমাদের কথা শোনো ।

তুমি বুড়া হ'য়েছ,

তবু তোমার একটু বুদ্ধি হোলো না ?

জাতীর ধর্ম বিসর্জন দিয়ে

পর-ধর্মে কৈল উল্লাস, হ'য়েছ ?

তোমার জ্ঞানার যে

মুসলমান-সমাজে

আমাদের মুখ দেখান ভার ।

কতে ।—ঠিক কতী মুশাই, ঠিক ।

মোদের জেরানাদের মত

মোদেরকেও পরানিসি হুজি হ'য়েচে ।—

এলি এই বুড়া কাকের—

কতী মুশাই !

আপনি খুব ভাল কাম কোরেচেন,

এই বদ্ব্যবস্থার কুঁড়ে

আলিয়ে দিয়েছে।

বহি ।—(সহাস্তে),—রহিমুদ্দিন ।

তুমি আমাব মন ক'রে গিয়ে

ভালই ক'রেছ ।
 বাস্তবিক, তুমি আমার পক্ষ হিঁটেবী ।
 ভগবান হরি তোমার মঙ্গল ক'রন ।
 হি ।—তুমি নিভাত ক'রুন ।
 ছি ছি, তুমি কাকেরের ধর্ম গ্রহণ করিতে
 আমরা তোমাকে এক ক'ব্বার ভক্ত
 তোমার বাসস্থান দখল ক'রেন,
 অথচ তুমি ব'লুচো,
 তোমার ভাল ক'রেছি ।
 তে ।—কত মশাই ।
 কাকের আপনাকে তোমার ক'রুনে ।
 হি ।—হরি হরি ।
 এমন কথা ব'লো না, বাঁবা ।
 আমি সবল প্রাণে—
 সরল বিশ্বাসে ব'লুচি—
 উনি আমার ভালই ক'রেছেন ।
 ক'তখানি থাকতে
 আমার মনে এক এক বার
 স'সাবেব মায়ার ছায়। দেখা দিত,
 তা'তে কোবে হরি-সেবার
 কখন কখন ব্যাঘাত হোতো ।
 এখন হ'তে আমার মনে
 আব ছার কুঁড়ের কথা জাগবে না,
 স্নতবাং হরিপূজারও
 কোনরূপ বাধা ঘটবে না ।
 তাই ব'লুচি,
 রহিমুদ্দিন ।
 তুমি আমার বধার্থ হিঁটেবী ।
 হি ।—(স্বগত)—ভাইতো ।
 বুড়ো যা ব'লুচে
 তা'র গুঢ় মর্ম অতি বিচিত্র বটে ।
 (প্রকাশে)—দেখ,
 তুমি যদি স্বধর্ম থেকে
 এইরূপ ভাব প্রকাশ ক'রতে,
 তা' হ'লে তোমার প্রতি
 আমাদের একপ নিষেধভাব হোতো না ।

হরি ।—রহিমুদ্দিন !
 তুমি যেমন আমার কুটীর দখল ক'রেছ,
 সেইরূপ
 তোমারও একটি কুবল দখল কর,
 তা' হ'লে আমাদের উভয়েরই
 যথেষ্ট মঙ্গল হ'বে ।
 হি ।—কি কুবল ?
 হবি ।—এই যে তা'র নাম উচ্চারণ ক'লে ।
 হি ।—কি ?
 হরি ।—নিষেধভাব ।
 হি ।—না,
 আমি কাকেরের কথা গ্রাহ্য করি না ।
 হরি ।—হরি তোমার মঙ্গল ক'রন ।
 হি ।—দেখ,
 তুমি যদি নিজের মঙ্গল চাও,
 তবে বুড়ন গ্রাম ত্যাগ কর ।
 এখানে আর কণমাত্রও থাকলে
 তোমার ঘোরতর বিপদ ঘটবে ।
 তোমার বিপক্ষে
 সমস্ত মুসলমান ক্ষিপ্ত হয়েচে ।

[হরিদাস ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

হরি ।— (গীত)
 হরি হরি বোলে, কবে যা'ব চোলে,
 ছাড়ি' এই ভব, তা'ই ভাবি মনে ।
 এ ভবের জালা, কবে জালা পালা,
 বেড়ে গেল বেলা জীবন-গগনে ॥
 থাকিব না আর এ ছার ভবে,
 এ ভবে কে স্থখী হ'য়েছে কবে,
 যেখানে প্রাণের শাস্তি ক'বে,
 চল, মন, সেখা দ্রবিত গমনে ॥

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ফুলিয়া গ্রামের পার্শ্বভাগ।

গ্রাম্য বালকগণ।

গ্রাম্য বালকগণ।— (স্বতঃ)

আয় বে কাশু, মোহন বেণু বাজিরে, তাই
চল বে ফিরে, ধীরে ধীরে বরকে বাই।
ডুংগা ভাঙ্গ, যতক দেখে, আর থাকে না গোষ্ঠে,
বেগু ব আগে অতুবাগে বাছুরগুলি ছোটে,
আব বেলা নাই—আব বেলা নাই,
চল বে ফিরে, ধীরে ধীরে ব'লুচি তাই।

হবিদাসের প্রবেশ।

হবি (সানন্দে)—ওবে বাপ সকল।

আমি বড় মধুব গান গাইলি।

এহ নে—ফল থা।

(ঝুলী হইতে ভিক্ষাপত্র ফল লইয়া
সকলকে প্রদান)

হা (ব বাবাবা।

তোরা কা'ব কাছ এই গানটি শিখেছিস্ ?

১ বাপক।—আমাদের মূলগায়ের

একজন বৈরাগী ঠাকুরেব কাছে।

হবি। এ মনোহর গানটি কে বচনা ক'বেছে ?

২ বাপক।—শুনেছি,

শান্তিপুত্রের অধৈর্য ঠাকুর।

হাব।—(উচ্চারণ নম্রাধ কবিতা)—থলু তিনি।

ওবে বাপ সকল। ব'লুতে পারিস্,

অধৈর্য ঠাকুর এখন কোথায় আছেন ?

৩ বাপক।—কেন বাবাজী ?

হবি।—আমি তাঁকে দর্শন ক'রু'বো।

৪ বাপক।—গোসাঞি ঠাকুর।

তা' আমবা ব'লুতে পাবি মি।

আমবা এখন যাই—ফল খাই গে।

হবি।—এস বাবাবা।

[গ্রাম্য বালকগণের প্রস্থান।

হবি।— (স্বতঃ)

এক বীথলু কথা আছি,

এই আমার বসে লাগে।

আমি তব আমার মনে

কি গাতি গো তব কেন লাগে ?

ক'বু'বো তা'বে খুঁজে খুঁজে,

রাখু'বো মাঝে গোপনের মাঝে,

খুঁজু'বো তা'বে, তবু'বো তা'বে,

ক'বু'বো তা'রি অতুবাগে।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

হরিদাসসিদ্ধি বেনাগোলের অবস্থা।

হরিদাস হরিদ্যানে উপবিষ্ট।

কিয়ৎকাল পরে কাজীর সহিত রহি-

মুদ্দিন ও মুসলমান পাইক-

গণের প্রবেশ।

কাজী।—কই সে কাকের ?

হবি।—এই যে, হজুর !

কাজী।—এই তও বাটা

আমাদের মুসলমান জাতির কলক ?

আজ উপযুক্ত সাজা দেবো।

(নিকটে আগ্রসর হইয়া)

আরে কাকের !

হবি।—(নিকটস্থ)

কাজী।—(হরিদাসের বস্ত্রক সন্ধান করিয়া)—

এই কাকের !

হবি।—(ভয়ানক হইয়া)—কে, কাজী সাহেব ?

কাজী।—কেন তুমি নিজধর্ম ত্যাগ কোরে

পরধর্ম গ্রহণ ক'রেছ ?

হবি।—তুমি বিচারপতি হ'বে

এ কি ব'লু'চো, বাবা ?

আমি বড় চম্বিত হ'লেম।

ধামেব আবার নিম্ন পদ কি ?

তখন কেবল এক বই ছই নয়,

তখন ধর্ম ও এক বই ছই নয়

ধর্মই ধর্ম—ঈশ্বরই ধর্ম ।

কাজী।—তুমি আলা নী বোলে হরি বল কেন ?

হবি।—বিনি আলা, তিনিই হরি,

বিনি হরি, তিনিই আলা ।

কাজী।—তবে তুমি আলা কল না কেন ?

হবি।—বাবা ।

ভগবান বা'র ঘরে যে নায়ে

সে, সে নায়ে তাঁ'কে ডাকে ।

ফল কথা,

ঈশ্বরের নাম নাই—রূপ নাই—

তিনি নিরাকার ব্রহ্ম ।

কেবল জীবাণু নিজ নিজ ভূতের

নিজ নিজ অভিকচিরে তাঁ'কে ডাকে ।

তুমি যেমন আলা বোলে তুণ্ড হও,

আমিও তেমন হরি বোলে তুণ্ড হই ।

আবার শোন, বাবা ।

(গীত)

প্রাণে যে নাম আপনি আপে,

সেই নামেই হে'তাকে ডা'য়ে ।

ধাব করা নাম নয় হে' কিছুই,

প'ড়ে থাকে কাকের ধারে ॥

ধারের জিনিষ নয়কো নিজের,

তাই বলি হে' অজিগরে,—

নিজের ভেবে নিজের নামে

ডাক তাঁ'কে ধারে ধারে ॥

হবি।—কাজী সাহেব ।

আপনি কাকেরের কোন কথা

তুবেন না ।

বিশর্মীর যথেষ্ট শাস্তি হওয়াই উচিত ।

কাজী।—অবস্ত—অবস্ত ।

এ যখন মুসলমান হরে

হিন্দু ধর্ম গ্রহণ ক'রেচে,

তখন এষ হুজুর শাস্তি হওয়াই উচিত ।

পাইক ।

তোমরা একে বন্দী ক'রে

সবাবের দরবারে নিয়ে চল ।

১ পাইক।—যো হুজুর, খোদাবন্দ ।

(হরিদাসকে বকন)

হরি।—

এ ভববন্ধন কবে হ'বে মোচন,

পুণ্য ককণাময় হবি তে !

পাপের স্রাবণ,

দিতেছে বসনা,

আর যে বহে না—যবি হে ॥

হরি, তব স্রীপদ,

স্মরিলে বিপদ,

স্রীবের নাহি রয়, জানি ;—

হে প্রভু বহানব,

যও শমন ডর,

দেহ অতরঙ্গ চরণতবী হে ॥

[সকলেব প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃষ্ট ।

শাস্তিপুত্র —রাজপুত্র ।

কএক জন হিন্দুর প্রবেশ ।

১ হিন্দু।—(লজ্জা)—আহা, কি অস্তায় ।

মুসলমানের জগরে কি

একটুও দয়া মারা নাই ?

অমন পরম হরিভক্ত হরিদাসকে

বন্দী ক'রে নিয়ে যাচ্ছে !

আমরা শুকে গুরু মত ভক্তি করি ।

হার হার, আমাদের চক্ষের সমক্ষে

গুরু অপমান—গুরুর পীড়ন ।

২ হিন্দু।—তাই বা' থাকে কপালে,

এস আমরা হরিদাস ঠাকুরকে

কাজীর হাত থেকে কেড়ে নি ।

১ হিন্দু।—তাই, বা' ব'লচো, তা' করা উচিত ।

কিন্তু যদি কৃতকার্য না হই,

তা' হ'লে আমরা তো ম'রব,

কিন্তু হরিদাস ঠাকুরকেও যে
আমাদের মত ম'তে হ'বে;
সে যে বড় কঠোর বিশ্বাসী
চঠাং শোক দুঃখ রাগের বশে
কোন কাজ করা ভাল নহ'ল
দয়াময় হরি তাঁর তত্ত্ব হরিদাসকে
এই ঘোর বিপদ থেকে উদ্ধার ক'রবেন
এস, আমরা সকলে নিলে
হরিদাস ঠাকুরের স্ক্রির অঙ্ক হরিগুটি দি।
তোমরা একটু অপেক্ষা কর,
আমি বাতাসা, জল আলি,
আর ছেলেদের ডেকে আনি।

প্রস্থান।

১ হিন্দু।—হে হরি দয়াময়।
গেন নির্যোধ নিষ্ঠুরের হস্তে
তোমাব ভক্তের অঙ্গে
একটি আঁচড়ও না লাগে।
কৃষ্ণ।
ভক্তের অঙ্গে বাথা লাগলে,
গোমার দয়াময় নামে কলক রটনা হ'বে।
বাতাসা ও জল লইয়া 'বালকগণের
সহিত প্রথম হিন্দুর পুনঃপ্রবেশ।

২ হিন্দু।—(১ হিন্দু প্রতি)—মুখ্যো।
তুমি শ্রীহরিকে এই বাতাসা নিবেদন ক'বে
হবিগুট দাও।
১ হিন্দু।—(তরুণ কবিতা)—ওরে ছেলেয়া।
হরিবোল বলে হরিগুট ফুঁড়ো।

(বালকগণের তরুণ কবণ)

২ হিন্দু।—(বালকগণের প্রতি)—বাবা।
এইবার একটি হবিগুণগান গেয়ে
সকলে যবে যাও।

বালকগণ (গীত)

হবি দয়াময়, ভীত-জন-অভয়,
সঙ্কট-খণ্ডন কৃষ্ণ-মুরারে।

নীল-অমর-তরু, জ্যোতি অমৃত তার,
কই পোড়িত মোতিনহারে।

বালকগণ।—(হরী)—

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

বালকগণ।—

শীত বসন্ত-হুটা, তাতে তিলক-ধটা,

মোহন আঁত হাত উগারে।

বড়িক লেটিন, কৌতুভ-লাহন,

নৃপ কপুরুষ বায়ে অধারে।

সকলে।—(হরী)—

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গৌড়নগর—নবাবের দরবার।

সিংহাসনে নবাব আসীন। যথাস্থানে
মতাসদগণ, কাজী ও বন্দী হরি-
দাসকে ধারণ করিয়া পাইক-
পণ দণ্ডাবানান।

নবাব।—(হরিদাসের প্রতি)—বৃদ্ধ।

কেন তুমি নিজ ধর্ম ছাড়ি

পরধর্ম করিলে গ্রহণ?

হরিদাস।—বল সর্জ,

পরলোকে নিজের পাইব কিম?

আমার বচন ধর,

পরধর্ম পরিহার,

কল্যাণ পড়ি প্রায়শ্চিত্ত কর।

হরিদাস।—হাতবুঁধে স্বগত—

অকৃত বিহুর মারা।

নহে কেন গোড়ের নবাব

চ'বে হেন মায়-বিমোহিত?

(প্রকাশে)—ভল, বাবা

কিহর একই রকম,

দর্শনটে বিরাজে কিনি।

এক বস্ত্র নার-করে,

সকলেই সাজ কিনি খারজ।

তিনি বা'রে কখনে বেরন,

সে সেরূপ করে, গোড়পতি।

সেই নিত্য শুদ্ধ নৃত্য অনেক কীর,

সকল জানেই ব্যক্তি আছেন নিরত।

করিলে কাহার হিংসা,

তা'র প্রতি হিংসা করা হয়।

যে রূপ লওয়ান তিনি মোরে,

সেই রূপ করি আনি।

ইথে যদি দোষ হয় মোর,

করহ বিচার, হে বিচারপতি।

নবাব।—বুদ্ধ হরিদাস।

দুই হইল আমি যুক্তিতে তোমার।

গভীর ভবের সবা তোমার বচনে।

কাজী।—(বগত)—তাইতো,

নবাব বাহাদুর এ কি বসুচেন।

কাকেরের প্রতি এত দয়া।

এ তো ভাল কথা নয়।

(প্রকাশে)—খোদাবন্দ!

একে বিশেষরূপ সাজা না দিলে,

এ লোকটা।

আরো অনেক মুসলমানকে ধর্মভ্রষ্ট করবে।

হয় একে শাস্তি দিন,

নয় এ কাকের কল্যাণ নষ্টে।

শুধু হ'য়ে বধক পালন করুক।

নবাব।—(চিন্তা করিয়া) বাস্তবিক।

হরিদাস!

নিজধর্ম করহ পালন,

কোরানের প্রত্যেক অক্ষর

ভক্তিতরে কর পাঠ।

এক জনে ধর্মভ্রষ্ট হেরি

অন্তে না করিবে দেরি

পরদর্শে বিশ্বাস করিতে।

তেই কহি,

বাক্য মোর না কর অঙ্গখা।

অঙ্গখা করিলে

দণ্ড পা'বে বিধিমতে।

হরিদাস।—(দৃষ্টি বাক্যে)

আর কেহ নাহি দণ্ড দিতে।

কর্ম-অঙ্গদারে জীব দণ্ডভোগ করে।

শরীর বস্ত্রপি মোর বঁধু বঁধু হ'য়ে

প্রাণ-বানু বহির্গত হয়,

তথাপি, স্মৃতি ও অনিশ্চয়—

প্রাণারাম হরিদাস কত না ছাড়িব।

নবাব।—বুদ্ধ তুমি,

অবশ্যই আছে উক জ্ঞান।

কিন্তু, কেন মৃত্যু-ভয় নাই?

হরিদাস।—বুদ্ধ আগি,

অবশ্যই আছে মোর জ্ঞান,

তেই আমি মৃত্যুরে না ডরি।

নবাব।—না, হরিদাস।

এখনো সতর্ক হও।

হের ওই,

মৃত্যু তব চক্ষুরে শিররে।

হরিদাস।—জন্মিলেই অবশ্য মরণ;

কামার যেমতি ছায়া সাথী,

দিবসের সঙ্গী যথা রাত,

তেমতি জন্মের সাথী মৃত্যু অনিশ্চয়।

কি হেতু করিব ভয়?

যে দণ্ড ইচ্ছা দিতে,

ল'ব আমি তুষ্ট চিতে।

কিন্তু, এ তুচ্ছ প্রাণের ভয়ে

হরিদাস কত না ছাড়িব।

নবাব।—ভাল।

(কাজীর প্রতি) কহ, কাজী!

কোন শাস্তি উপযুক্ত এর?

কাজী।—খোদাবন্দ!

মোর গুন্ডি মতে

পাপদণ্ড উপস্থিত এর।

নবাব।—ওন রে পাইকগণ!

বাইশবাজারে দিল্লী-দিল্লী

প্রহাব করিয়া এর বন্ধ জীবন।

তারে যদি নাহি মরে,

তা' হ'লে জালিবে মরে।

এ যা' বলে, সত্য সে-কল।

হবিদাস।—(স্বরে)।

“হরে মুরারে মধুকটভারে!

গোপাল গোবিন্দ মুক্তন বোঝে!”

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃষ্ট

বাইশবাজার।

কোলাহল করিতে করিতে কতকগুলি

লোকের প্রবেশ।

১ লোক।—(সচক্ষে)—হার হার!

কি অবিচার! কি অত্যাচার!

বিনা দোষে আজ সাধুহত্যা!

ধার্মিকের প্রাণদণ্ড!

২ লোক।—ছি ছি!

নবাবের একটুও বুদ্ধিও নাই!

১ লোক।—নবাবের চেয়ে

সেই কাজী বাটাই পাজী!

২ লোক।—এক ভদ্র আর ছার,

দোষ গুণ ক'ব কা'র।

মুসলমানের হৃদয় কি এতই কঠিন!

পরমধার্মিক বৃদ্ধ,

তা'ব'ই প্রাণদণ্ড!

হার হার, কি হ'বে!

১ লোক।—এস, তাই সকল,

যা'তে তা'ব গারে

পাঠাব না আঘাত না কবে,

তা'রই উপায় করি!

(স্বনপক্ষে কোণীহল)

২ লোক।—এই বে পাইকগণ!

বৃদ্ধ সাধুকে বেঁধে দিলে আসচে।

যন্ত্রিসত্ত পাইকগণের সহিত বদ্ধহস্ত

হরিদাসের প্রবেশ।

হবিদাস।—

(স্বরে)

বে জীব! বৃদ্ধ সাধু হরি বৃদ্ধহাবী।

পাইবি প্রাণ,

পাইবি প্রাণ,

বৃষ্টিবে বৃষ্টি দোচনবারি।

জীবনে জালিবে সাহস-বেথা,

যমহৃত তাগিবে, না দিবে বেথা,

হৃদয়ে নাচিবে প্রাণের সখা,

নবজন্মের মুরগীখরী।

১ লোক।—ও তাই পাইক সকল!

দোহাই তোমাদের—বোহাই তোমাদের;

বৃদ্ধ সাধুর পবিত্র অঙ্গে আঘাত কোরো না।

২ লোক।—এ'র তো কোর অপরাধ নাই।

আমাদের সিন্ধি রাগ,

হরিতক হরিনাসকে চেড়ে ধাক।

১ পাইক।—নবাবের হুকুম রস, ক'রে কি

আমাদের ম'তে হল?

তোমাদের এ সিন্ধি রাগ

আব আমাদের প্রাণ-ধোরানো একই কথা।

আমরা তা' পাব না।

১ লোক।—আমরা তবে তোমাদের হাত থেকে

এ'কে কেড়ে নেবো।

২ পাইক।—তা' হ'লে নবাবের হুকমে

এ বৃদ্ধের মশা তোমাদের হ'বে।

১ লোক।—তা' হ'লে হোক,

তা' ব'লে চোকের সারে

সাধুহত্যা কখন হ'তে দেবে না।

এখনও ব'ল্চি,

কথা রাগ—সাধুকে ছাড়।

১ পাইক।—(অপব পাইকেব প্রতি)—যা তো

নবাব আর কাজীকে একত্রে দেখে ভো ।

হরিদাস ।—(স্বগত)—তাইতো,

আমার অস্ত্র হরিভক্তকল

নবাবের হৃদয়ে-হৃদয়ে পড়ুক ।

এক জনের অস্ত্র

আজ পত পত যোকেয় সর্বনাশ ঘটবে ।

এতে যে আমি হরিপদে অধরাবী হ'ব ।

না, আর বিলম্ব কর উচিত নয় ।

(প্রকাশে)—তাই সত্যক ?

কেন তোমরা আমার অস্ত্র হৃদয় করবে ?

নবাবের আ' কাজীর ইচ্ছায় কি হয় ?

হবির ইচ্ছা পূর্ণ হোক ।

পাইকগণ !

আমাকে আঘাত করবে বধ কর ।

(হরিদাসকে প্রহার করিবার অস্ত্র

পাইকগণের দৃষ্টি উত্তোলন)

লোকগণ ।—(বাকুল হইয়া পাইকগণের পদধারণ

করিয়া)—

তোমাদের পায়ে ধরি,

লাঠি কেনে লাগে, ভাঙে !

এক ঠেকে ছেড়ে আত্মদেব বধ কর ।

১ পাইক ।—সব—সব,

কোন কথা শুনো না ।

(হরিদাসকে প্রহারোচ্চাস, কিন্তু হস্তগতি

নিশূল হইয়া উঠে অবস্থিতি)

লোকগণ ।—(সানন্দে)

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

হরিদাস ।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

১ পাইক ।—(কটে)—ও তাই বাছ !

হাতের কাজির খিল কাটিকে পেলে যে ?

২ পাইক ।—আমারও যে তাই !

১ লোক ।—কেমন—কেমন—খুব হ'য়েছে ।

হরিভক্তকে মারবি ? মার এই বায় !

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

১ পাইক ।—ও হাত পে নড়ে না বে,

শিরে বড় টান হ'য়েছে ।

চল চল নবাবের কাছে যাই ।

{ বেগে পাইকগণের প্রস্থান ।

সকলে ।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল ।

হরিদাস ।—ভগবান্ হবির কপায়

আমাদের সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল ।

এস, সকলে বিলে তাঁর নাম গান করি ।

সকলে ।— (সঙ্গীতন)

অর কৃষ্ণচন্দ্র হামোদর গোবর্দ্ধনধাবণ ।

বংশীধর, কংসধাতন, ভক্তমঙ্গলকাবণ ॥

রাধামোহন নন্দলাণা,

হাম্যকন চিকণ কালা,

হর হর হরি ভবের আণা,

পাতকিকুলতারণ ॥

নবাব ও কাজীর সহিত পাইকগণের

পুনঃপ্রবেশ ।

নবাব ।—ফের লাঠি মার ।

১ পাইক ।—খোদাকব্ ।

হাত পে নাহে না ।

কাজী ।—আলবৎ নাহাব ।

১ পাইক ।—না তজ্জর ! কিছুতেই নামে না ।

কাজী ।—তোরা এর কাছে ঘুসু খেয়েচিস ।

১ পাইক ।—না, তজ্জর ! ঘুসু খাই নি ।

না খেয়েই এই দশা,

খেলে না জানি অরোও কি ফোঁড়া ।

কাজী ।—(নবাবের প্রতি)—জাঁহাণনা ।

পাইক ব্যাটারী নিশ্চয় নিমকহাবায় ।

তজ্জরের হুকুম রদ ক'রছে ।

নবাব ।—হঁ । অম্ভা,

এ সব নিমকহারারকো শির পেয়া ।

(পাইকগণের গদিন)

হরিদাস ।—(ব্যাকুলচিত্তে নলবেগ প্রতি)—

না বাপ ! না বাপ !

৭ গরিব নির্দোষীদন বধ ক'রনা ।

৭৭ আত্মা নবদ্যুসু খান নি,

অথবা আমিও ওদের ঘুম দিই সিঃ
 ঘুম দেওয়া বা ঘুম নেওয়া মহাপাপ ।
 ঘুমে সত্যের অংশশূন্য করা কলুষ
 প্রভুকে বঞ্চনা করা হুয় ।
 সত্য এবং প্রভু ঈশ্বরকে
 সত্যতাঃ ঘুমে ঈশ্বরের প্রতি
 অবহেলা, বণা হুয় ।

নবাব ।—আমি তোমার মৃত কাকের
 কোন কথাই শুনেছি চাই না ।
 যে অশ্রমে জলাঞ্জলি দিয়ে
 পোদার অপমান ক'রেছে,
 সে আবার ঘুম দিতে ভয় করে ?

হরিদাস —(স্বকণ্ঠে হস্ত দিয়া)—হবি—হরি—হরি ।
 ছি ছি, আব হবিন্সা সহ হর না !
 শোন, বাপ । যদি আমি ম'লে
 তোমাদের মঙ্গল হয়,
 আমি আপনা আপনি প্রাণভাগ ক'ছি ।

কেন বণা মান্দহ ক'বে

গণিব পাঠকদের মাথা নেকের

(৫ তাঞ্জলি পুটে) —হবি দয়াসহ

এই সকল নাস্ত্র জীবদের

কোন অপরাধ নিও না ।

হবি । পাইকদের হস্ত পূর্ববৎ সচল হোক ।

(স্বগত) —গভীর ধ্যানযোগে

ভগবান্ হবিকে স্মরণ করি

ব'ধ চৈতন্ত নিশল ও নিশেই মা থাকলে,

নমস্কার নবাব ও কাজীর ইচ্ছা পূর্ণ হ'লে না,

এব' নিবীহ পাইকগণ ও প্রাণ প্ত'বে না ।

(পকাশে) —সকলে আমার মুক্তা, দর্শন কর ।

(ধ্যানযোগে ক্রমে ক্রমে নিশল হইয়া
 ভূতলে পতন)

নবাব ।—(মুখ ও নাসিকায় হস্ত দিয়া)—কাজী !

সত্য সত্যই কাকের ম'রেছে ।

কাজী ।—(তদ্রূপে দেখিয়া)—

অসম্মান ব'শত কটক দন হোলে ।

নবাব ।—(পাইকগণের প্রতি)—

বা, একে নিয়ে গিয়ে

মাটিতে গেরা দিয়ে আড় হ'ল

কাজী ।—না, কাকের ম'রবে না ।

তা' হ'লে ওর সমস্তি হ'বে

কাকের ম'রবে না হ'বে

আমাদের কর্তৃত্ব সীমা থাকবে না

আমার বিবেচনা

একে গলায়, কেলে

নবাব ।—মাটিতে, তাই হোক

বা, কাকের ম'রবে না হ'বে

১ পাইক ।—যো হকুম, জায়াপনা !

[হরিদাসের নিশেই দেহ লইয়া

আইকগণের প্রস্থান ।

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃষ্ট ।

পথ ।

হিন্দুগণের আবেশ

১ হিন্দু ।—(সহঃ) —হায় হায়,

কি সর্বনাশ হ'ল ।

কতিন প্রাণ ছুরাছা নবাব ক'লে কি !

ধিক তোমাকে, নবাব, ধিক তোমাকে ।

২ হিন্দু ।—ভগবান্ কি এর বিচার ক'রবেন না ?

১ হিন্দু ।—ক'রবেন বই কি ।

এই তোমরা পোষা

নবাব বাটা আর কাজী কাজী বাটা

কুঠে হ'লে হ'বে

জিব পোড়ে পোড়ে

চক্ষু অন্ধ হ'বে !

৩ হিন্দু ।—ব্যটোর মাথা নাস্ত্র হোক !

আমরা মা গলায় পুজো দেবো ।

২ হিন্দু ।—আমার যদি কমতা থাকতো,

তবে এ হ' বাটাকে

শত হুগুণে চোক হুগুণে বোঝে

নেড়ী কুহুর মিরে খাইরে দিতেম ।

হিন্দু ।—ঠিক বোলেচো,

নোড় কুহুরেই শিক মেরী কুহুরেই ঠিক ।

হিন্দু ।—নোড়বোশ দিকে দেবিরে কুহুরেই ঠিক ।

পাক ব্যাটা বা কুহুরেই আয়ত ।

হিন্দু । দেখিয়া) ওঃ ।

ব্যাটা মন চেয়ে ত্যাগিনো ত্যাগ কেন ।

হিন্দু ।—বাবো হাত কাহুকে

তাবো হাত বিচি ।

হিন্দু ।—আঃ, চুল কর ।

পাইকগণের প্রবেশ ও প্রস্থান ।

হিন্দু ।—(দেখিয়া)—ওহে

ওবা বড় ব্যাটার দিকে গেলো না ?

হিন্দু । তাইতো বটে ।

হিন্দু ।—চল আমরা ও যাই ।

[সূতলের প্রস্থান ।

চতুর্থ কৃষ্ণ

পদ্য

বাব, কাজী ও লোকগণের প্রবেশ ।

বাব ।—খোদাবন্দ

কাকেরেব লাস্টা গঙ্গির তাসিরে বিয়ে

বড় ভাল কাজই হইলো ।

এ বার থেকে আর কোম দুসলমানই

কাকেরেব ধর্ম গ্রহণ করবে না ।

বাব ।—যা'ন্তে এ ঘটনা

শত শত লোকের করগেচির হু

তুমি তা'ক উপায় করগেচির

কাজী ।—আজ্ঞে, তা আর বাক্যে

আমি আজই শত শত টেকিরা গিটিলে

বাজার এ ঘটনাক কথা রাত্রি কাঁবে দেবো ।

পাইকগণের প্রবেশ ।

কি বো

কাকেরেব লাস্টা খুঁবে পেছে,

না ভেসে গেছে ?

পাইক ।—হুগুণে

এই দিকেই ভেসে আসি'ছে

এ দেখুন ।

কাজী ।—এই বার শুধু হাকগিলের পেটে বা'বে

বাব ।—ওহে কাজী ! দেখ দেখ,

এই কিনারায় দিকেই আসি'ছে ।

কাজী ।—হুগুণে তাইই বটে ।

এই কে কিনারায় এনে' তৈলো ।

হরিনাম ।—(তটলাগে হইয়া)—

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল ।

লোকগণ ।—(উল্লসে)—

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল ।

নবাব ।—(সবিস্ময়ে)—আঁ্যা—আঁ্যা ।

এ কি হ'লো !

হরিনাম ঘরে বেঁচে উঠলো যে ।

কাজী ।—(সবিস্ময়ে) আঁ্যা—আঁ্যা ।

তাইতো । তাইতো ।

হরিনাম ।—(জল হইতে উঠিতে উঠিতে)—

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল ।

লোকগণ ।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল ।

হরিনাম ।—(জল হইতে উঠি)

(গীত)

(যাক) শীতল পায়ের শীতল ছায়ে

শীতল করে গঙ্গা বর,

আজ সে হরির চরণতরী

কোল পেরেছে, কিসের তর ?

পূণ্যভরা গঙ্গা-তোহর

পাতকরাশি পেছে ধু'রে,

এ বার ধোয়া মলকে নিয়ে,

গাই গে আবার তবির জর ॥

লোকগণ —হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল ।

হরিনাম সহস্রম ২ সহস্রম

নবাব! তোমার মন হোক
কালী! তোমার মন হোক
রহিমুদ্দিন প্রভৃতি আমার যে সকল সুজন্য
আমার বৃহৎ কামনা ক'রেছি
তা'দেরও মন হোক।

নবাব।—(কাতরভাবে হরিদাসের পদধারণ করিয়া)

সামুদ্র!
অদ্বত কমতা তব ব্রিলাস
সামান্য মানব নহু তুমি
দৈবশক্তি তোমার জীবনে
অপরাধ না লইও মোর
এই নিবেদন করি পথে
সামুদ্রপতি!

মিনতি করিয়া বলি
কমা কর মোরে, কদাচিৎ
আপনার লক্ষ মিত্র সকলি সমান।
সর্বজীবে দয়া তব সমান বিদ্যমান।
এবে, যথা ইচ্ছা তব,
সেইখানে কর অবস্থান।
এই গঙ্গাতীরে, সাধু!
ধোফামারে কর অবস্থিতি।

কাজী।—(হরিদাসের পদধারণ করিয়া কাতরভাবে)
পুণ্যবান!

না বুঝি ক'রেছি অপরাধ
দয়া করি' কমা কর হাসে।

হরিদাস।—না, বাপ!

কেন হুঃ তাব মনে
হরিলীলা কে পারে বুঝিতে
তা'র ইচ্ছামতে চক্রে জীবের জীবন।
এবে আমি চলিলাম সুনিয়া প্রান্তে।
তোমাদের হউক মঙ্গল।
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

লোকগণ।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

{ সকলের প্রস্থান।

সকল লুপা।

সুনিয়া প্রাণ।

সুজন্য নহু বৈরাগ্য।

পদার প্রবেশ: ও হরিদাসের উপকর
ইত্যাদি বক্তা করিয়া প্রস্থান।

হামচন্দ্র বীর প্রবেশ।

বায়।—(সকলকে)—তোমরা যাঁহা'র কি রে ব্যাটা
আবার সুখ।

(স্বপ্নাপান)

আমি যক বা'ব, বাস বা'ব,

(স্বপ্নভঙ্গ)

বেড়া নিয়ে আমোদ ক'রো।
তোমরা বাবার কি রে শাশা!
আমার বাপ পিতামহ
কঠেহঠে আমার কঠেই তো
এত জব্দকারী, টাকা কচি, ধন দৌলত,
জিনিষপত্র রেখে গেছে।

কেন রেখে গেছে?
তোমরা হরিপুত্রের ভজ্ঞে,
না তোমরা বোষ্টম দেবার ভজ্ঞে?
এ সকল কৈবদ্য? তোমরা?
আমার নিজের লখ মেটা'বার ভজ্ঞে।
ব্যাটা কোথেকে এসে ফুড়ে বোসে।
গ্রামখানাকে ভোগপাত্ত কোরে তুমে।

আবার গুরুগির্জা কোরে
আমাকে হিতশিষ্ট্র দিতে চার।
ঐ হতভাগা বুড়ো ভাটী
আমার অনেকটা সুখি হকায়োরে।
গ্রামের অনেক শোককে
ভোগ্য ভোগ্য হিরে হরিজক কোরেছে।
ভক্ত ব্যাটার লুপারবারে
গ্রামের অনেক শোকাই
ধর্মের মুগ্ধ পোরেছে।

পাগলী শাশুরা আবার

আমাকে মর্দনকী বোলে গুলি বের ।
 ঐ বুড়ো হরিনাম খানাই তো
 এই সকলের কুল ।
 শালার আশীর্বাদ কহিলে
 আর তেমনি কহিলে বড়ো পাই বি বে
 অষ্টপ্রহর তোমাকে এমনি কহি ।
 বোতল বোতল খাই
 পোচে পোচে হোকো খাই,
 একলা খাই কহিলে
 বুড়ো ব্যাটা
 আমার সাধের মূখ্য দাক্ষিণ্যে ।
 আমিও
 ওব তত্ত্বাধিতে দাক্ষিণ্যে—দাক্ষিণ্যে ।
 (কপেচ চিহ্নিত)—কই
 এখনও যে মোহিনী এসে না
 সে শালীও কি
 বাক্য শালার কহিলে কহিলে ?
 (স্বপথো পদশব্দ)

(ওনিয়া)—কে ও ?
 নেপথ্যে মোহিনী।—আমি ।
 রাম।—এই যে বেদ না কইকে কহি ।
 মোহিনী ।
 তুমি কেউ আর ব'জো না ।

মোহিনীর প্রবেশ ।

মোহিনী।—কেন ?
 রাম।—এই তোমার নাম কহিলেন ।
 মোহিনী।—(সহাসে)—তাই হোক,
 আমি ভাবছিলাম,
 বুঝি অমর বর দিগিলে ।
 রাম।—সেটা তোমার পক্ষে নহে—আমার পক্ষে ।
 মোহিনী।—সে আমার কি ?
 রাম।—এই জেতা যুগে
 অশোক বনে নীতা হইলান ।
 মোহিনী।—দুখ দুখগোড়া ।
 রাম।—সেও তো তোমার আশীর্বাদে ।

তা' বাবু,
 একলা তো, তাই, আর মনে মজা মজা না
 কেবল ঘেঁষে বার ।
 কিং, মোহিনী ।
 মনের মতন হুজুর বসি পাই,
 বোতল বোতল কখন কোরে খাই ।
 (উভয়েব মস্তপান)
 মোহিনী ।
 এই বার একটা আনারসী গোড়ের গান গাও ।
 মোহিনী।—

অর্ধেক জ্বর জ্বালানসে,
 প্রাণ দিতে চার আঁশে তুলে ।
 নিতের ভেবে নিতের মতন
 সোহাগ করে ছরম খুলে ॥
 কাজে এসে মধুর জোতে,
 বোকা অন্ধ মরে কোজে,
 শুকনো শুকোর পালক চিঁড়ে,
 ধড়কিয়ে পড়ে টোলে ॥

রাম।—বাহবা—বাহবা ?
 এ পানে ক'র উক্তি ?
 মোহিনী।—কেতকীর উক্তি ।
 রাম।—কেতকী জ্বরাজ কেবলুল ।
 তুমিও আমার কেবা ।
 মোহিনী।—তা' হাক এখন ।
 আমাকে ডাকিয়ে কেন ?

রাম।—তোমাকে
 একটা বিশেষ কাজ ক'তে হ'বে ।
 মোহিনী।—কি কাজ ?
 রাম।—বুড়ো হরিনাম খাটান
 ধর্মপট্ট ক'রুজ হ'বে ।
 মোহিনী।—ও মা! সে কি কথা ।
 তেমন ধর্মিকহুতোমনি গোমাকি ঠাকুরকে
 ধর্মপট্ট করা আমার কন্ম নয় ।
 আমার যে তা' হ'লে ধর্মপট্ট হ'বে ।
 রাম।—তুল—তুল—তুল ।
 তোমার আবও ধর্ম পট্ট ব'বে ।

মোহিনী।—না, তা' পারবো না,

আমি চ'লেম।

বাম।—না না, বেও না—

আমার মাথা খাঁও—

(আকাশবাণী)

মোহিনী।—আঃ, ছেঁটে দিও না।

বাম।—(মোহিনীর পদধারণ করিয়া)—

ওবে আমার পল্লব ছুঁবী মিরে মতি।

মোহিনী।—আঃ, আঁচল ছাড় না;

আরো অনেক কাজ আছে।

বাম।—এটাও কি একটা কাজ নয়?

মোহিনী।—না।

বাম।—আচ্ছা,

তোমাকে আমি ৫০০ টাকা দিচ্ছি।

মোহিনী।—কি পেরো; ছাড় না।

বাম।—আচ্ছা, ১০০০ টাকা।

মোহিনী।—তুমি

বরং আমার কাছে ১০০০ টাকা নিয়ে,

নিজে পি'য় তা'র ধন্যমান কর।

বাম।—আচ্ছা, ২০০০ টাকা।

মোহিনী।—এ পাণেব পেরাতি ক'তেই তো

আমাব ৫০০০ টাকা লাগিব।

বাম।—ছাই, তাই বোঝাই তো হই।

আচ্ছা, ৫০০০ টাকা প্রার্থিত্বের জন্য

আব ৫০০০ টাকা তোরণি বন্ধনিত্বের জন্য

আজই দিচ্ছি।

মোহিনী।—(স্বগত)—আজকেই তোরণি

বাও পুইয়েছিলো।

এক্কেবারে ১০,০০০ টাকা দিচ্ছি।

কেউ যদি আমাকে নাক-টাকা দেয়

তা হ'লে আমি

হরিদাসের হরিকে ও হরিতে ক'তে পারি।

বাম।—চল, টাকা দি গিয়ে।

[উভয়ের প্রস্থান।]

তৃতীয় অঙ্ক।

অবধ দৃষ্ট।

হরিদাস ও মোহিনী

হরিদাস ও মোহিনী

হরিদাস ও মোহিনী

দুকে মোহিনীর প্রবেশ।

মোহিনী।—(গীত)

মাথাটা খাঁও, চোক মিলে চাঁও,

ও রসময়! আমাব পানে।

এসেছি তোমার কাছে

জুড়ে তোমার প্রবণ দানে।

কষ্ট কেন পাতি এত,

কি লাভ ক'রে হরির ব্রত,

উভয়ে প্রেমের ব্রত

ক'রবো এস জুথের প্রাণে॥

হরিদাস।—(স্বগত)—আবার আমার পর্বাক।

(প্রকাশে)—আরি নারি

কিছুকাল ভিট তুমি,

তিন লক্ষ হরিনাম জপি' একমনে,

পবে গুনিব তোমাব কথা।

(মোহিনীর দুবে উপবেশন ও হরিদাসের প্রতি

নানাকপ হাবভাব ও কটাক প্রকাশ)

(হরিদাসের পুনর্বার ধ্যানোপবেশন)

[পটপরিবর্তন]

হৃৎ—মায়াবিত্য।

গান গাহিতে গাহিতে ইহলৌকিক

মানসিক বৃত্তিগণের প্রবেশ।

ইহলৌকিক মানসিক বৃত্তিগণ।—(গীত)

ও মোহিনি! মোহন বেশে

বোন্ বো গিয়ে কাছে বৈসে।

আজ্ঞানরনে থাক বাঁকিয়ে

বাধু হুঁহার ডিকন কেনে ।

আঁচলখানি হুঁহার দে না

দিস নে চেনা—

এলো ভনের কাসটি

সাবটি মেটা হেঁবে হেঁবে

[হরিনাম ঠাকুরের বৃত্তিগণের

প্রস্থান ।

মোহিনী ।—আর আমার কান্না

এই যে মনের ভিতর কা'না কেনে

আমাকে আশা নিয়ে সেয়ে

এই বাব

বুদ্ধ হবিনামকে

নিজেব বশে আসিয়ে

অনেককণ বোঁসে

বাস্তব দুপুর হুঁহার

এই রাব আমার বনকামনা

বামচক্র গায়ু ও বনকামনা

পূর্ণ করি ।

[পটপরিবর্তন]

পূর্বদৃশ্য

হুঁহার প্রাণের মিকটবতী অরণ্য ।

হরিনাম ধ্যানেপরিচয়

মোহিনী ।—(স্বপ্ন) —অ্যা—তাইতো

এখনো যে বৃত্তোর কপ'দেব'হুঁ মি ?

বাত পুইয়ে বা'বে না কি

এমন শোকা'জপও জৌ কর'ব দেব মি ?

আব মিহিমিহি বোঁসে বা'ব'তে সান্নিহি

এক বার ডাকি ।

আমার বোধ হব,

বৃত্তোর এ হবিনাম ভপ নব,

আমাকেই মনে মনে ভাব'তে ।

তা ভাবা কেন ? এক বাব ডাকি ।

(প্রকাশ) —ও ঠাকুর ।

রাত বে পুইয়ে বাব ?

বাকি জপ'না ই'র কা'ল মেনে নিও ।

এমন আমার মকে প্রেমাগাপ কব—

ভটো বসে'র ক'ব' ক'ব—

একই হুঁহকি হাসি হাসো ।

কাছে বোসে গা'বে হাত ধলিয়ে দেবো কি ?

হরিনাম ।—(সীবব)

মোহিনী ।—(স্বপ্ন) —অ্যা—

কই, সাফা বের না বে ?

কপ'লি কপ'লি জপ' ক'বে

আমাকে আলাভ ক'কে ।

দুব হোক পে ছবি,

আব মিহিমিহি বোসে বোসে

মশাব কামক মইতে পাবি নি ।

মিয়ে জড়িয়ে ধরি ।

(গায়ে শনে)

[মহাসা পটপরিবর্তন]

দৃশ্য—আরাব'না ।

গান গাহিতে গাহিতে পারলৌকিক

মানসিক বৃত্তিগণের এবেশ ।

পারলৌকিক মানসিক বৃত্তিগণ

সোহিবি—সোহেব, বশে

জপ'ল কোঁস'গা'পেব কা'লে ।

জপ হ'বি আবার যদি

শু'ক করি'ব কল'দে'র পা'শে ॥

কেল' না টেনে পা'য়ে'র বা'মাল,

ও শিখা'টি । সামাল সামাল,

তকি, খা'বি, বুক হ'বি,

ধ'ম পে লাখুর চরণ কো'লে ॥

[পারলৌকিক মানসিক বৃত্তিগণের

প্রস্থান ।

মোহিনী ।—(বাকুলভাবে)—অ্যা—অ্যা—এক

ক'না আমার মনের ভিতর এস

আমাকে জ্ঞান দিবে গেলো ?

এতকণে আমার ভ্রমরাশি ছাড় গেলো,

কি এক অপূর্ণ ভাবের সারোপ,

আমি মোহিত হ'য়ে পড় গেলুম।

আমার পাপ ছরতিসিঁদুর

অজ্ঞেয় বন্ধন ছিঁড় তির হ'য়ে গেলো।

(অধিকতর ব্যাকুল হইয়া)—

হার হার, এ আবার কি।

ওঃ ! কি ভয়ানক মরক !

যমদূতেরা আমাকে টেনে দিবে নিয়ে

সেই নরকভূমির বিটাস ভুবিরে নিলে।

আমার বকে শব্দ শব্দ পূর্ণ বিলস ক'রে

বাক্য বিকৃত ক'রে।

কি নিলাকণ প্রহার।

মোহিন শব্দ—প্রাণ যায়।

স্বামি-হ'বে!—কি হ'বে।

মোহিনী—আচ্ছ—কে আচ্ছ—বলা কর।

(ইতস্ততঃ পাবমান)

[সহসা পটপরিবর্তন]

পূর্ব দৃশ্য।

মুলিয়া জামের নিকটবর্তী অরণ্য।

হরিদাস। ভয় নাই—ভয় নাই।

মোহিনী।—(অতর্কিতে সিঁদুর হরিদাসের নখপ্রান্তে
পড়িত হইয়া)—

প্রভু।—প্রভু।

এই মহাপাপিনী শিশাচরিত্র রক্ষা কর।

হরিদাস।—কি হ'য়েছে ?

মোহিনী।—ঠাকুর !

ভয়কব যন্ত্রণাময় নরকভূমিতে ডুবেছি।

যমদূতের কঠোর সীড়নে

প্রাণ যায়—প্রাণ যায়।

(বোদন)

হরিদাস।—ভয় নাই, বৎসে।

একবার আমার সঙ্গে

ভক্তিতরে হরিদাস উদ্ধারণ কর।

উত্তরে।—হরিদাস—হরিদাস—হরিদাস।

হরিদাস।—বল নাই।

কোন কাল কাল—কোন কাল—কোন কাল ?

মোহিনী।—

হরিদাস বশিষ্ঠের ন্যায় হইবে সে ভাব,

কিন্তু এক সুখসাগর হইবে মোহিত।

নিষিদ্ধ আবার মুক্তি

উজল হইবে জীবন জীবন কলমে।

নহিক মরকভূমি,

যকৃত হও আর যকৃত নাই শব্দে।

তুমি পেরে নিষিদ্ধের ভয়,

শক্তির অস্তর হানে

কি এক অপূর্ণ ভাবে হইবে শীতল।

হরিদাস।—

এই যে অপূর্ণ হইবে,

কবে চিরকাল শীতল থাকিতে পার,

পরা কর তার।

মোহিনী।—অজান অর্থাৎ সারী আমি,

ব্রহ্মপাণে কাটা'য়েছি সাদা।

সুখিকা বাহিক মোর,

কিনে পাব সে পথেই কিবা ?

ঐব পথে এই তিকা, মুণি,

বীক-ওর হও মোর,

শিকা দাও সে পথের—বীক-ওর উদার।

হরিদাস।—মক অভিসন্ধি তব বুদ্ধি

ইচ্ছা ক'রেছির মনে ছাড়িতে এই হান

কিন্তু তোরা হেন রাসিনীবে

হরিদাস অগ্ন্যইব বলি।

বাই নাই চমি' দেই কলমে।

এবে, আচ্ছ, হরিদাস রূপায়

হরিদাস বদমাছ তুমি।

এই অপবিত্র হরিদাস

পাতকীর মুক্তির উপায়।

যদি এই হরিদাস

মথল কবিতা চাহ, বাছা,

পাতকের আশিষ্ট কর বিবর্তে ।

বিলাসের বেনে ভুবা কর পরিহায়ে,

ঐহিক বাসনা-কর কর দিনরাত,

ধনরত বস্ত্র আদি বাচ্যকারে হেঁকার,

ব্রাহ্মণ চরিত্র-বশে কর নিবর্তন ।

মস্তক মণ্ডল করি সাজপাতি হার,

দিবানিশি থাকি হেঁকারে

করহ সাধন পণ্ডিত-বশে হেঁকার ।

মহিনী ।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল ।

উভয়ে ।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল ।

রিদাস ।—বৎসে ! হেঁকারে উভয়-আমি ।

মাহিনী ।—ওরুদেব !

প্রণিপাত করি পদপূজা ।

অদাই আদেশ কর করিয়ে গান,

তব এই জগৎকি সাধনকামনে

ভক্তিতরে বাবৎসব ।

পতিতপাবন হরিদাস করি সাধন ।

রিদাস ।—হরিতক্তি অটুট হটুট তোর, বাছ !

মাহিনী ।—শিতা ! প্রণিপাত করি পদপূজা ।

উভয়ে ।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

[হরিদাসের প্রস্থান ।

মাহিনী ।— (দ্বিঃ)

আমার মত পানি বাঁধা

আমি হেঁকারে করে হেঁকার ।

পান তানু নর মুখে বাঁধে

মুখে হা'বে আশিষ্ট বাঁধে ।

হরিনামের প্রেম-পানিবার

বই'ছে কানে কানে

ভক্তি-সহর হোল হলে

গাই'ছে নামের গান

আমি ভেসে বাই, নাম গাই

কর ঐহিক মুক্তিদায়ী

[প্রস্থান ।

বিচারী দৃষ্টি ।

শান্তিপুর—গঙ্গাতট ।

এক দিক দিয়া হরিদাস ও অপর দিক

দিয়া অবৈতের প্রবেশ ।

অবৈত ।—(হুরে)—

বহু দিন পরে দেখা, পেয়েছি তোমার দেখা,

এস এস প্রেমতরে করি আলিঙ্গন ।

হরিদাস ।—(হুরে)—

বড় আশা ছিল চিত্তে, সৃষ্টি তব নিরখিতে,

নে আশা আমার আজ হইল পূর্ণ ।

এস এস প্রেমতরে করি আলিঙ্গন ॥

(উভয়ের আলিঙ্গন)

অবৈত ।—(হুরে)—

চল এবে চাই আসে, শ্রীচৈতন্য দরশনে,

পূণ্যধাম নবদীপে বাই ।

হরিদাস ।—(হুরে)—

যোরে যনে সেই সাধ আগে সদাই ॥

অবৈত ।—(হুরে)—

আজ পেয়েছি প্রাণের আশা,

আবার আমার মুখে সেলা,

পথ চিনেছি সেই আসোতে,

চল রে ও বন নিত্যধামে ।

মাইকো সেলা পাগল মেঘ,

প্রেমতক্তির উত্তর মেঘ,

কাজ কি হেঁকারে পোরে কাপা,

চল বাঁধি গে হরিদাসে ॥

হরিদাস ।—(হুরে)—

থাক পড়ে থাক তবের বাসা,

তবের আশা, তবের নৈশা ।

অবৈত ।—(হুরে)—

থাক পড়ে থাক, হোক পড়ে থাক

তমোজনের ভাগবাসা ।

উভয়ে ।—(হুরে)—চল মজি গে প্রেমের নেশাস,

গউর-প্রেমে পাগল প্রাণে ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় সূচী।

নবদীপ—শ্রীযুগল প্রভৃতির বাজি।

শ্রীবাণেশ্বর প্রবেশ।

স - সতীর্থন আয়োজন সমস্ত করিছ।

দাদাস, বনমালী, মনন, বিহার,

কাশ্যপ, বাহুবল, গ্রাম, শুভ্রাঈ,

মুবারি, জগদানন্দ, শ্রীমান, শ্রীধর,

গোপীনাথ, জগদীশ, বুদ্ধিমান, বী,

গদাশিব, বজ্রেশ্বর, শ্রীশঙ্কর, শঙ্কর,

সানন্দ, শুভাশ্বর, গুরুব্রজেন,

পদ্ম তন্ত্রেণ সবে আজি ঘেরি গৃহে

নদাপুত্র গোবিন্দেব সনে

কবিবেন হবিষকীর্তন।

গাঠি আমি সর্বজনে আচ্ছাদন করিয়া

আনি এবা গৃহে মোবা।

[প্রস্থান।

চৈতন্যদেবের প্রবেশ।

১০. ৩। - (গীত)

দেহি দেহি মুখে কলশন।

হামু তব বিহু, আকুল ভেঁইয়,

কাহা মেরি কাম আগমন।

এব বিরহানল, বনত বিগুণ চিত্তে,

দিটি মেরি কাম আগমন।

গাঠি তামস বন, বেড়ল চৌভিত্তে,

কাহা মেরি কাম আগমন।

অনিব এধীর অতি, ছেইল পরাণ,

লোচন ভালুক কীরে।

কৈছন ধীবে ধক, কো হুইল বাড়াব,

কাহা মেরি কাম আগমন।

(বা কুল ভাবে)

হা কৃষ্ণ। হা আগমাথ।

কোথার লুকালে তুমি ?

বিভাতেব মত দেখা দিয়ে

বংখা গেলে প্রাণেব দেবতা।

তব শ্রীচরণ বিদ্যা, ক্রিষ্ণাই আমি না, হরি।

কেন তবে দেখে কোরে বিরহ-মরণ ?

কুল যদি পুত্র, কোথায় কুল ?

কোথায় কুল, কোথায় কুল ?

কীরকম কুল, কোথায় কুল ?

সে কুল কোথায়, কোথায় কুল ?

করিয়া আঁকার কুল, কোথায় কুল ?

কক! কোথা কোথায় কক! কোথা গেলে

কক! কোথায় কক! কোথায় কক!

অষ্টম সূচী হরিদাসের প্রবেশ।

দেখিছ কি কলসে আমাব ?

বল বল,

কোথা মেরি আগমাথ দেবতা ?

নিরুত্তরে কৈ মেরি ?

সাক্ষী মেরি কক! কক!

বল বল,

কোথা মেরি আগমাথ কক ?

চিনিতে কি পাষ নি গাহারে ?

(গীত)

কৈ মেরি আগমাথ কক! নীল-জলদব,

বজ্র-মোহন, কজি-ঠা।

হুচিকণ কেশ, মোহন বেশ,

জগ অশেষ আগ-আমাথ।

নীল-বন-চটা, বৈত-ভিলক-মটা,

মথর অমর কৈ গোহিত বিধ, -

মমদুর বাণী, অধরহি বাজত,

কহি মেরি কাম আগমাথ।

(মাসকে)

কৈ কে-ই বে, আহা!

কৈ বে-ই বে, আমার কক!

কৈ বে আমার হারাণ-মিথি!

এই বার শেঁয়েছি,

আর ছাড়বো না-ছাড়বো না।

তব বজ্রবিচাৰী হরি।

এই বার তোমাকে
 'দুয়ে বোপনে রাখিয়া' ।
 (উদ্ভাভাবে) — এই হরিদাস ঠাকুর
 আবার, কক ! কোথা গেলো ?
 পতিতপাবন হরি !
 এই দীনহীন পতিতকে কি
 পশ ক'রবে মা ?
 কক ! কোথা গেলো ?
 কক ! কোথা গেলো ?
 কক ! কোথা গেলো ?
 (সুজালকণ ও অধৈতকর্ক চৈতন্তকে ধারণ

এক হরিদাসকর্কঃপত্রদ্বারা বীজন)

হরিদাস — আচাৰ্য্য !
 অন্তরে বা' কেবেছিছ,
 সাক্ষাতে দেখিছ এবে ক'ই ।
 সাক্ষাৎ জীবন এবে জীতন্ত নাবে
 আসিলেন পাপিকুলে কহিতে বিস্তার
 প্রেমভক্তিময় হরিদাসে ।

অধৈত ও হরিদাস —
 হরিবোল — হরিবোল — হরিবোল !

চৈতন্ত — (প্রবুৎ হইয়া) —
 হরিবোল — হরিবোল — হরিবোল !

অধৈত — প্রাতো !
 আসিলেন হরিভক্ত হরিদাস
 তোমার পোচবে ।

চৈতন্ত — (সানন্দে) —
 ধন্ত আমি,
 ধন্ত মোর হরির সাধনা,
 তেঁই আজ পাইলাম সাধু হরিদাসে ।
 আইস দক্ষিণ বাহু মোর,
 দেহ কোল চৈতন্ত সুদীনে ।
 হরিদাস — কোল দিতে বোপ্য নহি আমি ।
 যবনকুলেতে জন্মি'
 কি সাহসে করিব এ অসম্ভব কাজ ?

চৈতন্ত — না না, সাধু !
 না কহিও হেন বাণী আব,

তুমিই প্রেমের তরুণ হরির অগত ।
 নহক কণ্ঠ ভক্ত তুমি ।
 আমি আমি,
 তোমার হ'তে পীর্ণ কলিকালে
 কোটি কোটি পাপী — কোটি কোটি তাপী
 পাপতাপমুক্ত হ'বে
 বা'বে চনি' বৈকুণ্ঠ-ভবনে ।

অধৈত । — হরিবোল — হরিবোল — হরিবোল !
 সকলে । — হরিবোল — হরিবোল — হরিবোল !
 হরিতত্ত্বগণের সহিত জীবাসের
 পুনঃপ্রবেশ ।

অধৈত । — শুন শুন, ভক্তগণ ।
 এই সেই হরিতত্ত্ব হরিদাস প্রভু ।
 ভক্তগণ — (সানন্দে) —
 হরিবোল — হরিবোল — হরিবোল !
 জীবাস — এস এস, পুণ্ড্যপাদ ভক্তচূড়ামণি ।
 কৃপা করি' দেহ আলিঙ্গন,
 এ দেহ পবিত্র করি ও দেও পবনেশ ।

হরিদাস — ধন্ত আমি আজ,
 কলির জীবের মুক্তিদাতা
 জীগোরাহ পতিত-পাবন
 দিয়াছেন কোল এই দীনহীন জনে ।
 ধন্ত আমি আজ,
 এই সব পুণ্ডনী হরিতত্ত্বগণ
 কৃপায় দিবেন কোল মোরে ।
 পবিত্র হইহু আমি,
 পাপরাশি বুচিল আমার ।

সকলে । — (আলিঙ্গন করিতে কহিতে)
 হরিবোল — হরিবোল — হরিবোল !
 চৈতন্ত — চল এবে, ভক্তগণ !
 পথে পথে তত্ত্বিতরে
 করি গিয়া নগর-সঙ্কীৰ্তন ।
 সকলে । — হরিবোল — হরিবোল — হরিবোল !

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য ।

নববীণ—রাজপুত্র ।

নিত্যানন্দের প্রবেশ ।

নিত্যানন্দ ।—প্রাচীন মথুরা ছাড়া

নবীন মথুরা নববীণে এই ফেরে ঘাইছে ।

সেথা বহু ভক্তগণ যুগে

শুনিয়েছি তাঁর নাম, . . .

কোথা সেট গৌরাক আশ্রয় পুঙ্খ

পোণ মন চানি ধাবে থাকি

পাইব কোথায় তাঁ'রে ?

তেনি' তাঁর পাদপদ্ম

নয়ন সঞ্চা কবি হিসে ?

বোথা, প্রভু ! দেখা দাও দীনে ।

অবধূত নিত্যানন্দ আমি,

কিন্তু আশ্র আনন্দবিহীন

বিনা তব দবশনে ।

দ্রুত জনে দেখা দেহ, ভক্তের দয়াল !

যেই হবিনাম মন্ত্র দানে

তবাই'চ পানী জীবগণে,

যেই হবিনাম গুণ-গানে

জাগাই'চ মোহমুগ্ধ জনে,

যেই হবিনাম ডঙ্কা, বাজা'য়ে, নিমাই,

ধনিত কবি'চ বঙ্গ নভ,

যেই হবিনাম সুবা-স্রোতে

শাওল কবি'চ সদা তাপিতের প্রাণ,

সেই হবিনাম—

আহা, সেই হবিনাম

শুনিত এসেছি তব শ্রীমুখকমলে !

তব গুণে শত শত জীব

হ যোছে তোমার শিষ্য,

আমিও ক'বেছি বড সাধ,

সাধুবাজ ।

হইয়া তোমার শিষ্য পুঞ্জিব তোমাৰে ।

কই কই—কোথা তিনি ?

কো মো'ন দেখা'য়ে দেবে তাঁ'বে ?

নেপথ্যে ।—হরিবোল—হরিবোল—হবিবোল ।

নিত্যানন্দ ।—(নেপথ্যে দিকে দেখিয়া)—

এই দেখে—এই দেখে মৌর শুক ।

প্রভু ! প্রভু ! এই জন, মুক্তি উচরণ ।

অবধূত নিত্যানন্দে নিত্যানন্দ কর দান ।

বেগে চৈতন্ত ও হরিদাস প্রভৃতি

কর্তৃগণের প্রবেশ ।

চৈতন্ত ।—(সামনে নিত্যানন্দকে আলিঙ্গন
করিয়া)—

বক্তা-আমি আশ্রয় পুঙ্খ

সকল হইল স্বপ্ন মোব !

বলে বেই দিব্যমূর্তি ক'রেছি চর্চন,

প্রত্যক্ষ হেরিছ তাঁ'রে !

অবধূত নিত্যানন্দ !

অঙ্কে শক্তি মোব তুমি ।

তোমার সাহায্যে এবে

চবিনাম প্রচাৰিব বিশ্ব গাঠনে ।

সকলে ।—হরিবোল—হবিবোল—হবিবোল ।

হরিদাস ।—জগৎ-স্রীগৌরাসেব জয় ।

জয় দ্বিতীয় গৌরাক

শ্রীনিত্যানন্দ অবধূতের জয় ।

(৩কৃগণকে নিত্যানন্দের আলিঙ্গন প্রদান)

সকলে ।—হরিবোল—হবিবোল—হবিবোল ।

চৈতন্ত ও নিত্যানন্দ ব্যতীত সকলে ।—(গীত)

নদের মাঝে প্রেমভক্তির বাজাব ব'সেছে !

গৌর নিতাই ছই হাটুরে তক্তি এনেছে !

কে নিবি আব, কে নিবি আর—

বিনি মূলে কিনিবি আদ্র,

ক'রে ঘেরি, ঠক্‌বি ভরি,

আর চোলে আর, চোলে আর,

এই দেখ না চেয়ে, ধেরে ধেরে

দেশ বিদেশের লোক ছুটেছে !

চৈতন্ত ।—(সাহুরাগে)—

শুন শুন, ভক্ত হবিদাস !

শুন শুন অবধূত নিত্যানন্দ ভাই !

অন্ত হ'ত নদীর প্রাতি ঘবে ঘবে
 চবিনাম কবছ ঘোষণা ।
 প্রত্যেক কোকেবে বল,
 এই ভিক্ষা আমা' সন্ধাকার—
 ত'রুতরে লবে দ্বিধি' ছবি ছবি বল ।
 ইহা ছাড়া অস্ত কথ্য না জানিও বুঝে,
 ইহা ছাড়া অস্ত কথ্য না জানিও কানে ।
 প্র'তদিন দিবা-অবসানে
 আমা'ব সংবাদ দিবে ।
 শুন সবে,
 হারনা'হ হেরনা'হ হেরনা'হেব কেবলই
 কলৌ নাহত্যাব নাহত্যাব নাহত্যাব পতিরত্না ॥"
 কাশ ।—হরিবোল—হবিবোল—হরিবোল ।

[পটপরিবর্তন]

দৃষ্ট—সন্ধ্যার ধাম ।

কুঞ্জমধ্যে স্নানার্থে যুগলমূর্তি ।

তুই পার্শ্বে গোপিনীগণ নৃত্যমানা ।

গোপিনীগণ— (কীত)

যুগল রূপমাধুরী হেরি' মন মোহিল ।

ভ্রামল জলদ অঙ্গে সৌখিনী শোভিল ॥

কা'কে দেখি, কা'রে বাধি,

উত্তরেবি পানে চেয়ে থাকি,

ছই'রূপ এক, এক রূপ তই',

প্রকৃতি পবন মিলন,—

নয়না'ভ্রাম ব'হু'ভ্রাম, ভকতিপোম নিখিল ॥

অবসানপটন ।

সম্পূর্ণ ।

অবসরসরোজিনী ।

চতুর্থ ভাগ ।

হরিনাম ।

কোথা সে বৈকুণ্ঠপুরী, জগতের কোন্ দিকে,
জান কেউ সন্ধান তাহার ?
দয়াদানে লেখা আছে, সপ্ত স্বর্গের উড়ে,
জ্যোতির্শ্রয় বৈকুণ্ঠ বিহার ।
পৃথিবী এক কোণে দিবানিশি প'ড়ে আছি,
সম্পূর্ণ কেমনে বুঝিব ?
দপদপ আগ্নে বকে, তবে তো বৈকুণ্ঠ বোকা,
এ বোকা কেমনে সরাইব !
হে দেব ভাগ্য ! হা বে আশা ! হা বে ও জানেব নেশা !
পৃথিবীর জালে ধাঁধা তোরা !
আমি তেন মাছুষের জনম অন্তরে মিশে,
আঁধারে হটলি দিশছায়া !
এ আমি ক্ষদ্র জীব ! আঁধারে জুঝিয়া আছি,
ধাঁধার ভুলান ভুলে যাই ;
কোথা সে বৈকুণ্ঠপুরী, বুঝি বুঝি—বুঝি না যে,
পাই পাই—তবু যে হারাই ।
দয় নাই ভয় নাই, পেয়েছি পেয়েছি, ভাই,
পায়েছি বে, পা'বার যা' নয় ;
বেধে দে শাস্ত্রের কথা, ভেঙেছে ধাঁধার ধাঁধ,
বৈকুণ্ঠ তো আমার হৃদয় ।
যেথা হরিনাম ছাপা, পবতে পবতে চাপা,
সেই তো বে হরিব আসন ;

যেথা হরিনাম ছাপা, সেথা হরিনাম-লীলা,
খেলা করে হরিতত্ত্বগণ ।
যেথায় হরিনাম-ছাপা, সেখান পার্থিব ভাব,
ভিলমায় অদৃশ্য নাই ;
কি এক বর্গীয় ভাব, উল্লে উল্লে ওঠে,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভুলে যাই ।
বাহির-জগৎ চাই, হরিনাম-ছাপা পাই,
এই হরিনাম-ছাপা শুণে
অন্তর জগৎ মোর চেয়ে দেখি আঁখি মুদে,
খুঁজি হই হরিনাম ভনে ।
ওই দেখ, ওই দেখ, অন্তর জগৎ মোর
বৈকুণ্ঠের জ্যোতির্শ্রয়ী রেখা ;
তা'র অতি উজ্জ্বলগে অনন্ত জ্যোতিব যোগে
হরিষত্রে হরিনাম লেখা ।
কোটি কোটি জ্যোতির্শ্রয় ফুল বিবিধ হয়
জ্যোতির্শ্রয় অনন্ত-জগৎ ,
জ্যোতির বৈকুণ্ঠপুরী, জ্যোতির্শ্রয় হরিনাম,
জ্যোতির আনন্দ বার ব'রে ।
জ্যোতির প্রহ্লাদ, অব, জ্যোতিব চৈতন্ত্যদব,
জ্যোতিশ্রুঁষে হরিনাম গায় ,
জ্যোতির তরঙ্গ মাঝে জ্যোতির জিহ্বা নাচে,
হরিনামে জ্যোতিরে ভাসায় ।
জ্যোতির চতুরানন জ্যোতির্শ্রয় চতুর্মুখে
জ্যোতির্শ্রয়ী শিঙা ব'জাই'ছে ,

জ্যোতিষ নাবন মূনি জ্যোতিষ্য বীণা মৃৎ
ওম্ হরিনাম বলাইছে ।

জ্যোতিষ্য তোলা শিব জ্যোতিষ্য কর গালে
তাল দিবে বীণা কুণ্ডল দেখলে
জ্যোতিষ্য গজানন জ্যোতিষ্য চারি হাতে
জ্যোতিষ্য খোলে বব তোলে ।

হৃদয়-বৈকুণ্ঠে মোর,
কি এক ভাবের ধোর,-

আনন্দে হইয় তোর, কুলে গেল প্রাণ,
ওই গুন, ওই গুন হরিনাম-গান ।—

ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও চৈতন্য ।

(কীর্তন-গীতি)

(আত্মায়ী)

হরিনাম গান করু মনুষ্য মেয়ো,
ভবডর ভবজ্বর ঘুচ্ গেই তেয়ো ।

(অন্তরা)

ভুল্ যা রে মেয়ো মনুষ্য !
পাপ নরক কি ছুনিয়া,
লোভ লাভ সব ফেঁক দে না,
আপ্না মায়া ছোড়ো ।

সকলে ।—

(শাখাভোগ)

হরিনাম হরিনাম ওম্ হরিনাম ।

ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও চৈতন্য ।

(সফারী)

যো জন হরিনাম গাওয়ে,
সো জন হরিপদ পাওয়ে,
আপদ বিপদ ধোয়ে,
হর নর পূজহি তাকো ;—

(আভোগ)

তা' সম কঁহি নহি মিলে,
হরিনাম-প্রেম-মলিলে

সো জন নিমগন হোই

করে বৈকুণ্ঠ বিহাগে ।

সকলে ।—

(শাখাভোগ)

হরিনাম হরিনাম ওম্ হরিনাম

ছায়া-চিন্তা ।

(অলপপাতদর্শনে)

অহো !

কোথায় তুমি আছি । কোথায় দাড়ানি আছি ।

এ কি দেখি সম্মুখে আনিব ।

অনন্ত আকাশ কেটে, কে এই উত্তর-পূর্ব,

ভীম—ভীম—মহাভীমাকার ।

নিজের গভীর দেশ, মানবেদ-স্বপ্ন

প্রকৃতির গভীর মূর্তি,

সে গভীর মূর্তি হ'তে পবতে পবতে

গাভীরবে ছায়াব স্মৃতি ।

যে এহ সম্মুখে মোর, ওমোময় ওম্ পদ,

ইহা সেই ছায়াব কণিকা ।

না জানি প্রকৃতি নিজে কি খোব, গভীর কি

বিশ্বেরো বিশ্বদায়িকা ।

হরিনাম প্রকৃতির ছায়ায়ী পাতা

এ ব্রহ্মাণ্ড আর কিছু নয়,

ছায়াব তপন, চাঁদ, ছায়া দিগন্তের বা

বাধিয়াছে ছায়া-নিবৃত্ত ।

ছায়াব অনন্ত শূন্য, ছায়া বটে নরক-মুখ,

এহ তারা ছায়া-শূন্য-কোলে,

মায়া প্রকৃতির মায়া ছায়া—ছায়া—ওম্ পদ,

ছায়াব ছায়াব ধরা দোলে ।

ছায়াব ধরার পুন ছায়া কণা ভাণ্ডার

অগ্নিয়াছে ছায়াবাজী ক'ত,—

ছায়াব সাগর, ভূমি, ছায়া কণা ভূমি আনি

সম্মুখে এ ছায়াব পর্ষদ ।

এই যে গিরিব কাশ, স্বর্গের শোভা পায়,
ছায়া বই অঁকছু নয়,
ছায়ার অসংখ্য বা, ছায়ার অসংখ্য পাখী,
৩৬ বড় শিলা ছায়াময় ।
। পলক যদি আপন বিক্রমে ভেদি'
কলেব প্রপাত বাহিরায়,
৩৬। ৩ পরিত ছায়া, ছায়ার তবশ কায়
মহাবেগে গড়াইয়া যায় ।
৩৬। ৪ শিলার লেপে ছায়ার ভীষণ বেগে
ছায়ার গর্জনে পড়ে অল;
৩৬। ৫ ছায়াব ওকাব ছুটে, ছায়াব তবদ্ব উঠে,
ছায়া-ফেনা কুটে অবিরল ।
৩৬। ৬ কি অদৃত কথা, ছায়ার সকলি গাথা,
এ বন্ধাও প্রকৃতির ছায়া ।
৩৬। ৭ পরিত ছায়া কণা, এ প্রপাত ছায়া সেনা,
কোথা তবে প্রকৃতির কায়া ?
৩৬। ৮ নাহ দিবারাতি, বেথায় জ্যোতিব জ্যোতি
শিভাসিত কি এক ছটায়;
৩৬। ৯ সে জ্যোতির ছায়া নাই, 'ছায়া নাই' ছায়া তাই,
পুণ্য প্রকৃতি এক কার ।
৩৬। ১০ পূবায়ব সেই ভায়া, প্রকৃতির সেই কায়া,
প্রকৃতির কার্য-ছায়া হেথা;
৩৬। ১১ পূবায়ব স্বয়ং হবি, ছায়া-ছায়া তাঁ'ব নারী
হরিপ্রাণে একসঙ্গে পাখী ।
৩৬। ১২ সে নারী প্রকৃতি নামে, অল্প অল্প ব্রহ্মাও-বাসে
মায়া ছায়া করিয়া বিভ্রম;
৩৬। ১৩ বজ্রজড় করে হুটি, ছায়ার অনন্ত বৃষ্টি
ভূমি—আমি—ব্রহ্মাও স্রপার ।

বিসর্জন ।

(গীতি)

মা গো । কি দিয়ে তোব পূজবো বাঙা পা ?
নাগাব কেন এলি, মা ?

ওগো সমরকশিনি !
যখন সময় দিয়েছিলি,
তখন পূজা পেয়েছিলি,
এখন, অসময়ে কেন এলি ?
বা কিরে বা—বা কিরে বা ।

আমার কত কামিনে দিখানি
কুল ফুটোয়া দাঁপি রাশি,
সেই ফুলে তোমার চরণ ছুটি দিতেম সাক্ষাৎ
এখন সময় ধুই করে,
ফুলের বাগান গেছে ম'রে,
কি দিয়ে আর পূজবো তোরে ?
বা কিরে বা—বা কিরে বা ।

মা গো ! ভেঙে গেছে আশাব হাট,
পাপ হ'য়েছে আশান-বাট,
যে দিক পানে চেয়ে দেখি,
শূন্য শুধু চেয়ে থাকি,
জগৎ আশানময় ;—
অলছে চিত্তা ধুই ধুই,
জীবন করে হুই হুই—
শোণিতবিহীন হ'ল আমার থা,—
এমন সময় কেন এলি ?
বা কিরে বা—বা কিরে বা ।

তুই নামে কেবল মা
তুই নামে কেবল হাতা'ব বেটা,
সিদ্ধিনাতার মা ।

বেশ-বুকেছি, কিন্তু কানে
তোমার কুলমা কেবল বাজে ।
'শক্তি' নাম তোর কে দিয়েছে ?
'শেল' বসাতে কুলে গেছে ?
শক্তি নয় তুই—শক্তিশেলের কুল,
তোব পতি কেব ঘুবোয় মহাশূল,
তা' ভাল হ'ল—বোকা পেল নামেব মগুটা,

নিহুর বেটি! কেন এলি?

বা ফিরে যা—বা ফিরে যা।

আগ্নি মরি নিবের আলোর,
প্রাণটা গেল আলোর পালার,

ঘোর বাতনার ক'ছি হাট্কার।

পাচ ভুজ্জ সব লুটে নিলে,

আমার বেঁচে কীকি মিছে,

পথভিখারী হ'লুম আমি, তারা।

একটি কাণা কড়িও নাই,

বাভা ভাতে প'ড়লো ছাই,

কুংপিপাসার দেখছি অন্ধকার।

মায়ের মায়ী গেছে বোকা

ভট গো বীকা, নরকো সোজা,

বা ফিরে যা—বা ফিরে যা।

✽

কহ, বেটি! কই গেলি না বে!

সিঁড়ায় কেন মুখটি শুঁকে?

এতই যদি পেটের আগুন,

বাবাব কাছে সিঁদ্ধিগোলা

গিলন্তে গিলে তুৰী ভোরে ভোনে,

ও একাত্ত-ভাণ্ডোদরি!

ও তোব ছ'টি পারে ঘরি,

ও একাত্ত-ভাণ্ডোদবর

পূজা করার কাণ্ডটা ঢের,

ভেমন যোগাড় নাইকো আমার ঘরে।

এ কাঠমার আর হোলো না,

বা ফিরে যা—বা ফিরে যা।

✽

শিলার বেটা কালা বেটা কালি!

নিজেও কালা—কানে শিলার হুঁসি,

নৈলে আমার মর্দব্যথা,

প্রাণবিদারী হুংধের কথা

আকাশ-কানে প'লো নাকো তোব?

আচ্চা, বেটি। খানিক দাঁড়া।

আন'ত, মা। শক্ত দাঁড়া,

বাবতো বেটার টক্টকে পা,

বাজা, ঢাকী, বাজা বাজা;

কাদে যদি নিহুর বেটা,

তুবো না ওর কাগাকাটি,

ঢাক বাজিয়ে কাগা ঢাক,

বাপ হুটো পাঁ দিবে জাঁক,

আজ বেটীকে জ্যাক্স ধ'বে দিব বিসর্জন

যেমন বাবা, তেমি মা,

তেমি আবার তা'দের ছা,

যেমন মা, তেমি ছেলে,

কেউটেব পেটে হয় নি ছেলে,

আজ বেটীকে জ্যাক্স ধ'বে দিব বিসর্জন।

✽

ঐ বা, অহো, এ কি হোলো!

মা আমার কি হোয়ে গেলো!

মাটি হোলো সোণাব কার,

একদুষ্টে লুণ্ঠে চার!

আর যে লাড়া নাইকো মরণ,

নাইকো পলক উজল চোখ,

মা বলে, মা! ডাকছি কত,

দে মা লাড়া একটি বাব!

ব'লবো না আর জীৱ কথা,

ব্যথা পেয়ে বিনু মে ব্যথা,

ছেলে কেলে গেলি কোথা?

আয় না ফিরে মা আমাব!

আর আমার মা আনবে না বে,

আমার কেলে শোক-আঁধারে

মায়ের-বিসর্জন!

মাকে ছেড়ে থাকবো কোথা,

মোরো বিসর্জন!

অভাগা দলীপ।

১

উপলিল স্বাধব স্বপন

পান্থব ভিতর ৩৪৩৮৮,

বাসনার মরীচিকা ছাড়া

আপনি আপনি এল স'রে।

সুখ সনে বাসনার দেখা

হৃদয়ে বসে আঁকে রেখা

দীপের আগিল জ্বলসা

চেয়ে দেখে আশা খেলা করে।

২

আপনা আপনি আশা এসে,

সাহসে গৃহস্থারী-বেশে

নিবাসিত অভাগা দলীপে।

সবাইল আশা বাবসাক

নির্ভর অটুট অঙ্ককার

আশ্বাসের অলৌকিক দীপে।

পাশে মরা দলীপ তখন

এক দেখে—নূতন জীবন

দাঁড়া'য়েছে আশিষ্য সমীপে;

এস এস, নূতন জীবন।

এস দীপের হাবানন।

বেথা না আমাবে পর-জীপে।

৩

আশা গজা নূতন জীবন

দলীপেবে তুলিয়া বসায়

বাৎসল্যে সিন্ধুতট হ'তে

বণজিৎ অগ্নিকোণে চায়

আনন্দ ধবে না আর প্রাণে

আশা তাঁ'বে বলে কানে কানে

‘উৎসাহ হ'ল তোর তোর

ডাকে গোবে জন্মভূমি তোর

মোব কোলে উঠে আর

বাঁহা শান্তির ছায়

যেথা হ'তে এসেছিলি হেথা

হে হ'তে নিয়ে যা'ব সেখা

এক কহিয়া আশা তা'র

নির্ভর সাধের উদায়।

কোলে তুলে পূর্ন কানে কানে

কি বলিল হৃদয়ী আশা

দলীপ লেখনী-হৃদয়

প্রকাশিল অন্তরের ভাষা।

দলীপের আশিষ্য আগে

নে ভাষা আশিল তা'র দেশে

আশা হৃদয়ী-ভাষা

অভাগীর কাল হ'ল শেষে

আনন্দের উৎস ছুটাইয়ে

জলে ভেসে 'আসি'ছে দলীপ;

এক দিকে প্রিয় জন্মভূমি

অন্য দিকে পিশাচের বীপ।

মাঝখানে উত্তাপের দেশ

আশা সেখা দলীপে আশিল

চক্ষু বাড়াইয়া নিশাচরী

অভাগায় শিলার ফেলিল!

৪

উপলিলা হৃদয় স্বপ্ন

প্রাণের ভিতরে ভবতরে

বাসনার মরীচিকা-ছায়া

আপনা আপনি গেল স'রে।

সুখসনে হৃদয়ীর দেখা

ভাষা প্রাণ একেবারে ফাঁকা

দলীপের ভাঙিল জরসা

অভাগ্য আবার গেল স'রে

কুলমালা।

চূপ কর—চূপ কর, মই!

ত জনেই চূপ করে বই।

বাশি বাশি শুক পাতা

চাবি ধানে আচ্ছ পাতা

ঢাকা নগরীর বুঝি অস্তিত্ব সময় আক,
 স্বাবর জন্ম গেল কালের পরাসে ।
 নদী ন সলিল হ'তে, 'তুমিই মৌকরি সারি,
 ভীষের উপরি বায়ু 'ভাঙি'ছে আঁহাতি';
 দেপিতে দেখিতে এক-... ভীষণ অশান দেখি,
 চিনিতে না পারি হেথা ছিল কি না বাড়ী ।
 মা'র মূল্য রাশি, 'উড়ি'ছে নিগুণ প্রাণি',
 চতুর্দিকে হাহাকারে হ'ল একাকার ;
 এ'র নিখাস ফেলে, এমনো সময় নাই,
 কত নর নারী মরে করিয়া চাঁৎকার ।
 মা'র কোলে শিশু মরে, মা ভাসে নগ্ন লোরে,
 কোথাও জননী মরে, ছেলে কাঁদে শোকে ;
 কোথাও মরিল পিতা, কোথাও মরিল পতি,
 কোথাও মরিল পরী হাত রাশি, বুকে ।
 ইষ্টার স্তূপ রাশি, চারি ধারে ছড়াছড়ি,
 পপ ঘাট বন্ধ হ'ল না চলে চরণ ;
 এমন ভীষণ দৃশ্য, এমন শোকের মূর্তি
 এ জীবনে দেখি নাই—অচিন্ত্য স্বপন ।
 কত কি সে দেখে দেখে, আমার লেখনী লেখে,
 আমাব মানব ভাব অজ্ঞান ধাবার ;
 কিস্ত আজ সে লেখনী, লিখিতে অক্ষম হ'ল,
 মনেব উচ্ছ্বাস মোর মর্মেই মিলার !
 লিখিতে না পাবি আর, কাজ নাই লিখে আর,
 এ ঘোর ঘটনাশক্তি শুধু মনে জাবি ;
 তা' হ'লে হয় তো কালে, কুর মানবের কাছে,
 দেখা'তে পারিব এক'মুখ মহাহরি ।
 দৈব শক্তি নার শক্তি এ দৌহা ভিতর
 দেখাইব সে ছবিতে, কত যে অজ্ঞান ।
 ঢাকা । ২৭এ চৈত্র, ১২২৪

বঙ্গ-রবি ।

অনন্ত বিবাদ সিন্ধু, তট নাহি যায় দেখা ;
 এ'রে পন যন্ত্রণাব নিবিড় আধার ঢাকা ।

বঙ্গ-রবি দূর দূর .
 বঙ্গ-রবি আকাশ-গার,
 তত দূর চেয়ে কিস্তি ক'বেকল কেবল কাঁকা,
 কোথাও, না, শূন্য হ'লে, আশার একটি বেধা ।
 তরে তরে সজ্জারি ক'বেকছে 'আমার কায়া',
 উবেছে কাহার ছায়া—উবেছে কাহারো ছায়া ।
 সূর্য্যোপ-মকুতুমি ;
 সূর্য্যোপ-মকুতুমি ;
 আচম্বিতে কেবা'ছিলে দেখাইতে দয়া মায়া ?
 পা'বে কি আশার দেখা বঙ্গ-রবি নিঃপায়া ?
 আশা বা'র বীজময়, সেই কৃতকার্য হয়,
 আশা বা'রে ছেড়ে দেছে, এ প্রাণও তা'র নয় ।
 প্রাণও তো বহু দূর,
 একটি সর্বপ-চূর
 সর্ব সন্ধানে খুঁজে পায় না সে নিরাশ্রয়,
 নিবাশার মহার্ঘ্যে বসে সে যে ভূবে বয় ।
 কে তুমি সাহিত্যবাসী ? কিস্ত নাম ?—“বঙ্গ-রবি
 এ আশার বলাকালে তুমি কি আশার ছবি ?
 আশাহারা প্রাণে মবা,
 স্বপ্নে বিবাদ ভরা,
 বঙ্গের সকলি পেছে, অখণ্ড আদর্শ তো সবি,
 সকলি আবার কিস্ত অজ্ঞানকে আছে ভুবি' ।
 বঙ্গ-রবি ! বঙ্গ-রবি ! দেখা দিলে হ'ল ভাল,
 নূতন কিরণ আল, জ্বলন্ত আলোক ঢাল ।
 আশা আদর্শ কি যে কোথা
 নিবাশার অজ্ঞানকে অজ্ঞানকে বহুকাল,
 দেখাও সে সবে আলো, আলো আলো আল ।
 বীজময়রূপা আশা কোথায় লুকা'য়ে আছে,
 কত খুঁজি, পাই না যে, আলো জ্বলে আন বাজে ।

আশারে নিশা'য়ে প্রাণে,
তাবারে আগাও গানে,
কত বহু বিধিতিবে তব নব দেহ হাঁচে ;
তোমার আসাতে যেন সাহিত্যের আশা বাচে ।

জাগ !

ভাবতসন্তানগণ, **জাগে** বসিয়া কেন,
দেব সাহায্যের তরে কেন সংগঠিত ?
বল কার্য্য রত হ'য়ে, **উদ্যান** করহ সনে,
নিজের চেষ্টায় হয় জাতি সংগঠিত !

কি তোমরা সবে, **অথবা** স্বাধীন সবে,
শ্রমকার্য্য তোমরা কি **কি** নুষ্ঠিত ?
এমাদি নিজ হাটে, **শেষ** কল প'ড়ে আছে,
নিজের চেষ্টায় হয় জাতি সংগঠিত !

কেনই কব দাঁও, **কিন্তু** কর দেওয়া গেলে,
কিবা বল সেই কর হইলে ব্যয়িত ?
এব দৃঢ় পণ ! **ভায়** দূর লাগে জয়,
নিজের চেষ্টায় হয় জাতি সংগঠিত !

এমাদের স্থান, **প্রাণ** সকলই পণে যায়,
তোমরা খেলিতে নাহি হও আদেশিত ;
এমরা কি বোঝা হবে ? **কথা** কও, দাবি কর,
নিজের চেষ্টায় হয় জাতি সংগঠিত !

এমাদের ধনে আর **কি** আছে লাভ,
রখা ব্যবসার আর **কি** উপায়িক ?
কত সত্য আশ্রয়, **কত** সন্তান সার কল,
নিজের চেষ্টায় হয় জাতি সংগঠিত !

তোমরা কি নিশাহারা, **কুণ্ডল** হুধের শিত,
কেন হামাগুড়ি, কেন **জড়** জড়িত ?
এমাদের শিত্তাব, **থাকি**বে কি চিরতবে ?
নিজের চেষ্টায় হয় জাতি সংগঠিত !

চুপি চুপি কাণাবোকা, **অলস** ও হামাগুড়ি,
জঙ্গলের কোণে যেন কীট লুকাইত,
ইথে কত না হইবে **অভায়ে**ব প্রতীক্ষা
নিজের চেষ্টায় হয় জাতি সংগঠিত !

কষ্ট শো ভুজি'ছ সবে ? **বুঝি**ছ তো অসুখ,
সমুখে আসিয়া তবে হও উগনীত,
ভুজি'ছ যে অগাচায়, **কব** তা'ব প্রতীক্ষা,
নিজের চেষ্টায় হয় জাতি সংগঠিত !

বর্গ বা নবক হ'তে **সাহায্য** না চাইত,
নিজের নিকটে হও সাহায্য চেষ্টিত !
যে কোন সাহস ইচ্ছা, **সকলি** তো আশা
নিজের চেষ্টায় হয় জাতি সংগঠিত !

ভাবতসন্তানগণ, **উঠ**, নিজ কাঁধে
গতি যেন কেহ নাহি করে নিবারণিত,
হেব ওই পুরুষিকে **হট**য়াছে সপাত,
নিজের চেষ্টায় হয় জাতি সংগঠিত !

(Union)

বেহলা ।

"ভেসেছি নদীজলে, **যা'ব** সে কোথা চলে
জানি না, জানি না গো কোথা যে এনেছি,
কেবল জানি, গতি **সহিত** ভেসেছি ।
হারা'য়ে প্রবতারা, **হ'য়ে**ছি পথহারা
ভাসিছ সারানিশি, **কাঁচি**ছ সারানিশি,
নদীর জলে গেল **মুগ্ধ**নয়ন মিশি' ।
বাড়িয়া নদীজলে, **ডাকি**'ছে বল কণ,
বলি'ছে মো'রৈ বেম, **ভেসে** যা, অভাগিনি ।
হারা'য়ে প্রবতারা, **হ'লি** গো পথহারা,
আবার পা'বি **জা'রে**, পোহা'লে নিশাগিনী ।
আশার ছলনায়, **দায়**ণ ভাবনায়,
স্বপন এ কি দেখি,—**ভেসে** যা, অভাগিনি ।
আবার পা'বি **তা** রে পোহা'লে নিশাগিনী ।

১০৮। নিশি তোরা, মোল কি ধব তারা,
পাত আঁচক যে সে তাবা ভুবে যায়;
পাতা'ল নিশিখিনী কেমনে পা'ব তা'র।
না না না, তাই বটে, ওঁ তারা দিনে কোটে,
এ ব'ব নিশাকালে নয়ন খুদে বধ;
পাতা'ল জেগে করে আশারে আলোময়।

(রাগিনী জয়জয়ন্তী)

“তবে পোহা গো রজনী।

চ'লে যা চ'লে যা, মা। ছাড়িয়ে ধবণী।

খুল ফেল তোর হীরার হার,

খুল যা তোর ধরা-বিহার,

তোব আশাকে ভুমে গিবে,

মোর আশাকে আশা দিবে,

মা, গো জননি।

এ তার জদব মণি টাঁদ সবিষয়ে নে,

ফিরে বে মোর জয়-মণি।

“কই গো গামিনীদেবি! অভাগীর এ মিনতি,

গুলি না কানে;

যে স্বপ্ন পাখান পলে, সে রেহেব রেখাটিও

নাতি তোব প্রাণে?

মা মা ব'লে এত ডাকি, একমিটে চেরে আছি,

মা গো, জেগে পানে;

এ অভাগী মেয়েটির কিবে চাঁ, মা, বা না কিবে
আপনার হানে।

যা আমার মা আমার, কীকিটে পারি নে আর,
আকুল নরানে।

মৃতপতি কোলে নিরে, সুকুমার হ'রে আছি
জীবন্ত পরাণে।

মা গো, মোব কেহ নাই। নাই স্বপ্না'বার টাই,

পতিবে হাবা'রে আমি হারা'য়েছি সবি,

আনন্দ বাসবে মোর প্রবেশিয়া কাল চোর
চুপি ক বে নিরে গেছে আনন্দের ছবি।

সেই হুই, এই হুই, সেই আমি, এই আমি,

সেই পতি এই পতি, সবি সেই এই,

কিন্তু এই অভাগর দখ জদয়েব মান
সেই এই-এক-করা সেইটি তো নেই।

সেইটি পা'বাব তরে, কদলীব ভেলা'পনে

কত দিনে ধ'রে ভাসি জলে,

যে দিকে নদীর গতি, সেই দিকে ভেসে যাই

লতীপ্রাণ মৃতপতি কোলে।

নিশি গো! জান তো তুমি, তোমারি অকলতণে

সুকুমার পোহা'র বাসরে,

রুটা মনসার তরে, হুবিষে বিবাহ হ'রে।

কিন্তু আঁখি প্রাণে যেন ম'রে।

কি জানি কি বেন হ'র, পলে পলে এই গর

প্রবেশিল মনে খুলি' চিত্তাব কপাট,

পতি মোর নিদ্রা মান, নব বিবাহ'র গান

গা'কে লাগিলেই স্বপনের হাট।

হেনকালেকাল কই, স্নেহের সন্ধানে পশি'

পোহা'র বাসরে,

অলক্ষ্যে স্বামীর, হার, দংশিল পতিব গা।

সুত্র ফণা ধ'রে।

মকুর আশা পূর্ণ হইল, জননি।

সুত্র বিবাহের দিনে

হালাইল এবতারা—জদয়ের মণি।

“দারুণ হত্যা পোকে, মা গো।

মানাসে চড়িয়া তাঁই, কোথায় যে ভেসে যাই,

কিছুই ঠিকানা নাই, মা গো।

মোর মত অভাগিনী, কেউ নাই এজগাও,

মোর মত কেবা অমাখিনী।

এমন বৈধব্য-সীম কোথা কি ভুজি'ছে কেহ

জানি বার, নই নিশিখিনী?

তা' হ'লে তাহার পদে, এখনি বাইরা আঁচি

ক'ন মোর বিহারের কথা,

যে জন বাবার কথা, সেই জন বাপা বুঝে

পরে কি পদে'র বুকে ব্যথা?

তা' যদি বঝিত কেউ, তা' হ'লে কি তুই, নিশি

পানাগিব মত হ'রে এখনা পাঁকিস?

সেকেন্দা

বা

সম্রাট আকবরের সমাধি-মন্দির *
[স্থান—আগ্রার অন্তর্গত সেকন্দাবাদ। সময়—বৃহস্পতি।]

(মুঠ ২৩৬ কেবরারি—১৮৭০ খ্রীঃ)

ঐতিহাস। প্রসিদ্ধ করি আমি প্রত্যেক অক্ষরে তব, বিধাতার লীলার কণ্ঠ তুমি, ইতিহাস।
জানি আমি, অতীতের মহামুর্তি তুমি এই বিশাল অগতে; তব অঙ্গে মাদ্রবের উত্থান পতন পরকাশ।
স। তব, আলোক আঁধার, জীবনের জর পরাজয়, প্রত্যেক অক্ষরে তব অঙ্কিত রয়েছে চিবকাল।
আগারে দেখি নাই, কিন্তু তাঁর কার্য দেখি; ইতিহাস। তুমি সেই কার্যের ডাক্তার সুবিশাল।
প্রাণ পঠায় তব মাদ্রবের অদৃষ্টের জটিল ঘটনা, অক্ষরে অক্ষরে তব মাদ্রবের আসাবতা-ছায়া;
কিবা ছিল—কিবা হ'ল; কিবা হয়—রয়; কিবা হ'বে—কিবা হ'বে, শুধু এই ইজ্জতাল-মায়া।
ঐতিহাস। ইতিহাস। বিভাগের শৈশব সময়, প্রথম সাক্ষাৎ হই 'ই তি হা ন' এই চারি অক্ষরের সন,
পঠান পঠায় পবে জ্ঞানবোধে মর্ম্মবোধ, চিত্তাব অক্ষুট রেখা দিখি দেখা, হ'ল শুধু শৈশবের অক্ষুট মন।
অক্ষুট মন মোর ক্রমে ক্রমে লাগিল ফুটিতে, লাগিল উঠিতে জ্ঞান কি এক মন চিত্তা-প্রোত,
অতীত রাশি বাশি ছবি কে যেন খুলিয়ে দিল, বর্তমান ভুলে গিয়ে অতীতেই হৈছে ওতপ্রোত।
অতীতেই অতিথি হইছ, মিশাইছ অতীতের অনন্ত ছায়ার, অতীতের তরে প্রাণ পাগল হইল একেবারে;
বর্তমান আলোকের ঝাঝ ঝাঝা পড়া করিল আমায়, শুধু সাধ—তুবে থাকি অতীতের অন্তঃ-আধানে।

* আগা (প্রাচীন অগ্রবন) নগরীর সার্কি তিন ক্রোশ দূরে সম্রাট আকবরের সমাধি মন্দির (কবর) ৩ পিচ। এই সমাধিমন্দির একটি ২০০ বিঘা-পরিমিত উত্থানবোধে ইঁড়াইয়া আছে। সমাধি মন্দিরটি খ্রীঃ ৪৩ বিঘা-পরিমিত। ইহার উচ্চতা ১০০ ফুট। সম্রাট আকবর সাম্যবাদী ছিলেন; হিন্দু মুসলমানের পতি চাণ্যব মনোগত ভাব ভিন্ন ছিল না। এই জন্য বোধ হয় তাঁহার অমৃত্যুকালে এই সমাধি মন্দির ১৮৮৮ পণালী হিন্দু ও মুসলমানী ধরণে নির্মিত হইয়াছে। অধিকন্তু বৌদ্ধগঠন প্রণালীও এই মন্দিরে প্রাপ্যাক্ত হয়। আমরা যখন এই সমাধি-মন্দির দর্শন করিবার জন্য সেকন্দাবাদে উপনীত হইলাম, তখন ৩৫৩ মুসলমানেরা কএকটি গঠন আলিয়া আমাদেরকে লইয়া একটি অন্ধকারময় সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমরা কিছু দূর গিয়া সম্রাট আকবরের সমাধি-বেদি দেখিতে পাইলাম। সেই বেদিটি একটি মনুষ্যপ্রমাণ অত্যন্ত সুন্দর নির্মিত এবং সর্বোৎকৃষ্ট কৃষ্ণপ্রস্তর-খোদিত কোণা মস্ত মণ্ডিত। বেদির নিম্নভাগে অর্থাৎ সুড়ঙ্গের আকবরের মৃতদেহ প্রোথিত আছে। বেদির মস্তকের দিকে একটি ক্ষুদ্র গম্বুজ দৃষ্ট হইল। আমরা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে, একজন মুসলমান বলিল, 'এই গম্বুজ ঠিক নীচে বাদশাহের মস্তক আছে, সে জন্য এই বলে একখানি মস্তক রাখা হইয়াছে' স্থাপিত ছিল। কিছুকাল পরে 'কেনি বাদশাহের সময় বলিল, এক্ষণে মস্তক হইয়াছে না' বিগের বাজা স্বীয় সৈন্যগণের সহিত আসিয়া এই মস্তকখানি এবং সমাধি-মন্দিরস্থ অস্ত্রাদি সর্বত্র সন্ধান করিয়া লইয়া গিয়াছে। এক্ষণে কেবল মস্তকখানিটি আছে।' সমাধি-বেদির সমস্ত অংশই খ্রীঃ ১৫৬৫ কিংবাপের আবরণ ঢাকা আছে। ইহার মূল্য ১০,০০০ দশ হাজার টাকা। অস্ত্রাদি সর্বত্র সন্ধান করিয়া জেনারল আবলু নর্থকক সরকারী ধরমে সেই আবরণের নির্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। সমাধি-বেদির উপর দ্বিতীয় তল। সেখানেও একটি সমাধি-বেদি আছে। উহা খুবলহ বেদির সহিত সম্যকভাবে নির্মিত। তাক-মহল প্রভৃতি সমস্ত বৃহৎ বৃহৎ সমাধি-মন্দির এইরূপ ধরণে নির্মিত; তবে বাহ্য গঠনপ্রণালী ও অঙ্গসৌষ্ঠবাদি কতক কতক ভিন্ন প্রকারের। কিন্তু শুধু ও মিনার, সমাধি-মন্দিরে (কবর বা মসজিদে) আছে।

স সার্থক এক অল্প আত্মপূর্ণ হ'ল মোর, ইতিহাস । লেখা ছবি দেখা দিন এত দিনে নয়ন প'থ,
 তাবত জীব আকবর সৃষ্টি'ছেন কবের মাঝে, মৃত্যু'র দেহ মৃত্তিকায় মিশিতেছে পরতে পবনে ।
 মৈত্রেয়, বাজা, ধন, আত্মীয়-বন্ধন, প্রজাগণ, রাজদণ্ড, রাজসি'হাসন, রাজকীয়, রাজবেশ কর
 কোথা সে সন্ধান আকবর ?—তা' জানি না, কোথা তাঁ'র প্রাণ ?—তা' জানি না; কোথা তাঁ'র দেহ ?
 তা' জানি হে, ভূমিগ ৩ ৫ ।

হেব ওই—হেব ওই, বুঝ্যাত্ত সেকজা সমাধি—প্রস্তবেব বিশাল মন্দির উচ্চায়,
 নতম্পর্শী চারিটি মিনার, চারি কোণে দাঁড়াইয়া, জীবনে জীবনের শূভা'ব শূভ্রেতে দেখায় ।
 বাজদণ্ড হ'ল দেওর তরে, দেহদণ্ড হ'ল দেওর তরে, প্রজাগণ হ'ল দেওর তরে, সেই চারি তত্ত্ব দণ্ড ব' ।
 মৃত্যু হ'তে আসে সব—শূন্য পূর্ণ আসে সব—হ'ল দেওর তবে মূর্খি' পুনরায় দেহ ছাড়ি' শূভ্রতায়
 মিশায় ৮ ১১ ।

একদা । বাহারে তুমি শিমুর শৈল-আবরণে বিশেষ ঘটান বাখিয়াছ কোলের মাঝারে,
 স বাদশাহ কোথা এবে ?—সে আকবর কোথা এবে ?—বলে দাও, তাঁ'র তত্ত্ব জানিবানে আসিয়া
 তোমা'র জ্ঞানব' ।

বীণার উদ্বোধন ।

(গীতি)

৬৩ দিন পরে, বীণা গো আমাব ।
 আশার কথা'র ডাকি যে আবার,
 উঠ—জাগ, বীণা ! উঠ—জাগ, বীণা ।
 তাব হারে পুন সাজা'ব অঙ্গ,
 উঠে আর, তোম লইব সঙ্গ,
 আর সুখ'রো না—আর সুখ'রো না ।

বীণা সুখ'হিলে, আমার মাঝে
 হতান আশির বিয়াক মাঝে,
 আশের ভিতরে বাধি'ব বাধে,
 কীটনিক মোর হোটে ।
 বীণা মোর মাঝে, আমার মাঝে
 আশা মোর মাঝে, আমার মাঝে,
 আশের ভিতরে ভরে উঠে উঠে
 আনন্দ লহরী উঠে ।

৩
 কেবল আনন্দ—নিছক আনন্দ
 চাই না—চাই না আমি,
 তেই কহি, বীণে, হরিষ বিবাদ
 পুন জেগে ওঠ তুমি ।

৪
 হরিষ বিবাদ জগত-প্রাণ,
 হরিষ বিবাদ প্রাণেব পান,
 হরিষ বিবাদ আমার মায়া,
 হরিষ বিবাদ হরি ।
 তেই বলে হরি হরিষ শুধু,
 সে জানে না কি কল জনমে মধু,
 সে জানে না কোথা গোলাপ ফুটে,
 সে জানে না কোথা তটিনী ফুটে,
 সে জানে না কি যে হরি ।
 তেই, বীণে ! আমি হরিষ চাই,
 তেই, বীণে ! আমি বিবাদ চাই,
 হরিষ বিবাদ আমার মায়া,
 সে মাঝে সেধো না বাধ ।

* মিনার অর্থে উচ্চ স্তম্ভ । মুসলমানেবা নমাজ করিবার সময় মিনারের সর্বোচ্চ ভাগে আ'বাহন করিয়া আজান দেয় অর্থাৎ চতুর্দিকস্থ মুসলমানগণকে নমাজ পড়িত উঠা'বরে আহ্বান কর ।

হরিষে বিবাদে তোলা গো তান,
হরিষে বিবাদে গাহ গো গান,
হরিষে বিবাদে খোঁসো গো প্রাণ,
চিরজীবনের সাধ।

হরিষে হাস, কাঁদ বিবাদে,
হাসি কান্না বিনে কি আছে, বীণে ?
বিবাদ—রোদন-মুরতি রাতি,
হরিষ—হাসি-মুরতি দিনে।
দিনে হাসে রবি, কাঁদে নিশাচর,
রেতে হাসে চাঁদ, কাঁদে গো দিনে ;
আঁধারে তারারা কতই হাসে,
চাঁদিনীতে কাঁদে আঁধার বিনে।
বরিষায় নদী গরবে হাসে,
সীমা ডিঙাইয়া সে হাসি ছুটে ;
সে নদী প্রাণে কাঁদে হতভানে,
স্রীণ আঁধিধার গড়ায় ফুটে !
কোন ফুল দিনে কতই হাসে,
কোন ফুল দিনে কেঁদে আকুল ;
কোন ফুল রেতে কতই হাসে,
কোন ফুল রেতে কেঁদে আকুল।

হরিষ বিবাদ পলকে পলকে
মরত-জীবনে বাধা ;
কখন হরিষে, কখন বিবাদে
বিপরীতে লাসে বাধা।
হরিষের প্রাণ বিবাদ কত,
বিবাদের প্রাণ হরিষ কত,
তবু কেন লোক যোকে বা ?
বিবাদ না হ'লে হরিষ সেই,
হরিষ না হ'লে বিবাদ সেই,
হরিষ বিবাদ উভয়ে সেই,
দোহে কেন লোক যোকে না ?

বীণে !
হরিষ বিবাদ দুই ছবি

আমার হৃদয়ে ধর ;
দোহে দুই-ধানে বিবাদীয়ে বাজ,
বাক্যানে উচ্চায়ে ধর !
নরকে বীণে ! কুটু মহিষি আধা,
হবে না গো তোর আলাপ সাধা,
তার অড়াইয়ে পাড়বে বাধা,
তাঁতা বীণে ! আঁসো ভাগিয়ে যা'বি।
তাই বলি হাস—তাই বলি কাঁদ,
হরিষের দুইক বিবাদীয়ে বাজ,
একতির হাসি—কান্নার স্বাদ
পন্নতে পন্নতে দেবিতে পা'বি।

একতির হাসি তোরায় অঙ্গে
পড়বে এখনি আমার মনে ;
ফুলনে হাসিব—ফুলনে কাঁদিব,
কোরে বাজাইয়ে, নিজেও বাজিব,
হাসিব বিবাদে হরিষে প্রাণে।
আর, বীণে ! আর আমার কোলে,
বাজ, বীণে ! বাজ নুতন বোলে,—
“জয় জয় হরি ! জয় সরস্বতী !
জয় কবিত্রাণ ! প্রাণের প্রকৃতি।
করণায় চাও বীণার পানে।”

বীণা আহার।

বীণা আমার-বাক্যনে লোহা-
আর একতি, আকণ্ডে ফুটে,
হৃদয়ে দে বীণার তবির,
বাক্যে বীণার তবির,
বীণা বীণা বীণা বীণা
সাহ, বীণা বীণা বীণা
বীণা বীণা বীণা

বীণা বীণা মনজুমানো আরজুমানো ললিত হুরে।
আমতে উবা পূর্ব-নতে,
ডাকনো পাবী মধুর রবে ;

আর, গো উবা ! আর,
 সময় ব'কে যায়,
 যৌব উঠলই পালির বাঁধি,
 বাঁধা বীণা তোর তোরি
 আর, রে পায়ী ! আর,
 সময় ব'কে যায়,
 হর বেঁধে দে বীণার আমার
 তোদের গলার মোহন সুরে ।
 হাওড়ি দে আর, রে লতা !
 আর, রে তরু, পাতার ছাড়া !
 আর, রে তৃণ ! আর,
 সময় ব'কে যায়,
 বীণার কাছে নেজে দাঁড়া কোটা কুলের ভূষণ প'রে ।
 আর, রে কমল ! পুস্প ছেড়ে,
 আর, সৌরভ ! হাওয়ার উড়ে ;
 আর, রে আলো ! আকাশ বুড়ে
 কক্ষকা রে বীণার তারে ।
 আর, গো নদী ! ধীরে ধীরে,
 সুরে ঢেলে দে বীণার সুরে,
 ছ'টি সুরে একটি হ'রে যাক,
 একটি হ'রে কানের তিতর ধাক ;
 কানের তিতর খানিক থেকে
 বুমা'ক গিরে আগের ঘরে ।
 পুরো কোটা—আধা কোটা কুল !
 আর ছুটে আর বীণার কাছে ;
 আর, রে পাতাচাপা কুড়ি কুল !
 পাতার চেপে বীণার কাছে ;
 আর, রে কুলের খোঁটা হানি ।
 কুলের নসে নসে হুরি,
 আর, রে কুড়ির চাপা হানি ।
 বুমা'ক গিরে আগের ঘরে ।
 বীণা আমার বাজলো নৈ !
 আর গো বত বতাব-শোভা
 কর্ণহা কুলবালা !

বীণার গলার পরিষে দে বা
 তোদের রূপের উজ্জ্বল মালা ।
 সরল প্রেমের সরল গান
 বা শুনে বা, কুণ্বে প্রাণ ;
 এই গান কের সরল সুরে
 শুনিরে দিও আগের ঘরে,
 হর বাড়বে নর ছাড়বে আগের দারুণ করুণ জালা ।
 আর গো মেহসবী মা !
 ঘুমশাভানো শিখে বা ;
 কোণে কুলে সোপার ছেলে,
 বীণার গানে লহর তুলে
 কুটকুটে মুখ পানে চা ;—
 বীণার তালে ছলে ছলে
 মেহের ধোঁকায় আস্তে দোলা ।
 আর, রে নথর কচি ছেলে মেয়ে ।
 বাজলো বীণা, আর রে ধেয়ে ধেয়ে,
 বীণার সুরে মিলিয়ে দে রে
 তোদের গলার সুরের খেলা ।
 সুবক বত আছ বেখা
 একবারটি এস হেখা ;
 শুনতে পা'বে সাধের কথা,
 দেখে পা'বে আগটি খোলা
 এস, রসিক ! রস বহি চাও,
 কান দিয়ে রস আগ জোরে খাও ;
 হুক ! এস, বীণার কাছে,
 তোমার সাধের জিনিষ আছে ;
 হুক ! এস, তোমার তরে
 বাজলো বীণা চরম সুরে ;
 আর, তও ! পাপ-বও ।
 উইলো বীণার বিয়ের শলা ।
 বীণা আমার বাজলো গো !
 সুর আশা উইলো ভেঙ্গে বীণার নহন সুরে ;
 হরিব বিবাহ নিরে আশা আবার এলো সুরে ।
 আর, গো আশা ! আর গো কাছে,
 তোমার আশায় বীণা বাচে ;

সবাই যদি ডেডে মার,
কিছুই ক্ষতি নাইকো তা'র;
কিন্তু, আশা! তবুনা তুমি বীণার তারের সুরে।

বাঞ্ছলো বীণা একটি সুরে—
কিছু বাকি অনেক সুর;
চ'লো বীণা লক্ষ্যপথে,
নেত্রে হ'বে অনেক দূর।
উঠলো বীণার একটি তান,
গাইতে হ'বে অনেক গান;
যাকো দেখা একটি রেখা—
অনেক রেখা আছে বাকি;
গাই বলি, গো সাধের আশা!
দিস্ নি আমার বীণার ফাঁকি।

সুখের দুখের বত ছবি
বীণাব তারে বাধিস্ সবি;
অমর সুখ, মরণ বিষ
বীণাব সুরে ছড়িয়ে দিস্;
চাঁকাচাঁকা * সোজা বীকা
লোকচবির কীর্জ পাঁকা—
খুঁজে খুঁজে আন, গো আশা!
বীণাব সুরে ছড়িয়ে তাসা;
বাধুক বীণা চমক দিয়ে;
আমি কেবল নিধে বাধি।

তত্ত্ব-সঙ্গীত ।

[অষ্টাবক্রসংহিতার গীতানুবাদ ।]

একসংহিতা

মহর্ষি অষ্টাবক্র ও রাজর্ষি জনক ।

জনক ।—(গীতার প্রারম্ভ—কীর্তনাদ)—

কিসে জ্ঞান লাভ হয়,
কিসে মুক্তি হয়,

* ছাঁকা অছাঁকা (আছাঁকা) ।

বৈরাগ্য কিসে পাওরা যায়,
প্রভু হে! তা' কল্যাণসার— ১ ॥

অষ্টাবক্র ।—(প্রবেশ—কীর্তনাদ)—

তাত! মুক্তি যদি ইচ্ছা করি,
তবে বিবসম বিবস পুত্রিহর।
সত্য, সরলতা, দয়া, কমা, জোবে
সুখাসন বেধা কর ॥ ১ ॥
তুমি পৃথিবী নহ, সন্নিহন নহ,
অনল, অসিল, আকাশ নহ।
সাকী পুত্রাশ্রা এ সবার তুমি—
চিংগুপুত্র তুমি হে আর ॥ ২ ॥
এই জ্ঞান মুক্তিলাভ হয় ॥ ৩ ॥
যদি দেখে পৃথক্ করি' চিন্তায় বিশ্রাম না
তা' হ'বে এখনি তুমি হে।
সুখী শান্তি বন্ধন হ'বে ॥ ৩ ॥
তুমি ব্রাহ্মণাদি বর্ণ নহ,
আশ্রমী কতা নহ তুমি,
ইন্দ্রিয়গোচর তুমি নহ হে।
তুমি সন্ন্যাসী, নিরাকার, সাকী জগতের,
এই জ্ঞানে সুখী হও ॥ ৪ ॥

(কৈদার—কীর্তনাদ)—

বর্ণাধার, সুখধার এ সব মনের ধর্ম,
জোয়ার এ ধর্ম নহে, রাজা!

জনক উবাচ ।

কথং জ্ঞানমবাপ্নোতি কথং মুক্তির্ভবিষ্যতি ।

বৈরাগ্যক কথং প্রাপ্যাক্ষেপং কং জহিমে প্রভো ॥

অষ্টাবক্র উবাচ ।

মুক্তিমিচ্ছসি দেহাত্মকং । বিদ্যানু বিবসত্যক ।

কমার্জবদ্যতোক্তোক্তাং পিতৃবৃত্ত ॥ ১ ॥

ন পুত্রী ন জহা নাশিন বাসোদয় বা ভবান্ ।

এবাং সাক্ষিবদ্যাদ্যং চিত্তং বিদিত্ব মুক্তয়ে ॥ ২ ॥

যদি দেখে পৃথক্ করি' চিত্তি বিদ্যাক্ষ ভিত্তি ।

অধুনৈব সুখী শান্তো বন্ধনকো, ভবিষ্যসি ॥ ৩ ॥

ন জং বিশ্রামিকো বর্ণো নাত্মী নাক্ষগোচরঃ ।

অসঙ্গোহসি নিরাকারো বিশ্বসাকী সুখী তব ॥ ৪ ॥

‘তুমি কৰ্ত্তা নহ, ভোক্তা নহ,
নিরন্ত বিমুক্ত তুমি হৈছ’ ১০ ॥
‘তুমি এক = অবিভীষ্ট,
‘তুমি ব্রহ্ম সৰ্বাকার,
‘তুমি মুক্তপ্রায় অবিভীষ্ট’
এই শুধু বাক্যন ভোক্তার—
‘তুমি ব্রহ্মের না ব্রহ্মী ভাবি’
অজ্ঞানপ ভাবি’ হ’য়েছ’ ১১ ॥
‘আমি কৰ্ত্তা’ এই অহঙ্কাররূপ
মহাকাল-সর্ব বর্ণনহে ভোক্তার ।
‘আমি কৰ্ত্তা নহি’ এই সে বিশ্বাস-স্বাধী
পান করি’ তুমি স্বাধী হও হে ॥ ১২ ॥
‘আমি একমাত্র শুদ্ধ-বোধ’
এই সে নিশ্চয় অনল-বোধে,
অজ্ঞান-মহন ভাবীকৃত করি’
শোকহীন হ’য়ে স্বাধী হও হে ॥ ১৩ ॥

(কল্যাণ—কীর্তনাম)—

রজ্জুতে যেমতি অহিঞ্জান হর,
তেমতি এ বিশ্ব বাহাতে, রাজা,
কমিত হইয়ে ভাতি’ছে হে,
‘তুমি সে’ আনন্দ-পরমানন্দরূপী,
‘তুমি সেই জ্ঞানরূপ—
ইহা জানি’ স্বাধী হও, হে তুণ ! ১৪ ॥
‘যে মুক্তাভিমাত্রী—মুক্ত সেই জন,
‘যে বদ্ধাভিমাত্রী—বদ্ধ সেই জন—

আমি স্বাধী হইয়াছি, রাজা, আমি স্বাধী হইয়াছি ॥
কৰ্ত্তা নিঃস্বার্থ হইয়াছি, মুক্তাভিমাত্রী সৰ্বদা ॥ ৫ ॥
‘কো ব্রহ্মী সৰ্বদা মুক্তাভিমাত্রী সৰ্বদা ॥
‘যেমেব হি তে ব্রহ্মা ব্রহ্মার পূর্ণাভিমাত্রী ১৬ ॥
‘হং কৰ্ত্তব্যং ব্রহ্মাভিমাত্রী কাহি হংসিতা ১৭ ॥
‘হং কৰ্ত্তব্যং ব্রহ্মাভিমাত্রী পীবা স্বাধী কর ১৮ ॥
‘কো বিতৰ্ক্যামিহ ব্রহ্মসি নিশ্চয়ব্রহ্মী ১৯ ॥
‘আগা জ্ঞানমহনং বীতশোকঃ স্বাধী ভব ২০ ॥
এ বিশ্বমিদং ভাতি কমিতং বদ্ধসর্ববৎ ২১ ॥
‘অনন্দপৰমানন্দঃ স বোধঃ স্বাধী ভব ২২ ॥

এই বে প্রবাদ, সত্য ইহা, রাজা,
যেমন মতি, তেমনি গতি ॥ ১০ ॥
‘আমি সাকীরূপী, আমি সৰ্বব্যাপী,
পূর্ণ, এক, মুক্ত, চিত্ত, ক্রিয়াহীন,
অসঙ্গ, নিষ্পৃহ, শান্ত, পরমাত্মা,
নিজেরে সংসারী ভাবি’ পড়ি নহ ১১ ॥
কুটম্ব, * অধৈর্য-বোধ-স্বরূপ
আপনায় তুমি ভাব হে ।
অন্তরের বাহু ভাব তেরাশিনে,
জন্ম হ’তে তুমি বিমুক্ত হইলে,
নিজেরে নিজেই প্রকাশ পা’বে ১২ ॥

(ধানন্দী—কীর্তনাম)—

পূর। তুমি দেহ-অভিমান-ভোক্তা
চিবকাল-তরে আছ যে বাধা ।
অহংজ্ঞান-বোধে সে ভোর কাটিয়া
বোধরূপী হ’য়ে স্বাধী হও হে ॥ ১৩ ॥
‘তুমি সঙ্গহীন, ক্রিয়াহীন,
‘তুমি স্বপ্রকাশ, নিরঞ্জন;
‘বে সমাধির তুমি কর অন্তর্ধান,
‘ইহাই ভব বন্ধন হে ॥ ১৪ ॥
এ অঙ্গত তুমি ব্যাপিয়া আছ,
এ অঙ্গত স্থিত কোমিতে হ’য়ে
স্বার্থরূপেতে প্রতীত হই ।
শুদ্ধবুদ্ধরূপ তুমি, হে রাজা,

মুক্তাভিমাত্রী মুক্তা হি ব্রহ্মা বদ্ধাভিমাত্রী ॥
কিং বদন্তীতি সত্যং বা মতিঃ সা গতির্ভবেন ১০ ॥
‘আত্মা সাকীরূপী পূর্ণ একো মুক্তাভিমাত্রী ১১ ॥
‘অসঙ্গো নিষ্পৃহঃ শান্তো ক্রিয়াহীনঃ সংসারবান্ধব ১২ ॥
‘কুটম্বঃ বোধমহৈতমাত্মানঃ পরিত্যজ ১৩ ॥
‘আত্মাভিমাত্রী জন্মং মুক্তাঃ বাহ্যজ্ঞানমধ্যস্তব ১৪ ॥
‘দেহাভিমানপাশেন চিরং বদ্ধোহসি পূরক ১৫ ॥
‘বোধোহহংজ্ঞানবোধেন তদ্বিকৃত্য স্বাধী ভব ১৬ ॥
‘নিঃসঙ্গো নিষ্কিয়োহসি স্বঃ স্বপ্রকাশো নিরঞ্জন ১৭ ॥
‘অয়মেব হি তে বন্ধঃ সমাধিমহতীর্ষসি ১৮ ॥

সে ঘোব বদনে কোটি কোটি
ফুটে উঠে নিরাশার বেধা,
উদাসে আকাশ পানে চাই।
সেই বেধা স্মৃতিমাঝে গিয়ে,
দেখাইল এই শোক-লেখা,—
“জানসিদ্ধ রাজকৃষ্ণ নাই।
কবিমণি রাজকৃষ্ণ নাই।
গর্ভহীন রাজকৃষ্ণ নাই।
সোম্যমুষ্টি রাজকৃষ্ণ * নাই।”

নিরাশ প্রেম।

(গীতি)

[ভাবানুবাদ]

অকপট প্রেম মোর লক্ষ্যহারা হ'বে, হাব,
কোথা গেছে গো চলিবে,
সকলি বিষাদময়—সকলি দুখের ছান—
কোথা বহিছে ছবিয়ৈ।
বোধ হয়, প্রেম মোর ধলার লুটীর,
আমাব এ শূন্য ছদ্ম বাদে যাতনাব।

কণ্টক স্তম্ভীর বুধে কত ধাব আছে ?
কতটুকু বিধে তা'বা ?
কিন্তু ছলমবী জিহ্বা বড় বিধিয়াছে,
ক'বেছে যে প্রাণহার।

অনল অগ্নাবে নাই এ দারুণ আলা,
ছিঁড়িল আমার হৃদয়—হেম-ফুল-মালা।

বাণ মারিছে বুঝার বুঝা'র কত আমি
সরসে অফুট ভাবে,
কিন্তু তা'বা ইচ্ছিলেন মোর ধনী স্বামী,
জানি না কিসের আশঙ্কা—
বা'ই হৌক, ধনী ভনে ভাল বা'সিব,
জদয় তাড়িল মোর। আমিও মরিব।

* বীর সহস্র রাজকৃষ্ণ যোগাখ্যাব এম, এ,।

একজনে ভালবাসি, অপ'ন আশা।
ভালবাসা কেন দিব দান ?
আমি বা'রে ভালবাসি, আমিই তো :।।
তা'রেই তো সপিষাছি প্রাণ।
ভাষা ভবা কুজমাঝে মৃতিকা। তা'ন
পান সহ লুকাইব ডুবি' আঁখি ভাঙ্গ।
(The Ladies' Treasury, Vol. III)

শ্রীপঞ্চমী।

প্রভাতের শিশু সমীপ
পল কলে বুলি' বুলি', ফুল বাসি :।। :।।,
আনন্দে হইয়া নিমগ্ন,
অবশেষে পথ ভুলি', ভুলিয়া আপন,
মকছুমে কবে গো গমন।
গীয়েব তপস্ব বেলা, প্রতাপ বা'।। :।।,
কালানল সূর্য্যোব ব'বণ,
দিগন্ত দহিয়া যেন আঁখি ব'বণ।
দর দর দুবা'ন্তবে, অদা শুধু বা'।। :।।,
নয়নের দৃষ্টিব ম'বণ।
সৃষ্টির বিনাশ যেন কবে আশা :।।।

হেন মকছুমির বৃকেতে
পতিত হ'য়ে সে সমীপ,
দগ্ধ হ'বে থাকে বিলুপ্তিতে,
কষ্টে করে হু হু অশ্রুফণ,
যতই ছুটিয়া যায়, ততঃ বদ্বণ পা।
নাহি মেঘ—বারি-বিশু—পাদপেব ছাব,
'উহ! হু হু' মলি' কেবল চেঁচাব।

আমাবো রে এবে সেই দশা।
সুখের 'শৈশব বেলা' খেলি' খেলি' বুনা :।।,
ছিল ধরি' প্রাণে সুখ-মাণা,
ভেবেছিল ফুল ফুলে, চিবকান বুনা :।।,
অনন্ত সুখের রাজ্যে করিবে নিবাস,
সুখ যেন সুখ তা'ন বা'বে বাব মাস।

গাখিগুলি শাপায় বসিয়া
 দিবে তা'বে সদাই ঢালিয়া
 স্বর্গের চূড়ানো স্বাধা অতিকর্মে তা'র,
 শৈশবের সহচর স্বত
 শৈশবেই রহিবে নিরুত,
 অদূর অনন্দ-নেশা স্বর্গে অনিবার ;
 কিন্তু সে 'শৈশব বেলা' বোঝে নি এমন জালা
 ঘটিবে তাহার,
 খেলার পুতুল তা'র হ'বে চুরমার !
 সংসারের মহামরুভূমে
 আমার শৈশব এবে লোটে,
 যে বৃকে হুলা'ত ফুলমালা,
 জালাব কণ্টক এবে কোটে !
 'শৈশব বেলা'র এবে শৈশবই নাই,
 শৈশব পড়িয়া মোর হ'য়েছে গো ছাই ।
 শৈশবেই স্বতটুকু মোর
 জগে আছে, তবু ঘোর ঘোর ;

সেই স্বত লুটে লুটে আজি গো কোথায় ছুটে
 যেন কোন হারানিধি পেয়েছে দেখিতে,
 তাই খোঁজে টেনে নিয়ে ধার চারি ভিতে ।
 কিবা হারানিধি সেই ? এই যে—এই যে—
 সমুখে আমার
 শৈশবের শ্রীপঙ্কজী স্বপ্নের তাণ্ডাব ।
 সে তাণ্ডারে কে ওই দেবতা ?
 শৈশবের সরস্বতী মাতা ।
 আর, তাই, কে কোথায়, আর আর ছুটে আর,
 সে 'শৈশব বেলা' স্বত দিয়াছে আনিয়া,
 স্বতির কলসী-বলে, শিশু হ'য়ে কুল হুলে,
 ছোট ছোট অল্পলিতে সে কুল ভরিয়া
 মারের ও রাঙা পার
 পুষ্পাঞ্জলি দি রে আর,
 ভক্তিরে এই মন্ত্র সকলে বলিয়া ;—
 "সবস্বতৈঃ স্নেহো নিত্য উজ্জ্বলো মনোনমঃ ।
 বেদবেদাঙ্গবদাঙ্গবিজ্ঞানেন্ত্য এব চ ॥"

জুবিলী ।

[ভারতেশ্বরী মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার অর্দ্ধশতাব্দিক রাজ্যভোগ-মহোৎসব উপলক্ষে]

বহুপদী দীর্ঘরেখা ছন্দ ।

জুবিলী জুবিলী শব্দ, কি হেতু চৌদিকে, উঠিতেছে অনিবার, স্বপ্নের চাইরা ওই অনন্ত আকাশ ?
 বিচিত্র সাধ-পথে জুবিলী জুবিলী ; কঠে কঠে ওই রব ; সেই রব বহে পুন চলন্ত বাতাস ।
 যখনায় মজ্জিত হইয়া, ছিল গো পড়িয়া, আমাদের অভাগিনী ভারতজননী এক পাশে,
 কেবা এবে ধাইয়া আসিয়া, দিল সুনাইয়া, কণে তা'র নব রব জুবিলী জুবিলী উচ্চ ভাবে ?
 মধ্যাহ্নক প্রপীড়নে প্রাণে মরা হ'য়ে, জননীর কোলে আমি আছি পড়িয়া, সংজাহীন হইয়া বিধোবে,
 জুবিলী জুবিলী শব্দে আগিল জননী, অচকল কোল মা'র হইল চকল, আচম্বিত আগাইয়া মোরে ।
 কেন হই আগিলি, জননি ? কেন তুই আগা'লি আমার ? সমুখে যে চমকিছে, বিপুল গুলিয়া তীর
 এখনি পলকে পুনরায়, জুবিলি, জুবিলি অককারে ! সে আধার মৃত্যুর উদর ! সেই উদরের মুক্তি এখোর জুবিলী ।
 Jubilee=আনন্দোৎসব ! আনন্দ যেথায়, সেথা সেই ; হেথা সেই আনন্দের কথা, তবে কেন
 জুবিলী-ছলনা ?
 বাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার ! মানা কনু ভূতগণে তোর, আর যেন তা'রা জামা' সব, নাহি করে
 কলের খেলনা ।
 সব মন, সব-জর হ'য়ে, যে ক'দিন পড়ে থাকি ভারত-অশানে ; সে ক'দিন কীপকটে 'না ! না !' বলে
 তা'কে বঁাদিয়া, মা গো ! রেহে সাড়া দিস ! তাহা ছাড়া কিছুই না চাই ! কাজ নাই জুবিলী বা বিজুলী
 ধোবে ।

জুবিলী ।

১৫ ফাল্গুন, ১২২৩ । ইং ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৭ ।

নগরসঙ্কীৰ্ত্তন । *

(তেওঁ)

হরি হে, দয়াময়, জনন-আনন্দময় !

তোমাব কৃপার আজি ভারতে আনন্দোদয় ।

পাণেব মাঝে, আজ বিরাজে,
অতুল আনন্দ-ছবি ;—

আনন্দের বেন, নন্দন কানন,
আনন্দ-ভবন বেন ভারতের মনে হব ।

আজি, বাজরাজেশ্বরী, ভারত-ঈশ্বরী,
পরম করুণাঙ্গরী—

তোমাব প্রসাদে, সার্ব শতাব্দীর,
সীমার আসিবে রাজসিংহাসনে শোভা পায় ।

স্বশাসনে তাঁ'র, আমা সবাকাব,
নাহি অমঙ্গল ভয় ;—

নাহি ভাই মিলে, তাঁ'রে মা ব'লে,
তাঁ'র পদতলে ঢালি হৃদয়ের তক্তিতয় ।

জগদীশ হরি ! করুণা বিতরি',
কবিলে স্বজন তুমি আমা' সবাকার ;—

স্বজনের পরে, পাশের তরে,
ভার মিলে দয়াময়ী ভিত্তোরিয়া মায় ।

জননী না হ'লে, যেহমাথা বোলে,
কেবা কোলে তুকে লয় ?

আমাদের চিহ্নে, পূর্ণ রেহ দিতে,
মাতা ভিত্তোরিয়ারূপে হরি হে এলে, ধরায় ।

নয় জয় হরি ! ভারত-ঈশ্বরী !
জয় রাষ্ট্রপরিবার !—

য যোথার আছ, আনন্দেতে নাচ,
ভক্তিতরে সপুত্রের গাঁও ভারতের জয় ॥

* চুঁচুড়ায় রাজভক্ত ভয় জনপদ কর্তৃক সংগীত ।

রাধিকার মৃচ্ছা ।

২

দায়ম বেলি রক্ত বরণ ববি

জুবল'নী নত মাঝ ;

নীল যমুনা-জল মৃচ্ছল মৃচ্ছল বহে,

কুল কুল মধুর আওয়াজ ।

কুল কমলদল মৃদল আঁধি,

অলিকুল আকুল ভেল ;

কিমি কিংবীরত তব'পবি লুকি'.

চন্দ্রমা দরশন দেল ।

হীরক টুকুরা ভরল আকাশ,

কিকিমিকি কিকিমিকি উজল সারি ।

সোহি চন্দ্রমা, হীবক টুকুরা

চমকি' চকারল যমুনা ছাতি ।

২

কুল-কুল সৌরভ লুটই লুটই,

নীতল পওন খেলত ছুটই

যমুনা জল'পরি ধীরে ;

ঐছন মধুরিম দায়ম বেলি,

শ্রাম-বিধুরা রাধা আওই একনি,

পহছল বহুনা-ভীরে ।

কনক-বিজলী আজু রামর-দেহা,

কমল-বদন-রাধ কালিয়া-গেচা,

কর কর আঁধি-নীল কুরে ;

ঈওরি পুতু-কথা উদাস পরগি,

আঁধি-জল মুছহি সজল-নবানী,

খির দিঠি রহল লুকে ।

৩

যমুনা-ভীর'পরি কেলিকদম,

যমুনা-জল'পরি ভাসহি বিল ;

সো তরবার-তল আয়ল বাই,

'হবি। তবি।' গোবি' পড়ল মবঢ়াই,

কনক লতা ভয় তববব ছোড়ি'
 উলট পলট কোই পড়ল বুড়ি',
 এক জন মথী অব নাহি রাখা সকে,
 কোজন ইহ ঘোর মূরছা ভাঙে ?
 নিঠুবি বিধি ভেল রাখাকো খাম,
 তাতাশিক নিঠুব স্বকঠিন শ্রাম ।

৪

১০ দিন চলি' গেল শ্রাম মথুয়া,
 সে দিন তক গোৱী ভেইল বিধুয়া ।
 পাশ ননদী ডর স্বপনর ভাৱি,
 হুই ঠাছা নাহি বহে ইহ বরনাবী ।

একলি আরল, তটিনী-ভটি,
 হরি হরি বোলহি পড়ল লুটি' ।
 মজীস মূরছা, কীণ নিশাস,
 বাহির নিশল, অঙ উছাস ।
 লটপট তম্বুয়া ধূলি-ধূমকুয়া,
 উড়য়তি দীৱি দীৱি নেভ আঁচবা ।
 হুয়ল কববী খোলি' পড়ই,
 কুক কুক আপন মনহি উড়ই ।
 কোজন আওব অব বাই পাশ
 কোজন করব মূরছা বিনাশ ?

সম্পূর্ণ ।

অশ্বায়নের কবিতাবলী ।

(THE POEMS OF OSSIAN.)

কাথ-লোদা ।

(কাব্য)

প্রথম দুয়ান্ ।*

বিবরণিকা—(ARGUMENT.) ।

পিঙ্গলেব বালাবহুয় অরুন্নি ধীপে যাবা এবং
কলিনেব রাজ্য স্তর্গোর বাজতবনের নিকট বন্দ-
ন গীয উপসাগরে প্রতিকূল বায়ু কর্তৃক তাড়িত
হইয়া জলযান সমেত প্রবেশ ।—পিঙ্গলকে স্তর্গোর
রাজ্য নিয়ন্ত্রণ ।—রাজ্যনিয়ন্ত্রণে পিঙ্গলেব সন্দেহ
এবং স্তর্গোর পূর্ব শঠ-আতিথ্য চিত্তা কবিতা নিয়ন্ত্রণ
অস্বীকার ।—স্তর্গোর স্বজাতীয় লোকসংগ্রহ, পিঙ্গ-
লেব আত্মবক্ষণ প্রতিজ্ঞা ।—নিশাগমন ; পিঙ্গলকে
শত্রুগতি লক্ষ্য কবিবার জন্ত লক্ষ্যাকর্ণের প্রস্তাব ।
—পিঙ্গলেব তত্ত্বপ করণ ।—শত্রু বহির্গত গমনসময়ে
শত্রুগণের গর্বরোধে সহসা পিঙ্গলেব আগমন, উক্ত
গর্বরোধে স্তর্গো কর্তৃক অবরুদ্ধ একজন প্রতিবেদী
প্রধান ব্যক্তির কস্তা কন্বান্ কার্মার বিবরণ ।—
মল্যগণের কতকটা বিমর্ষ ইওয়াতে কন্বান্-কার-
্মার উপাখ্যানের অসম্পূর্ণতা ।—একটি পূজা-স্থানে
পিঙ্গলেব আগমন ; সেই স্থানে স্বীয় পুত্র সুবরণেব
সহিত স্তর্গো কর্তৃক লোদার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাব
নিকট মূচ্ছাদেশ প্রার্থনা ।—পিঙ্গল ও সুবরণের বন্দ-
বন্ধ ।—বন্দনাভীষ্ম দেশের অল্পমিত ওদিন দেবতা—
কাথ-লোদা দেবতার বায়বী-সজ্জা-বর্ণনের সহিত
প্রথম দুয়ানের সমাপ্তি ।

* যে সকল মূল-বইনা-বর্ণনার আত্মসম্বন্ধ উপবটনা
(Episode) এবং ব্যক্তিগত বিশেষ (Apostrophe)
বিবৃত হইত, তাহাদের ভিত্তিতে দুয়ান্ (Duan) নামে
অভিহিত করিতেন ।

পুরাতন সময়ের একটি কাহিনী ।

কেন, ওহে অদৃষ্ট ভ্রমণকাব্যী !
লোবাব কণ্টক-তরু আছে বাঁকাইয়া ?
কেন, বায়ু উপত্যাকাচাৰী ।
অবগের পথ মোর দিয়াছ ছাড়িয়া ?
স্রোতের সুদূর কলরব
কি হেতু নীরব ? কেন শুনিতে না পারি ?
পৰ্বত হইতে বীণা-রব
নাহি আসে কাণে মোর, শব্দহীন চাই ।
এস গো এস গো, মল্ভিনা !
জানি আমি, তুমি গো সুখাব শিকারিণী,
ডাক ফিরে আত্মা তাঁ'র তুমি
কবি প্রতি আজি, ওগো উৎসাহদারিণী ।

ভ্রম-আবেষ্টিত লক্লিন, —
তা'র গানে চেয়ে আছি স্থিরদৃষ্ট-নানে,
পুন আমি চাহি উৎখোর
নিবিড় তরঙ্গময় সাগরের পানে,

সেখার শিকল নেমে আসে
সিন্ধু আর সমীরের আওয়াজ হইতে ।
এ অজানা—এ অচেনা দেশমাকে, হাথ,
মহুতনের গুটিকত বীর দেখা যাই ।

পিতৃলোকে আসিবারে ভোজ্য-নিমন্ত্রণে,
 স্বর্ণো পাঠাইলা লোদাবাসী এক জনে।
 অবিলা অতীত কথা পিতৃজ্ঞ তখন,
 অগ্নিগ্ন তাঁহার ক্রোধ বেন হতশব্দ।
 কহিল না পিতৃজ্ঞ সেই রোমে,—
 “গম্বালের শৈবাল-অবৃত উচ্চ বান,
 অথবা সে স্বর্ণো দুরাচাক
 পিতৃলোকে দেখিবার ছাড়ুক প্রয়াস।
 নমে মৃত্যু ছায়ায় সমান
 স্বর্ণের সে অত্যাচারী আত্মার শিয়রে।
 তুলিতে কি পাবি আমি সেই
 আলোব কিরণ—চার রাজতনয়াকে ? *
 যাও তুমি, লোদাব কুমার !
 স্বর্ণো বাণী বায়মাত্র পিতৃলোকের কানে ;
 বায় শুধু শরতেব নিকিড় গল্লরে
 ঝাঁটা ছড়াইয়া ফেলে এখানে ওখানে।
 লোদাবাসী ! করহ শ্রবণ,—
 দণ্ড-মাকণো—মৃত্যুব অটুট ভীম কব।
 নপমব নিবসে রণ-পক্ষেয় উপব।
 সমদে গীতাব যুক্ততবী,
 সে কন্ধ্যাব, বন-মূৰ্গ্য ঘনের উপবে
 উদাব গতিক লম্ব কক্ষেপ না ককে !
 উঠ উঠ, বীরপুঙ্গব !
 এ অজ্ঞাত দেশমাঝে চৌদিকে আমার।
 এগপতি দেখায়েব মত
 নিজ নিজ ঢাল পানে ছাই বাবমার।”

কহিল ত্রেমাব,—“আইস নামিয়া,

বীণা বা মধ্যবাসী !
 জ্ঞানি আমি, তুমি দিকে গড়াইব
 দূরব এই স্রোতরাশি,
 অথবা আমাব সহিত মাটিভে,
 মিশাইবে তুমি এবে।

বাক্য তর্কের কথা অসম্ভব। ইনি পিতৃলোকের সহিত,
 পত প্রাণ-বিনাশের বড়বর করিতে, স্বর্ণো ইহাকে নিহত
 করণাভিলেব।

আইস নামিয়া, আইস নামিয়া,
 না রহিও আর দূরে !”

রাজার চৌদিকে সবে দাঁড়াইল রোমে,
 কোন কথা নাই কা'রো মুখে ;
 ধরধার বসমাত্র ধরিল সকলে,
 চাহিতে লাগিল কখে কখে।
 প্রতি প্রাণ আপনাতে লাগিল গড়া'তে
 উৎসাহে মাতিয়া বারবার।
 শেষে উঠে জা'সবার প্রতিবাদী চালে
 আচম্বিতে দ্রুত টীংকার।
 নিশাকালে পাহাড়ে চড়িল প্রতি জন,
 তথা হোথা আঁধারে দাঁড়ায়।
 আওয়াজী কী ওল্লার মাঝে গানের আওয়াজ
 ধীরে ধীরে চারি ধারে ধায়।

তা'সবার আঁধার উপক
 উঠিল সুগোঁল শশধর।

পিতৃলোক বাহুবল মাঝে
 দীর্ঘকায় দণ্ড-মাকণো হৈলা উপনীত,
 শৈলময় ক্রোমা হ'তে তিনি
 শূকব-শিকারী বলী বলি' অবিদিত।
 আঁধা নৌকায় চড়ি' তিনি
 চড়িয়াছিলেন বোর তরঙ্গ উপরে,
 ক্রম্বর্শো যে কায়ে ক্রোমার
 অরণ্য আগারেছিল সুরি চারি ধারে।
 দণ্ড-মাকণো যুগ্মরায় কায়ে
 সর্বশ্রেষ্ঠ হ'য়েছিল অরিকুল-মাক।
 দণ্ড-মাকণো ! মহাবীর তুমি,
 ভয়-নেপ প্রাণে তব কত না বিরাজে।

দণ্ড-মাকণো কবে ;—

“নির্ভীক কোমল-পুত্র পিতৃজ্ঞ ধীমান !
 আজিবি নিশায়

‘বে কি আমার পদক্ষেপ আগুয়ান্ ?

এই ঢাল ধরি’

দেখিব কি আমি ওই দীপ্ত অরিষ্ঠাটে ?

ভূর্ণো হৃদপতি,

ভূর্ণো-হৃদ হুবরণ এসেছে নিকটে ।

লোদার পাখাণ-শক্তি-সম

ও দৌহার বাক্য কভু বৃথা মিথ্য নয় ।

দপ্-মারুণো যুদ্ধে গিয়া আক

কিরিবে, কি না কিরিবে—না জানি নিশ্চয় ।

দপ্-মারুণো হেথা যা’বে ঝপে,

গৃহে সেথা পরী তা’র আছে বিবাদিনী ;

ক্রপ্‌মো-ক্রোলো ভূমি বহি’ সেথা

একত্রে মিশেছে ছ’টি নদী নিনাদিনী ।

চারি ধারে ছোট ছোট গিরি,

আওয়াজী অরণ্য হাসে গিরিদের পার ;

ভাগুর সাগর নাচে কাছে,

উত্তাল তরঙ্গগুলি বুকেতে গড়ায় ।

মেহের ছেলেটি মোর সেথা

চেয়ে দেখে সঙ্করিত সিদ্ধপাথী পানে

শিতর পর্য্যটক পুত্র মোর

মাঠে মাঠে ইতি উতি ধায় ফুল মনে ।

একটি শূকর-শির কনোনেরে দাও,

পিতার আনন্ড তা’র তা’রে থিয়া কও ।

যে সময়ে তাহার পিতার

উত্তোলিত ধরদার ভীম বর্গা-মুখে

ই-খোরোঁর পৌকর শকতি

গড়াইল বহুগার বন বন বুকে ;

সে কালের আনন্ডের কথা

কহ মোর কনোন নন্দনে সর্বজন ।

কহ তা’রে বণ-কর্মে মোর,

কহ তা’রে কোথা তা’র পিতার পতন ।”

শিল্প কহিল,—

“পূর্বপুরুষগণ, মনে লাগে অল্পক্ষণ

যাত্রা করিয়াছি আমি সাগর-উপরে ।

মম পূর্বপুরুষেরা আছিলেন পূর্বকালে

সকটের সময়ের কোলের ভিতরে ।

যদিও কৈশোর মোর কেশেতে প্রকাশ পায়,

তবু অরি-অজ্ঞে মোরে না ঢাকে আঁধার ।

ক্রপ্‌মো-ক্রোলোর বীর ! গুনহ বচন মোর,

যামিনী-সংগ্রাম চির অধীন আমার ।”

ধরিয়া সমস্ত অস্ত্র পিঙ্গল তখন

দূর-দীর্ঘ তরখোর স্রোতের উপরে

চলিলা প্রবেশি’ বঙ্গে । উরখোর স্রোত

নিশাকালে পঞ্চায়ে কুজ্বটিকাময়

উপত্যকা-মাঝে ধীরে পাঠাইতেছিল

অম্পট গভীর রব । পূর্ব-উপরে

চক্রে কিরণ-রেখা পড়িল উজলি’ ।

একটি সরল-মুষ্টি ছিল দাঁড়াইয়া

মধ্যভাগে ; ভাসা ভাসা কেশগুচ্ছ তা’র

শেখতা বাড়াইতেছিল, লক্লিনবাসিনী

বিশদ-হৃদয়া বালামালার সমান ।

সে বাবার পদতলি প্রকার অতুল ।

সে কারিনী অবিরত চলন্ত বাতাসে

ভাঙা ভাঙা গানগুলি দিতেছে ছড়া’য়ে ।

থাকিয়া থাকিয়া সেই ভুবন-অন্দরী

চাক খেত বাহি ছুটি উৎক্ষেপণ ক’রে,—

কারণ, হৃদয়ে তা’র কাঁপে গো যন্ত্রণা ।

বলিল সে বালা,—“বৃদ্ধ তকুল-তরণো ।

দুলানের কাছে তব পদক্ষেপ কই ?

কন্বন্-কার্‌গার পিতা ! পড়িয়াছ তুমি

তোমারি আধারময় স্রোতের মাঝারে !

কিন্তু, দুলানের রাজা ! আমি পুনঃ পুন

লোদার প্রাণাধ-পাশে দেখি গো তোমারে

মৃগয়া করিতে, যবে আঁধারে মুড়িয়া

বিভাবরী নীলারঙ্গ-কোলেতে গড়ায় ।

কভু কভু তাক তুমি ঢালে শশধরে ।

দেখেছি চক্রে আমি আকাশে মলিন ।

উদাস আলি’ তুমি তব কেশপাশ

গভীর রজনীকালে শূঁতে উড়ি’ ধাও ।

কেন মোরে ভুলে আছে গুহার আমার ?
লোদার প্রাসাদ হ'তে দেখু গো চাহিয়া
একমাত্র কস্তুরে তোমার একবার ।”

কলিলা পিজল,—“তুমি কে রজনী-রব ?”
কাপি' সে রমণী কিরি' চলিল তখনি ।
“কে গো তুমি তব এই অককার-মাঝে ?”
সে কামিনী বয় হ'ল গুহার ভিতরে ।

পালনা দিলেন রাজা কর হ'তে তা'ব
চন্দ্রাব বন্ধনী । পবে জিজ্ঞাসিলা তা'বে
তা'ব পর্কপুরুষগণের পরিচয় ।

উত্তর কবিল বাল্য,—“তরুণ-তরণো
পুনানেব কেনমব চলন্ত প্রবাহে
এককালে ক'রেছিল বাস ; কিন্তু এবে
নির্নাদেন শব্দ তিনি লোদার প্রাসাদে ।
লকলিনেব স্তর্ণোরে সমরে পিতা মোব
অ'হ্বানিলা । দুই জনে হৈল মহাবণ ।
নীল ঢালধারী পিতা হত হৈলা রণে
ভাসিয়া নিজের রক্তে ! হা পিতা ! হা পিতা !
ভুলিয়া বিশাল শিলা লুপ্তানের স্রোতে
সীমাবদ্ধ মীনভিষ বিকসিলাম আমি ।
বা'তাসে আমার কেশ আছিল উড়িতে,
মম খেত হস্ত তাহা নিল গুছাইয়া ।
একটা শব্দ আমি করিছু শ্রবণ ।
নয়নযুগল মোর হইল উজ্জ্বল ।
কোমল লদয় মোর উজ্জ্বল সমুদ্রিল ।
সমুদ্রে হইল মোর চরণ বিকস্পণ ।
পুনানেব দিকে, পিতা ! দেখিতে তোমারে ।
লকলিনের স্তর্ণো অতি ভয়ঙ্কর রাজা ।
মোব প্রতি ঘুরে প্রেমে রক্ত চক্ষু তা'র ।
স্তর্ণোর সঞ্চিত হুঁসিয়াশির উপরে
নিবিড় তবজাগিড় লোদয়র ভূমি ।
কোথায় আমাব পিতা ? বলিলাম আমি,—
এ দগ শিলা মোব বণে কি একণে ?

ওগো তুই তরুণ তর্ণোর প্রাণহতা !
প'ড়েছিল এবে একা শঙ্করুমাঝে !
ঘরিল সে করু মোর । তুলিল সে পা'ল ।
এই সে গুহার মাঝে রাখিল সে মোরে ।
সমরে সমবে সে গো আসে মোর পাশে,
আসে বেন কুছটিকা-গঠিত মুরতি ।
উপনীত হ'রে সে গো সমুদ্রে আমাব
আমারি পিতার ঢাল উঠাইয়া ধবে ।
কিন্তু মোর গুহা হ'তে দূরে—বহু দূরে
যৌবনের প্রভা এক বাবদার যায় ।
তর্ণোব কুছুর পড়ে দৃষ্টিপথে মোর ।
সে ঘূবা লকলিন মোব নিবসে নির্জনে ।

বলিলা পিজল,—“ওগো লুপ্ত-ললনে,
ওগো বেজুজ, ওগো দুঃখেব কুমাৰি ।
এক থণ্ডি হামেষ অগ্নিব বেখায়
অকিত হইয়া ঘূবে লদয়ে তোমার ।
না হেরিও ওই দ্রান-পবিচ্ছদী চাঁদে,
না হেরিও আকাশের ও সব উত্তাবে ।
আমাব প্রীতি অসি তোমাব চৌদিকে
এ অসি শঙ্কর তব সাক্ষ্য সঙ্গট ।
ছুর্গণের অসি নহে এ অসি আমাব,
কিন্তু প্রাণে বে আঁধার, তাহারো এ নহে ।
আমাদের নারীগণ স্রোতের গুহাব
কতু নাহি বদ্ধ থাকে । বিবাদে তাহাব
কতু নাহি করে খেত ভুল উৎক্ষেপণ ।
আমাদের রমণীরা বীণাবয় যবে
বাজার অস্থলি-ধার আনত হইয়া,
তখন তা'দের শোভা চিত্রবকলাপে
বড়ই স্বন্দর হয় । নির্জন অঙ্গলে
তা'সবার কঠরব কতু নাহি উঠে ।
আমরা দোহিত হই মনোহর হবে ।”

পিজল আবার কহে কহে
রজনীর বিশাল অস্তিত্বে
অগ্রসব হইলেন পদ বিকসিপিয়া ।

আধারে ঝটিকার ঘা,
দার মতেকু তুখণ
শিরা টুটিতেছিল অধির হইয়া।
ন বড় মহাশিরা, সেখা
যেছে শৈবালে ঢাকি মাথা;
ট শ্রোতিনি এক ফেরি প্রবাহে
ন, শিলা, মরীচ-চোখের
মতেছে জীবন আকারে
দার বিকট যেন গড়ে বসে দেহে।
যেথেক উচ্চ চূড়া হতে
কটা প্রোভাঙ্গা আচরিত
হিরা দেবিত্তেছিল অশ্রুধর পানে;
যামর খুঁজিছে সে ছুত
কাঁকার মরি অধর
ডাইয়াছিল দেহের বিকট নয়নো
। প্রোভাঙ্গা থাকিয়া থাকিয়া
তেছিল গজ্ঞন ঢালিয়া
জ্ঞনগমনা স্রোতবিলীক মাঝার
। কটে, ঝটিকা-অবমত
কতলে হুয়ে সমাপ্ত
'বীর শুনিতেছিল বচন তাহার।
দ ধোকার মাঝে জন
দপতি বীর অশ্রুধর,
। ধোঁ। সে অপর জন, গিরেশ্বর অরি
। ধোঁ। আর অশ্রুধর ধোঁ।
নজ নিজ কক্ষ-ঢাল-দেহে
রখেছিল নিজ নিজ মেহ ভর করি।
উভয়ের বর্গা ধরবার
ভদ করি নিবিড় আধারে
মস্তক হ'য়েছিল স্রোতের মিলনে।
আধারের ঝটিকার বটা
ধরার অশ্রুতে লটা পটা
ইয়া চেঁচা ডেছিল তাঁর ঘোষণার
শিল্পের পদধর তুলিল উভয়ে
অমনি দাঁড়ায় দোহে অঙ্গ করে ল'য়ে

গর্জনের স্তব্ধ কহে,—“শুন, অশ্রুধর!
ওই আগন্তকে কর সময়ে শাসন।
তোমার শিতার এই ঢাল ধর করে।
এ ঢাল সাক্ষাৎ শৈল সঙ্কট সমরে।”
দীপ্ত বর্গা অশ্রুধর নিকেপিল বলে,
বক্ষেতে বিকিল বর্গা, আর নাহি চলে।
তখন উভয় শত্রু ধরি তবাব,
শিল্পের দিকে ঘুরা হৈল আশ্রয়।
সমুখ হইল তবে যুদ্ধে তিন জনা;
আধাতে আধাতে ওঠে অসির নজনা।
লুনার অসির ফলা • হ'য়ে উৎপতিত,
ভেদিল ফলক-চক্ষু অশ্রুধর-ধৃত।
ঘুরিতে ঘুরিতে ঢাল পড়িল ভূমিতে;
উজ্জীব কাটিয়া পড়ে লুটেতে লুটেতে।
শিল্প উন্নত অসি কৈলা নিবারণ।
নিরস্ত্র হইয়া রোবে রহে অশ্রুধর।
নিস্তক নয়ন ছুটা ঘুরা'তে লাগিল;
করত তরবারি ভূমে ফেলি' দিল।
অনন্তর ধীরে ধীরে স্রোতের উপরে
গেল চলি' বৃথা গর্জে তরীধনি ক'বে।

পূজের সে দশা স্তব্ধ দেখিল নয়নে।
ভরস্র জোড় তাঁর উপজিল মনে।
প্রবল রোষের ভগ্নে স্তব্ধ তখন
লোমশ ক্রুপ কল্পে ঘোর ঘন ঘন।
মোদার পাদপ স্তব্ধে বিকিল বর্গা,
দর্পভরে গুরজিয়া বীর গান গায়।
এতোকে • নিজের প্রবে মহাবেগে ভ্রাসে
লকিনের সুসজ্জিত সৈন্তগণ-পাশে।
বরিধা-দ্রাবিত যেন উপত্যকা হ'তে
ছুই স্রোত ধেরে আসে কেন বহি' নাশে।

* • কলিযুগের দশা এই অসি (তরবারি) নির্ধার
করিয়া শিল্পকে বিচাছিলেন। এই স্তব্ধ ইতি। এখন
নির্ধারের নামে ব্যবহৃত হইয়াছে।

+ স্তব্ধ এবং অশ্রুধর।

রাজকুমার রায়ের গ্রন্থাবলী ।

তুখোব ভূমির' পরে কিরিল পিঙ্গল ।
 পুরের কিরণ-রেখা উঠিল উজ্জল ।
 সে চার কিরণ-রেখা উজ্জলিলা হিল দেখা
 লক্ষণানব সূঁঠ করা ত্রোয়ার উপরে ;
 সে সব ত্রোয়া শোভে ভূপতির করে ;
 ৩৭ ৭ ত্রোয়া স্বতা বিখারি' রূপের লতা,
 বাস শুভ হ'তে তা'র বাহিরে আইল ।
 বাতাসে উড়িল চুল, হাতে শুভাইল ।
 সে বমণী তা'র পরে ধরিল আরণ্য-সুরে
 মনের সাধের গান ছাইয়া আকাশ ।
 লুপ্তনেব সেই গান, দেখা তা'র রেহ প্রাণ
 পিতা এক দিন স্নেহে ক'রেছিল বাস ।
 স্তম্ভাব রক্তাক্ত ঢাল হেরিল সে বালা,
 ভাতিত বদনে তা'র আনন্দের খেলা ।
 অনন্তব সেই বালা করিল দর্শন
 বিদীর্ণ উন্মীষ, যা' পরিত স্মরণ ।
 তা' দেখি' তাহাব প্রাণ আকুল হইল,
 মানমুখে অক্ৰোড়ে কহিতে লাগিল,—
 “হায় হায়, এ কি গো ঘটনা !
 যা' চনাব উপরে বাতনা !
 প ডেউ কি তুমি রণাঙ্গনে
 গুণ শত অস্ত্রের তাড়নে !
 বিবাদিনী অভাগিনী আমি,
 কেমনে হুলিলে মোরে তুমি !”

উ-থোর্ণো ! দাঁড়া'য়ে আছ অলের স্বরে ।
 বজ্রনিব উকামালা জোয়ার চৌমিকে ।
 গাঢ়োজ্জল চক্রে আমি হেরি নানিবারে
 তোমাব শক্তি বনভূমির পঙ্কজে ।
 উ-থোর্ণো ! হুড়ার তব কুশাটিকাবর
 লোদা কবে বসবাস সৌন্দর্যে সাজিয়া :
 মানব-আত্মার লোদা রূপে শিক্তন ।
 ক্রথ-লোদা খজাখারি, নক্ষত্র হুঁকিরা,
 নিজেব মেঘাল সভা-শেখরায় শোভে ।
 সবিল কুশাটিকা-মাঝে সৃষ্টি তাঁ'ব
 ঘোরা ছায়াব মত কীণ দেখা যায় ।

তাহার দক্ষিণ হস্ত শোভে ঢাল' পরি ;
 অর্ধদ্রুত শব্দ শোভে বাহ হস্তে তাঁ'র ।
 ক্রথ-লোদার উন্মীষ প্রাণবির ছায়া
 নৈশ অন্ধকারে সজ্জ রক্তসে ভরিবে ।

ক্রথ-লোদার বাণ, বুদ্ধি গুণেই বিশেষ,
 নিরাকার হাতের আঁখাল, যেন মানি ।
 যাহারা নমরে হয় বিখ্যাত বিশেষ,
 তা'সবার প্রতি তিনি আনন্দিত চিতে
 গভীর শব্দেই কহি করেন বিতান ।
 কিন্তু তাঁ'র কীৰ্ত্তি বস্তু দুর্বলের মাঝে
 ভীম ঢাল উঠে তাঁ'র ককচক্রাকারে ।
 যাহারা সমস্ত অস্ত্রে বলহীন অতি,
 হারী উদাস তিনি তা'সবার প্রতি ।
 স্রোতের উপরে বখা দীপ্ত রামধন,
 তেমতি আঁখিল সেই লুপ্তনবাসিনী
 বিশদ-স্বপ্নবালা স্মৃতির গমনে ।

দ্বিতীয় দুয়ান্ ।

বিবরণিকা ।

পরদিবস দ্ব-মাকপোর প্রতি শিল্পের যুদ্ধ-
 দেশ ।—শত্রুসৈন্যের সহিত দ্ব-মাকপোর যুদ্ধ ও
 তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া তুখোব নদীপারে
 ত্যাগিত করণ ।—অভিপক্ষীয় লোকদিগকে পুনবা-
 স্থান করিয়া দ্ব-মাকপোকে কৃতকার্য হওনাব জন্য
 শিল্পের ‘মঙ্গলকামস’ ; কিন্তু সেই মহাবীরকে
 বণকর্ণে সাত্ত্বাভিকরণে গর্হিত দর্শন ।—দ্ব-মাক-
 পোর মুহুর্ত ।—কৃত বীরের সম্মানার্থ উন্নয়ন নামক
 কবি কর্তৃক কল্যাণ ও স্নিহা-সোনার উপাখ্যান
 বর্ণন ; তদুপাখ্যানে দ্বিতীয় দুয়ানের সমাপ্তি ।

ককচক্র দ্ব-মাকপো বসিলা বিবরণ মনে,—
 “কোথা তুমি, আবার মরণ ?
 সেবার নবীন রবি ! কোন্ ডরকব হানে
 চিবভবে হইলে মগন ?

কালরাত্রি-কোল হ'তে নাহি বে কিরিলা তিনি
 'উ-ধোণোতে প্রভাত হইল।
 উদয়-সিরিতে আলু কুয়াটিকা-ঢাকা এই,
 বীরগণ কলঙ্ক ভূমি।
 ও রবি পড়িবে নাই আকাশের উজা-সম,
 ভূতলে উহার দান নহে তো অস্তিত।
 ওই আসে রাজপুত্র, ঈশল পক্ষীর মত
 বড়ের কিনার হ'তে হইয়া শাবিত।
 রাজকুমারের করে জয়লাভ দ্বা শোভে ;
 এস এস, সেবার ঈশ্বর।
 তোমা বিনে আমরা কাতর।"

পিকল আসিয়া সন্নিকটে
 কহিলেন,—“দণ্ড-মারুণো! হও সাবধান,
 শত্রুগণ কাছাকাছি হয় আগুয়ান।
 নীচে ষাওয়া বাপের উপর
 তরঙ্গের সম ওরা বাইরা আসি'ছে,
 কুয়াটির হাড়ে বেন তরঙ্গ ভাসি'ছে।
 গতি ছাড়ি' পালায় পথিক,
 জানে না সে কোন দিকে পালাইতে হ'বে।
 কম্পিত পথিক নহি কিন্তু মোরা সবে।
 তোলো ঢাল, বীরপুত্রগণ! :
 পিকলের অসি এবে হ'বে কি ঊষিত ?
 কিবা এক যোদ্ধা রূপে হইবে শাবিত ?”

দণ্ড-মারুণো কহে,—“রাজার তনয়!
 প্রাচীন কালের প্রাণা
 আশায়ে চক্ষে, আশায়ে পক্ষে
 মুক্ত পথ, মহারথ।
 মহাচালখারী জেদর প্রবল
 দূর সময়ের ছাউ-
 লক্ষিত হইয়া কতই উৎসাহ :
 বেন আমা'সবাকার।
 আশা সে রাজার ছিল না মরল
 ছিল তিনি বীর-মরি।
 অজাত করন ঘটে নি কিছুই,

প্রকান্তে হইল সব।
 শত যোত হ'তে জাতি বাহিরিয়া
 কল্যান-জোণার এলো।
 সে সব জাতির প্রধান বীরেরা
 তা'দের সমুখে ছিলো।
 সে সব বীরের প্রতি জন স্পষ্ট
 ক'রেছিল স্থিতিবাসে।
 তা'সবার অসি অর্ধমুক্ত ছিল
 জ্বকঠিন কোষাগারে।
 রক্তবরণে চকু তা'সবার
 রোষে হ'ত ঘূর্ণমান।
 আলাদা আলাদা দাঁড়ারে তাহার
 গাহিত জ্বোদের গান।—
 “একতা আমরা কেন তেরাগিব ?
 একতা মোদের প্রাণ ;
 মো সবার পিতৃপিতামহগণ
 রূপে ছিল বলবান্।”
 আছিল জেদর বীর সেই খানে
 নিজ জনগণ সনে ;
 বৌবনের কেশ শিরসে ধরিয়া
 সবল সতেজ মনে।
 দেখেছিলো তিনি আপন মরনে
 শাবিত অরাজিকুলে।
 জাগিল তাঁহার জেদর আলা,
 রোষ-যোত গেল ঝুলে।
 বীরবলে তিনি দিলো অমুমতি,—
 এক-পরে একে যেতে ;
 চলিল বীরেরা ; কিন্তু একেবারে
 চলি' গেল কোন্ যোতে।
 শৈবালমণ্ডিত শৈলবর হ'তে
 জেদর তখন নিজে
 নীল ঢাল ধরি' মড়বড় করি'
 নামিলেন বীর-তেজে।
 নিরতলে আসি' ধরি' ঢাল অসি
 আরজিলা মহারণ।
 অরিগণ তাঁ'র হৈল চারপাশ

কত কৈল পলায়ন ।

চারি ধারে তাঁ'র অসিতজ্বালা
মোক্ষালা আইল ছুটি ।

তা'রা পরস্পরে ফলকৈ আঘাত
কবিল আনন্দে কুটি ।

গাওঁতুমি সেথা হইতে তখন

মনোহর বায়ু মত

বীণগণ-বাণী প্রবলে ধাইল

ফণকালে ইতস্তত ।

কমে পালাক্রমে বলী বীরগণ

মাতিল সমর-রসে ।

কমে কমে রণ হইল ভীষণ

বিপদ বাড়িল শেষে ।

বাঙ্গাল এখন যুগিবার কাল

বনভূমে উপনীত ;

কেননী লভিতে যুদ্ধমদে তাঁ'র

নাচিয়া উঠিল চিত ।

চাপদাণী ক্রমাগত বজিলা তখন,—

"আনাদের পূর্বপিভূষণ সবাকার
বীরকণ্ড অবদিত নহে তো কাহারো ।

কিন্তু এবে কোন বীর আরা'সবা-মাঝে
রাজবাণ্ডার তরে যুদ্ধ চালাইবে ?

এ চারি নাবড় শৈলে কুখাটিকামাশি
আপতিত হইয়াছে স্তরে স্তরে স্তরে ।

এই কুখাটির মাঝে প্রত্যেক সমরী
সবলে নিজের ঢালে করুক আঘাত ।

শক্তিদেবী স্বর্ণ হৈতে অচিরে উরিয়া
রণ চিহ্নে আরা'সবে করুন অঙ্কিত ।"

কুখাটিকাময় শৈলে চলিল প্রত্যেকে ।

কবিগণ জনে জন লৌহ-ফলকের

নিম্নাদ গণনা করে অরুর স্বননে ।

দণ্ড সারুণো ! বসু যজ্ঞ বাজাও গভীরে ।

তুমিই অবশ্য এবে মাতিবে সংগ্রামে ।

জল-কোলাহল-সম উ-খোণের লোক
মহাবেগে সারি সারি আসিল দামিয়া ।

তুণী অরি সুবরণ বহু চিহ্নিত ।

কড়মর বীণপুঞ্জ প্রবু সুবিল ।

দেখিতে লাগিল দৌড়ে লৌহচল দিরা,

দেইরণ অগ্নি-অগ্নি ক্রম-লোকা নিরখে

অনিবিড় শলাকের পশাৎ হইতে

নিশায় ছড়াবে তাঁ'র কমতা-লক্ষণ ।

তুণীর তাকিয়া তটে শক্ররা নিমিল ।

উন্নত তরঙ্গ-সম বাড়িল তাহার ।

তা'দের শক্তি অঙ্গ-আঘাত নিমিল ।

সৈন্যদের কির বাহি' মৃত্যু ছাঙ্কা-কানে

উড়িতে লাগিল । শত্রুগণ পরস্পরে

জয়ের জন্যে বেন স্বধা-বাধ-মাঝে ।

তা'সবার ক্রুরকৃষ্টি একত্রে পরজে ।

পতীর উন্নত সিদ্ধ গজিয়া গড়ায়

তা'সবার পাদমূলে তটের তলার ।

বনময় উ-খোণের সমর-বিবাদ !

কেমনে তোমার কত চিহ্নিত করিব ।

বহু কাল ধরি' তুমি আসিতেছ চলি' ;

আমার জীবন তুমি করিতেছ কাণ ।

সমরে মাতিল তুণী অগ্রসর হ'য়ে,

সুবরণ সৈন্যগণে আসিল কটিতি ।

দণ্ড-মারুণো অসিহন্তে হইল প্রকৃত ;

সংহারক অগ্নি ছুটে অসিহন্তে তাঁ'র ।

বহুসংখ্য শ্রোতুমধ্যে লক্ষ্মিন্ গড়ায় ।

রোষময় রাজগণ সমর-চিহ্নিত

হইলেন আশ্রয়িতা ; নিরুদ্ধ নরিন

ঘুরাইতে লাগিলেন স্বদেশের পানিন ;

বিপদের অজ্ঞানভেদে দৈব-দায়ি বন্ধি ।

পিতলের রণশূক বাড়িল সযমে ।

অগ্নিবিরন-পুত্রগণ কিরিয়া আসিল ;

তুণীর নদীর তীরে কিন্তু অনেকেই

নিজ নিজ রক্তে ভাসি' রহিল নীরবে ।

কহিলা পিঙ্গল তবৈ,—“ক্রমোব জৈবর !
দপ্ মাকণো মহাবীর পুত্রপিকাঁ।
অবশ্যই তুমি মোর ক্রমো-পতাকা
কদাচ ফিরাও নাহি—কল-শূভতার
শকব সমুখ হ’তে; এই সে কারণে
নিশান-সুদয়া সেই লাহুল হবিষে
উজ্জলিত হ’বে তাঁর স্রোতের কিনারে।
কখন আনন্দ কত লাভিবে জীবনে
দপ্-মাকণো ক্রমো-ভূষে কিরিবে স্বপ্নে।”

সেনাপতি দপ্-মাকণো কহিলা তখন,—
‘আমার বংশের আদি কলগুণ্ আছিল।
এক অলবিষন্ মাঝে। গভীর সাগরে
বাঁচ উপত্যাকা-মাঝে ধাইতেন তিনি।
নির্মুণ্ড করিলা তিনি প্রাতারে তাঁহার
চণ্ডোর্ণোত্তে মহারোবে। পৈতামহ তুমি
পরিভ্যাগ কৈলা তিনি চিরকাল তবে।
শৈলময় ক্রমো-ক্রোমো-সম্মিহিতে তিনি
নিজ্ঞান স্থানেতে বাস কৈলা নির্বাচন।
কালে কালে বংশ তাঁর হইল বিস্তার।
‘চতুঃ বংশীয়েয়া সময়ে সময়ে
ক’না সংগাম, কিন্তু তাজিল শরীর।
ত পিঙ্গল দীপেশ্বর! জানিও নিশ্চয়,—
যম পিতামহদের আবার আমারি।”

এতক কহিয়া বীর নিম্ন রুক্মি হ’তে
উখাড়ি পাড়িলা এক ধরবার পর;
বিপক্ষ-কোপিত সেই বিবমর বাণ!
উপাড়িবা মাত্র সেই প্রাণাতিক পর
কাতব হইয়া বীর পাড়িলা, কুলকে!
ফোদার সমান রক্ত, পরকাত হ’তে
বাহিব হইয়া দেহ নীরজ হইল।
অজাত দেশেতে বীর তাজিলা জীবন।
পূর্বপুরুষেবা তাঁর নিবসে যেথায়,

আত্ম তাঁর উপনীত হইল সেথায়।
দাঁড়াইল বীবগণ খেঁচিয়া নীববে,
চূড়াধলী হিরণ্য পর্কত উপবে।
পথিক নিজ্ঞান পাঁকে গোবৃগ সময়ে
নিবখিল সেই সব স্থান বীরগণে।
পথিক তা’সবে হেরি চিত্তিল অন্তরে
যেন তা’রা প্রোত-আত্ম রক্ত সবাকার।
যেন তা’রা ভবিষ্যৎ যুদ্ধেব আকার।

উরিল বজ্রনী ক্রমে উ-থোর্ণো উপরে।
ওখনো বীরেবা সহি’ নক্সা অপাণ
এক ভাবে হির হ’য়ে রতিল দাঁড়ায়ে।
পেতক খোদাব কেশ বাহিরা মধনে
দমকা বাতাস শব্দ করিতে লাগিল।
অবশেষে অস্তরের চিন্তা-স্রোত হ’তে
ভিন্ন ভিন্ন হইলেন বীরেন্দ্র পিঙ্গল।
আত্মান কনিয়া তিনি উন্নীত কাঁবে
আদেশিলা সঙ্গীতেব খড়াব তুণিতে।—
“এই যে সমুখে হেব, ইহা কড় নচে
পতন-উন্মুখ অগ্নি; এ অগ্নির পেণা
নিশ্চেষ্ট হইয়া নাশ না পায় নিশায়,
নিনি আজ ভূমি চলে লুটান শবীর,
না ছিল চলন্ত উচ্চ কদাচই তিনি।
স্বাস পর্কত’পরি বহুকাল সূখে
তীব্রকর ববি সম আছিল। এ বীর।
কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া একরবে এবে
এ’র পূর্বপুরুষগণেব পুত নাম
আত্মান করহ পূর্ব-নিবাস হইতে।”

কহিলা উন্নীত কবি, “ই-থোর্ণো! ই-থোর্ণো!
উখিত হ’য়েছ তুমি সমুদ্র-মাঝাবে।
সৈন্ধব কুণ্ডলি-মাঝে কি হেতু তোমার
উচ্চ শির হইমাছে নিবিড় মলিন।

* কনিষাভীয়া (কদম্বের) র অর্ধত একটি দীপ।

এই উপত্যাকা হ’তে উৎপন্ন হইল

এক বীরজাতি, যেন তোমারি পালিত
নির্ভীক কঠিনপক্ষ ঐশ্বরের দল।
লোহ ঢালী কলগর্দেব কুলোদ্ভূত তা'রা,
লোদার প্রাসাদমাঝে তা'দের নিবাস।

“তথ্যথের নিনাদিত বীণের মাঝারে
লুথান্ দীড়া'রে আছে—স্রোতায়ের গিরি।
লুথান্ অরণ্যায়ের মন্তক তাহার
কুঁকাইয়া আছে এক উপত্যকা'পরে,
সে মহতী উপত্যকা নিম্নত—নীরব।
সেখাষ কুৎকটটিনীর মূলস্থলে
কুম্বব শূকরনাশী করিতেন বাস।
খিনা দোনা কস্তা তাঁ'র বিশদ ছদ্মরা,
ভাঙ্গু ভাতি সম তা'র ছিল রূপবাণি।

“কত শত বীর রাজা, কত শত বীর
খোহ ঢালধারী, কত শত মহাকেশী
যুবা আসিতেন তাঁ'র প্রতিধ্বনিময়
বিশাল সভার মাঝে আশায় মজিয়া।
খিনা দোনা লভিবার আশা সে সবাব।
কিন্তু ওগো খিনা-দোনা! উন্নত-হৃদয়ে!
তোমার চবণক্ষেপে নিরখি তোমায়
ক্ষেপ না কর ভূমি কাহাবই প্রতি।

“যদি সেই খিনা-দোনা গুণবিমণ্ডিত
এনমাঝে বেড়াইত, তা' হ'লে তাহার
বক্যোদেশ শুভ্রতর হ'ত ক্যানা* চেয়ে;
যদি সে বেড়া'ত সিদ্ধ-বিধাতিত-তটে,
তা' হ'লে তাহার রূপ হ'ত শুভ্রতর
তবদনধিত সিদ্ধ কেনকের চেয়ে।

* কানা (Cana) এক জাতীর তৃণবিশেষ। এই
তৃণ যুরোপের উত্তরপ্রদেশের কুত্র* তরু(শুভ্র)ময়
আক্ৰিমিতে ভূরি পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বোধ হয়,
আমাদের দেশের কেনে ও উলু বাসের ষেতবর্ণ
শীতল গাষ কানা ঘাসসবও শীত ষেতবর্ণ।

আলোকিত তারাতুল্য অকিঞ্চ তা'ব,
বদনবৎ তাত্ত্বিক বর্ণা সময়ের
ধর্মের উজ্জ্বল, ধূম সমান স্তম্ভর!
সে যুগের ইতি উত্তি মুক্তি কেমন
কুম্বকেশগুহ, এবাঁহিত যেন সম।
তবহুধে জিনা-দোনা! ধর্ম গো রূপসি।
মানসবাসিনী ভূমি, ভুবনমোহিনি!

“নিজ অগবানে চড়ি' কল্লপর্শ আইলা
আসিলেন পঞ্চপতি কর্কল-ব্রহ্মণ,
তথ্যথ-অরণ্য-ভূমি-বাসিনী ঘোমার +
বাণি লভিবারে সেই বীর জাতীশ্বর
ই-বোর্ণো হইতে ঘরা কৈল আগমন।
জিনা-দোনা সে দৌহারে করিল দর্শন
সে দৌহার শব্দকারী অসির মাঝাবে।
শীলমেত্র কলগর্দেব রূপের সাগরে
জিনা-দোনা রূপসীব ভেসে গেল প্রাণ।
উল্ল-লক্সিন্ তারকার † নিশিভাঙ্গা আঁখি
ইদধিতে পাইল জিনা-দোনা স্নানদ্রী
ইব্রাবিত বাহু ছ'টি পর্ণলেব দিকে।

“কোথাক যুগল ভ্রাতা বাধিল ক্রকুটী।
দৌহারে অলস্ত চকু চাহিল নীরবে!
জীম অস্ত ধরি' দৌছে লাগিল ঘুরিতে'
পরশ্পরে আঘাতিল ঢালের উপরে।
অসিহুস্তিত ভ্রম লাগিল কম্পিতে +
দীর্ঘকেশী সুরূপসী জিনা-দোনা তরে
হই বীর উন্নত হইল ঘোর রণে।
“কর্কল-ব্রহ্মণ শূব পড়িলা সময়ে;
নির্ভীক হইল দেহ শোণিত অত্যায়ে।

+ জিনা-দোমার।

+ অর্থাৎ জিনা-দোনা, কল্লপর্শ ও কর্কল-ব্রহ্মণ
পক্ষে উল্লভক্সিনিত রোমে বুদ্ধ করিতে দেখিল।
মহাতারত আদিপর্শ-বর্ণিত, তিশোভমার অস্ত্র স্তম্ভ
ও উপস্তম্ভ নামক দৈত্যজাতীয়ের বুদ্ধ-বটনার সহিত
ইহাব কতকটা ঐক্য আছে।

† উল্ল লক্সিন্ তারকা লক্সিনের নিম্নরী।

ইহা শুনি' ই-ধোণ্ডে জনক তাঁহার
জলিয়া উঠিল। রোবে কুমারের শোকে ।
পিতৃদেব, কল্-গর্গেরে এই সে কারণ
ই-ধোণ্ডে হইতে দিলা বহিষ্কৃত করি' ।
কল্-গর্গ তখন ছাড়ি' পিতার নিবাস
ক্রোধমো-ক্রোলোর শৈলময় ভূমিতলে
বাস কৈলা একটি অজানা নদীতটে ।
কল্-গর্গ করে নি বাস আঁধারে সেখান ।
আলোকের কররাশি ছিল তাঁ'র পাশে ।
তথ্য দেশের কজা ত্রিনা-দোনা বাংলা
গর্গলের দে আঁধারে ছিল চির-আলা ।"

তৃতীয় দুয়ান্ ।

বিবরণিকা ।

কতিপয় সাধারণ বিষয়ের আলোচনার পর
অখ্যান কঙ্ক পিতৃলের অবস্থান এবং লক্সিন্‌নামক
গ্রানের সৈন্তগণের অবস্থা বর্ণন।—সুর্ণো-সুবরণ-
সংবাদ ।—কর্শন-কর্শন ও করনা-ত্রাগলের উপা-
খ্যান ।—নিকটবর্তী পর্বতোপরি প্রতাগত পিতৃ-
লকে ভরচমকিত করিবার জন্য আশ্রয়দৃষ্টান্ত-যোগে
স্ববর্ণকে সুর্ণোর অতুরোধ ।—সুর্ণোর অতুরোধ
বক্ষ্য স্ববর্ণের অস্বীকার ।—পিতৃলকে বিপদগ্রস্ত

কবিবাব জন্ত স্বয়ং সুর্ণোর গমন ।—পিতৃল কঙ্ক
সুর্ণোর পরাজিত হইয়া অবরুদ্ধ হওন ।—স্বায়ান্দু
রাচণের জন্ত স্বপ্নরোনাতি তিরস্কৃত হইয়া পিতৃল
কঙ্ক সুর্ণোর মুক্তিলাভ ।

কোথা ক'তে আসে বধবাশির প্রবাহ ?

কোথার সে বধবাশি গড়াবুট খায় ?

কোথার লুকা'ল'তা'রা কুজুট-মাথাবে

তা' সবার নানাবর্ণী শরীরের ভাগ ?

প্রাচীন কালের দিকে দেখি তাকাইয়া,

কিন্তু তাহা অখ্যান চক্ষের উপর

ঘোব ঘোর বোধ হয়, যেন দুর্বাশ্রিত

হৃদয় উপরি চন্দ্র কাশি বিভাজিত ।

হেথায় মুক্তের রক্ত-কিবণের ছটা ।

সেখায় নিবসে এক বলক্ষীণ জাতি

নীচবে নীরবে, আঁহা, অশ্লষ্ট আঁধারে ।

তাহারা তা'দের কার্যে করে নি চিহ্নিত

সময়েরে ; বীরে বীরে চলি' যায় তা'রা ।

ওগো ঢালমধ্যনিবাসিনি চাক বীণে !

ওগো ও কোণার বীণে ! † ভাল জানি আমি, -

পতন-উন্মুখ প্রাণ তুমিই জাগাও ,

ঠেই কহি, এস উবি' দে ওয়াল হইতে

তব স্বরজর সনে ! আইস অচিরে

* নানাবর্ণী শরীরের ভাগ—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত এই ছয় ঋতু ; মাস, পক্ষ, দিন,
যাত্রি, প্রহর, দণ্ড, পল ইত্যাদি ।

† ভারতবর্ষীয় বীণার জায় ঠিক ইহার আকার নহে ।

‡ দেওরাল' হইতে—আমাদের বীণার জায় পাশ্চাত্য বীণা(Harp. Lyre, Gitter)ও দেওরালে
টান্‌কান থাকে, সেই জন্ত এই কথা বলা হইয়াছে । আমাদের ভারত বীণার সহিত ইউরোপীয় Gitter
এর অনেক সৌসাদৃশ্য আছে ।

অবজর সনে—তিন স্বরের সহিত । ইহাতে জানা বাইতেছে যে, পূর্বে ইউরোপের বাদকেরা বীণাতে
তিনটি মাত্র তন্ত্র (তীত) বাধিত । সেই তিন তীতে তিন প্রকার স্বর বীণা থাকিত । এ দেশেও পূর্বেকালে
বীণাতে তিনটি মাত্র তার বা তীত থাকিত । এই জন্ত বীণার অপর নাম ত্রিতন্ত্রী । পারস্ত ভাষায় 'সে'
অর্থে 'ত্রি' বুঝায় ; এই জন্ত এক জাতীয় বীণার নাম সেতার । এক্ষণে প্রয়োজনানুসারে এদেশেও
ইউরোপের বীণাতে তার বা তীতের সংখ্যা বেধী হইয়াছে । সচরাচর ভারতবর্ষীয় বীণাতে পাঁচটি মূল তার
(তাইটি নোহ বা ইম্পাও তিনটি পিতৃলের তার) দেখা যায় । তাহা ছাড়া কোন কোন বীণার একটি,
দুইটি বা তিনটি পার্শ্বতন্ত্রিকা (চিকারীর তার) থাকে । চিকারীর তারগুলি নোহনির্মিত । ভারতবর্ষ
যতগুলি বীণাজাতীয় বাঁজবন্ত্র আছে, তন্মধ্যে মহতী বীণা (ইহাতে অথোর্কে দুইটি অলাবু [তুর্বা] থাকে),
কজুপা বীণা (কজুরা সেতার), কজুবীণা (রবায়), ভবতবীণা শারদী বীণা (শরদ), রজনী বীণা ইত্যাদিই
প্রধান । দেবর্ষি নারদের মহতী বীণা (বীণ) এবং দেবী সরস্বতীর কজুপা বীণা (কজুরা সেতার) । সাবদ্রী,
এসরাজ প্রভৃতি কয়েকটি তত যন্ত্রও বীণাজাতীয় । বীণ, সেতার প্রভৃতি যন্ত্র অঙ্গুলি-আঘাতে এবং সাবদ্রী
এসরাজ প্রভৃতি যন্ত্র ধনুস্বর্ণণে (ছড়িব টানে) বাধিত হয় ।

তা'ব সনে, অতীতের বেদের জাগাবে।
পাঠান কাশ্যব সেও বাবমুখি যত
দেবতা কল্যাণ, বীণে। ধোর ঘোর ভাবে
তা'ব সনে স্তনিবদ্ধ কালেশ্বরীয়ে।

উথোণো। অধার গিবি তুমি চিরদিন,
আমাব বশরগণে দেখি তব পাশে।
গভীর নিশাথকালে ভূপাল পিঙ্গল
দগ্ধ মারুণো বীবেদ্রেব সমাধি উপরি
মানমুখ পত কবি' আচ্ছন্ন বসিরা।
তা'ব নিবটে তা'ব প্রিয় বীণগণ
না'ব দাঁড়া'বে আছে অবনতমুখে।
গা'ব তটিনী'পাশে ছায়ায় শিশা'ব
লবিনেব সৈন্তগণ র মেরু গম্ভীর।
গা'ব শেল দাঁড়াইল রুই ভূপগণ;
তা'ব বা'ব' পবম্পবে যাগিল চাহিতে।
আকাশ পশ্চিমে বক্র ভাবাদল প্রতি
চাহি ত শা'গণ তা'বা অটল লোচনে।
মেঘনায়ে নিবাকাব উদ্ধার সমান
ক' গোদা পড়িলা খুঁকি' উচ্চতল হ'তে।
পাবনা চৌদিকে তিনি দ্রুত বায়ুগণে
নিজ চিহ্ন স্ফটিকিত করিরা সে সবে।
দোখালেন স্তর্ণো বাজা বিশেষ চিস্তিয়া—
ম'তন্ ভূপতি বীণ পিঙ্গল নিশ্চয়
বদ'তহ যুগে নাহি নিরস্ত হইবে।

এই সে কারণে তিনি অতি রুইমনে
এক বৃক্ষে ছই বার কবিতা আখ্যাত।
আপন প্রেমের দিকে গেল ঐতবেগে।
গাফিলা সংগ্রাম গান উচ্চ স্বব ভূমি;
বুঝিলেন, কেশ তাঁ'র উড়ি'ছে সমীরে।
পিতাপ্রেম দাঁড়াইলা কিবি' পবম্পবে,
যেন হই ওক বৃক্ষ প্রতিকূল বাতে
পবম্পাব মথামুখি তটল সহসা।

হৃদয়ের স্তর্ণো করে,—'বীরেন্দ্র অগ্নিব
আছিগু, সুকায় বকি প্রাচীন সময়ে।
বকুসে, স্রুতিযোগী শতগণ'পরে
চালিতেন, মুহূর্ত্ত তিনি অকি' হ'তে তা'ব।
আনন্দ হইত তাঁ'র মনুয়া পতনে।
রক্তরাশি তাঁ'র পাশে প্রীতের তটিনী।
লুখ কয়ে হৃদয়ের তীব্রে এসেছিল।
কখন কখন সনে সুকায় করিতে।
মদীময় উল্লস হইতে গতি তাঁ'র
সমর-পঙ্কের গুরি তাঁহার নিবাস।

গম্ভীরে আসিরাছিল। ঔর্গ-ভূপতি
লইরা আধাব-বক্ষ জাহাজ নিচর।
অগ্নিবের কুমাবীবে হেরিলেন তিনি।
কইনা ব্রাগন্ বালা অগ্নির-কুমারী।
সে বাংলা'র চকু ছ'টি তরঙ্গ-আরুচ
উর্গের ভূপ পান বহিল অচল।
কইনা ব্রাগন্ পরে ঘোর অন্ধকার
ঐতবেগে গেল তাঁ'র জাহাজ ভিতবে,
নৈশ উপত্যকা-মাঝে যেন শশি কব।
অবিলম্বে অন্ধকাবে ধাইল অগ্নিব,
পুঞ্জের সমীপগণে ডাকিলেন তিনি।
রাজা নাহি ছিল। এক।। স্তর্ণো ছিল পাশ।
উথোণো'ব যুব ঐগণেব সম আমি
আমার পিতার পানে ফিবা'য় নয়ন।

শক্তি উর্গরমাঝে গণিল আমরা।
কর্ণ-জ্ঞান'এল মিজ দল ল'রে।
বুঝিছ আমরা সবে; কিন্তু শত্রুর
ছড়া'রে পড়িল ভয়ে বর্ণভূ-মাঝাবে।
পিতা মোর ক্রোধ সহ ছিল। দাঁড়াইয়া।
বজ্রের পিতা বিকিলেব বৃক্ষ শত শত।
ক্রোধে তাঁ'র চক্ষু'বোড় লোহিত হইল,
রাজাব অন্তর আমি পাবিছ বুঝিতে,

অখ্যানেব কবিতাবলী ।

খুঁজিবিহু আবাব আমি সেই নিশাকালে ।
বর্ণক্ষেত্র হৈতে এক ভগ্ন শিরস্ত্রাণ
আনিলাম তুলি' আমি বিশেষ যতনে ।
বসাবিদ্ধ ঢাল এক আনিহু তুলিয়া ।
আমার হাতের বর্গা জোঁতা হ'য়েছিল ।
প্রস্থান করিহু আমি শত্রু-অয়েষণে ।

শৈলোপরে এক বৃক্ষ আছিল চ'ণ ।
কম্বল-ধনার বীথ বসিল সেথাব ।
জাহার নিকটে এক বৃক্ষব তপায়
ফইন' বাগল বোলা বসি ন'দায় ।
ভগ্ন ঢাল নিক্ষেপিহু জাহাণ সস্তায় ।
সন্ধিস্থাপনের বাক্য করিহু এখন ।

(অসম্পূর্ণ)

পঞ্জাবী কাহিনী।

১।—গেঁও তাঁতি।

এক দিনে এক গেঁও তাঁতি ভাত রাঁধবে বোলে।
বাঁটা কাটতে বনে গেলো পেটের জ্বালায় জ্বালে ॥
একটা গাছে উঠে পোড়ে একটা ডালে গিয়ে।
ডাল কাটতে কোলে হুক ভেঁতা কুড়ুল দিয়ে ॥
সে দিক পানে দাঁড়িয়েছিলো, উল্টো দিকে তা'র।
গুঁড়ি ধেসে কুড়ুলখানা কোপায় বারবার ॥
এমন সময় জনেক পথিক সেই দিকেতে যায়।
বোকা তাঁতির কাণ্ডখানা দেখে চোকে পায় ॥
পথিক বলে, “ও ভাই তাঁতি! এ কি তুমি করো।
দাঁড়িয়ে ডালের ডগার দিকে গোড়ায় কুড়ুল
মারো? ॥

একটুখানি পবেই তুমি এই ডালটির সনে।
হুড়মুড়িয়ে পোড়ে যা'বে, থাকে যেন মনে।”
বোকা তাঁতি শুন্লে নাকো সেই পথিকের কথা।
হাতেব জোরে কুড়ুল মারে, নোড়চে তা'তে
মাথা ॥

খানিক পবেই মড়মড়িয়ে ডালটা গেলো ভেঙে।
ডালেব সনে বোকা তাঁতি পোড়ে গেলো ভূমে ॥
“গেলুম—গেলুম!” বোলে তাঁতি টেঁচিয়ে তখন
ওঠে।

সেই পথিকের পায়ের পরে পো'ড়লো গিয়ে লুটে ॥
যোড়হাত কোরে বোলে তা'রে,—“বুঝছ
অনিচ্ছয়।
দেবতা তুমি—দেবতা তুমি, মানুষ তুমি নয় ॥

তোমার কথা কোললো, ঠাকুর! পলক নাহি যেতে।
দেবতা তুমি—পথিক তুমি! বুঝছ আমি চিতে ॥”
পথিক বলে,—“তাঁতি ভায়া! দেবতা আমি নয়।”
তাঁতি বলে,—“উঁহু”, তুমি দেবতা অনিচ্ছয় ॥
এই নিবদন করি এখন তোমার পায়ে আমি।
কবে আমার মরণ হ'বে, আমার বল তুমি? ॥”
বোকা তাঁতির কাণ্ড দেখে পথিক তখন কয়।—
“রক্ত যখন উঠবে মুখে, মোরবে অনিচ্ছয় ॥”
এই-না বোলে পথিক তখন সেখান থেকে গেলো।
গেঁও তাঁতি কাঠের বোকা নিয়ে ঘরে এলো ॥

দিন কএকের পরে তাঁতি তাঁতশালেতে ঢুকে।
রাঙা কাঁপড় বুনতে বসে কোসে গুড়ুক ক'কে ॥
রাঙা হুতো চিরতে হুক কোলে দাতে ধোবে।
দাঁতের কাঁকে একটু হুতো রইল কেমন কোবে ॥
খানিক পরে গেঁও তাঁতি টিপু পোরতে গিয়ে।
মুখটি নিজের দেখলে চেয়ে আঘনা হাতে নিয়ে ॥
দৈবান্তির দাঁতের গোড়ায় দেখলে চেয়ে তাঁতি।
রক্ত-বেথা যাচ্ছে দেখা! উঠলো কেঁপে ছাতি! ॥
লাল হুতোটা আটকে আছে বুঝলে নাকো মনে।
রক্ত উঠে মব্বে তাঁতি, পথিক দেখে শুণে ॥
আকুল ব্যাকুল হ'য়ে তাঁতি দৌড়ে তখন যায়।
বোকে ডেকে বলে,—“ও বৌ! মোরবো অচিরায় ॥
সেই যে সে দিন বনেরমাকে কাঠ কাটবার কালে।
কোথেকে এক দেবতা এসে আমার গেছে বোলে ॥
‘রক্ত যখন উঠবে মুখে, মোরবে অনিচ্ছয়।’
আজ রক্ত উঠলো মুখে, দুকলো বুকে ভয় ॥

* নোশেরাব সৈনিক-পাদবী REV. C. SWYNNERTON. M, R. A, S. সাহেবের “Folktales from the Upper Punjab” হইতে অনুবাদিত।

আবে, বলাই কখনই গো, ও বো! মিছা এলো এলো।
এবার কোবে শ সাজা'তে অশান-বাটে চলো ॥
এই-না বোলে বোকা তাঁতি ধরেব তিতর ঢুকে।
চাঁটাই পেতে পোড়ুলো তু'য়ে নিবানভবা মুখে।
সমান পানে পাশ কিরিয়ে চক্ষু ছুটো বুজে।
মনড হোরে বইলো পড়ে মুখটো ঘাড়ে শুঁজে ॥

বোকা তাঁতির ভাব ভঙ্গি যেমন চোকে দেখা।
অগ্নি বোকা তাঁতিব বোরেব লাগলো ভ্যাবাচেকা ॥
এমন সময় চঠাং সেখার এলো জনেক লোক।
দেখলে চেয়ে তাঁতি-জায়া কোড়ে বেজান শোক ॥
তাঁতি বোরেব মুখে শুনে তাঁতিব ব্যাপারখানা।
তাঁতি গাড়ি দৌড়ে গেলো, বৈল কাপড় কেনা ॥
গাড়ি গিয়ে দেখলে চোখে পোড়ে আছে তাঁতি।
চক্ষু বোজা, মুখটো গোঁজা, কিন্তু নড়ে ছাতি ॥
এই না দেখে সেই লোকটা বোলে তখন তা'বে।—

তাঁতি। নড্‌চ ছাতি, চক্ষু মিলে চাবে ॥
তাঁতি বল,—“চাইতে নাবি, তেবাহেবি প্রায়।
বোকা আমার শ সাজা'তে বোলগে অচিনাস ॥”
লোকটা বলে,—“না হয় জেলে আমিই দেবো শ।
তুই একবার হাঁ কব্‌তো?” তাঁতি বলে,—“র ॥”
এই না বোলে বোকা তাঁতি মুখটো করে হাঁ।
লোকটা বলে হেসে হেসে,—“কচু-পোড়া থা! ॥
আবে বোকা। বক্ত কোথা? এ যে রাঙা হুতো ॥”
এই না বোলে উঠোয় তা'রে মেবে কলুই শুঁতো ॥
সরা দিয়ে বাঙা হুতো কোলে টেনে বা'ব।
হুতো দেখে বোকা তাঁতির লাগলো চমৎকাব।
‘বাচ্ছ, দাদা!’ বোলে তাঁতি হাসলো হি হি কোরে
সত্যপীষের সিন্ধি দিলে ছদ্ম বাতাসা ধোরে ॥

২।—তিন তাঁতি।

তিন তাঁতিতে খাস কোত্তো একটা গ্রামেব মাঝ।
তিন জনেতেই তাই তাহার, কোত্তো বোনার কাজ ॥
এক দিন সে সবার বড় চোলে গেলো হাটে।
গুরুবতী মোদ কিন্তে টাকা বেধে পাঠে।

মোদ ওলাকে টাকা দিখে ডঙ্কবতী মোদ।
কিনে নিয়ে ঘবে এলো, চিন্তে পরিতোষ ॥

মেজো ভ্রাতা মোদটা দেখে তুই চোনো খা ॥
মোটা সোঁটা শূঙ্গ ছুটা, আ'ব তুগবতী ॥
এই না দেখে মেজো বলে,—“মোদটা, দাদা! ভা'সা।
নধব গডব, নাহুস'হুহুস, বচটা চিকণ বা'সা ॥
আমার যদি দরা কোরে কর ভাণ্ডার ॥

তবে আমার ভাগি ভাল, বেশী কিবে আ'ব ॥”
জোঠ বলে,—“মোদ ওলাকে বাইশ টাকা দি'ব।
এই মোদটি আনু কিনি মোসেব হাটে শি'ব।
এই মোদটির অংশী হ'তে ইচ্ছে যদি থাকে ॥

মোদ ওলাকে বাইশ টাকা দাও গে শুনে থোবে ॥
এই রকমে কর হু'জন ভাগা'ভাগি'ব কথা ॥

এমন সময় সেখার এলো সবার ছোট না'তা ॥
জোঠকে সে বোলে,—“দাদা! আ'ম ও কা'ব আ'শ।
এই মোদটির অংশী হ'তে; মোদটি বড় থায়া ॥”
জোঠ বলে,—“মোদ ওলাকে বাইশ টাকা দি'ব।
এই মোদটি আনু কিনি মোসেব হাটে শি'ব ॥
এই মোদটির অংশী হ'তে ইচ্ছে যদি থাকে ॥

মোদ ওলাকে বাইশ টাকা দাও গে শুনে থোবে ॥
মেজো ছোট হু'জন তখন চোলে গেলো হাটে
প্রত্যেকেতে বাইশ টাকা এটে বে'দেবা ॥
মোদ ওলাকে মেজো ছোট টাকা দিলে থা'ব।
মোদ ব্যাপারী আমোদ ভাবী লাভ কোলে মনে ॥
মুচকি হেসে মোদ ব্যাপারী মনে মনে কথা—

“লাভ কোন্‌হু তেহাই টাকা! বুড়ো মোসেব থা'ব ॥

তা'র পরেতে তিন ভেয়েতে টিক কোলে মলা ॥
এক এক দিনে এক এক ভেয়ের ছদ্ম হুইবা'ব পালা।
যে যা'র নিজের কেঁড়ে এনে ছদ্মটো হু'বে নেবে।
পনেব কেঁড়ের ছদ্ম হুইতে অজ্ঞে নাহি পা'বে ॥
প্রথম দিনে বড়র পালা, নিজের কেঁড়ে এনে।
দুটো হু'য়ে নিলে বড় বাট চাবটে টেনে ॥

দ্বিতীয় দিনে মেজোর পালা, নিজের কেঁড়ে এনে।
দুটো হু'য়ে নিলে মেজো বাট চাবটে টেনে ॥
তা'র পরেতে তৃতীয় দিনে ছোটব পালা পড়ে।

তিন দিনে মোদ ওলাকে, নাইকে ছোটব পাঠে ॥

জোড়াক সে বোলে তখন,—“উপায় কবি কিলে ।
 হুঁ হুঁবাব নেইকো কঁড়ে, আকুল হোলুম ভেবে ॥”

ছোট ভয়েব কথা শুনে বড় তখন কয় ।—
 “হাই হা, ভায়া ! ব্যাপাবখানা শকু হুনিশয় ॥
 কঁড়ে ছেড়ে চন্দটো যদি ছ’য়ে কেণো তুমি ।
 সব চন্দটোই নষ্ট হ’বে, শুবে নেবে তুমি ॥
 সেই জন্তে দিচ্ছি আমি এক যুক্তি তোরে ।
 এই মোষটার ছদ্ম ছ’য়ে নে মুখটো নিজের ভেবে ॥”
 “বেস যুক্তি বোলে, দাদা !” বোলেই ছোট ভাই ।
 বাটের কাছে মুখটো বেধে কোবেও নিলে তাই ॥

এই বকমে চন্দটো ছ’য়ে ছোট গেলো ঘরে ।
 এমন সময় ছোটের জায়া বোলে এসে তা’রে ॥
 “অ’শা হোলে মোমের তুমি বাইশ টাকা দিয়ে ।
 ছদ্ম কিং কেন তুমি আনচো নাকো ছ’য়ে ? ॥”
 ছোট শগুন বোমে তা’কে,—“ও বৌ ! ক’ব কি ।
 নেইবে। কঁড়ে, কাজেই আমি মুখে ছ’য়েছি ॥”
 এই ন শুনে অভিমানে পত্নী তখন কয় ।—
 “আমা ! ছেড়ে একলা তোমাব খাওয়া উচিত নয় ॥”
 খুব কোরেচো, বেস কোবেচো, খাও গে তুমি ফেব ।
 এক চটাকো দিনে নাকো, নিজেই ছ’ তিন সেব ॥

কাজ কি আমার হেথায় থাকা ? বাপের বাড়ী যাই
 এই বোলে সে রাগের ভরে কোলে কাজেও তাই
 ছোট বোনের কাণে দেখে তিন ভয়েতে তবে ।
 গায়ের মোড়ল যেথায় ছিলো, সেথায় গেলো ভেবে
 বড় মেজো বোলে তা’কে—“মোড়ল মহাশয় ।”
 ছোট ভয়েব বৌকে কিলে আনাও মা’তে হয় ॥”
 মোড়ল বলে,—“ব্যাপারখানা আমার বল আশে ।

তা’ব পরেতে আনাই তাকে ছোট ভয়ের লেগে ॥
 বড় মেজো তখন তা’বে সব বোলে খুলে ।
 ছোট ভয়ের বৌকে মোড়ল ডাকিয়ে এনে দিলে ॥
 বিচার কোরে বোলে মোড়ল বৌকে তখন ডেকে ।—
 “ওগো মেয়ে ! শোন্ গো কথা কানেক কোণে বেধে ।
 তোব স্বামীর মতন তুইও পা’বি ছদ্মের ভাগ ।
 পত্নী হোয়ে পতিব প্রতি কোত্তে আছে বাগ ?
 তোব স্বামীর সকাল বেলা ছদ্ম ছইবে মথে ।
 সন্ধ্যা হুলা তুই ছইবি নিজেব মুখে স্নেহ ॥”

এই না শুনে ছোট ভয়েব বৌটো বলে তা’বে ।
 “মিলে কেন এমন কথা কয় নি তখন মো’বে ?
 যা’তো’ব, এখন গোপচুকলো, তা’ছাড়া কেন নো’ব ।
 ঘুচ গেলো মাখন তোলাব পবিচ্ছিন্নের ঘোব ॥”

অদ্ভুত গল্প।

রাজকুমারী সরলা।

অবন্তীপুরের রাজা মহেন্দ্রবিক্রম,
সাতটি স্ত্রী কন্যা আছিল তাঁহার।
সবাব কনিষ্ঠা কন্যা, সকলের চেয়ে
রূপে গুণে মনোহরা। একাধারে যেন
লক্ষী সরস্বতী আসি' বিবাজেন ভূমে।
নামেও সবলা কন্যা গুণেও সবলা।

একদা প্রভাতকালে অবন্তী-ঈশ্বর
সাতটি কন্যারে ডাকি' আপনাব পাশে
কাহিলেন,—“কন্যাগণ। কর তো আমাদে
সত্য কবি' একে একে, আমাদে তোমরা
কি প্রকার ভালবাস ?”

অগ্রজা তনয়া
কহিল,—“তোমাবে, পিতা। চিনির সমান
সদা ভালবাসি আমি, কহি সত্য কথা।”
এরূপে ছব কন্যা কহিল রাজারে।
তুমিয়া ভূপতি হৈলা আনন্দিত অতি।
অবশেষে কহে' রাজা সবলারে ডাকি,—
“কহ, বৎসে। ভালবাস তুমি বা কেমন ?”

সবলা কহিল,—“পিতা! কর গো শ্রবণ,
তোমারে লবণ সম ভালবাসি আমি।”
এ কথা শুনিয়া রাজা কষ্ট হৈলা অতি,
বলিলা আরক্তনেত্রে,—“আরে লজ্জাহীনে।
সামান্য লবণ সম আমি তোর পাশে ?”
এতক কহিয়া রাজা সে স্থান হইতে
অবিলম্বে চলি' গেলা। ডাকি' ভ্রাতাগণ
কহিলা গোপনে,—“তনু, আমাদে বচন,

ডুলীতে তুমিরা মোব কনিষ্ঠা স্ত্রী
নিবিড় অরণ্যমাঝে আইস বাথিয়া।”
রাজার আদেশ পেয়ে রাজ ভ্রাতাগণ
সরলারে বজ্রবৃত্ত ডুলীতে তুমিরা
লইয়া চলিল এক নিবিড় জঙ্গলে।
দূব—দূব—বহু দূব করিয়া গমন
অরণ্যে পশিয়া তা'রা নামাইল ডুলী।
তা' দেখি' সবলা কহে সশঙ্কিত চিত্তে,
“রে বাহকগণ। মোরে কোথায় আনিব ?
পথ নাই—লোক নাই—ভবনাদি নাই,
কেবল নিবিড় বন দেখি যে চৌদিকে।”

কহিল জনৈক বৃদ্ধ, —“তনু, বাতুলতা।
জা পিপাসায় মোবা কাতব হইয়া
নামাইছ ডুলী হেথা। না ভাবিও মনে,
এই ঘোব বনে তুমি র'বে একাবিনী।
কণকাল তিষ্ঠ হেথা ডুলীর নিতবে।
দেখি, কোথা সাবাবর। জলপান করি
আবার আসিব হেথা। তখন তোমাদে
লইয়া ঘাইব পুন নগর মাঝাবে।”
সরলা সবল মনে করিল বিশ্বাস।

রাজভ্রাতাগণ গেল সে স্থান ৫৫০৩;
আর না ফিবিলা তা'রা সরলার পাশে।

রাজকন্যা একাকিনী এক বৃক্ষতলে
ডুলীর ভিতরে থাকি' ভাবে ভীত মনে।
যে দিকে ভূত্যোবা গেল, সেই দিকে চাহি'
অপেকা করিয়া বালা রহিল একেলা।
কমে কমে দিন গেল, সন্ধ্যা উপনীত,
তথাপি ভূত্যোবা নাহি আইল ফিবিয়া।
সন্ধ্যার ঘোবল মূর্ছিত দরশন দিবি'

সবলা শিহরি' উঠি' লাগিল কাদিতে।
কৈদে কৈদে বলে বালা,—এখনি আমারে
ব্যায় যদি বস্ত্র পত্ত খাইয়া কেলেবে।
হা! হা, কিবা করি! কোথায় বা বাই!
এ বনে জীবন আশা আর মোর নাই!”

এরূপে সরলা বালা আকুল অন্তরে
ভুলীর ঢাকনী'ঢাকি' কৈদে কৈদে ভাবে।
কমে সন্ধ্যা গাঢ় হ'য়ে হইল রজনী।
কমশ মাথাবস্ত্র জমিল কাননে।
হতাশ অন্তরে কত ভাবিতে ভাবিতে
শূন্যে পড়িল লুটি' ভুলীর ভিতরে।
মুহুর্ত পরেই পুনঃ আগিয়া উঠিল;
দেখিল ভুলীব মধ্যে একখানি খালে
ভোজ্য বস্ত্র কতগুলি আছে থরে থরে,
একটি ঘটির মধ্যে স্থলীতল জল।
বুঝিতে নাবিল বালা এ অদ্ভুত থেলা।
কিছু ভগবান্ তা'রে এই খাণ্ড জল
দিবাছিল পাঠাইয়া ঘুমন্ত সময়।
সেই খাণ্ড জলে বালা ক্ষুধা তৃষা নাশি'
চুড়াইল মনপ্রাণ। ভাবিল অন্তরে,—
“এমন মধুর খাণ্ড এ বিজন বনে
অন্নদাতা হরি বই কেবা দিতে পারে
নিদা! আগরণে ক্রমে পোহ'ল রজনী,
পুস্ত দিকে জাগিলেন দেব দিনমণি।

প্রভাত-আলোক হেবি' সরলা তখন
ভুলী ফেলি' গেল চলি'। ক্রমে ক্রমে বালা
নিবিড় অরণ্যমাঝে করিল প্রবেশ।
সংসা এমন কালে সেই বনমাঝে
হেবিল প্রাসাদ এক অতি মনোহর
সে প্রাসাদ সরলার জনকের নহে,
অন্ত এক ভূপতির অধিকৃত ভাড়া।
প্রাসাদের দ্বারদেশ আবদ্ধ আছিল।
সবলা সে দ্বার খুলি' পশিল ভিতরে;
প্রাসাদের চারি দ্বার খুলি' দরশন
ভাবিল সরলা মনে,—“আহা কি সুন্দর
এই অদাপিকা। আহা, উত্তান, সবসী

কিবা মনোহর! হেন হেরি নাই কতু।”

নানাবিধ দ্রব্য ছিল সে প্রাসাদমাঝে;
সমস্ত দ্রব্যই বহুশূন্য অতি চাক।
কিন্তু কোন দ্রব্য কিবা অন্ত কোন লোক
দেখিবারে না পাইল সরলা সেখার।
প্রাসাদভিত্তরে বালা প্রবেশ কবিতা
প্রত্যেক গৃহের মাঝে করিল গমন।
ক্রমে ক্রমে কৌতুহল বাড়িল তাহার।

অনন্তর এক গৃহে গিয়া নিরখিল
মধ্যাহ্ন-ভোজন-দ্রব্য র'য়েছে সজ্জিত;
কিন্তু খাইবার লোক নাহিলো সেখায়।
অনুশেষে অন্ত এক গৃহের ভিতরে
পশিয়া দেখিল বালা সুবর্ণের খাট;
এজন রাজপুত্র সে খাটে ঘুমায়।
রত্নহার পুত্রের দেহ শালে আচ্ছাদিত।
সরলা সে শালখানি উত্তোলন কবি'
দেখিল, সুন্দর মুখি সে রাজসুতব।
কিন্তু সেই রাজপুত্র নহেক জীবিত।
সমস্ত শরীর তা'র বিচ্ছিন্ন হুটীজালে।

তখন রাজার কত সবারা সুন্দরী
বসিল সে খাটপাশে বিমাদিত মনে।
সাত দিন দিবানিশি উপবাসে থাকি'
তৃষা নিত্যা পরিহরি' লাগিল ভুলিতে
সেই তীক্ষ্ণ হুটীরাশি এক এক কবি'
মৃত রাজকুমারের বর বপু হ'তে।

হেন কালে এক ব্যক্তি আইল সেখায়
একটি বালিকা ল'য়ে আপনার সনে।
কহিল সে আগন্তক ধীরে সরলারে,—
“ওগো! তুমি এ কতবারে ক্রুর কি করিবে?
ইহারে বেঁচিতে আমি করছি বাসনা।”
সরলা কহিল,—“তাকা নাহি মোর পাশে,
কি দিরা কিনিবে আমি তাঁই বালিকারে?
হ'গাছি হীরার বোলা আছে মোর হাতে,
ইহা ল'য়ে বেচ যদি এই কত্যাটরে,
তবে তো কিনিতে পারি।

বালিকা বিক্রোতা
কহিল তখন,—“ভাল, তাহাই হউক ।
নাও বালা, নাও বালা, চলি' যাই আমি ।”
সরলা ছু'পাড়ি রালা দিরা ভা'র করে
সে বালাকে ক্রয় করি' রাবিল নিকটে ।
বালিকা বিক্রোতা পেয়ে হীরকের বালা,
সে স্থান হইতে গুরা করিল প্রধান ।
সরলা ভারিল মনে,—“হরির কপার
সঙ্গিনী পাইলু আমি এ বিজন স্থানে ।”

সারাদিন সারানিশি বসি' একাসনে
রাজার দ্রুহিতা তুলে ভীকু সূচী যত ।
কৌতুকত্মা অস্ত্র কাজে হইল ব্যাপ্ত ।
রাজপুত্রী ক্রমে ক্রমে তৃতীয় সপ্তাহে
রাজপুত্র দেহ হ'তে এক এক করি'
তুলিল সমস্ত সূচী সুকোমল করে ।
অবশিষ্ট রৈল শুধু সেই সূচীগুলি,
যেগুলি আছিল বিদ্ধ যুবীর নয়নে ।

তখন রাজার কন্ডা নিকটে ডাকিয়া
দাস তনয়ারে কহে,—“শুন মোর কথা,
ক্রমশ একুশ দিন স্থান করি নাই ।
স্থানের বোগাড় মোর করহ অচিরে ।
যতক্ষণ স্থান মোর শেষ নাহি হয়,
ততক্ষণ রাজপুত্র পাশে রহ তুমি ।
কিন্তু সাবধান, অঙ্গের নাহি দিও হাত,
না তুলিও সূচীগুলি নয়ন হইতে ।
স্থানপরে নেত্র-সূচী আমিই তুলিব ।”

রাজকন্ডা-মুখে শুনি' এ হেন বচন,
দাসকন্ডা বলে,—“দেবি ! যা' বলিলে তুমি,
অবশ্য পালিব তাহা না তুলিব সূচী ।”
এতক কহিয়া কন্ডা স্থান আরোহণ
করি' দিল মান-গৃহে করিয়া গমন ।

রাজকন্ডা খাটু ছাড়ি' স্থান করিবারে
গমন করিল গুরা । দাসকন্ডা হেথা
বসিয়া রহিল খাটে রাজপুত্র-পাশে ।
কিন্তু সেই দুই কন্ডা অঙ্গীকার ভাঙি
নেত্রবিদ্ধ সূচীগুলি তুলিয়া ফেলিল ।

যেমন চক্ষের সূচী হৈল উত্তোলিত,
অমনি রাজার পুত্র মেলিল নয়ন ।
যেমন মেলিল চক্ষু, অমনি সমুখে
দেখিতে পাইল দাসকন্ডারে নয়নে ।
খট্টা'পরে রাজপুত্র উঠিয়া বসিল,
কহিল প্রফুল্লমুখে দাস তনয়ারে—

“কে মোরে করিল সুস্থ ? কেবা সূচীরাশি
শরীর হইতে মোর করিল বাহির ?”

দাসকন্ডা বলে,—“আমি করিহু বাহির ।

হেন শুনি' রাজপুত্র কৃতজ্ঞ অন্তরে
শত শত ধন্যবাদ অর্পিল তাহারে ।
তা' ছাড়া কহিল,—“শুন, হে হিতকারিণি !
তুমি মোর পরী হ'বে কৈহু অঙ্গীকার ।”

এ দিকে করিয়া স্থান রাজার কুমারী
নব বাসে অঙ্গ ঢাকি' রাজপুত্র-পাশে
পুনর্বার উপনীত হইল অচিরে ।
মনে জাণে। অক্ষিসূচী গুলিবার আশা ।
কিন্তু, হায়, সে আশায় সাধিয়াছে বাদ
মিথ্যাবাদী দাসকন্ডা প্রতিজ্ঞা ভাঙিয়া ।
গৃহের দ্বারে পশি' রাজার কুমারী
দেখিল, রাজার পুত্র দাসকন্ডা সনে
বাক্যালাপ করিতেছে বসিয়া খট্টার ।
এ দৃশ্য দেখিয়া যেন শত বজ্রপাত
হৈল রাজপুত্রী-শিরে ! অনন্ত বিবাদ
ঢাকিল অন্তর তা'র ! শুকাইল মুখ ।
কিন্তু কোন কথা মুখে না ফুটিল তা'র ।
নীরব নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়া'য়ে রহিল ।

পার্শ্বে উপবিষ্টা দাসকন্ডারে তখন
রাজপুত্র কহে—“কহ, কে এই বালিকা ?”
দাসকন্ডা কহে হাসি,—“এ আমার দাসী ।”
অমনি তখন হ'তে রাজার কুমারী
কিন্দরী হইল ! এ কি বিধি বিড়ম্বনা !
আর সেই ক্ষণে সেই দাসের কুমারী
রাজার কুমারে কৈল বিবাহ হরিষে !
এও বিধি বিড়ম্বনা নিশ্চয় নিশ্চয় ।
বিবাহের দিন হ'তে প্রত্যেক দিনেতে

বাজপুত্র মনে মনে লাগিল বলিতে,—

“এমন সন্দরী বালা দাসের কুমারী ?

আমাব পত্নীর চেয়ে এ যে মনোহরা !”

এক দিন বাজপুত্র ভাবিলেন মনে

অন্ত দেশে গাইবেন সমীর সেবনে।

জাপ-রাজকুমারীরে—যেটা পত্নী তাঁ’র—

ভাবিয়া কহিলা,—“আমি বায়ু সেবিবারে

অপব বাজোতে যা’ব। বল, মোবে, প্রিয়ে।

অসিবার কালে আমি তোমার কারণ

কোন বস্তু আনিব হে ? কিবা চাহ তুমি ?

সে কহিল,—“চাহি আমি বহুমূল্য শাড়ী,

চেম দোপা-অলঙ্কার বতন-মণ্ডিত।”

“ভাল ভাল, চাই হ’বে” বলি’ রাজপুত্র

কহিল,—“ডাকহ তুমি দাসীরে তোমাব।

কত তাঁ’রে, কোন দ্রব্যো ভাগে তা’ব আশা ?

তা’বেও তা’ আনি’ দিব,—আনিতে উচিত।”

আসিল নিকটে তবে সত্য-রাজপুত্র।

বাজা কহে,—“হেব, আমি যা’ব অত্র দেশে

সমীপ সেবন তবে। দিবিবার কালে

কিবা সে আনিব আমি তোমার কারণ ?”

বিবাদিনী বাজপুত্রী কহিল তখন, —

মহাবাজ ! যদি তুমি অঙ্গীকার কর

আনিবারে সেই দ্রব্য, বাহা মাগি আমি,

তা’ হ’লে বলিব, নহে বলিতে না চাই।”

বাজা বলে,—“বল তুমি, কোন ভয় নাই,

যা’ তুমি কহিবে, তাহা অবশ্য আনিব।”

বাজকন্যা কহে,—“রাজা ! এনো মোর তরে

ভানু-মণি পেটাবিকা ; অত্র নাহি চাই।”

ভানু-মণি পেটাবিকা কি যে গুণ ধরে,

বাজকন্যা একাকিনী জানিতেন তাহা।

বাজা কিবা দাসকন্যা কিছুই ভাবি

না জানিত, নামো তা’র শুনে নি কখন।

অনন্তর রাজা গেলা সমীপ-সেবনে।

নানা স্থানে ভ্রমিলেন নিজ ইচ্ছামত।

নানা অলঙ্কার শাড়ী করিলেন ক্রয় ;

ভানু মণি পেটাবিকা কিন্ত না মিলিল।

কত স্থানে কত জনে করিলা জিজ্ঞাসা,

কেহই কিছুই তাঁ’র নাহিল বলিতে।

কাজে কাজে মহাবাজ হইলা চিন্তিত

প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘন-ভরে আকুল হইয়া।

মনে মনে বলিলেন,—“কিবা এবে করি,

কি ক’বে সে দাসবালা ! উত্তর সত্তট।”

প্রবাস-নিবাসে গিয়া ভাবিতে ভাবিতে

ক্লান্ত হেতু শয্যাপরি পড়িলা ঘুমা’রে।

ঘুমঘোরে দেখিলেন অদ্বৃত্ত স্বপন।

একটি অরণ্য তিমি হেরিলা স্বপনে।

সে বনে সন্ন্যাসী এক করেন নিবাস।

ঋণ নিব্রিত হ’ন সে সন্ন্যাসী বনে,

ষাটশ বৎসব কাল গোড়াইয়া যাব।

জীবন জাগেন ববে, তখন তাহার

ঈদশ বৎসর কাল গোড়াইয়া যাব।

এইরূপে পালাক্রমে নিদ্রা জাগরণ।

এখন নিদ্রাব পালা। জাগিবাব আব

ষড় দেরি নাই, শুধু চতুর্দশ দিন।

চন্দ্ররশ্মি মহাবাজ বুঝিলেন মনে

সে সন্ন্যাসী ভানু-মণি পেটাবিকা দিবে।

তিনি ছাড়া সাধা নাই অপব কাহাব

দিতে সে অজ্ঞাত বস্তু সংগ্রহ করিয়া।

অনন্তর নিদ্রাভঙ্গে চন্দ্ররশ্মি বাজা

কহিলেন সৈন্ত আব কিঙ্কর নিকবে,—

“তিষ্ঠ সবে এই ঠাই যত ক্ষণ আমি

কিরিয়া না আসি হেথা, না যাইও কোথা।

পুনর্বার ফিরি’ আমি তোমা’ সবাকাবে

ল’য়ে যা’ব নিজ রাজ্যে হরিষ অন্তবে।”

এতেক কহিয়া রাজা অখ আরোহণে

যাত্রা কৈলা দ্রুগী বলি’ নিবিড় কাননে,

যে কানন নিরখিলা অদ্বৃত্ত স্বপনে।

বরাবর গিয়া রাজা পশি’ বনমাঝে

স্বপ্নের প্রত্যক্ষ ফল করিলা দর্শন,

সন্ন্যাসী নিব্রিত আছে গভীর নিদ্রায়।

দেহেব উপরে তাঁ’র, দীর্ঘকাল তবে

নিদ্রাহেতু জন্মিবাছে গুণগ্রন্থরাজি,

ভবে শু'ব আমিরাছে বৃত্তিকাব স্থপ।

চন্দ্রবংশি মহাবাজ বসি' তাঁ'ব পাশে

ক্রমপত চৌক দ্বি বিশেষ যতনে

৩৭ গুণ মাটিরানি কৈলা পরিষ্কার।

নিশ্চয় হটল দেহ পূর্কের সমান।

৩৮দশ দিন পবে জাগিলা সন্ন্যাসী,

দেখিলা নিজে'র অঙ্গ অতি পরিষ্কৃত,

কাদা মাটি বাস গাছ ঘেঁষে কিছু নাই।

অতিশয় আনন্দিত হইয়া তখন

কহিলেন সর্বোধিবা উপবিষ্ট ভূপে,—

“নববৎ! দ্বাদশ বৎসব কাল আমি

পালাক্রমে নিদ্রা ঘাই, পালাক্রমে জাগি।

এক্ষণে দ্বাদশ বর্ষ আছিহু নিদ্রিত,

জাগিবা নিবধি এবে শবীর আমাব

অতিশয় পরিষ্কৃত, নিদ্রা গাইবাব

সময়ে বেকণ থাকে পবিত্রত অতি।

এখন সুদীর্ঘ নিদ্রা হ'তে আমি জাগি,

এখন শবীর মোব পরিষ্কার কবি

৩৭ গুণ কাদা মাটি দেহ চ'তে তুলি'।

কিছু এহ বাব আমি অতি পবিত্রত,

মলামটি অঙ্গ হ'তে না হ'ল তুলিতে।”

মহাবাজ চন্দ্রবংশি ক্রমে সাত দিন

সন্ন্যাসাব সনে সেথা কবিলা নিবাস।

নিষত শুশ্রূষা সেবা কবিয়া যতনে,

নিষত আদেশ তাঁ'ব কবিয়া পালন

চুষিতে লাগিলা তাঁ'রে নিজে মহাবাজ।

বাজাব সেবার বোগী হুট হ'বে অণি

কহিলেন সর্বোধিবা,—“ওহে নববৎসর!

তুমি অতি সজ্জন সুধীর সেবাপর।

ভাল, বাজা! কহ মোকে, কিসের কারণ

এ নিষিড বনে তুমি কৈলে আগমন?

জানি আমি তুমি, রাজা! ধনবান্ অতি,

আমাব গোচরে তব কিসে'ক কামনা?”

কহিলেন চন্দ্রবংশি,—“শুন, যোগিবব।

ভাঙ্গু মণি পেটাবিকা মাগি তব পাশে,

তুমি বই আশা মোব নহিবে পূরণ।”

সদ্যঃ ৩৭৭। যোগী কহিলেন তাঁ'ব

মহাবাজ। তব সম সচ্চবিব চন্দ্র

ভাঙ্গু মণি পেটাবিকা অবশ্য জাগব।

এখানে অপেক্ষা তুমি কব কৈছ কা'ব।

ভাঙ্গু মণি পেটাবিকা জানি'ত চ'বান

অনন্তব যোগিবব কিছু নব গিলা

একটা গজীর কুপে নামিলা অ'চ ৭।

স কুপে'ব তলদেশে উপবিষ্ট ৩৭

একটি সুন্দর স্থান কবিলা দশন।

সেই স্থানে আছে এক চাঁক অট্টালিকা

এক লাগ পবী সেথা কান বসবান।

সে পবী'ব দেহবর্ণ কিছ লাগ ন

সুন্দর গউববর্ণ অঙ্গশোভা ৩৭।

কেন ৩৭ লাগ পবী নামে সে বিখ্যাত

পবিত্রত, অট্টালিকা, মাজ বসন।

লাগবর্ণ তাঁ'ব, তেঁত সে সুন্দরী পাবা

লাগ পবী নামে খ্যাত পবাবু কামাবে।

যোগীবে হেবিয়া পবী তেঁত ৩৭বিষত,

কহিল,—“কি হেতু, প্রহু! আমিমে পাবান

যোগী কহে,—“বৎসে। জানি তোমাব সেবা

শান্ত মণি পেটাবিকা মাগি'ত অতঃপর।

পবী বলে,—“আপা আজ্ঞা, যোগী ব'ব ৩৭।

বাসনা তোমাব আমি কবিল পূরণ।

এতক কহিয়া পবী জানি' দি'ত তাঁ'ব

ভাঙ্গু মণি পেটাবিকা কবিল অমর।

পেটাবিকা-মা'কে সাঙ্গে সাতটি পুত্ৰ

সাতটিই ছোট ছোট, দেখিতে স্তম্ভ

তা' ডাডা একটি ছোট বাঁশ আছে তাঁ'ব।

সন্ন্যাসী'ব মুখে পরা শুনেছিগ সব।

তেঁত সে কহিল,—“প্রহু! যোগী পাবান

যে নানী চেয়েছে এই অদ্ভুতপেটাবা,

সে বহু অপব কেহ নাবিবে খলিত

এই পেটাবীর তালা কত কোন মতে

বাহ্যাবে বলিয়া দিত, কেন সে পাবা

নিজনে একাকী বেতে এ পেটাবী ৩৭।

এতক ব'লিয়া পবী ব'সন অমর

সন্ন্যাসীবে, যা' যা' ছিল পেটারীর মাঝে।

ধন্যবাদ কবি' যোগী পরীরে তখন

ভাঙ্গ মণি পেটারিকা কবিতা এইবে,

অনন্ত পাপে করিলা গমন।

বোম্বের হেরিয়া রাজা করিলা প্রণাম।

ভাঙ্গ মণি পেটারিকা দিলা যোগী ভূপে।

বাসনা বস্ত্র পেয়ে কুট্ট হৈলা রাজা,

কোট কোটি ধন্যবাদী কহিলেন তাঁ'রে।

পবে যোগী কহিলেন,—“তুমি, মহারাজ!

যা'বে ভূমি দিবে এই বিচিত্র পেটারী,

সে বস্তু অপবে ইহা খুলিতে নারিবে।”

এই মাত্র বলি' যোগী হইলা নীবব,

না বলিলা পেটারীর অস্ত্র কোন কথা।

অনন্তর চন্দ্রবস্ত্র পেটারিকা ল'য়ে

সেখা চুতাপণ পাশে করিলা প্রস্থান।

তা'সবার সঙ্গে নিয়া আপনার পুরে

ংবাসিত চিতে ভরা কবিলা গমন।

গথাকালে নিজ পুবে কবিলা প্রবেশ।

ডাকিলা পরীরে—জাল-রাজপুত্রী যেই—

দিলা তা'বে বেশ ভূষা, যা' তা'র প্রার্থিত।

তা'ব পব ডাকিলেন দাসীবে নিকটে—

পেত্র ত বাজাব পুত্রী সবলা সুন্দরী—

দিলা তাঁ'রে রাজা ভান্স-মণি পেটারিকা।

বাসনার বস্ত্র পেয়ে প্রফুল্ল অন্তরে

পণিপাত কৈলা ভূপে সবলা সরলা।

অনন্তর ভান্স মণি পেটারিকা ল'বে

সেখা হ'তে গেলা চলি' আপনার গৃহে।

বাজাব সম্মুখে কিবা ক্রীড়া-বালা-পাশে

না খুলিলা পেটারিকা রাজার কুমারী।

পেটারী-বহন আছিল তাঁহাব,

তাই তিনি না খুলিলা অকুত পেটারী।

অনন্তর সুগভীর বজ্রনী সময়ে

একেলা সবলা সেই পেটারিকা নিয়া

প্রবেশিলা বনমাঝে নির্ভীক অন্তরে।

পুণিবা পেটারী সেখা বাজাব কুমারী,

যেহা ... তাহাব ভিতবে,

সেই বাণী কবে ধরি' মধর অধবে

আরোপিয়া বালাইলা ধীরে সুমধুরে।

ধেমন বাজিল বাণী, অমনি তখন

পেটারীর মধ্য হ'তে হইল বাহির

সপ্ত সূত্র পুস্তলিকা মনোহর বেশে।

পেটারীর মধ্যে ছিল গাঁলিচা, কেদারা

ভাঙ্গুর যোগাড়বস্ত্র। সপ্ত পুস্তলিকা

সে সব বাহির কবি', অকুত কৌশলে

সাজাইল বধ্যাঘ বৃহত আকারে।

জা'র পর তা'রা যবে রাজকুমারীবে

জান করাইয়া, অঙ্গে বেশ পরাইল,

মানাবিধ অলঙ্কার করিল অর্পণ,

কেশগুচ্ছ বাধি' তাহে ফুলগুচ্ছ দিল।

সরলা সুন্দরী হ'ল আরো গো সুন্দরী।

কিন্তু কি ভাবিয়া বালা, এত যতনেও

আনন্দিত না হইয়া, বরঞ্চ বিষাদে

লাগিল কাঁদিতে, চক্ষু লাগিল মুছিতে।

অনন্তর পুস্তলীরা ভাঙ্গুর সম্মুখে

আনিয়া রাখিল এক সুচারু কেদারা।

সেই কেদারার পরে রাজকুমারী'ব

বসাইল তা'বা অতি যতন করিয়া।

এক পুস্তলিকা ল'য়ে একটি বাঁশরী

সুমধুর ববে কিবা বাজা'তে লাগিল।

বাকি পুস্তলিকাগণ আনন্দিত মনে

সবলাব সম্মুখেতে লাগিল নাচিতে,

গাহিতে লাগিল কত সুধাতবা গান।

এততেও কিন্তু, হায়, তথাপি সরলা

আকুলি বিকুলি করি' লাগিল কাঁদিতে

অবশেষে যামিনীর চতুর্থে প্রাইবে

সরলারে কহিলেক এক পুস্তলিকা,—

“রাজকুমারী! কেন তুরি কবি'ছ বোদন

সরলা কহিল,—“তুমি, ভ্রমো পুস্তলিকে

চন্দ্রবস্ত্র ভূপতিয় শরীর হইতে

একে একে সূচীগুলি তুলিয়ায় আমি,

কেবল চক্ষের সূচী কয়টি তুলিতে

বাকি ছিল মোব। কিন্তু জান কবিবা

দারিদ্ৰ্য্য হবে আমি, সেই অবকাশে
আমাব কিছরী তাহা তুলিয়া ফেলিল।
সেই কিছরীতে আমি স্বীয়-বালা দিয়া
কিনিয়াছিলাম এক মোকদ্দম নিকটে।
সে কিছরী মিথ্যা-ভাবে বলছে বাজাবে,—
সেই তুলিয়াছে তা'র দেহ নয়নের
শ্রীবাশি, পাশে বসি' বিশেষ বতনে,
জীবন দিয়াছে তা'রে এই সে উপায়ে।
তা' ছাড়া সে বলিয়াছে, আমি তা'র দাসী।
একপে সে বিপরীতে মিথ্যা কথা কহি'
অগোবে ডুবাবে দেছে বিবাহ-সাগরে।
মহারাজ চন্দ্রবংশি বুঝিতে না পারি'
হিতৈষিণী ভাবি' তা'রে করিলা বিবাহ।
সাগরদোবে দাসী হৈছে আমি অজাগিনী।”

রাজকন্তা সরসার হেন বাণী শুনি'
বলিল সে পুত্ৰলিকা,—“ওগো রাজবালা!
কৈদ না—কৈদ না তুমি। তব শুভভবে
সমস্তই ক্রমে ক্রমে হ'বে সম্বটিত।”

ক্রমে উষা-সমাগম হইল তখন।
সবলা ভরিতে ধরি' অথল সে বাণী
যেমন চাড়িল শব্দ, অননি তখন
গালিচা, কেদারা, তাম্বু, সপ্ত পুত্ৰলিকা
কীণাকাবে প্রবেশিল পেটারী-ভিতরে।
সবলা সে ক্ষুদ্র বাণী রাখি' তা'র মাঝে
আবদ্ধ করিয়া ডালা, আঁটল পেটারী।
তা'র পর গেল চলি' রাজ্যাব প্রাসাদে।

অনন্তর পুনরায় বজ্রনী সময়ে
সে বনে বাইয়া খুলি' সেই পেটারিকা
সেইরূপ অঙ্কিত খেলা লাগিল খেলিতে।
এক জন কাঠুরিয়া এ হেন সময়
বাটীতে আসিতেছিল কাঠ কাটি' বনে।
অব্যপ্যে অস্থখহেতু ঘুমাইয়াছিল,
ঠেই তা'র ঘেরি আজ ফিরিতে ভবনে।
দূর হ'তে বনমাঝে ঘেরি' এ ঘটনা
বিস্মিত হইল অতি দীন কাঠুরিয়া।
সে অঙ্কিত ঘটনাটি বিশেষ কবিয়া

দেখাবাবে যৌতুহল লাগিল ওয়ালা।
এই হেতু কিছু দূরে এক বৃক্ষপাল
ধীবে ধীবে আরোহণ কৈল কাঠুরিয়া।
বিগত নিশায় যা' যা' ঘ'টেছিল ব'ন,
আজ্ঞেবো নিশায় ঠিক হইল সেকণ।
বিশ্বাসে আশ্রয় হৈবি' কাঠুরে তখন
মনে মনে কত কি যে লাগিল জাগরণ।

অনন্তর রাজপুত্রী সরলা স্বামী
পেটারিকা আঁটি' ভোবে ফাঁকিয়া চলিল।
কাঠুরেও অল্প পথে আপন ভবনে
প্রস্থান করিল নানা চিন্তা করি' মন।

অনন্তর প্রাতঃকালে সেই কাঠুরিয়া
চন্দ্রবংশি ভূপালের নিকটে আসিল,
নিশায় অঙ্কিত কাণ্ড কবিল লেখাণ।
মহারাজ শুনি' তাহা হইলা বিস্মিত।
বলিলা তখন রাজা,—“ওরে কাঠুরিয়া!
গদি তুই সে ঘটনা পাবিন দেখা'র,
তবে তোরে দিব আমি নানা প্রদান।”
কাঠুরে বলিল,—“রাজা! অপ্রাপ্ত দেখা'ব,
কৃপা করি' যাও যদি আমাব সহিত
আজ্ঞেব নিশায় সেই নিবিড় কাননে
সম্মত হইলা রাজা তাগাব বচনে।

অনন্তর নিশাকালে সবলা স্তম্ভা
তাম্বু-মণি পেটারিকা ধরি' চারু বনে
সেই বনে একাকিনী কবিল গমন।
পূর্নসম আরম্ভিল অঙ্কিত ঘটনা।
এ দিকে ভূপতি আব কাঠুরিয়া দৌড়ে
গোপনে একটি বৃক্ষে আশ্রয়ণ করি'
সরলাব সে অঙ্কিত সমস্ত ঘটনা
দেখিতে লাগিল। রাজা বিশ্বাসে মগন।
পুত্ৰলিকা পত্নী মনে বখন সরলা
কহিতে লাগিল কথা কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
তখন রাজার মনে উপজিল ব্যথা
লজ্জিত হইলা তিনি আত্মনিন্দা করি'।
বুঝিতে পাবিলা রাজা,—“সবলা স্তম্ভা
বদানত বাস্তবস্থা মম চিত্তে তথিগ।

আমি সেই পত্নী মোব অন্তঃকরণে
সরলাব কী ওদাসী, রাজকন্যা নহে।
প্রেমকলা করি' সেই অধমা রমণী
দুপায়ে আমাবে, মোর হইয়াছে রাণী।
[৩ চৌক 'তা'রে আমি পরিচয় কবি'
বাজকন্যা সবলাবে বিবাহ কবিব।"
মনে মনে তেনরূপ কন্যা বিচার
বাঁচিবক বনে বাঁধা,—“চল, কাঁঠবিয়া।
স্বান হই'ত এবে কবি রে প্রহান,
পাঠ গিয়া দিব তোরে নানা পুরান।
বাঁধা আব কাঁঠবিয়া চলি' গেল দৌড়ে,
বলি'ত এ ভাবে তোরে ফিরিল ভবনে।

অনন্তর পাণ্ডকালে চন্দ্রবংশি বায়
নিজে সরলাব পাশে কন্যা গমন
কহিলেন সপোবিয়া,—“হে রাজকুমারি।
বাঁধা না পাবি' আমি মোহেব চলনে,
আহা, কত নিদারুণ যন্ত্রণা তোমায়ে
দিয়াছি হে। এবে মোবে ক্ষমা কব তুমি।
সার্থী ওই ন চন্দ্র দেব দিবাকর,
হুগিই হইবে মোব সহধর্মিণী।”
সারাব বদনে শুনি' আশ্বাসের কথা
অথবা অনিন্দ, চক্ষু সবমেল ভাব
হইল সে সরলাব। পুবিল বাসল।

অনন্তর চন্দ্রবংশি সরলাব মুখে
অপ্ৰাণাধ পবিত্র লইয়া তাহান,
অ।শ্বীনগবে দিলা দূত পাঠাইয়া
সরলাব পিতামাতা দৌহাব সমীপে
কবে দিয়া শুভপবিত্রের পত্রিকা।
অবশীনগবে দূত কবিয়া গমন
মহানন্দবিক্রম ভূগে প্রণিপাত কবি'
উত্তরবিণয় পত্র করিল অর্পণ।
পদ পাদ' মগধাভ্র তুই হৈলা অতি
সরলাব জননীও হৈলা পুলকিত।
অনন্তর মহীপাল মহেন্দ্রবিক্রম
পত্নী, চন্দ্র কন্যা আব দাসদাসীগণ
সকল কবি' হুগিলেন সরলাব পাশে।

বহুব্যাগ'য়ে চলে ভূতা শত শত।
যথাকালে পহুছিয়া মহেন্দ্রবিক্রম
চন্দ্রবংশি ভূগ-করে সরলা কন্যাবে
শাস্ত্রমতে করিলেন সুখে-সন্তান।
বাহুপবে গড়ি' গেল আনন্দের নোঙ।
পিতা মাতা ভগ্নীগণে বহু দিন পবে
দেখিতে পাইয়া চক্ষে সরলা স্নানবী
কি যে আনন্দিত হ'ল, কে পারে বর্ণিত।

অনন্তর পরদিনে আপনি সরলা
বিবিধ বায়ন অন্ন করিয়া রন্ধন
পিতারে খাইতে দিল। কিন্তু বায়ন-
লবণের পরিবর্তে ছিল চিনি চ'লি'।
ভোজন বসিয়া তবে মহেন্দ্রবিক্রম
একটি একটি কবি' পঙ্কশ বায়ন
প্রাণিলা বদনে দিতে। কিন্তু কিছুতেই
ভৃগু না লাভিলা মনে; অধর-অনল
মা নিভিল। তাহা দেখি সরলা সরলা
লবণমিশ্রিত নানা বায়ন আনিলা
সে বায়ন অন্ন-সনে তক্ষণ করিয়া
ভৃগু হৈলা তবে রাজা মহেন্দ্রবিক্রম।

সরলা তখন বৃতি' চাকু ভুজ দুটি
কহিল পিতাবে,—“পিতা! অগ্রেব বায়ন
কেন না রুচিল তব ক্ষুধার্তে সময়?
কিহ, পিতা! শেষের বায়নে কেন ভুমি
ভৃগু হৈলে—ভৃগু হৈলে, কত তা' আমাবে।

মহেন্দ্রবিক্রম বলে,—“পূর্বেব বায়ন
দিনিতে মিশ্রিত, তেই ভল না লাগিল।
যেবের বায়ন কিছু লবণ-মিশ্রিত,
এই সে কারণে অতি স্বকিষ্ট হ'য়েছে।”

সরলা তখন বলে,—“পিতা শো আমাব
তেই সে বলিয়াছিহু, তোমায়ে লবণ-
সমান মতত অতি ভাববাসি আমি।
কিহ ভুমি লবণেবে ভুজ বস্ত ভাবি'
বিসর্জন দিলে মোবে নিবিড় কাননে।
শুন, পিতা! গুন বলি, আমি চিবকাল
এব সমান ভাববাসিবে তোমায়ে।”

কনিষ্ঠা কল্যাব বাকা করিয়া শ্রবণ
লাজত হইলা বাজা মহেশ্ববিক্রম ।
কহিলেন,—“মা আমাব । ভুলে যা সে কথা
বিস্মিতে পারি নি, তেঁই করেছি অন্তর ।
ওঁ মোর সর্কাপেকা ভক্তিময়ী সুতা
বিস্মিতে পাবিছ আজ । স্বামীর সহিত
১০৭কাল সুখে থাক দীর্ঘজীবী হ'য়ে,

এই আশা যদি কবি অকপট হ'ত ।
অনন্তর কল্যা আবে জামাতায়ে বাঁধ
মহাকবি কয় বাজা নিজ জন সনে
কিরি' গেলা নিজ পুরী স্ববদীনাগ'ব ।
চন্দ্রবদন মহাবাজ সবলা বালাগ'ব
পাটবাগী করিলেন । সেই কী ওলাগ'ব
যেই কী ওলাগ'ব পুন সেই কী ওলাগ'ব

সম্পূর্ণ



সাময়িক কবিতা।

আবার ছাঙ্কিশে।

বাঙ্গালী ইংরেজী মাসে প'ড়েছে তফাত।
ছাঙ্কিশে তাকিষে কিন্তু সম স্তব্রপাত ॥
আবার ঢাকিণ ঢাকা অনন্ত রাঙ্কিশে।
তাং আমি বলিতেছি 'আবার ছাঙ্কিশে' ॥
ক'ক্ষেণ যোগ, ভাই! আব কিছু নয়।
ছাঙ্কিশে ছাঙ্কিশে যোগ, তূর্ণডের ভষ ॥
সে ছাঙ্কিশে এ ঢাকার যে দশা ঘটল।
এ ছাঙ্কিশে সেই দশা ফুটয়া উঠিল ॥
সে ছাঙ্কিশে দেহ গেছে, এ ছাঙ্কিশে প্রাণ।
ঢাকা বড় মকিল বে! তূর্ণডেব টান!!!
তূর্ণড হে, এই কি কিচাঁর,
মরাবে মারিলে পুনরীবা? ॥
সে ছাঙ্কিশে নিবাকারে, শু'ড়াইলে ঢাকাটারে,
উড়াইলে ঢাকাটারে সাকাবে এ বাক।
পাকিতে লীলাব মন্ড নাবিলু তোমাব ॥
কি যে হে তোমাব মন্ড, কি যে হে তোমাব কন্ড,
কি যে হে তোমাব মন্ড, বুঝে সাধ্য কা'র? ॥
তোমাব ধাবেব কাছে হারে কুব-ধাব ॥
সাবাস তোমা! ভেদ, মনে মুখে তব ভেদ,
হিন্দ মনধমানে ভেদ ঘটালে ঢাকার।
পিপিলে মনেব মিল চাতুর্বি-ঢাকার ॥
একে যোব দলাদলি ঢাকারে দলি'ছে।
নিবস্তব অগ্নিআলা অন্তরে জ্বলি'ছে ॥
যথাহি দিলে তা'র, দ্বিগুণ অলিয়া যার,
কি গুণ কবিলে তুমি, ওহে গুণমণি।
আগুনে পড়া'য়ে দিলে মিলন বন্ধনী।

বিকৃতির প্রিয় ভূমি, অপ্রিয় স্মৃতি।
'DACCA' = ধাকা, নামে ঢাকা তোমাব স্মৃতি ॥
তাই কি হে ধাকা দিলে, ঢাকার জঙ্গিলে হিয়ে,
অন্তরে বাহিরে এর করিলে দুর্গতি।
তুলসীর পত্ররূপে তুমি হে বিছুতি ॥
দফা দফা ঋণ কোরে, তোমাব সেবাব তপে,
দফা বফা হ'য়ে গেল এ বার ঢাকাব।
দফা ঋণে কীপা হ'ল ঢাকার ভাণ্ডাব ॥
আহ না, আর না, প্রভু! দোহাই দোহাই।
যেথা হ'তে এলে তুমি, যাও সেই ঠাই ॥
আমিও আবার ফিবি, ঢাকা হ'তে ধীবি ধাবি,
যদ্যপি ঢাকার আমি আসি হে আবার।
দেখিতো না পাই যেন ব্যাপার তোমাব ॥
ঢাকেখবী জননীবে, পূজা দিব নত শিবে,
যে দিন যাইবে তুমি সাগরের পক্ষ ॥
তূর্ণড হে তূর্ণ কেনো, দোহাই তোমাব ॥
ঢাকা।
২৩এ নবেম্বর, ১৮৮৮।

বাঘের মুখে মেঘ।

"স্বপ্ন চেখে সোয়াস্তি ভাল" বক্ত পাকা কথা।
এই কথা সে বুঝে ভাল, যা'র ভেগেছে ব্যথা ॥
লোক দেখানো রজু মাধানো ধবজার কি অবহবে?
তেলের আলো জ্বললে কি আব মনের আঁধার যা'বে
ভিতব ভাঙ্গা বাইবে বাঙ্গা জাঁকজমকে আব।
মন মজে না, বাইবে মোজে নাইকো মজাব সাব।

সবাই মিলে বাশি বাশি ঢাঙছে টাকার কাড়ি ।
 বাত পোহা'লে ফাঁকা হ'বে, পড়'বে যোড়া দাঁড়ি ॥
 গোটা করেক মোটা-পেটা সাগর-পেরো লোকে ।
 ঘুরিয়ে মেলে কিলে কিলে লাগিয়ে হুঁলি চোকে ॥
 তা'দের কুহক-কলের চাকার প্রাণটা শিশে গেলো ।
 গরীব ধনী ঘোর ষাটনার ছটকটিয়ে মোলো ॥
 জোর ক'রে হার, টাঙা নিয়ে সাধু'ছে মনেব সাধ ।
 মিটি কথায় তুটু কোরে ঝাঙছে ঝালির ঝাঙ ॥
 যা' গুসী তা'ই কোছে তা'রা কর্তা কোরে খাড়া ।
 পোশ মান ধন সব যে পেলো, এম্মি কপাল পোড়া ॥
 গুড়ের মাঝে আগুন জ্বলে মন মিলু'তে চায় ।
 ভুলিয়ে পায়ে হাত বুলিয়ে শিকলি বাঁধে পায় ॥
 চুচটি গোয়ে ঢুকে, বেরোয় ফাল্গু হোষে শেবে ।
 কা'বা এবা কোয়ে সারা মুখোঙ্গরা বেশে ? ॥
 আঁব সহে না আর সহে না, দোহাই ভগবান্ ।
 বাঘের মুখে আঁব দিও না ক্ষুদ্র মেঘের প্রাণ ॥

ঢাকা ।

১৯এ নবেম্বর, ১৮৮৮ ।

৩

বড় স্মৃথে রেখে গেলেন ।

বড় স্মৃথে রেখে গেলেন, মনে গাঁথা ব'বে ।
 কি জাগ্রত, কি স্বপনে,
 জেগে তুমি ব'বে মনে,
 জগমালা সম জিহ্বা তব নাম ল'বে ॥
 ব্যঞ্জন খা'বার কা'লে,
 মুনশু জ্বলে জ্বলে,
 মালুনির স্বাদে, প্রভু ! তুমি দেখা দিবে ।
 পেট্রোলিয়ম কবে,
 আলো না জলিবে ঘরে ;
 আঁধারে ভাবতবানী তোমা'রে ভজিবে ॥
 ইনকম টাক্সের স্মৃথে,
 তোমা'বে তুমি'দা বুকে,

নাচিবে ভাবতবানী দিবস ব'বে ।
 ভাল স্মৃথে রেখে গেলেন, গুণে গুণমান ।
 চিন্তিতে দিকিম শৈলেন,
 বড়ই বাহবা শৈলেন,
 কৃষ্ণ শৈলে কৈলে ভাল বীবর ঘোমটা ।
 জেগে যিবে যোগে
 বাঁধিলে ভাবতে গুণে,
 বাজারে রাজার পূজা ! কে বলে রাজানী ?
 বেওয়ার বাজার বাণী,
 হইয়ে আকুল প্রাণে,

ভূমিতে তোমাব বাণী এম্মো শ্রুতমণি ।
 সাধনা কা'বে তুমি, এই মালা মন ।
 কিঙ্ক তুমি শ্রুতমণি,
 রাণীবে না দেখা দিলে,
 দজ তব লীলা খেলা, প্রহে লীলাখ্য ।
 জগত্ ভাবনা তব উঠিয়াছে জর ॥
 পুর বন্দরের কথা

চিবকাস র'বে গাঁথা,
 তোমাব শাসন গাঁথা—বহুজেন ধনি ।
 বড় স্মৃথে রেখে গেলেন, গুণে গুণমান ।

কি করিতে এসেছিবে,
 কি করিয়ে ফিবে মেসো,
 আঁধার নাশিতে এসে বাড়া'নে আঁধার ।
 ভাঙ্গারে বুড়িতে এসে কৈলো চুবমাণ ! ॥
 আমাদের ভাগ্যলেশা,
 তাই তব সঙ্গে দেখা,
 তোমার দয়ার রেখা কল্প না মুচিবে ।
 যাবৎ তপন শশা, তাবৎ বাঁধবে ।
 যত দিন র'বে প্রাণ,
 গাতিব তোমাব গান,
 ভূপিব তোমার রূপ দিবস বজনা ।
 বড় স্মৃথে রেখে গেলেন, গুণে গুণমান ।
 ঢাকা ।

২৮এ নবেম্বর, ১৮৮৮ ।

বঙ্গভূষণ।

(বঙ্গদেশোদ্ভূত বৃত্ত মহাকাব্যগণের সংক্ষিপ্ত তালিকা)

চতুর্দশপদী কবিতানুসারে রচিত)

"——— I will tell you now
What never yet was heard in tale or song,
From old or modern bard, in hall or bower."

MILTON

"——— it pursues
Things unattempted yet in rhyme."

MILTON.

পণ্ডিতবর বিশ্বনাথ কবিরাজ অলঙ্কার-
বাগীশ । †

স্বর্ণকার মনোহর গঠিরা ভূষণ
(শিল্পতাব পরিচয়) শরীর সাক্ষার
যেমতি, নিরবধি তাহা জুড়ার নয়ন,
হর্ষে স্বর্ণকার-গুণ সকলেই গায় ;
তেমতি, গো বিশ্বনাথ ! এ বিশ্ব-সাক্ষারে
সংস্কৃত সাহিত্যের চাক অলঙ্কার—
অতুলিত—গঠি তুমি পূজ্য সবাঙ্কার,
বৃদ্ধকুল নিরবধি ঘুমিছে তোমারে ।
ধন্ত তুমি, ধন্ত তব বুদ্ধি জাতুলন ।
মূল্যহীন অলঙ্কার গোড়াকুল-করে
অরপিলে, মহাকাব্য, সুখ্যাতি-জাজন
নরকুল মাঝে তুমি ! অধীননিকরে

ভূষণা হেম-ভূষা করি' বিতরণ,
অক্ষয় অংশ সহ সমুখে বিহরে ।

কবির ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ।

ইনীল রসনে বধা পূর্ণ লম্বন
স্বর্ণমাখা কর দানে ধরাবে হাসার,
তেমতি, ভারতচন্দ্র ! ভারত ভিতর,
বিশেষতঃ আমাদের এই বাঙ্গালায়
পূর্ণিমার চন্দ্র-সম কাব্য-কর সনে
সুখা বরষিলে বড় বঙ্গ-জনগণে ।
বঙ্গ-কবি-চড়া তুমি বৃদ্ধের করয়ে,
সর-নীল-সুশোভিত পদ্মিনী বৃতন,
কিবা দীপ-লিখা সব কাঁচার আলয়ে
রাখি' সেলে, কবি, কাব্য-কাঁচি অরতন !

* এই পুস্তকখানি ১২৭৯ সালের চৈত্র মাসে লক্ষৌ নগরে লিখিত হইয়াছিল।

† ইনি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত "সাহিত্য-সংগ্ৰহ" গ্রন্থের অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রণেতা।

‡ ইনি বর্তমান প্রদেশের অন্তর্গত কুষ্টিয়া জেলার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকা-
ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পুত্র। ইনি পারসিক, সংস্কৃত, উর্দু এবং বাঙ্গালা ভাষা বিলম্ব
জানিতেন। ইনি অরদামঙ্গল, বিজ্ঞানকর, চোর পঞ্চাশৎ, রসমঙ্গরী প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন
ইহার কবিতা কাব্যপ্রিয়গণের উৎকৃষ্ট উপাধের সামগ্রী। বাঙ্গা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভায় ইনি রাজক
ছিলেন এবং তিনি ইহাকে "গুণাকর" উপাধি প্রদান করেন। জ, ব, শং ১৬৩৪। হু, ব, শং, ১৬৮২

শুভকণ্ঠে লেখনীরে ধরেছিলে কবে,
যে লেখনী সুধা-ধাবে মানব সকলে
ভিজাইল চিব তবে, যথা হিম জলে
প্রকৃতি ভিজায় সদা তক পাবকবে ।

ভিষখর মাধব কর । ❀

আয়ুর্ষেদ হ'তে বাড়ি' বচিলে 'নিদান',
সংক্ষেপে শিখা'তে যত বঙ্গ-কবিবাজে
আময়-লক্ষণচয়, তোমার সমান
অপূর্ণ হিতাশী এই বঙ্গ-হৃদি মাঝে
নাহি মিলে তপাসিলে, বৈথ কুণ ধন ।
আব কি পাইব গুণী তোমাব মতন ?
পোতাবোহী দবিদেব তিকা উপাঞ্জিত
বতন পড়িলে যথা তটিনী-সলিলে,
কোথায় তলিয়া যায়, আব কি তা' মিলে ?
হাহাকার কাদে দীন ব্যাকুলিত চিত,
তেমতি কালেব গর্ভে তোমা হেন ধনে
হাবা'য়ে বাঙ্গালা কাদে শোক দিবা বাতি,
আব কি তোমাৰে বঙ্গ হুহবিবে নয়নে ?
সে আশে দিবাছে কাটা শমন অবাতি ।

ডাক্তার মধুসূদন গুপ্ত । †

কি দিয়া তোমাব ক্ষণ, হে মধুসূদন,
গুণিবে এ বঙ্গবাসী 'যে হিত কবিলে

২ বাত চিকিৎসা শিখি', এ বঙ্গ-ধন
বাঙ্গালী করিত ঘৃণা এ নাম গুলিলে ।
কিন্তু তুমি সে ঘৃণারে ঘৃণা করি গুন,
সাহসে কবিয়া ভব অঙ্গ করি' কবে
ঢেদিলে শব্দেব দেহ, সুবিতা দগুণ
তোমাৰে ই বাজ জাতি প্রদান অমৃতবে ।
এই যে এখন দেখি অসংখ্য ডাক্তার,
'১' সর্বাং তুমি আদি, তুমিই দেখা'লে
ধন্য লাভেব পথ, তুমিই শিখা'লে
পাণ দান-বিজ্ঞা করি' বঙ্গ উপকার ।
শুক্র তাবা দীপ্ত যথা তাবাদল মাঝে,
তমতি তুমিও খাত ডাক্তার সমাজে ।

কবির ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত । ‡

কবিবাজ কুস ফুল, গুহ কবিরব ।
চাস্ত বস কবিতায় তোমাব সোসব
নাহি দেখি আব কা'রে, তোমাব মতন
কবিতা মবল দানে তুমিবে কে আব
পিপাসিত বাঙ্গালারে ? ভিজা'বে গুণ
দ্বি অর্থ কবিতা বাপি কে কবি' আসাব ?
গুপ্ত হ'য়ে, গুপ্ত । তুমি আছো গুপ্ত নও,
জ্ঞেব প্রভাবে ব্যাপ্ত আছ দেশময়,
কবিতা স্রবতি দানে অদৃশ্যেত বও,
ফুলবাস ছডাচমা বায় যথা বয় ।

* ইনি জেলা বীবহূমের অন্তর্গত ময়ূরেশ্বর গ্রামে বাস কবিতেন । ইহার পিতার নাম ইন্দ্র কর ।
গবন কর্তৃক বঙ্গদেশ অধিকৃত হইবার পূর্বে ইনি জীবিত ছিলেন । ইনি আয়ুর্ষেদ গ্রন্থ হইতে নিদান,
দত্তকচন্দ্রিকা, বসকৌমুদী, বসদীপিকা প্রভৃতি কএকখানি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থ বচনা করেন । নিদান
সর্কাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ।

† সর্বপ্রথমে ইনিই ইংবাজি চিকিৎসা শিক্ষা করেন । তৎপূর্বে বাঙ্গালী মাঝেই উক্ত চিকিৎসাকে
ঘৃণা করিত । ইংবাজ ডাক্তারেরা ইহাকে প্রথমে ডাক্তাব হইতে দেখিয়া ইংবাজি বাঙাদি ঘারা ইহার
সন্মান রক্ষা করিয়াছিলেন । মেডিক্যাল কলেজেব ভিত্তিতে ইহার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে ।

‡ ইনি কাঁচড়াপাড়া (কাঞ্চনপল্লী) গ্রামে হরিনারায়ণ গুপ্তেব ঔবসে জন্মগ্রহণ করেন । ইনি
প্রবোধপ্রভাকর, হিত প্রভাকর, বোধেন্দুবিকাশ নাটক দুই খণ্ড, কবির ভারতচন্দ্র বায়েব জীবনচরিত,
কবিওয়ারাদিগের জীবনী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি কবিতা রচনা করেন । সংবাদপ্রভাকর ইহা ঘারাই
প্রথমে প্রকাশিত হয় । জ, ব, বং ১২১৬ । ম, ব, বং ১২৩৫, ১০ই মাঘ ।

প্রভাকরে দীপ্তরেব নৈপুণ্য যেমন
বিরাজিছে উজ্জলিয়া ভূতল, আকাশ ;
হে দীপ্তব । তব প্রভাকরেও তেমন
তোমা'ব চাতুরী প্রভা হ'য়েছে প্রকাশ ।

বাবু রামগোপাল ঘোষ ।*

বাঙ্গালা বঁতনগর্ভা, যে গর্ভে তোমা'ব
শুভজন্ম, তোমা হেন তনয় পাইয়া
বঙ্গভূমি বড় সুখী—আনন্দ অপাব
ল'ভেছিল । সুবিশাল গগন ছাইয়া
উঠেছিল ধনুবাদ-ধ্বনি চারি পাশে,
সঙ্গীত শ্রবণী যথা বায়ুযোগে ভাসে ।
অসীম সাহস সনে দেশ-হিত-হেতু
বক্তৃতা সমব খোঁব করিলে নির্ভয়ে,
তাই ত উড়িল তব সুশেষ বক্তৃতা
ধনু ধনু ববে এই বাঙ্গালা-নিলয়ে !
প্রকৃত বাঙ্গালী তুমি প্রকৃত হিতাশী,
প্রকৃতি-প্রদত্ত তব প্রকৃত সাহস ।
জ্ঞাত ছিলে স্বদেশেব যত দুঃখবাশি,
সদাই বহিতে তাই হইয়া বিবস ।

পণ্ডিতবর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ।†

শাস্ত্র জলধি'ব জলে নির্ভীক মানসে *
দ্রুতিয়া লভিলে তা'ব সুগভীর তলে

জ্ঞান-মুক্তা-পরিকব মানসিক বলে,
তাই ত বিশদ বাগে এ বঙ্গ-সবসে
ভাসিল তোমা'ব, বুধ, সুশষ-কমল
অমল, কোমল, পবিপূর্ণ পরিমল ।
পণ্ডিত যেমন তুমি তেমতি আবাব
শ্রুতিধব ছিলে, তাহা বঙ্গে কে না জানে ?
যদি না বঙ্গের হ'বে কপাল অসাব
তবে কি বিবহে-তব বাঁচে পোড়া প্রাণে ?
অক যথা খব করে বলসে সকলে,
তকপঞ্চানন । তুমি তর্কে গো তেমতি
সতর্ক হইয়া হত প্রতিবাদিদলে
জালাইতে, পালাইত পদে কবি' নতি ।

কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত ।

বঙ্গ কবি কুল ধন, হে মধুসূদন ।
নব মধু ববধিলে এ বঙ্গ-সমাজে
প্রকাশি' অমিত্রাক্ষর চন্দ্র সুবতন,
সাক্ষা'য়ে তাহারে চাঁক নব নব সাজে ।
ছিল না বঙ্গতে যাহা, ওণেতে তোমা'ব
এ বঙ্গ লভিয়া তাহা মাতিল হবষে,
দীন যথা কবে পেলে গজ-মতি-হাব
সত্তবে বিভোব হ'য়ে আনন্দ-সবসে ।
তব স্নেহধনী-মুখে বীব বসময
“মেঘনাদবধ কাব্য” হইল প্রসব,

* ইনি কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন । ইহাঁব পিতাব নাম গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ । রামগোপাল বাবু ইংবাজি ভাষা উত্তম শিখিয়াছিলেন । স্বদেশ ও স্বজাতিব হিতার্থে টাউন-হল প্রভৃতি প্রকাশ্য স্থলে অনেকগুলি বক্তৃতা কবিয়াছিলেন । ইহাঁর দানশক্তিও যথেষ্ট ছিল । জ, ব, খুঃ ১৮১৫ । মৃ, ব, খুঃ ১৮৬৮ ।

† ইনি ত্রিবেণীতে জন্মগ্রহণ করেন । সংস্কৃত বিদ্যা'য় ইনি বিশিষ্টরূপে সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন । ইহাঁব স্মরণশক্তির বিষয় অতি আশ্চর্য্য ; ইংবাজি প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভাষা বুঝিতেন না বটে, কিন্তু যেকোন শুনিতেন, অবিকল সেইরূপ শুনাইতেন ।

‡ ইনি বঙ্গভাষাব অমিত্রাক্ষর ছন্দের আদি পিতা বলিয়া বিখ্যাত । ইনি ক্রমাগত শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী ও মাধাকানন নাটক ; একেই বলে সভ্যতা ?, ও বুড় শালিকের ঘাড়ে বোঁয়া প্রহসন ; তিলোত্তমা-সম্ভব, ব্রজাঙ্গনা, বীবাঙ্গনা, প্রথম ও দ্বিতীয়খণ্ড মেঘনাদবধ কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী এবং গল্প হেষ্টিব-বধ প্রণয়ন করেন । ইনি যশোহর—সাগরদাঁড়ী গ্রামে—বাজনারায়ণ দত্তের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন । জ, ব, বং ১২৩৫ । মৃ, ব, বং ১২৮০, ১৬ই আষাঢ় ।

মৃগবাজ বধু বই কেশবী ভৈবব
শৃগালী হইতে কত জনম কি লয় ?
তব গুণ গুণে বঙ্গ আজীবন হেতু
আবদ্ধ বহিল তুলি' তব যশ-কেতু।

মহারাজা সতীশচন্দ্র রায় বাহাদুর ।

যে কুলে জনম তব প্রসিদ্ধ সে কুল
এ বংশে, হে নৃপমণি। মধুব আসব
জদযে যেমতি ধবে পাবিজাত ফল,
সে বাজ-কুলেতে তথা তোমাব সম্ভব।
এশাঙ্কে যেমতি শোভে সুধা মনোহর,
অথবা কুম্ভে যথা নিশাব তুষাব,
কিধা যথা স্ততিলক ললাট মাঝাব,
তেমতি তোমাব নাম পঞ্জিকা উপব।
বাঙ্গালা পঞ্জিকা, ভূপ! তোমাব আদেশে
জ্যোতিষী পণ্ডিতগণ কবিতা প্রকাশ,
বঙ্গব পবম হিত সাধিল বিশেষে
উঠিল তোমাব প্যাতি ভবিষ্য আকাশ।
বাখিল তোমাব নাম এ বাঙ্গালা দেশে
বাঙ্গালা পঞ্জিকা; নাম হ'বে না বিনাশ।

মহাত্মা লালাবাবু ।†

অস্তব প্রাসাদে, আহা, ঈশ্বর প্রসাদ
নিহত যখন হয়, আব কি তখন

ভাল লাগে ভোগ স্বথ, নশ্বব প্রাসাদ,
স্বপন সমান ক্ষণকালস্থায়ী ধন ?
সকলি পড়িয়া বহে, অস্তব না চায়
পবিত্রে সে সকলে, নয়ন না চায়
ফিরেও তা'দেব গান। নিবন্ধন তুমি
এ সকল চেয়েছ য সুখে তখন,
গাই, গো ধার্মিক মণি। গহ, ধন তুমি
পরিহরি' বৃন্দাবনে যাতনে ভাবন।
বাখিলে মহতী কীর্তি সে স্বথের ধাম,
পতিদিন কত দীন কবি'ছে আশাব,
বহি ত হই'ছে দিক্ সদা তব নামে,
বঙ্গের তিনক তুমি পুণ্যে আদ্য।

কবির মদনমোহন তর্কালঙ্কার । ‡

সুন্দর তোমার, কবি, লেখনী নিঃসৃত
কবিগা সুধাব এই বাঙ্গালা-ভবনে।
যা পাঠে পাঠকের কত ভাব মনে
উদিত হইয়া কবে চিত্ত পুণ্যক ॥
কবি কুল মাঝে তুমি গগনীয় স'য়ে,
গুণবব! বিবচিয়া “বাসবদত্তার”
তোমাব অপূর্ণ লেখা খাত বাঙ্গালায়,
তোমাব সুবর্ণ গায় মানব সকলে।
তোমাবে পাঠিয়া বঙ্গ আনন্দ সাগরে
সস্তরিল মুহূর্তঃ, হে তর্কালঙ্কার!

* ইনি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের প্রপোত্র। ইনি নবদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। বাঙ্গালা পঞ্জিকা ইহাবই আদেশে প্রকাশিত হইয়া আজি পর্যন্ত ইহাব নাম বহন করিতেছে। যদিও তিনি জীবনের শেষাংশ স্বৈচ্ছাচাৰিতার নিঃশেষ কবিতাছেন, তথাপি ইনি বঙ্গদেশের একজন মাননীয় ব্যক্তি।
মৃ, ব, বং ১২৭৭, কার্তিক।

† ইনি বিশিষ্ট হিন্দু ছিলেন। কলিকাতার নিকটবর্তী পাইকপাড়ার বাজপতিবার ইহাব বংশোদ্ভব। কলিকাতা—জগন্নাথ ষাটের জগন্নাথ দেবতা ও তাঁহার মন্দির ইহাব স্থাপিত। ইনি জীবনের শেষাংশ বৃন্দাবনে অতিবাহিত করেন। তথায় একটা অশ্বের পদাঘাতে ইহাব প্রাণবিয়োগ হয়। বৃন্দাবনে ইহাব প্রসিদ্ধ দেবালয় আছে। তাহাব দৈনিক বাস এক শত পাঁচ মুদ্রা।

‡ নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী বিষগ্রামে ইনি জন্মপরিগ্রহ করেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের একজন বিখ্যাত ছাত্র। ইংরাজী ভাষাও বেশ জানিতেন। বাসবদত্তা, বসন্তরঙ্গী ও বালকর্দমের শিক্ষাপ-
যোগী তিন ভাগ শিক্ষা ইহাব প্রণীত। ইনি পরিশেষে বহুবনগুর জেলার অন্তর্গত কান্দী মহকুমায় ডেপুটি মাজিস্ট্রেট হইয়া গমন করেন। জ, ব, বং ১২২২। মৃ, ব, বং ১২৩৪, ২৭এ ফাল্গুন।

চকোৱী যেমতি পেলে পূৰ্ণ শশধৰে,
অধৰে ধৰে না হাসি, আনন্দ অপাৰ।
গত তুমি কিন্তু খ্যাতি এ বঙ্গ-ভিতৰে
গীত হইতেছে তব শেষ নাহি থা'ব।

পণ্ডিতবর বাহুদেব সার্বভৌম। *

তাপস পরশুৰাম শাস্ত্রমুকুমাৰে
(জিতেন্দ্ৰিয়, বীৰ চড়া, যশস্বী, বীৰমান্,)
প্রিয় শিষ্য পদে বসি' কবি' মন্থ দান
শিখাইলা বণবিজ্ঞা—বিখ্যাত সংসাবে—
যেমাতি, পণ্ডিত-মণি। তুমি গো তেমন,
শতী সূত ঐচৈতন্যে প্ৰচুৰ যতনে
স কৃত বিজ্ঞা ধন কবি' বিতৰণ,
বঙ্গ গুরু গুরু হ'লে ধৰণী ভবনে।
উৰ্দ্ধগ ভূভাগে যবে পৰিমিত জল
জলদ বিতৰে, তৰে জনমে তাহাৰ
যথেষ্ট ফসল, তথা তুমি অবিল,
অচলিত জ্ঞান দান-সলিল-ধাবায়
চৈতন্যে চিত-ক্ষেত্র—উদয়, বিমল,—
ভিঙ্গা'লে, ফলিল ধন্য ফল ইহায়।

কবিবর কালীৰাম দাস। †,

কথকতা গুনি' শুধু কথকেব মুখে,
বিবচিলে মহাকাব্য ভারত পুৰাণ
বাঙ্গালা ভাষায় গাঁথি', পড়ি' ভাসি মুখে,
জদি পলকিত হয়, নেচে উঠে প্রাণ।
সাবাসি তোমাবে, কবি। বঙ্গ যে সময়
কবিতাবহীন প্রভা আছিল নিশ্চয়,
জননী-গবত ছাড়ি' সে সময়ে তুমি
কাব্য বস ভাঙ ল'য়ে বঙ্গ সমুদিলে,
সে বস অঞ্জলি ভবি' পিষি' বঙ্গভূমি
মুহুৰ্হুঃ সন্তবিল মুখেব সলিলে।
প্রাঞ্জল, প্রসাদ গুণ তব কবিতায়
প্ৰস্তুত বহিয়াছে, যথা অবিল
সুৰভি, আসব সহ প্রমুগ্ন কমল
অন্তৰ মোহিত কবি' রূপে শোভা পায়।

কবিবর দাশরথি রায়। ‡

সবস পাচাদী বচি' কবি কুল-মাঝ
বাথিলে হে নাম তুমি, মৃত কবিবর।
তব কৃত গীত ধাৰা বঙ্গীয় সমাজে
কবিতোছে, যথা ধাৰা চালে জলধৰ।

* ইনি নবদ্বীপনিবাসী ছিলেন। চৈতন্যদেব ও বড়নাথ শিবোমনি (কাণ ভট্ট) ইহাব প্রসিদ্ধ ডাবদ্বয়। বাহুদেব মিনায়াস গমন কাঁচা তথায শাস্ত্রাধ্যয়ন কাঁচবাচিলেন এবং অবশেষে তথাকাঁচ পণ্ডিতগণকে পনাত্ত কাঁচা লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠা হইলেন। ইনি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর অন্তে এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রাবন্তে জীবিত ছিলেন।

† বরমান জেলাব অন্তর্গত ইন্দ্রাবী পবগণাব মধ্যস্থিত কাঁচোয়াব কিঞ্চিৎ দক্ষিণে সিঙ্গিগ্রামে কমলাকান্ত দেবেব ওবসে ইনি জন্মগ্রহণ কবেন। কাশীবাম বঙ্গদেশে দাস উপাধিতে বিখ্যাত। ইনি বঙ্গভাষায় ৭৩২ মহাভাবত কাব্য প্রণয়ন কবিতা অক্ষয় যশ লাভ কবিতাছেন। মূল মহাভাবতের সহিত ইহাব মহাভাবত ৩৭ অনেক স্থানে মিলে না। ইনি কথকতা গুনিয়া বাঙ্গালা ভাবত বচনা কবেন। ইহাব বচিত মহাভাবত পাঠে বোধ হয়, ইনি ২০০ শত বৎসব পূর্বে জীবিত ছিলেন।

‡ জেলা বর্ধমানের অন্তঃপাতী কাঁচোয়াব সম্বিহিত বাদমুড়া নামক গ্রামে ইহাব পৈতৃক নিবাস। ইহাব পিতাব নাম দেবীপ্রসাদ রায়। ইহাবা বাটীৰ ব্রাহ্মণ। দাশবথি বালাকাল হইতে পাটুণীৰ নিকটবর্তী পীলা নামক গ্রামে নিজ মাতুলালয়ে বাস কবিতেন। ইনি একাদিক্রমে পাঁচ খণ্ড পাঁচালী লিখিয়া গিয়াছেন। যদিও ইহাব কবিতাব অনেক স্থলে মিল দোষ এবং কোন কোন স্থলে অস্বীকৃত্য দোষ দৃষ্ট হয়, তথাপি ইনি প্রশংসনীয় কবিদেব মধ্যে এক জন গণনীয় কবি ছিলেন। ইহাব কবিতাব অনেক স্থলে অনুপ্রাস অলঙ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। জ, ব, ধুঃ ১৮০৪। য, ব, ধুঃ ১৮৫৭।

অমুপ্রাণ আদি গুণ তব কবিতায়
শোভিতেছে, মন ভুলে, জুড়ায় শ্রবণ,
হরষ-সরসী-জলে দেহ ডুবে যায়,
শ্রোতাগণ শুনে হয় ভাবেতে মগন ।
অশ্লীলতা-দোষে বটে লেখনী তোমাব
দৃষ্টিতা হযেছে কিছু, যদিও সে দোষ
ধরে কেহ, কিন্তু লভে তখনি সন্তোষ
হেবি' তব সুকবিতা-চর্চাব বাহার ।
দোষী হ'য়ে দোষী নও গুণের বিভাগ,
খনিজাত খাদমাথা হীরা কে ফেলায় ?

ধার্মিকপ্রবর শ্রীচৈতন্যদেব । *

আঁধারে ধবলী-হৃদি যবে আবরিত
হইয়া নিবিড় ভাবে করে কালক্ষয়,
হইলে কিবণ-মালী গগনে উদ্ভিত,
আব কি সে তমোরাশি ধবাতলে বয় ?
তেমতি, হে দ্বিজবব, ববিকূপে তুমি
বৈষ্ণব-পরম-কবে এই বাঙ্গালার
নাশিলে কৃত্রিম ধর্ম ভীষণ আঁধার !
পবিত্র আলোকে পূর্ণ হ'ল বঙ্গভূমি ।
জীবের শুভাশী হ'য়ে সহি' বহু ক্লেশ
স্থাপিলে মানব-চিত্তে পরম রতন,

সত্যালোক প্রচারিলে লমি' কও দেশ,
অবশেষে লীলাচলে তাজিলে জীবন ।
আজিও তোমাব মত চলি'ছে হেথাগ,
আজিও তোমাব নাম বৈষ্ণববা গায় ।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী । †

শক্তি-ভক্তি-বসায়ক কবিতা-লহরী
ভক্তচিৎসমোববে খেলাইলে তুমি,
চণ্ডীগুণবিমণ্ডিত “চণ্ডী” (মবি মবি !)
তব পবিত্র দিগ ব্যাপি' বঙ্গভূমি ।
ভীষণ কলুষে যবে মানুষ্যমানস
পীড়িত, তাড়িত হয়, শুনিলে তখন
তোমাব চণ্ডী গান, হৃদয় বেদন
দূর হয়, লভে চিত শান্তিসুখমস ।
ভগবতী-পনসাদে জগতী-নিলায়ে
লভিলে পবিত্র গাঁথা গুণ অলন,
যে গুণ দ্বিগুণ হ'য়ে পাশী'ব হৃদয়ে-
ওপিত-আগুনজ্বালা কবে নিবারণ ।
তটিনী যেমতি দেয় স্নানীতল জল ;
তব চণ্ডী দেয় তথা আনন্দ বিমল ।

* ইনি নবদ্বীপনিবাসী জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র । ইহাব মাতার নাম শচীদেবী । চৈতন্যদেবের তায় প্রকৃত ধার্মিক প্রায় দেখা যায় না । ইনি জাতিভেদ মানিতেননা । বাধাকৃষ্ণ ইহাব উপাশ্রয়দেবতা । নিত্যানন্দ, রূপ, সনাতন, মাধব, অদ্বৈত, শ্রীনিবাস, হবিদাস প্রভৃতি ভক্তগণ ইহার শিষ্য ছিলেন । ইনি বাসুদেব সার্কভোমের ছাত্র । ইনি পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কাঁটোয়া (কন্টকনগর) নিবাসী কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করেন । জ, ব, খৃঃ ১৪৮৬ । মৃ, ব, খৃঃ ১৫৩৪ । বঃ ৪৮ বঃ । মৃত্যুভূমি লীলাচল বা জগন্নাথক্ষেত্র ।

† ইনি বাঙ্গালা ভাষার সর্বপ্রধান কবি । জেলা বর্দ্ধনানব অস্ত্রঃপাতী দায়ুতা গ্রামে হৃদয় মিশ্রের গুরসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন । ইহাদের প্রকাশ্য উপাধি মিশ্র, কিন্তু এতদ্দেশে চক্রবর্তী বলিয়াই বিখ্যাত । ইনি সম্রাট আকবরের সময় জীবিত ছিলেন এবং জাহাঙ্গীরের রাজ্যারম্ভে প্রাণত্যাগ করেন । ইনি জীবদ্দশায় অনেক কষ্ট পাইয়াছিলেন । অবশেষে ইনি আড়া'বা গ্রামের ব্রাহ্মণ জাতীয় রাজা রঘুনাথ রায়ের নিকট প্রতিপালিত হন এবং তাঁহাবই আদেশে চণ্ডীকাব্য রচনা করেন । চণ্ডী কাব্যই ইহার অচলা কীর্তি ।

বাবু মতিলাল শীল ।

অবিদিত খনি-গর্ভে বতন যেমন
সামান্য দশায় থাকি' শেষে শোভা পায়
ভূপতিব শিবে হ'লে মুকুট ভূষণ,
দেখিল তখন তা'বে আঁখি ভুলে যায় ।
তেমতি, স্ববুকি, তুমি স্বীয় গুণ বলে
বঙ্গদেশে পবিত্রিত হইলে বিশেষ ।
ভাল কাজ কবি' যশ বাখিলে অশেষ,
ধন্যবাদ দেয় তোমা' মিলিষা সকলে ।
চিন্তিত ধর্ম্মে তব বত ছিল মন,
বিজ্ঞানস আদি কীর্তি শিবাচ্চ বাগিষা ,
সাধে কি তোমা'ব যশ গায় বঙ্গজন ?
সাধে কি তোমা'বে ঘোষে লেখনী বিখিষা ?
অধ্যবসায়তে হয় উন্নতি যেমন ,
পেমাণ তাহা'ব তুমি জ্ঞাত সর্ব্বশয় ।

গানবিৎ রামনিধি গুপ্ত । ৭

বসন্তে কোকিল যবে নিকুঞ্জ মাঝাবে
ঝঙ্কাবে, সে বব তা'ব শুনিলে তখন
কা'ব না অস্তব ভোবে স্বপ্ন পাষাবাবে ?
কা'ব না শীতল চর বিবক্ল প্রবণ ?
জগদীশ দত্ত কর্ণে, হে গায়কবব,
কি যে মধুমাথা গীত গেয়েছিলে বসি'
এ বঙ্গ-কাননে । তাহা নব-কানে পশি'

চালিত সুধার ধাব—জুড়া'ত অখব ।
সবস বসাল তব (তবকুল সাব) ।
মধুব বসাল ফল মানবনিকনে
দান কবি' ল'ত যথা সুধস সুধাব ,
তেমতি, পাদক নিধি । ল'ত অখব
মধুমাথ গীতাবলী কবিষা পচাব
জুড়াইল মানাবব হৃদি অখব ।

অনুরেবল্ স্যার প্রসন্নকুমার ঠাকুর, সি, এস, আই । ৯

পসর । পসর তুমি ছিলে অতিশয়
বাঙ্গালাব প্রমিত, তব অস্থব সদাট
সাবিশাচ্চ তিত এব ; তাই দেশময়
তোমা'ব যশেব গান শুনিবাবে পারি ।
“তাবত নন্দন” খ্যাতি স্বীয় গুণ বসে
লাভছিল বঙ্গ তিত কবি' সুসাবন ,
তপন তাপিত মান ফল ফলদনে
স্নিগ্ধ কবি' বায়ু লাভ স্তম্ভ যেমন ।
দেশব তি ত্রাণ তুমি যেমতি আছিল
বিজ্ঞাব উন্নতি কেতু নিরপি তেমন,
তিন লক্ষ মুদা দান উইলে লিখিলে,
প্রেমিভেল্লি কলেজের হইল সে দন ।
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি । ধন্য তব দান ।
যথা যাউ, শুনি তথা এ দানেব গান ।

* ইনি কলিকাতা—কলুটোলানিবাসী চৈতন্যচরণ শীলের পুত্র । স্বীয় অধ্যবসায় ও যত্নে মনুস্মরণ যত দূর উন্নতি হইতে পারে, মতিলাল বাবু তাহা'ব অজ্ঞতব নিদর্শন । ইনি বেলগাছিয়ায় একটা অতিথিশালা এবং কলিকাতায় ‘শীল্‌স্‌ ফ্রী কলেজ’ (Seal's Free College) স্থাপন কবিয়া বিশিষ্টরূপ প্রশংসাজন হইয়াছেন । জ, ব, খৃ: ১৭৯২ । মৃ, ব, খৃ: ১৮৫৪ ।

+ ইনিই নিধুবাবু বলিয়া বিখ্যাত । কলিকাতা—কুমারটুলিতে ইনি বাস করিতেন । কিন্তু পাণ্ডুরায় নিকটবর্তী চাঁপ্তা নামক গ্রামই ইঁহার প্রকৃত বাসস্থান । ইনি জীবিতকাল মধ্যে অনেকগুলি আদিবসদ্ব্যটিত গীত রচনা করেন । গীতগুলি অতি মধুব ভাবপূর্ণ ও উৎকৃষ্ট । এবং ঐ গীতগুলি “সঙ্গীত-রত্নাকর” গীতগ্রন্থ নামে প্রকাশিত হইয়াছে । জ, ব, খৃ: ১১৪৮ । মৃ, ব, খৃ: ১২৪৫ । ব: ৯৭ ব: ১ ।

+ ইনি কলিকাতা—পাখুরিয়াঘাটানিবাসী বাবু গোপীমোহন ঠাকুরেব কনিষ্ঠ পুত্র । ইনি আজীবন স্বদেশেব উন্নতি সাধনে যেকপ নিবত ছিলেন, সেইরূপ দানশক্তি ও ইঁহার যথেষ্ট ছিল । মৃত্যুর প্রাকালে উইলে অনেকগুলি দান সদিবসেব অজ্ঞ স্বীকার কবিয়া গিয়াছেন । মূল্যবোড় প্রভৃতি স্থানে ইঁহার বিজ্ঞানস প্রভৃতি অনেকগুলি কীর্তি আছে । ইনি ইংরাজি ভাষায় বিশিষ্টরূপ নিপুণ ছিলেন ।

পাণ্ডিতবর জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন

শাস্ত্রবিৎ, দর্শনেতে এ বঙ্গ-ভবনে
প্রতিষ্ঠা লাভিলে তাল ! তোমারে সবাই
এ কারণে গুণিতছে হরষিত মনে,
তব গুণ-গান শুনি যেই খানে মাই !
দরপবিত্রী ছিলে, কখন কাহার
না দেখা'তে বিদগ্ধতা অভিনয় তুমি ;
এ গুণে তোমার, দ্বিজ, এই বঙ্গভূমি
বিতর্বিছে যশোরামি মধুর ধারায় ।
অপরূপ ভাব তব ছিল, দ্বিজবন,
সকলেবে সমভাবে হেরিতে নয়নে !
সকলের জ্ঞানদানে তোমার অন্তর
অবিরত রত ছিল ; মধুর স্বনে
জগতের জগতের জীবন যেমন
নিয়ত বহিয়া করে হৃদয় বিতরণ ।

ভিষকর চক্রপাণি দত্ত । ৭

বৈজ্ঞ-কুল-ধন, তুমি বঙ্গের হিতাণী
আছিলে অতীব ; তব কৃত উপকার
এ বঙ্গে চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর মাঝার
কে না বল, লভিতেছে, হে রোগবিনাশী !

শার্দূল, কেশরী আদি ভীম পণ্ডুলে
বধিবারে ব্যাধ যথা নানাবিধ বাণ
বাণাধারে সবতনে সদা রাখে তুলে,
সময় পাইলে মারি' কাড়ি' লয় প্রাণ ;
তেনতি, গো চক্রপাণে, ব্যাধিপারিকরে
নাশিতে রেখেছ তুমি “চক্রদত্ত” নামে
ভৈরব ভীষণ অস্ত্র লিখি' থরে থবে,
মবে রোগ এ আয়ুধ যবে শিরে বাজে ।
“চক্রদত্ত” নাম তব বঙ্গের ভিতরে
রাখিবে, তত্ত্বিতে যথা মুকুতা বিরাজে ।

হেওয়ান কৃষ্ণকান্ত নন্দী । ৮

বিদ্বাভা স্বজিলা যথা প্রফুল্ল কমল
কমলাবে বসাইতে তাহার উপর,
যে কমলে বিষ্ণুপ্রিয়া (রূপ নিরমল)
ধন-পাত্র ল'য়ে বসে, প্রফুল্ল অন্তর ;
তেনতি, দেওয়ান, তুমি স্বভাগ্যের বলে
স্বজি' গেলে রাজবংশ-কমল স্নকম,
স্বভক্তি যাহার ছুটে ভারতমণ্ডলে,
যে কমল-যশোমধু অতি নিকম ;
কমলাকপিণী কৃষ্ণ ঙ প্রিয়া মহারাণী
স্বর্ণময়ী সে কমলে ধনাধার ল'য়ে

* ইনি সংস্কৃত কলেজেব দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন । ইনি “সর্বদর্শনসংগ্রহ” নামধেয় প্রভৃতি কএকখানি গ্রন্থ সংস্কৃত হইতে অনুবাদ করিয়া সংস্কৃতানভিজ্ঞ লোকদিগের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন । ইহার স্বভাব, বুদ্ধি, বিদ্যা প্রভৃতি সম্পূর্ণ ইহাকে বিশেষরূপে যশোভাগী করিয়াছে । ইনি কাশীধানে বাস করিয়া তথায় কলেবর পরিচালনা করেন । মৃ, ব, বং ১২৭৯, কার্তিক ।

† ইনিও ময়ুরেশ্বর গ্রামে মাধব করের সমবর্তী কালে বাস করিতেন । তদনন্তর বর্দ্ধমান জেলা অন্তর্গত চৌপাড়িয়া গ্রামে জীবনের শেষাংশ অতিবাহিত করেন । ইনি মাঘ, কাদম্বরী ও ভাদ্র শাস্ত্রে টীকা-রচয়িতা । কিন্তু ইহার প্রণীত “চক্রদত্ত” নামক ঔষধগ্রন্থখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ । এ দেশী কবিবাজদিগের পক্ষে গ্রন্থখানি সাতিশয় উপযোগী ।

‡ ইনিই এতদ্দেশে কান্ত বাবু বলিয়া প্রসিদ্ধ । ইনি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কালীমবাজারে বাস করিতেন । ইহার পিতার নাম রাধাকৃষ্ণ নন্দী । যৎকালে হুদায়া নবাব সিরাজুদ্দৌলা ভারতবর্ষে পুর্নগত গবর্ণর জেনারেল হেষ্টিংস সাহেবের প্রাণ বধ করিবার জন্ত চতুর্দিকে লোক প্রেরণ করেন তৎকালে কান্তবাবু উক্ত গবর্ণরকে স্বভবনে লুকাইত রাখিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন তজ্জন্ত উক্ত গবর্ণর কৃতজ্ঞতা স্বীকার স্বরূপ কান্তবাবুকে বিস্তর ধন ও বাহিরবন্দ প্রভৃতি অনেকগুলি জমিদারী প্রদান করেন । ইনিই কালীমবাজার রাজবংশের আদিপুরুষ । মৃ, ব, বং, ১১৯৫, পৌষ ।

§ মৃত রাজা কৃষ্ণনাথ রায় বাহাদুর । ইনি কান্ত বাবু প্রপৌত্র ।

বিবাজেন, দীন, দেশ-হিতে খাঁর পাণি
 বিতবি'ছে ধন ধাণা ভাবত-আলয়ে।
 কাণ্ড বাবু, এই ছেতু তোমাৰে বাণানি,
 বহিল তোমাৰ নাম ক্ষয়শন ৩ য়ে।

অনরেবন্ শম্ভুনাথ পণ্ডিত । *

দিনে দিনে কলা কলা লভিয়া কিরণ
কানাব পূর্ণ যথা পুণিনা নিশাথ,
সেইরূপ বিজ্ঞা কলা বর্ষে অমৃতমণ
তব জ্ঞানশশা চাক উজ্জ্বল বিভাষ
বিভাটিয়া ছিল এই বাঙ্গালীগগনে।
সুদক্ষ নিবাসি' তোমা' অতীত সাদবে
বসাইল সকলেতে বিচাৰ আসনে,
উজ্জ্বল হীৰক যেন মুকুট উপবে।
স্ববিচাৰ গুণে খ্যাতি বাড়িল তোমাৰ—
অসীম—বাঙ্গালীমাঝে, যথা বিকসি
সুন্দর কুসুম চারু মবন্দপবিত—
তুমি' অলিকূলে শোনে মধুর বস্কাব।
তব গুণে বঙ্গ বাঁধা নিষত বহিল,
তব যশ সমীৰণ চৌদিকে বহিল।

বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । ৭

[illegible]

পণ্ডিতবর মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ । ঃ

হে পণ্ডিতবর, ওব যশেব নিৰ্বোধে
 চাবি খাব অাবাবিত হ'ছে নিয়ত ।
 বিবিধ পুস্তক বঙ্গ বচি' বঙ্গ কোষে
 নিতি ও কনিপ, দ্বিজ । বাগযে সেমত

* ইনি গৌরমোহন আচোব স্কুলে বিজ্ঞাপাঠন করতেন। ইহাও পূর্বে কোন বাঙ্গালী কলিকাতা প্রধানতম বিচারালয়ের জজ হইতে পাবেন নাই। ইনিই দেশব্যাপী মধ্যে সর্বপ্রথমে কলিকাতা হাইকোর্টে (প্রধানতম বিচারালয়ের) জজ হইলেন। ইনি জীবদ্দশাতে অনেকগুলি সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। যু, ব, ৭৭ ১৭৮৮।

+ ইনি “সমাচার চক্রিকা” পত্রের আদি সম্পাদক ছিলেন। উক্ত পত্রিকা আজি পর্যন্ত কলিকাতায় প্রকাশিত হইতেছে। এক্ষণে যত বাঙ্গালা সমাচারণের দেখা যায়, তন্মধ্যে “সমাচার চক্রিকা” প্রাচীনতম। ভবানীচরণ বাবুর সময়ে চক্রিকা খৃষ্টাব্দের বিপক্ষে এবং সত্যীদাহব মণ্ডকে অনেক বন্ধ করিয়াছিল। ইহার স্বত্রে “চক্রিকা” বঙ্গদেশের অনেক হিতসাধন করিয়াছিল এবং এখনো যথানিয়মে বহির্গত হইয়া স্বদেশের হিতসাধন করিতেছে। বর্তমান বৎসবে (বং ১২৯৮) “সমাচার চক্রিকায়” বঙ্গক্রম ৮০ বৎসব।

‡ ইনি অনেকগুলি ভিন্ন ভাষায় পুস্তক বঙ্গভাষায় অনূবাদ করিয়াছেন। “সর্কার্থ-পূর্ণচন্দ্রে” প্রকাশিত পুরাণাদির অনূবাদ এবং আবাবা উপন্যাস প্রভৃতি পুস্তক ইহাব নাম চিত্রমবলী করিয়াছে। ইনি রাজা বাধাকান্ত দেব বাহাদুরের সহিত “শকাবুদি” অভিধান প্রণয়ন করেন। তাঁর সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

নানাবিধ ধন ধনী ধনাগার মাঝে,
সে ধনের বলে তিনি গণিত ভুতলে,
তুমিও পুস্তক রূপ বতনের এলে
গণনীয় হইয়াছ বঙ্গীর সমাজে।
সংস্কৃত পুৰাণাদি বাঙ্গালা ভাষায়
অমুবাদি' কবিলে গো বঙ্গ-উপকার
প্রাণ-পাণে। এই গুণে সাবাসে তোমায
দেশবাসী তব ধ্যানি কবিয়া প্রচার।
হ'য়ও বিগতজীব—জীবিত দশায়
ব'য়েছ কীর্ত্তি গুণে ভুবন-মাঝে।

অনরেবল্ স্থার রাজা রাধাকান্ত দেব
বাহাদুর কে, সি এস, আই।*

ধার্মিক-তিলক তুমি, ভুবন-বিদিত
তব নাম, হে রাজন্, ধন্ত জনমিলে
বঙ্গের মাঝে! কত সাধিলে সুহিত
স্বদেশে, তব সম জানী নাহি মিলে।
হে বিদ্বান্-কুল ধন, যতন প্রচুব
কবিলে উন্নতি হেতু বাঙ্গালা ভাষায়।
প্রকাশিলে অজানতা কবিবাবে দ্ব
“শব্দ-কল্প-দ্রুম” নাম অভিধান সাব,
অপূৰ্ণ এ অভিধান, মূৰ্খতা বিষম
উপশম হয় এব পাইলে আভাস,

এ বঙ্গ মাঝে তব যশ অল্পম
এ হেতু হ'তেছে বহি-সম সুপ্রকাশ।
আব কি পাইবে বঙ্গ গুণী তব সম?
বিধাতা সে আশা, হায়, কবেছে বিনাশ।

পণ্ডিতবর গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য।†

গগনে ভাস্কর যথা উচ্ছল করণে
ভ্রমিতে ভ্রমিতে নাশে অবনী-আঁধার,
তেমতি “ভাস্কর” তব এ বঙ্গ-গগনে
তোমাৰি লেখনী-বলে চলি' চারি ধার
নেশেছিল সমাজের অমুন্নতি তমঃ
তোমার সময়ে, বিজ। ওগো বৃধোত্তম,
গল্প লিখনেতে তুমি আছিলে চতুর
এ কল্পবন মাঝে। তাই গো তোমা'র
সুখিল লেখক বলি' ঘুমি'ছে প্রচুব
এখনো বাঙ্গালাবাসী! যশের বিভাষ
তব নাম বিস্তিতেছে বাপি' বহুদূর
এ বঙ্গ-রূপে আজো, যথা আয়নার
পড়িলে তপন-কব বিশ্ব বিভা তা'ব
ঝক্মকে অবিবত অতি চমৎকাব।

রসিকরাজ গোপাল ভাঁড়।‡

বসিক-চতুৰ তুমি রসেব ভাষায়
ভাষিতে, ভাসিত সবে গুনিবা ইবধ-

* এই মহাত্মা বঙ্গদেশেব সৰ্ববিষয়ে হিতৈষী ছিলেন। ইহাব হিন্দু-ধর্ম চর্চা বিশিষ্টরূপ ছিল। ইনি শঙ্ক্যধি নামক অভিধান প্রভৃতি কতকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশ কবিয়াছেন এবং অতি বৃহৎ ও অত্যন্তুষ্টি শব্দকল্পদ্রুম নামক সংস্কৃত অভিধান ইহা দ্বাৰা প্রচারিত হইয়াছে। ইনি ব্রন্দাবনে বাস করিয়া জীবনেব অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত কবেন। জ, ব, খৃঃ, ১৭৮৩। মৃ, ব, খৃঃ ১৮৬৭,—২৯এ এপ্রিল।

† ইনি ধর্মাকার ছিলেন, এজন্য ইহাকে সকলে “গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য” বলিয়া ডাকিত। ইনি সুলেখক ছিলেন; ইহার গল্প পঞ্চ উভয়বিধ রচনা কবিবাব ক্ষমতা ছিল। ইহা দ্বাৰা অনেকগুলি বিলুপ্ত পুস্তক আবিষ্কৃত ও অমুবাদিত হইয়াছে। ইহা দ্বাৰাই ১২৪২ সালে “সংবাদ ভাস্কর” পত্র প্রথম উদয় হয়। ইনি বিশেষ দক্ষতাব সহিত উক্ত পত্রখানি চালাইতেন। এক্ষণে ভাস্কর অন্তিমিত হইয়াছে।

‡ কথিত আছে যে, গোপাল ভাঁড় মহাবাজ কৃষ্ণচন্দ্র বারোব অন্ততব পাবিবদ ছিলেন এবং প্রত্যুৎপন্নমতিজাত হস্তবসগর্ভ প্রোক্তব দ্বাৰা মহারাজকে এত দূর সন্তুষ্ট কবিরাজ ছিলেন যে, মহারাজ ইহাকে যথেষ্ট আদর এবং বিশেষরূপে পুৰস্কৃত কবিতেন। আমাদিগেব দেশেব আবালবৃদ্ধবসিতা প্রায় সকলেই গোপালেব বাকচতুরতাব বিষয় জ্ঞাত আছে।

সাগবে । সদাই মিষ্ট কথায় কথায়
হাস্য'তে বিনস মুখ হইত সবস ।
খৰ্জুৰ পাদপ হ'তে যথা মধুময়
বসরাশি ক্ষরে, বাহু দিলে বসনায়,
বসনা বসিত হয় ; বাক্য-বসচয়
তোমাব রসা'ত সদা মানস-জিহ্বায় ।
মনোহর সজ্জব প্রদানি' সকলে
যেমন তুষেছ তুমি, তেমনি তোমাথ
ভূষিল মানবগণ যশেব ধাবায় ,
কুহুম কেশব সিন্ধু যথা পবিমলে ।
হে গোপাল ভাঁড় । তুমি বসভাঁড় ছিলে,
বস বিনিময়ে বঙ্গে স্থবণ কিনিলে ।

কবির হরিশ্চন্দ্র মিত্র । *

কবিতা কুসুম-বনে ভ্রমি' নিবন্তব
কাঁবতা প্রসন্নবাজি তুলিয়া যতনে
ছন্দোডোবে গাঁথিলে হে তাব মনোহর,
পবিত্র বাঙ্গালা তাহা হবসিত মনে ।
অতি স্তমধুৰ ভাব তব কবিতায়
পড়িয়া ভাবুক হয় ভাবেতে মগন,
ঋণ্যাব ধাবা সম নিয়ত ক্ষরণ
ইহা কবিতা তব শ্রবণ জুড়ায় ।
মেমতি আছিলে কবি, তেমতি আনাব
সম্পাদকীয়তা কবি' সাধি' দেশ-হিত

* ইহা দ্বারা অনেকগুলি প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে । গল্প পঞ্চ উভয়বিধ বচনায় ইহাব বিশেষ ক্ষমতা ছিল । ইনি বিধবা বঙ্গাঙ্গনা, কৌচকবধ কাব্য, বামাঙ্গণ—আদিকাণ্ড, বীণবাক্যাবলী, সীতা-নির্ধাসন কাব্য, কবিরহস্ত, জ্ঞানকা নাটক, জয়দ্রথ নাটক, কবিকলাপ ইত্যাদি পুস্তক সমুহে বচয়িতা । পত্রিকা সম্পাদন বিষয়ে ইনি বঙ্গদেশেব পূর্বাঞ্চলে একজন প্রসিদ্ধ যোথক ছিলেন । হিন্দু-হিতৈষী, চাকাদর্পণ, হিন্দুভজিকা প্রভৃতি সংবাদপত্র ইহা দ্বারা সম্পাদিত হইত ।

† ইনি বর্ধমান জেলাব অন্তর্গত পাতিলপাড়া গ্রামে বাস কবিতেন । ইনি বৈষ্ণবশৈল্যের গৌরান্দ্র মল্লিকের পুত্র । ইনি কালিদাস-প্রণীত মেঘদূতের “অবোধা” নামী টীকা লিখিয়াছেন এবং অমরকোষ, ভট্টিকাব্য প্রভৃতি অপবাপর অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থেব টীকা প্রণয়ন কবেন । সংস্কৃত গদ্যধারাবীদিগের পক্ষে ইহাব টীকা বিশেষ উপযোগী ।

‡ ইনি কলিকাতা—কুমারটুলি মিত্রবংশের আদিপুরুষ । কলিকাতা নগরী স্থাপনকর্ত্তা স্বৰ্গ চার্লস সাহেব ইহাব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখিয়া ইহাকে ইংরাজ সরকারেব কতকগুলি কার্য্যে ভাস দিয়াছিলেন, ইনি সেই সকল কার্য্যে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন । কুমারটুলির নিকটস্থ “গোড় বাঙ্গালা” ও “নবরত্ন” প্রভৃতি দেবালয় ইহারই স্থাপিত । ইনি তুর্গা ও কালীপূজা উপলক্ষে প্রচুর অর্থ ব্যয়ে দীন দুঃখীদিগকে পবিতুষ্ট কবিতেন ।

বাথিলে অক্ষয় নাম, যথা হিম ধাব
হিমালয় গিবি শিব চিব আর্ষবিষত ।
অকাল কালব গ্রাসে যদি না পশিতে,
তা হ'লে দেশেব হিত আশা হে সাধিত ।

পণ্ডিতবর ভরত মল্লিক । †

ভগম উন্নত গিবি দৃষ্ট কলেশব
যতন বচিত সিঁড়ি বচনেব মত
বচিলে, পণ্ডিতবর, টীকা সিঁড়ি কত
স্বকঠিন সংস্কৃত সাহিত্য উপবে ।
অতীব ধীমান্ তুমি ছিলে, টীকাকার ।
ঐকি ব সাগব ছিল মস্তিষ্ক বিচারণ
তোমাব, যেমতি সুবিশাল পাবাবাব
মুকুতা পত্রিত ধনে ধনায় বিহবে ।
চর্কেছ প্রাচীন যথা গোপেব গোপাবাব
বিন্দু হয়, সেইরূপ তাব জ্ঞানাবাব
হুঙ্কে য সাহিত্য শ্লোক কবেছে সবাব,
বিজ্ঞার্থী অনা'সে পণে ঘূষিয়া তোমাথ ।
টীকা এচি' ঘুচাইলে বচনেব ভাব,
এই ত সকলে গায় পশংসা তোমাথ ।

বাবু গোবিন্দরায় মিত্র । ‡

হিন্দু-কুলে জননিয়া হিন্দুচিত কাজ,
হে শিষ্য-তিলক, তুমি সাধিলে যতনে ,

সে হেতু তোমা'র খোঁজে হিন্দব সমাজ
সমস্বরে, সাদা'বাক, মাননিত মনে ।
‘অনন্দ’ উপদ পুঞ্জি’ বরাহ ববাহ
এত মন বাগ তুমি ‘অনা’সে কবিলে,
তোমা'র সে পুজা, মিত্র, বা'বাক শ্রবিলে,
‘অনন্দ’ মন্ত্ৰে'র সঙ্গী ‘অনন্দ’ সবসে ।
“নববহু”, “শিবাংশ” কীর্তি হে তোমা'র
কবিতা'র নগণ্যেতে আজ্ঞা মুর্ছিমতী ।
‘তা’ হেঁদ্র’ তোমা'বে মনে হয় হে সবার,
চন্দ্রিকা ছেবিলে মনে চোখা বেমতি ।
ধন্য জনমিলে তুমি বঙ্গের মাঝার,
বাজুরুঙ্গ রুদ্রবহু, হে মিত্র স্মৃতি ।

বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।

পর্লিতশিখর হ'তে ববহা সমাজ
গভীর গর্জনে নদী ভাঙ্গাইয়া কল
বহু মণা, সেউকপ বেগবান হ'লে
লেখনী প্রবাহ তব বহিল তুমি,
লোব ব'বে বিভা'তীয় অ'তাচা'রী
আক্রমণ কবি', যথা কাটি' শব্দ শিশ
অসিপন বাক্যকে । বাঙ্গালা মাঝার
অ'ভ্যুত্থান জ্ঞানদ্বিলে, নবোচিত কাজ
কাব্যে'র ভিজিলে তুমি প্রশংসা-সুধা'র ।

মাননিত তব গুণে বঙ্গীয় সমাজ ।
তোমা'র পাইয়া বঙ্গ ভেবেছিল চিত্তে,—
তোমা হ'তে হ'বে আশা মঙ্গল সাধন,
কিছু নিবদ্য কাল (ভীম দর্শন)
হ'বিল তোমা'বে আশা পূর্ণ না ছুটে ।

কবির কৃতিবাস । †

কবিগুরু বাম্পীকির লেখনীসম্মুখ
রামায়ণ মহাকাব্য বিদিত ধন্য,
তুমি, কবি, তা'বে সহ যতন প্রভুত
অনুবাদ কবিলে হে বাঙ্গালী ভাষায় ।
যদিও কেবল তুমি ভাস্কর পতন
হীন মনোযোগ হ'য়ে, তথাপি তোমা'র
কেন না কবিরে হে বল কবিরে বরণ ?
কে বা না ভিজা'বে তোমা'র যশের ধারায় ?
সমস্ত অনভিজ্ঞ যে সকল নব,
অপচ পতি'র চা'র বামগুণ গান,
তব রামায়ণ পতি'র পুর্নবিত প্রাণ
হইবা রুতজ্ঞ হয় তোমা'র গোচর ।
সংবাদবনী'র শোভে কমল বেমল,
কৃতিবাস, কীর্তি তব রহিল তেমন ।

* ইনি ভবানীপুরে জন্মপরিগ্রহ করেন । নিজে'র তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও পবিত্রম সহকা'বে ইংবাজি বিজ্ঞা'র বিশেষ বিদ্বান হন । বর্তমান “ফিল্ম পেটিয়ট” নামক ইংবাজি সংবাদপত্রে'র ইনিই স্থাপনকর্তা । ইনি এই পত্রে বাঙ্গালিদে'র পক্ষে ও অ'তাচা'রী ইংবাজদে'র বিপক্ষে অনেক লিখিয়াছিলেন ।

† বঙ্গদেশীয় কবি বলিয়া সাহা'দিগে'র পরিচয় প্রদান কবিত্তে পাবা যায়, তাঁহা'দিগে'র মধ্যে ইনি সর্বপ্রাণে প্রাক্তৃত হইয়াছিলেন । ইহা'র পূর্বে বিজ্ঞাপতি প্রভৃতি যে সকল কবি ছিলেন, তাঁহা'র কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদাবলী বচনা কবিয়াছিলেন, সুবিস্তীর্ণ কাব্য কেহই বচনা করিতে পারেন নাই । নদীয়া জেলা'র অন্তঃপাতী শান্তিপুরে'র অদুববর্তী ফুলিয়া গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে ইনি জন্মগ্রহণ করেন । যদিও ইনি ছন্দোবদ্ধে'র প্রতি তাদৃশ মনোযোগী ছিলেন না, তথাচ ইহা'র ভাষা বামায়ণ সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগে'র পক্ষে একটি উপদেশ গ্রন্থ । প্রায় তিন শত বৎসর হইল কৃতিবাসী বামায়ণ সৃষ্ট হইয়াছে ।

ধাৰ্মিকব নিত্যানন্দ । *

তাহাবে প্রকৃত নব সকলেই কয়,
অমৃত বাহাব সদা জ্ঞান-বিভূষণে
ভবিত হইবা গায় ধর্মমেব জয়,
শুদ্ধ হয় চিত্ত তাহা শুনিলে শ্রবণে ।
তুমি, গো ধাৰ্মিকমনি, ক্রীটচতু হ'তে
পদমশ-তত্ত্ব-ধন যতনে লভিয়া,
তব অমৃত তাহা কীর্তন করিয়া,
বাবিলে পবিত্র মশ বিশাল ভাবেত ।
ঈশেব প্রসাদে তুমি ঈশ-পরিচিত
হইবাচ ধর্মরূপ কুসুম-কাননে,
হইলে ধর্ম গুণে ভুবন বিদিত,
শশা পরিচিত যথা সুধাব কাষণে ।
তব বই কিছু আব না ছিল তোমাব,
প্রকৃত ধাৰ্মিক তুমি বাঙ্গালা-মাঝাব ।

কবির জয়দেব । †

সুধাপানে আশা যা'ব, আশ্রক সে জন
আমাব সমীপ, তা'বে দিব দেখাইবা
তব "গীতগোবিন্দেব", যাহে অতুলন

সুধা-দাবা ঐবিত্তে সদা উচ্চা-বা,
সুখ-সে করক পান, শুচিও পিপাসা—
ঘাঁচাব না, পুন পান বাঁড়িবক আশা ।
ম ঐব গো'ব' যথা স্বাক কসুম
সুচাব মালাকা দেয় গুণ পরিচাব,
তোম'ত তোমাব গুণানি বঙ্গভূষণ,
তোমাব ললিত চন্দ সুধাবাশ্রম ।
ই বাজাদি জাতিগণ জাতীয় নাযায়
তব "গীতগোবিন্দেব" অমৃতাদ কাব'
গাই'ছে সুবশ তব দিবা বিভাবনী,
যজ, কবি, জনমিলে গমি বাঙ্গালায় !

গণিত-শাস্ত্রবিৎ শুভঙ্কর দাস । ‡

শুভঙ্কর । শুভঙ্কর ছিলে বাঙ্গালীয়া,
শুভকবী অক্ষবিজ্ঞা আবৃত্ত করিয়া,
সুস্ম স্মিয়মগুলি বুদ্ধিতে সাদিয়া,
শিখা'লে তা' বঙ্গ জনে । সাবাসে তোমায়
এ হেতু এ বঙ্গবাসী । বড় উপকার
কবেছ যেমন তুমি, লভিলে তেমন
বঙ্গ যুগ-বিনিঃসৃত পশুসা অপাব,

* ইনি চৈতন্যদেবের জ্যেষ্ঠ সহোদর । চৈতন্যের ঈশ ভক্তি দেখিয়া, ইনি তাঁহার শিষ্য হইয়া-
ছিলেন এবং অত্যাশ্রয় শিষ্যগণ অপেক্ষা ইঁহাব ঈশব চিন্তা বশেষে ছিল, একজ্ঞ সকলে ইঁহাকে চৈতন্যদেবের
পেধান শিষ্য কবিয়াছিলেন । ইনি বিভূ-নাম-সঙ্কীর্ণনে বিশেষ পাবদর্শী ছিলেন ।
খড়দেব গোন্ধামীবা ইঁহাব বংশোদ্ভব ।

† ইনি বীবভূম জেলাব অন্তর্গত কেন্দুবির (কেঁড়লি) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । বঙ্গদেশে যে সকল
সংস্কৃত কবি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, ইনি তাহাদিগের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য । ইঁহার "গীতগোবিন্দ" হঁহাকে
অত্যাচ কীর্তি শৈলে উঠাইয়াছে । ইঁহাব জীবনী বিষয়ে কতকগুলি অদ্ভুত ঘটনা শ্রুত হওয়া যায় ।
ইঁহাব দ্বীপ নাম পদ্মাবতী । কথিত আছে যে, ইনি রাজা লক্ষণসেনের সভান্ত পঞ্চবন্ধেব অজ্ঞাত
বহু ছিলেন ।

“গোবর্দ্ধনশ্চ শবণোজয়দেব উমাপতিঃ ।

কবিরাজশ্চ বহ্মানি সমিতৌ লক্ষ্মণশ্চ ॥”

‡ ইনি কোন্ সময়ে বঙ্গদেশে জীবিত ছিলেন, তাহার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া কু:সাধ্য । কিন্তু ইনি
যে বঙ্গদেশেব লোক, তাহাতে সন্দেহ নাই ; কারণ বাঙ্গালা ভাষা-বিরচিত কবিতায় ইনি অনেকগুলি
অঙ্কশাস্ত্রের নিয়ম লিখিয়া গিয়াছেন । ইঁহাব অঙ্ক কসিবার আখ্যাগুলি অতি সুন্দর এবং কবিতায় ঐ
সকল লিখিত হওয়াতে সকলের বিশেষরূপে কণ্ঠস্থ হইবা থাকে । ইনি বঙ্গদেশেব প্রাচীন কালের
একজন বিশিষ্ট অক্ষবিৎ ছিলেন । ইঁহার বচিত আখ্যাগুলি দেখিয়া বোধ হয় যে, যবনদিগের দ্বারা
বঙ্গদেশ আক্রান্ত হইলে পব ইনি প্রাদুর্ভূত হন । বোধ হয়, ইনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন ।

তব যশে প্রপূরিত এ বঙ্গ-ভবন ।
তব নিয়মাত্মসারে প্রতি পাঠশালে
পাঠার্থী কিশোরমতি বালকনিচয়
শিখি'ছে গণিতবিজ্ঞা ব্যবসার কালে
যাহাতে লভিবে তা'রা সফল নিশ্চয় ।
দীন ধন পেলে যথা প্রশংসে দাতানে,
তথা বঙ্গ-ব্যবসায়ী ঘোষে গো তোমাণে !

কবির চণ্ডীদাস । *

হে কবি ! কবিতা-রসে বঙ্গ-জনগণে
ভিজাইলে ভালমতে, তোমার স্মরণ
সে হেতু ঘূষি'ছে সবে সানন্দিত মনে,
সে রবে পূরিত সদা বঙ্গ-দিগ্-দশ ।
রাধাকৃষ্ণ-ভক্ত-ভূমি, রচিলে হে তাই
রাধাকৃষ্ণ-গুণ গান কবিতা-ছটায় !
হৃদয় আনন্দ লভে যত পড়ি তা'য়
ভকতি-রসেতে পূর্ণ—কপটতা নাই ।
“শ্রীরাধাগোবিন্দ-কেলি-বিলাস” রচিয়া
কবিকূলে পরিচিত হইলে বিশেষ ;
বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ সে গ্রন্থ পড়িয়া
অমেয় আনন্দ লভে—নাহি তা'র শেষ ।
শাখে ফুলকুল রহে যেমতি শোভিয়া,
তথা তব যশ শোভা করে বঙ্গদেশে ।

রাণী ভবানী । †

অতল সাগর-জল তখন যেমন
নির্জল করিতে নারে শুষ্কতা স্বকরে ;
তেমতি করাল কাল, পারে না কখন
শুষ্কতারে মানবের কীর্তি-সরোবরে ।
দয়াবতী রাণি, তুমি এ বঙ্গ-ভবনে
দানা কীর্তি বলে নাম অক্ষয় করিয়া,
অলোকসামান্য-লোকে হরষিত মনে
গিয়াছ ধরমরূপ মুকুট পরিয়া !
তোমার বিরহে বঙ্গ সদাই হুঃখিত ;
কাছদিনী বিনা যথা চাতকীর চিত ।
বঙ্গের কুদিন, হায় ! যদি না ঘটিবে,—
তবে কি গো তোমা ধনে কত হারাইত ?
যদি না নিয়তি তোমা ল'য়ে পালাইবে,
তবে কি বঙ্গের আঁখি শোকেতে কান্দিত ?

মহারাজ প্রতাপাদিত্য । ‡

বঙ্গদেশ চূড়া-মণি তুমি, হে ভূপাল,
আছিলে বিভবে, মানে, বীরত্ব-ভূষণে !
তব যশে পবিপূর্ণ এ বঙ্গ বিশাল
হ'য়েছিল, আজো যশ ঘোষে গোড়জনে ।
প্রতাপ-আদিত্য তব প্রতাপ ভীষণ
উৎকণ্ঠিত করেছিল অরুণকিরে !

* ইনি জেলা বীরভূমের অন্তঃপাতী সাকুল্লিপুর থানার অধীন নান্দুর (নান্দুর) গ্রামে বারেন্দ্র শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। নান্দুর গ্রাম প্রসিদ্ধ নবদ্বীপ হইতে ২০ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিম কোণে স্থিত। ইহার “বড়” উপাধি ছিল। ইনি প্রথমে বিশালাকী দেবীর উপাসক ছিলেন ; পরে কৃষ্ণমন্ড্রে দীক্ষিত হইলেন। ইনি কৃষ্ণলীলাবিষয়ী অনেক পদাবলী ও “শ্রীরাধাগোবিন্দ কেলি বিলাস” নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। বিজ্ঞাপতির সময়ে ইনি জীবিত ছিলেন। জ, ব, ধুঃ, ১৪১৭।

† ইনি জেলা রাজসাহীস্থ নাটোরের ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব রাজা রামকান্ত রায়ের সহধর্মিণী। বঙ্গদেশস্থ ব্রাহ্মণ, দরিদ্র ও অধীন প্রজাদিগের প্রতি ইনি স্যতিশয় যত্নবৃত্তা ছিলেন। হিন্দুধর্মের প্রতি ইহার যথেষ্ট ভক্তি ছিল। বর্তমান সময়ের কোন কোন অতি প্রাচীন ব্যক্তি ইহাকে দেখিয়াছিলেন। কান্দীধামে ইনি বিশেষ কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ইহার অসীম দান-শক্তি ইহাকে প্রাচীন-স্মরণীয় করিয়াছে।

‡ ইনি বঙ্গদেশের সর্বপ্রসিদ্ধ ভূপতি ছিলেন। ইহার সময়ে বঙ্গদেশের সীমা সুলভবনের কতক দূর পর্য্যন্ত ছিল। ইহার রাজধানীর নাম বশোহর নগর। ইনি আকবর সম্রাটের সময়ে জীবিত ছিলেন এবং ভৃংগুজ আহাদীর বাদশাহের রাজ্যকালে তাঁহার সেনাপতি রাজা মানসিংহ কর্তৃক হৃত হইয়া বারানসীধামে প্রাণত্যাগ করেন। ইহার অসীম বিভব ও সৈন্য ছিল। ইহার পিতার নাম শ্রীহরি (উপাধি মহারাজ বিক্রমাদিত্য)। ইহার বঙ্গ-কাব্য-বংশোদ্ভব ছিলেন।

প্রচণ্ড নিদ্রাভ্রাত আদিত্যের কবে
আকুলিত যথা ধরাবাসী জীবগণ।
হার, এবং বঙ্গবাসী তোমাব বিহনে
আনন্দ-রতন-শূন্য, হে বীর রতন!
চকোরনিকর যথা শশি অদর্শনে
বিবাদিত হ'য়ে করে সময় যাপন।
আজিও তোমার নাম এ বঙ্গ ভবনে
প্রণীত হই'ছে শুনে জুড়ায় শ্রবণ।

কবির বিদ্যাপতি । ‡

সংস্কৃত কবিতার আদি-গুরু বলি',
বান্দীকি তাপস খ্যাত ভারত ভবনে
যেমতি, বাহার কাব্য-বিজলী উজলি'
খেলিতেছে মানবের যুগল নয়নে;
তেমতি এ বঙ্গদেশে, ওগো বিদ্যাপতি!
বঙ্গ-কবিতার তুমি আদিগুরু হ'য়ে
প্রসিদ্ধ হইলে, তব যকে যশোজ্যোতি
আমাদের মাতৃ-ভূমি এ বঙ্গ আলয়ে।
তোমার প্রসাদে, দ্বিজ যত গোড়জন
গোড়ীর-কবিতা-বস আশ্বাদ পাইল।
ধন্য তুমি জনমিলে, কোবিদ-রতন!
এ বঙ্গ ব্যাপিয়া তব সুশশ রহিল।

যথায় তথায় তব স্মৃকীর্তি ঘোষণ
তিনি' বঙ্গবাসি মন সুহৃৎ হইল।

বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ । †

ব্যাগ বিবচিত মহাভারত পুৰাণ,
এ ভারতে কে না জানে ভারতী তাহার?
জলধি গরভ-সন্ন গরভ যাহাব
বতননিকরে উরা, যাহার সমান
পৌরাণিক ইতিহাস হুল'ত ভুবনে;
অনুবাদ করাইয়া তুমি সে ভারতে
বাঙ্গালা ভাষায়, দিলে বঙ্গ জনগণে
বিনা মূল্যে; তব নাম রহিল ভারতে।
যদিও তোমাতে কিছু দোষ দেখা যায়,
এ হেন মহান্ গুণে সে দোষ কি আর
ধরে কেহ? দোষাকবে যেমতি সুধায়
কলঙ্ক ঢাকিয়া করে গুণের প্রচার।
রহিল তোমার নাম সমুজ্জল হ'য়ে।
বালার্ক বিভার সম এ বঙ্গ নিলয়ে।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন । ‡

চকোরেরে সুধা দানে যথা সুধাকর
সুধা নাশে, তেমতি গো বাঙ্গালা বান্দীর

* দেশীয় জনরবে শুনা যায় যে ইনি যশোহরনিবাসী ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব ভবানন্দ রায়ের পুত্র। বিদ্যা-
পতির প্রকৃত নাম বসন্ত রায়। ইনি বঙ্গদেশের আদিকবি বলিয়া বিখ্যাত, ইহার সময়ে বাঙ্গালা
ভাষা বহু পরিমাণে হিন্দি ভাষার সহিত মিশ্রিত থাকাতে ইহার কবিতাগুলিও হিন্দি ভাষার সহিত
অধিকাংশ মিশ্রিত। ইনি রাধাকৃষ্ণবিবরণী অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদাবলী রচনা করিয়াছেন। জ, ব,
খৃ: ১৪৩৩। যু, ব, খৃ: ১৪৮১।

† ইনি কলিকাতা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সংস্কৃত “বিক্রমোর্কশী
নাটক” বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করেন এবং “হতোম প্যাচার নন্দা” রচনা করিয়া বঙ্গভাষায় এক
প্রকার নূতন রচনাপ্রণালী উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। দুই লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া সংস্কৃত মূল মহাভারত
উৎকৃষ্ট গোড়ীর সাধুভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন এবং বিনা মূল্যে উহা বিতরণ করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ
হইয়াছেন। মহাভারতই ইহার দৃঢ়তর কীর্তিস্তম্ভ।

‡ হালিসহরের অন্তঃপাতী কুমারহট্ট গ্রামে বৈষ্ণবকুলে ইহার জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম রাম-
সেন। রামপ্রসাদ সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও হিন্দি ভাষার কৃতবিদ্য ছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ইহাকে
“কবিরঞ্জন” উপাধি দান করেন। ইনি বিদ্যানন্দর, কালীসংকীর্তন এবং অপরাপর অনেকগুলি শক্তি-
বিবরণী পদাবলী রচনা করেন। ইহার কালীসংকীর্তন গ্রন্থখানি অধিকতর উৎকৃষ্ট। ইহার সৃষ্ট নূতন
সুর অতি সহজ অথচ শ্রুতিমধুর ও তস্তুরসাম্বক। আত্মমানিক জ, ব, খৃ: ১৭২২ বা ২৩ এবং
যু, ব, খৃ: ১৭৫৮ বা ৬২।

জুড়া'লে অন্তর ঢালি' কালী-নাম-নীর
গীত-ছলে । মরি মরি, কিবা মনোহর
তোমার গানের ভাব ! শুনি যত বাব,
ততই মানস লভে আনন্দ বিমল,
ভগবতী-ভকতির স্মৃতিতল ধার
ফুটায় নীরস, শুক্ল জদয়-কমল ।
এরূপ প্রবাদ বঙ্গ আছে প্রচলিত,—
পার্বতী দিতেন দেখা সদাই তোমাবে ;
যেদূর তোমার গীত অমিয়-পূরিত,
সে কথা অলীক নহে—হইতেও পারে ।
তব কৃত সুধামাথা সুর ঐতিহর
জানাই'ছে তব নাম বাঙ্গালা-ভিতর ।

বাবু রামকমল সেন ।

হে হিতাশী ! বাঙ্গালীয়ে ব্রিটনীয় ভাষা
শিখা'বার তরে তুমি বিপুল যতনে,
ধিভাষিক অভিধান—জ্ঞানগর্ভ, খাশা—
বিরচিলে ; চির হেতু এ বঙ্গ-ভবনে
পরিচিত হ'লে তুমি, গোড়-জন-চিত
সাদরে তোমার নাম ঘোষে যথোচিত ।
বঙ্গের সুভাগ্য তাই তোমা হেন ধনে
পেয়েছিল, বৈষ্ণব কুল-কুসুম-রতন !
যে গ্রন্থ গাঁথিলে তুমি, এ বঙ্গ তেমন
ব্রিটন-বঙ্গীয় কোষ না হেরি নয়নে ।
যে হিত সাধিলে, বল, কি দিয়া তাহার
প্রতি উপকার বঙ্গ করিবে এখন ?

কি আছে এ ধরা-মাঝে জিনিষ এমন ?
ধন্যবাদ বই, দেখি, কিছু নাহি আর ।

পণ্ডিতবর রঘুনাথ শিরোমণি ।

অগাধ-সাগর-হৃদে অসংখ্য লহরী
দিবানিশি খেলে যথা সফেন আননে ;
ভেমতি গো, বুধ, তব অন্তর ভিতরি
বুদ্ধিব বিচিত্র বীচি খেলিল সঘনে !
পণ্ডিতমণ্ডলী-মাঝে এ বঙ্গ-আগারে
অসামান্য ছিলে তুমি তুলনাবিহীন,
কল্পনা নিপুণ, স্বল্প জ্ঞানেতে প্রবীণ
তব সম মেলা ভার ভূভাগ মাঝারে ।
তপ্পন লপন-প্রভা প্রভাত সময়
লেপিত বরণে ঝকে উজ্জলি' আকাশ ;
“দীপ্তি” দীপ্তি তব এ বঙ্গ-আলয়
উজ্জলিল পূর্ণরূপে হইয়া প্রকাশ ।
বঙ্গ-বুধ-সমাজেতে তব গুণচয়
কখন হ'বে না লয়—র'বে বাব মাস ।

দেব-হিতৈষিণী দাড়িম্বা দেবী । †

সার্থক জীবন তাঁ'র, পরহিত তরে
মরত ভুবনে যিনি রত চিবকাল ;
তাঁহারি স্বয়ং ঘোষে নরপরিকরে,
যাঁহার গুণেতে দেশ লভে সুখজাল ।

* ইনি বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান ছিলেন । ইনি যে একখানি ইংরাজি বাঙ্গালা অভিধান প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই ইহাঁর নাম চিবোজ্জল কবিশা রাখিবে, তাহার কোন সম্বন্ধ নাই ।

† ইনি চৈতন্যদেবের সময় নবদ্বীপে জীবিত ছিলেন । ৩৮০ বৎসর অতীত হইল, ইনি সংস্কৃত “চিন্তামণি” নামক গ্রন্থের “দীপ্তি” নামক একখানি টীকা করেন । বোধ হয়, দীপ্তিতির তুল্য গ্রন্থ পূর্বে হয় নাই এবং পরে হইবে এমন সম্ভাবনাও নাই । ফলতঃ ইহাঁর জ্ঞান কল্পনানিপুণ অসামান্য ধীশক্তি সম্পন্ন, সংক্ষিপ্তলেখক গ্রন্থকর্তা আর দ্বিতীয় অমুভূত হয় না । কিন্তু উক্ত টীকা অতিশয় কঠিন ।

‡ ইনি প্রসিদ্ধ অনরেন্দ্র শঙ্করনাথ পণ্ডিতের রাণীগঞ্জনিবাসী ভ্রাতা মৃত জমীদার বাবু গোবিন্দরাম পণ্ডিতের সহধর্মিণী । ইনি দেশহিতকর কার্যে এবং দীনহীনদের প্রতি বিশেষ মুক্তহস্তা ছিলেন । বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি সদিদয়ে ইনি অনেক দান করিয়া গিয়াছেন ।

তুমি, দয়াবতি দেবি, এ বঙ্গ মাঝাবে
 স্নবলীয়া হইলে গো দেশ চিত্ত গুণে,
 তব কৃত উপকার কতিগুণে শুনে
 তুষ্ট হ'য়ে চিত্ত যশ বরণে তোমা'র ।
 বমণীকুলব মুখ উজ্জল কবিলে,
 বাপিলে অক্ষয় নাম এ বঙ্গ ভবান,
 দয়াশীলা হ'য়ে বহু ধন বিভবিলে,
 বাপিলে জীবন দেশ উন্নতি সাধনে ।
 আলোক নিভিলে গৃহ অঁধার যেমতি
 তোমা'র ভাবা'য়ে বঙ্গ হায'ছে তেমতি ।

মহারাজ আদিশুব । *

বঙ্গের প্রধান বাজা তুমি, হে ভূপাল ।
 *হনুধাম্যষ্টি চিত্ত তব ছিল অশ্রুত,
 যাগ যজ্ঞ, ধর্ম কন্ম যাপিলে নিগত
 সময় পবিত্র চিত্তে আজীবন কাগ ।
 তুমিই আনা'লে হেথা কনোজ ব্রাহ্মণ
 কবিত্তে পুণ্ড্রিষ্ট যাগ শাস্ত্র স্মৃতিত,
 তোমা হ'তে বঙ্গদেশ পাইল দর্শন
 বিশ্বক্ৰ-চবিত দ্বিজ বেদ পবিচিত ।
 কামিনী-কনক শোভী সাতনব মাঝে
 মধ্যমণি ঝকে যথা উজ্জল কিরণে,

শোভেছিল সেইকপ এ বঙ্গ সমাধে
 ত'ম, ভূপ, অতুলিত বিখ্য, জ্ঞান মনে ।
 আজও হামার যশ পতাক বিবাহে
 এ বঙ্গ বাপিয়া নত বিগদ বরণে ।

মহাবাজ বল্লাল সেন । †

হে বাজান, এব সম স্তবজি, চ্যপ
 মিলে না এ বঙ্গভূম । কি দিয়া তোমা'র
 ওঁচের বাজালা ঝল,—কি আশা পটু
 জিনিয় এমন এহ ব'ন্দন মাঝান ।
 কুণীনগণেব কুণ মান বাণিবাব
 যে নব ব'ন্দন, ভূপ, বাবতা বাবিলে ।
 সে নব লক্ষণ সম এ বঙ্গ আশাবে
 কুল মান বাণিবাবে কিছু নাহি মিলে ।
 কিন্তু, হায, কাল এবে কুণীনম ওলী
 সে বাবতা মাছি পাসি' কৃথা কান জাঁক ।
 গোমাতে আবেপে দোষ কত কটু বলি'
 কৃথা লোক -কা'ব দোষে কাট কা'ব নাক ।
 ঈদানীব কুলীনেবা যেন কুলকালি ।
 বিব নাই চক্র আচ ।—বিজ্ঞা, গুণে থাক ।।

* ইনি ১১৯ শকে পুণ্ড্রিষ্ট যাগ কবিবাব জন্ত কান্তকুম্ববাজ বীৰসিংহের নিবট হইতে বাণভট্ট, ছান্ড, ত্রিহর্ষ, বেদগর্ভ ও দক্ষনামা বেদজ্ঞ পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন । উক্ত পাঁচ জন ব্রাহ্মণেব ঔবস হইতে বঙ্গদেশেব কুলীন ব্রাহ্মণেবা উদ্ভব হইয়াছেন । পঞ্চ কায়স্থ ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণেব সেবা কবিবাব জন্ত তাঁহাদিগেব সহিত আগমন করেন । বঙ্গদেশেব ঘোষ, বস্ত্র ও মিত্র উপাধিদানী কুলীন কায়স্থেবা ইহাদেব বংশোদ্ভব ।

† মহাবাজ আদিশুবের বংশ ধ্বংস হইলে সেনবংশীয় রাজাবা গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন । ইনি সেই বংশোদ্ভব বিজয় সেনেব পুত্র । ইহাব সময়ে ক্রমে ক্রমে কান্তকুম্বাগত ব্রাহ্মণদিগেব সম্ভানেবা বিজ্ঞাহীন ও আচাবব্রট হইতে লাগিলেন । তন্নিবারণ জন্ত ইনি কৌলীন্ত-মণ্যাদা স্থাপন করেন, যথা—“আচারোবিনয়ো বিজ্ঞা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্ । নিষ্ঠাবৃতিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণং ॥” কিন্তু এক্ষণকার কুলীনেবা তাহার সম্পূর্ণ বিপবীত আচরণ কবিয়া থাকে, অগচ কৌলীন্তাভিমান ষোল আনা আছে ।।

মহারাজ লক্ষ্মণ সেন । *

উদায় আকাশ পানে চাহিলে যেমন
 ক্ষুধা তানি বিনা আব অল্প উড়ুগণে
 নাহি হেবি, পবক্ষণে সে তাবা মগন
 গগন-সাগরে হয় প্রভাও গোচরনে,
 এ বঙ্গ গগন শোভা ভূপতিমণ্ডলে
 তুমি গো তেমতি শেষে আছিলে স্বাধীন ।
 প্রবল যবনরূপ আসিয়া কুদিন
 আচ্ছাদিল তোমা', হায়, নিম্ননীর বলে ।
 তোমাব সহিত বঙ্গ স্বাধীনতা-ধন
 চলিয়া গিয়াছে, হায়, চিবাদিন তবে ।
 আব কি বাঙ্গালা তা'ব পা'বে দবণন ?
 সে বন কাণের চক্রে হবিগাছে পরে ।
 বাপ জাল ধৃত মৃগী অকুল যেমন,
 এ বঙ্গ তেমতি এবে অধীনতা তবে ।

বাবু গৌরমোহন আচ্য । †

এ বঙ্গ তোমাব ঘন আজো বিবাজি'ছে
 বিভাতিয়া চাবি পাশ, এ কলিকাতায়
 তোমাব স্থাপিত বিত্তা-আলয় সাজি'ছে,
 যাহে বালকেকা শোভে বিত্তাব বিভায ।
 অ গীব যতনে তুমি এ বিত্তা-ভবনে
 পব-হিত-কামনায় কবিলে স্থাপন,

যাহা হ'তে তব খ্যাতি হ'তেছে ক্ষবণ,
 নিরব যেমতি ধবে মুদব কবণে ।
 যথার্থ হিতাশী তুমি স্বজাতির ছিলে,
 এ বঙ্গ তা' কে না জানে ?—সবে অবগত,
 মানব জনম তুমি সার্থক কবিলে,
 সফল কবিলে সুখে জীবনের বৃত ।
 চিবকাল তবে নাম এ বঙ্গ বাধিলে,
 গাছ'ছে তোমাব গুণ বঙ্গবাসী যত ।

বাবু তারারাঁদ চক্রবর্তী । ‡

শাণ স্মরণিত যথা সুধাব কৃপাণ
 সমূহে বিপক্ষকুলে ক্ষব কবে কাট',
 তব জ্ঞান স্মৃতিশিত চিত—পবিপাটী—
 অল্পজ্ঞতি অবববে কবি' থান থান
 সাধিল বঙ্গের হিত । বঙ্গের ভিতবে
 কবিল তোমাব খ্যাতি, স্মৃতি যেমতি
 নিম্নে ছড়া'য়ে পড়ে বিমল অমবে ।
 দেশের হিতাশী তুমি, স্মৃতি, স্মৃতি !
 ধন্ত তুমি, ধন্ত তব ছিল অভিলাষ ।
 মানব-উচিত কাজে বত অক্ষুণ্ণ
 আছিল মানস তব, তাই গো সাবাস
 দিইল তোমাবে সবে । উন্নতি সাধন,
 জ্ঞান, বিত্তা দান কবি' হলে পূর্ণ-আশ
 এ বঙ্গ, সার্থক তব অমূল্য জীবন ।

* ইনিই বঙ্গদেশের শেষ স্বাধীন রাজা । ইঁহাব বাজসভায় কবিবর জয়দেব প্রভৃতি পুণ্ড পণ্ডিতবর ছিলেন । হিন্দুধর্মের প্রতি ইঁহাব বিশেষ আস্থা ছিল । ১২০৩ খৃষ্টাব্দে কুতবুদ্দিন বাদশাহ-প্রেরিত বখতিয়ার খিলজি আসিয়া বঙ্গদেশ আক্রমণ কবে । ইনি তৎকালে ব্রাহ্মণদিগের পবামর্শে তাহাব সহিত যুদ্ধ না কবিয়া জগন্নাথক্ষেত্রে প্রস্থান কবেন । বঙ্গদেশ সেই দিন হইতে বিজাতীয় শাসনে আজি পর্যন্ত শাসিত হইয়া আসিতেছে । কবিবর হলায়ুধ ইঁহাব মন্ত্রী ছিলেন ।

† ইনি প্রথমাবধায় অত্যন্ত দবিদ্র ছিলেন । ক্রমশঃ স্বকীয় বুদ্ধিবলে জীবনের উন্নতি সাধন কবেন । ইনি ইং ১৮২৯ সালে কলিকাতা নগরীতে “ওবিএন্টাল সেমিনারী” নামে একটি ইংবাজি বিদ্যালয় স্থাপন কবেন । কলিকাতা হাইকোর্টের মৃত জজ শঙ্কুনাথ পণ্ডিত এই বিদ্যালয়ের অন্ততর ছাত্র ।

‡ ইনি হিন্দু কলেজে বিদ্যাধ্যয়ন কবিয়াছিলেন । ইংবাজি শিক্ষার সৌকর্য্যার্থে ইনি একথানি উৎকৃষ্ট ইংবাজি-বাঙ্গালা অভিধান প্রণয়ন করেন । বর্দ্ধমানের বাজসংসাবে ইনি অনেক দিন উচ্চপদে কায্য কবিয়াছিলেন । মহাতাপটাদ ইঁহাব যথেষ্ট সমাদর কবিতেন ।

বর্দ্ধমান-রাজবংশাদিপুরুষ আবু রায় । *

প্রতিপদে শশা যথা কলামাত্র কবে
বিশদ বরণ ববে, ক্রমে তিথিচয়
অতিক্রমি' পূর্ণিম্যু পূর্ণরূপ ধবে,
উজ্জল আলোকে ব্যাপ্ত ধবলী-নিলয় ।
তেমতি, গো আবু রায় । তোমাব দ্বাবায়
বর্দ্ধমান বাজবংশ স্থাপিত হইয়া
ভুবন প্রসিদ্ধি এবে এই বাঙ্গালায়,
পূর্ণরূপে যশ ব্যাপ্ত গগন ছাইয়া ।
এ বাজকুলেব তুমি আদিম পুরুষ,
ভুমিই স্থাপিয়া এই বাজ সুবিশাল
চিবখাত হ'লে—তব বহিষ পৌবষ ।
এ গোঁড়ে গোড়ীষগণ গা'বে চিবকালে
তব যশ, গাহিলেন যথা জন, কুশ
জনক তনয়া পতি বাম গুণজ্ঞান ।

পণ্ডিতবর বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার । †

ধবা দেহ বস লভি' যথা তব বব
কালোত সূক্ষ্ম নদয়, তেমতি, বাণেশ ।
সংস্কৃত বিজ্ঞা লভি' তুমি গো বিশেষ
জ্ঞান ফল জন্মাইলে, বাঙ্গালা ভিতরে ।
উপযুক্ত জ্ঞানাকব গুরুব সকাশে
শিথিলে প্রচুর বিজ্ঞা, বুদ্ধি সূশাণিত
হইল তোমাব । বুব, এ বঙ্গ-আবাসে
গুণিগণ সমাজেতে তুমি পবিচিত ।

নানা গ্রন্থ বুদ্ধি ভোবে আয়ত কাবয়া
শাস্ত্রবিৎ হইলে গো, পশ্যঃস তোমাব ।
নিঃসংশয়ে দেশবাসী, সমাজ ভবিষ্য
বহি'ছ তোমাব খ্যাতি নিম্মল দাবায় ।
বং যথা যুব ফল উদান শাশিলা,
তেমতি তুমাব নাম বং বাঙ্গালী ।

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর । ‡

স্বদেশব বহু হিত যদি ব তুমি ।
নে হেতু তোমাব খ্যাতি । গা'বে উজ্জল
এ বঙ্গ গগন গতে, বাঙ্গালার পতি
অতিশয় মেহী ছিলে । জদা পৌড়িলে
মকলেব, তোমা হেন গৌরব পাবে ।
নিদ্রায় আচাব সতী দাস উদ্যানে
যজ্ঞ দান কবি', তাত ঘোরে মরে নিলে ।
আজো গো তোমাব দ্বিজ ববিৎ বাঘে ।
দেশেব উন্নতি তব স্থাপিল সমাজ,
স্বজাতিব শুভ উজ্জা কাবাব অন্তরে
ভুই বাব গিয়াছিলে টেনেব মাক,
শেষ বাবে কাল তব প্রাণ ওপা তব ।
নহিলে এ বঙ্গ সুখী হ'ত কত আশ ।
মবিষা অমর তুমি জগত-ভিতরে ।

* ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয় । আপনাব জন্মস্থান পঞ্জাব পবিগাণ কবিয়া আসিয়া বর্দ্ধমান নগরে বাস কবেন । এবং যাবনিক ১০৬৮ সালে উক্ত নগরে বাদশাহেব "পিক-আবি" নামক উদ্যানে চৌধুরী ও কোত ওয়ালের পদে, বর্দ্ধমান চাকলাব ফৌজদার কর্তৃক নিযুক্ত হন । ইহাব পূর্বেব নাম বাবু বায় ।

† ইনি হুগলী জেলাব অন্তর্গত গুপ্তিপাড়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ কবেন । বাল্যকাল হইতে ইহাব বুদ্ধি প্রথবা হইয়াছিল । ইনি সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশিষ্টরূপ পাবদর্শী হইয়াছিলেন । বাজা ব্রহ্মচর্য বায় ইহাব বিশেষ বিদ্যাবত্তা দেখিয়া ইহাকে আপনাব বাজসভাব সভাপণ্ডিত কবিয়াছিলেন ।

‡ ইনি কলিকাতা নগরে জন্মগ্রহণ কবেন । ইহা দ্বাবা কলিকাতাব "উজনিবন বাজ" স্থাপন খৃঃ ১৮২৯ ; "কাব ঠাকুর কোম্পানি" নামে কলিকাতাব বাণিজ্যেব কুঠী স্থাপন খৃঃ ১৮৩০, "লাণ্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েসন্" (বর্দ্ধমান ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন) নামক সভা স্থাপন খৃঃ ১৮৩৮ । ইহাব প্রথম বাব বিলাত যাত্রা খৃঃ ১৮৪২, দ্বিতীয় বাব বিলাত যাত্রা খৃঃ ১৮৪৫ এবং বেনকাই নগরে মৃত্যু খৃঃ ১৮৪৬ । বাব দেবেব্রনাথ ঠাকুর ইহাব পুত্র ।

বাবু ভৈরবনাথ সান্যাল ।

স্বধর্মপালক, দেশ-হিত-পরায়ণ
 ছিলে তুমি বঙ্গমাঝে ; তোমার যতনে
 বঙ্গের মঙ্গল বহু । কত দীনজন
 পালিত হইল, সাধো, তোমার সদনে !
 তোমার এ গুণ ছেরি' মানন্দ' অতুলে
 বঙ্গবাসী দোখে তব "শ" নিবস্তব,
 ব্যাপ্ত তাহা দেশময় ; তবঙ্গনিকব
 উদ্দি' মীর গর্ভে যথা তীর স্পর্শ কবে ।
 সবল, সৃজন আঁব হিত অভিলাষী
 যে জন, সে জন যদি ধনবাশি পান,
 স্বধর্ম, স্বদেশ-হিতে নিয়ত বিলান,
 ধর্মাক্রু রূপণ সম সদা বাশি রাশি
 না করে সঞ্চয় । জল পেলে জলধব
 বাথে কি গোপনে কভু হইয়া কাতব ?

বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র । †

হে বিজ্ঞ, বিদ্বান্, তুমি এ বঙ্গমাঝাবে
 দ্বজ জনমিলে ! তব যশে বঙ্গদেশ

প্রপূবিত । বঙ্গবাসী প্রশংসাব ধাবে
 ভিজাইল তোমা ধনে । আনন্দ অশেষ
 লভেছিল সকলেতে তুমি যত দিন
 জীবিত থাকিয়া সাধিলে হে দেশহিত !
 বিজ্ঞা-পবিচয়, গুণী, দীপে যথোচিত !
 এবে বঙ্গ তোমা বিনা বারিহীন মীন !
 রহিবে তোমার নাম উজ্জল হইয়া
 এ গোড় ভাণ্ডাব-মাঝে, যথা আভাস
 মণিখণ্ড রাজ্যলয়ে থাকয়ে শোভিয়া ।
 ইংরাজি বিজ্ঞাব গুণে বঙ্গদেশময়
 বহিল তোমাব যশ সদা উজ্জলিয়া,
 মাতমান্, কহ তাহা হ'বে না বিলয় !

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর । ‡

নাট্যকব আদিগুরু ভবত তাপস
 শুভক্ষণে জনমিলা ভাবত-ভবনে ;
 হৃদয়-শীতল-কর মধুময় বস
 নাট্যক্ষেত্রে ববিলিা মানব এরণে ।
 সে ধর্মিব ববে (আমি জন্মান কবি)
 বঙ্গ-জন মিত্র হ'য়ে, মিত্র বাহাদুর !

* ইনি জেলা রাজসাহীব অন্তঃপাতী পুটীয়া নামক স্থানে বাস করিতেন । ইহার জীবদ্দশা হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ৩ ধর্মকর্মেই অতিবাহিত হইয়াছিল । দীন দরিদ্র ব্যক্তিদিগের প্রতি ইনি অত্যন্ত সদা ছিলেন । ইনি মৃত্যুকালে উইলে স্বীয় বিষয়ের অধিকাংশ দেবসেবাব জন্ত লিখিয়া যান । পুটীয়ানিবাসিনী দেশবিখ্যাতা দানপরায়ণা ৬ বাণী শব্দসুন্দরী দেবী ইহাব কণ্ঠা ।

† কলিকাতা,—নিমতলা ষ্ট্রীটে ইহার জন্ম হয় । বাল্যকালে পাবসী ও সংস্কৃত কিছু শিক্ষা করিয়া ডেবিড্ হেন্সাব সাহেবের স্কুলে পরে পূর্বতন হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং ইংরাজিতে বিশিষ্ট কৃতবিদ্যা হয়েন । টাউনহল প্রভৃতি সভাতে ইনি দেশের হিতার্থ অনেকগুলি ইংরাজি বক্তৃত করিয়াছিলেন । “ইণ্ডিয়ান ফিল্ড,” “কলিকাতা রিবিউ” প্রভৃতি সংবাদপত্রে ইনি উত্তমোত্তম বিষয় লিখিতেন । বাঙ্গালী জাতির মধ্যে কেবল ইনিই মেট্রোপলিটান্ মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইয়াছিলেন জ, ব, খঃ ১৮২২,—২৬এ মে । মৃ, ব, খঃ ১৮৭৩,—৬ই আগষ্ট ।

‡ জেলা কৃষ্ণনগরের অন্তঃপাতী চৌবেড়া নামক গ্রামবাসী কালাচাঁদ মিত্রের ঔরসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন । প্রথমে হুগলী কলেজে পরে হিন্দু কলেজে বিজ্ঞা অধ্যয়ন করিয়া হিন্দু কলেজে কিছু দিন শিক্ষকতার কার্য করেন । পরে পোষ্ট অফিস সহকারী কার্যে নিযুক্ত হয়েন । ইনি নীলদর্পণ লীলাবতী, সধবার একাদশী, বিয়ে পাগ্লা বুড়ো, নবীন তপস্বিনী, সুরধুনী কাব্য, ষাদশ কবিতা, জামাই বারিক ও কমলে কামিনী নামক গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করেন । জ, ব, খঃ ১৭৫১ । মৃ, ব, খঃ ১৭৯৫—১৭ই কাশিক । বঃ ৪৬ বঃ ।

বান্ধালা নাটক তুমি—আহা, মরি মরি!—
রচিলে ঘৃণিত নীতি করিবারে দূর।
যত পড়ি বাড়ে তত বাসনা পড়িতে,
মিটে না মনেব সাধ; পাইলে যেমতি
সুধারস রসনার না ইয় বিরতি,
কিবা অর-বিকারীর যেরূপ বারিতে।
এমনি নাটক তুমি করিলে রচন,
পড়ি' কভু হাসি—করি কখন রোদন।

বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

ব্রিটনীয় ভাষা শিখি' পরিচয় তা'র
দিলে তুমি ভালরূপে, ঘোষজ সৃজন!
গাঁথিয়া অপূৰ্ণ, চারু কবিতার হার
ইংরাজি ভাষায়। ঋতি-পথ-বিমোহন
কবিতার ছটা তব। দূব-বন-জাত
ফুল ফুলকুলে যথা গাঁথে মালাকার
কমনীয় দাম (দাম প্রচুর তাহাব)
ভলা'তে নগন, মন;—হাবে পারিজাত।
তেমতি সাগর-পার-বিদেশী ভাষায়
কবিতা-মালাকা তুমি স্বগুণে গাঁথিলে
বঙ্গবাসী হ'য়ে। পরি' অন্তর-গলায়
এ তব গুপ্তিত হার, আনন্দ সলিলে

সম্বরে পাঠক সদা; সুধার ধাবায়
তব যশ গায় সবে। সুকীৰ্ত্তি বাখিলে।

কবির প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ। ৮

আনন্দিত চিত্তে নন্দী আনন্দ দায়িকা
দক্ষের নন্দিনী সতী-চরণ-যগণ্ডে
বক্তবাগম্বজিত জবাব মালাকা
গাঁথিয়া যেমতি দিল, (পূর্ণ পবিমলে!)
তেমতি, কবীশ। তুমি অতীব যতনে—
সংস্কৃত-ভাষা-ফুলে (অতুলিত ফুল!)—
গাঁথিয়া কবিতা-হার পবা'লে চরণে
জননী বঙ্গব;—শোভা তাঁ'ল অতুল!
কে আব এমন, হায়, হাব মনোহর
গাঁথি' জন্ম-ভূমি-পদ করিবে শোভিত!
এস এস, ফিরে এস, কান্দা-মালাকার,
গাঁথ মালা, দাও পদে! কাতব অন্তর
তিনি যে বিহনে তব। সবে বিবাদিত
না ছেবি' তোমাথ,—কোথা গেলে, কবির!

সঙ্গীতকেশরী রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য। ৯

গভীর জলধি-জলে ডুবানী ডুবিয়া
মুক্তা যেমতি তলে বহুপ্রম সনে,

* ইনি কলিকাতাস্থ সম্ভ্রান্ত ও ধনবান্ কায়স্থবংশে জন্মপরিগ্রহ করেন। প্রথমে পারস্ত এবং সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষিত হন। পরে হিন্দু কলেজে ইংরাজি বিজ্ঞা অধ্যয়ন করেন। যৌবন সময়ে কবির মিলটনের মুখশ্রীর ছায়া ইহার মুখশ্রী ছিল। ইনি ইংরাজি ভাষায় গল্প ও পঞ্চ উভয়ই লিখিতেন। ইংরাজি কবিতা লিখিবার জন্ত সকলে ইহাকে “ইণ্ডিয়ান বার্ড” কহিত। ডাক্তার উইল্‌সন, হেনরি, র্যাটারি প্রভৃতি কলিকাতাস্থ ইংরাজ কবিগণের সহিত ইহাব বিশেষ আত্মীয়তা ছিল। ইনি “হিন্দু-ইণ্টেলিজেন্সার” নামক একখানি ইংরাজি সংবাদপত্র প্রচার করিয়াছিলেন। জ, ব, বং ১২১০। মৃ, ব, বং ১২৮০, অগ্রহায়ণ। বং ৭০ বং।

† ইনি সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ইহার সময়ে ইনি সংস্কৃত ভাষায় অদ্বিতীয় কবি ছিলেন। ইনি নৈষধচরিত, রাবব পাণ্ডবীয় প্রভৃতি কাব্যের উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করিয়াছিলেন। ইনি শেষাবস্থায় কাশীবাস করিয়া পরলোকগত হন। মৃ, ব, বং ১৭৮৮।

‡ ইনি জেলা বাঁকুড়ার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরনিবাসী গদাধর ভট্টাচার্য্যের পুত্র। ইনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় বিশিষ্টরূপ পণ্ডিত ছিলেন এবং ঐ সকল ভাষায় নানা প্রকার রাগরাগিনীসংযুক্ত গীত ও কবিতা রচনা করেন। ইনি সংস্কৃত বিজ্ঞায় একরূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন যে, ইহার সময়ে বিষ্ণুপুরের

সে মতি উজ্জ্বল জ্যোতিজ্বালেতে জলিয়া
কঠেঁরে শোভিত করে বিশদ বরণে ;
সঙ্গীত সাগর-নীরে তুমি, দ্বিজবর !
ধ্রুবিয়া সঙ্গীত-বিজ্ঞা অতুল রতনে
তুলিলে তেমতি । বঙ্গ-হৃদয়-উপব
ছিগে তুমি বিহ্বলিত সঙ্গীত ভূষণে ।
কুসুম কাননে যথা ফুলে ফুলে বসি'
মধু জড় করে অলি গুন্ গুন্ রবে ;
সঙ্গীত আরামে তুমি স্বস্তাব বরষি',
তেমতি কবিলে লাভ সঙ্গীত-আসবে ।
হে সঙ্গীত-প্রিয় পূজ্য ! প্রসাদে গোমার
যে লাভ লভিল বঙ্গ, তুলা নাহি 'তা'ব ।

বাদ্যবিহারদ শ্যামচাঁদ গোস্বামী । *

শুভক্ষণে তুমি, বাণ্য বাদন কুশল !
এ উর্ধ্বর বঙ্গভূমি অঙ্কের উপর
জনম লভিয়াছিলে । তোমার সোসব
সর্ব-চন্দ্র-যজ্ঞবিৎ অতীব বিরল ।
স্বচ্ছাধীন চন্দ্র-বস্ত্র যে যা' গো তোমায়
বাজাইতে দিত, তুমি নির্ভীক অন্তরে
বাজাইতে, মজাইতে সে যজ্ঞের স্বরে
শ্রোতাগণ-শ্রুতি ;—শ্রোতা চমৎকৃত তা'র !
গাজন-তলায় ঢাক—রাস মঞ্চে খোল—
ডাগর নাগারা উচ্চ নবাব-তোরণে—
সঙ্গীত-সমাজে ঢাক মৃদঙ্গের বোল—
জগন্ম্প, কাড়া, ডম্ফ বিবাহ-ভবনে—

ঢোলক যানার দলে—পূজা-গৃহে ঢোল
বেজেছিল তব করে, ধন্য সে কারণে !

পরিশিষ্ট ।

মৃত কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের
বঙ্গভাষায় প্রথম সৃষ্ট চতুর্দশপদী কবিতার অমুকব
কবিতা বঙ্গভূষণ রচনা করিলাম । সেই জ্ঞাত মৃ-
কবিবরকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি ।

এই পুস্তকের কতকগুলি টীকাতে নিম্ন-
লিখিত পুস্তক কএকখানি হইতে বিস্তব সাহায্য
পাটয়াছি :—

কবিচরিত ; বঙ্গভাষাব ইতিহাস ; সঙ্গীতসাব ,
Indian Antiquary ; Calcutta Review ,
বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না—প্রথম
খণ্ড ; সর্বদর্শনসংগ্রহ ; বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা
সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব ; ইত্যাদি ।

সাক্ষেতিক বাক্য ।

জ, ব, বং ...	জন্ম	বৎসর	বঙ্গাব্দ
জ, ব, থুঃ ...	”	”	খৃষ্টাব্দ
জ, ব, থং ...	”	”	শকাব্দ
ম, ব, বং ...	মৃত্যু	”	বঙ্গাব্দ
ম, ব, থুঃ ...	”	”	খৃষ্টাব্দ
ম, ব, শং ...	”	”	শকাব্দ
বঃ () বঃ ...	বয়ঃক্রম	()	বৎসব

কোন সংগীতবিদ ব্যক্তিই ইহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই । বিষ্ণুপুরনিবাসী প্রসিদ্ধ তবলাবাদক
বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ইহার মিত্র এবং সঙ্গতকার ছিলেন । সঙ্গীতসার, গীতগোবিন্দ স্বরলিপি,
ঐকতানিক স্বরলিপি-প্রণেতা বঙ্গসঙ্গীতাচার্য্য ৮ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ইহার বিখ্যাত ছাত্র এবং তিনি
বঙ্গসঙ্গীত বিজ্ঞানদের তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত ছিলেন । মৃ, ব, বং ১২৬৮ । বঃ ৭৭ বৎসর ।

* ইনি জেলা বাঁকুড়ার অন্তঃপাতী বিষ্ণুপুরনিবাসী শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্য্যের
পৌত্র । ইনি সকল প্রকার চন্দ্রবস্ত্র বাজাইতে পারিতেন । কথিত আছে, ইনি একটা বৃহৎ কূপের
মুখভাগ চন্দ্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া তাহাতে নানা প্রকার বোল বাজাইয়াছিলেন । ১৬৫ বৎসর অতীত
হইল ইনি জীবিত ছিলেন ।

বঙ্গভূষণ বর্তমান ১২৯৮ সালে ৪র্থ ভাগ গ্রন্থাবলী মধ্যে তৃতীয় বার প্রকাশিত হইল । অতএব
কোন কোন স্থলে সাময়িক বৎসবসংখ্যা ১৮ বৎসর হিসাবে বাড়াইয়া লওয়া হইল ।

আগমনী ।

হিমালয় পর্বত ।

শয়নাগার ।

যেনকার স্বপ্নযোগে ভগবতী দর্শন ।

বিমল গগনতল সুনীল বরণ ।
নেহাৰি' মানস মোহে জুড়ায় নয়ন ॥
শাবদীর পূর্ণ শশী মাঝে শোভা পায় ।
কবিত বজ্রত সম, হীন তুলনাষ ॥
বমেশ-উবসে যথা কোমল বতন ।
ঝকমকে উজলিবা গোলোক ভুবন ॥
অথবা সরস-সবে কমল সবস ।
শোভা পায় সিত বাগে মোহিত' দিগদশ ॥
কিছা বোপ্য ফুল যথা কামিনী-কুন্তলে ।
শোভা কবি' কেশপাশে সদা ঝলমলে ॥
কিছা গজমতি যথা নিগ্রো-কর-মাঝে ।
নখব বিশদ রাগে নিম্নত বিরাজে ॥
হীবাধ ও সম চাক তারকানিচব ।
বিশাল আকাশে শোভে, অতি শোভাময় ॥
যেন মণি-সুখচিত নীলাশ্বর পবি' ।
স্নিতমুখে বিহবেন প্রকৃতি সুনন্দী ॥
শীতল সমীপ বহে মৃদু সঞ্চরণে ।
জুড়ায় তাপিত দেহ তা'র পবননে ॥
তরুণ ফুল ফলে হিমাদ্রি-শিখরে ।
নবীন হরিত রাগে কম শোভা ধরে ॥
তাহে গুন শশি কব পরশি' হরষে ।
হসিত আননে যেন ভাসে প্রেমবসে ॥

গগনে নিবধি' চাঁদে কোকিলকলাপ ।
দিবাবোধে কুচবনে কবি'র ছালাপ ॥
উন্নত তমাল-ডালে চকোরী চকোব ।
সুধাকর-সুধাপানে হই'ছে বিভোব ॥
ধবানধো গিবিফুলে ত্রিমাতি পধান ।
কোন্ দেশে কোন্ গিবি এ নগ সমান ? ॥
ভাবতেন শিব ভূগা অতুল শোভন ।
হেনিলে মোহিত ও মগ্ন ভাবুকব মন ॥
প্রকাণ্ড উপলপ্ত ভীষণ আকাব ।
বেড়ি' অদ্বি-দেহ, আভা, শোভে অনিবাব ॥
নানাবিধ শিলাথ ও বিচিত্র বরণ ।
নিমেষে মনেব ভাব করয়ে হরণ ॥
মিয়তন হিমালীবাশি ধবল আকাব ।
ভুঙ্গ-শৃঙ্গ-শিবোপরে হই'ছে আসাব ॥
সিত বাগে নগপতি শোভে মনোহর ।
যেন যোগাসনে বসি' ধ্যানে মগ্ন হর ॥
সুন্দর বিটপি-বাজি বাজে সারি সারি ।
নন্দন কানন যায় তুলনায় হারি' ॥
যেন গিবি মরকত-খচিত ভূষণ ।
পবিত্রা বিবাজে, আহা, তুলে যায় মন ! ॥
অচল-নিতম্ব হ'তে ঝরি'ছে নিব্বর ।
জুড়ায় শ্রবণ কিবা স্নমধুর স্বর ॥

হেন বোধ হয় যেন গুরুক্ষমিকর ।
 ছরিশে বাজায় বীণা ঐতি-মনোহর ॥
 কোন খানে অন্ধকার গছের ভীষণ ।
 সূচ্যমুখ সম রূপ হেরে ভীত মন ॥
 অবিরল জলরাশি তাহাব মাঝারে ।
 ভীমনাদে গরজি'ছে অবিরাম ধাবে ॥
 পবিত্র তটিনী গঙ্গা মলিল বিমল ।
 পবিত্র পাতকিকুল স্পর্শ, গা'র জল ॥
 যমুন গওকী সিদ্ধ ব্রহ্মপুত্র আদি ।
 পূজ্য নদীপুঞ্জ বহে মৃদল নিনাদি' ॥
 হিন্দু-পূজনীয় গিরি পবিত্র আলয় ।
 স্বর্গ সম যা'র শোভা চির সুখময় ॥
 এ হেন পার্শ্বদেশে চন্দ্রিকা-বিভাস ।
 সাজিয়া যামিনী সতী চারু শোভা পায় ॥
 গিরিবাসী জীবকুল সুখে নিস্তা যায় ।
 নিশাচর পশুগণ নাচিয়া বেড়ায় ॥
 হেন কালে গিরিপূরে গিরীশ-দয়িতা ।
 বিচিত্র শয়ন'পরি আছিল শয়িতা ॥
 সহসা স্বপনে রাণী হেরিলা উমায় ।
 দাঁড়ায়ে পর্য্যঙ্ক-পাশে চেনা নাহি যায় ॥
 বিকচ-চম্পকনিভ গউর বরণ ।
 হ'য়েছে মলিন যথা নলিন আনন ॥
 পরশি' শিশির খুঁড় বিরসে শুকায় ।
 মানস কাঁদিয়া উঠে নিরখিলে তা'র ॥
 হাসিলে যে বিধুমুখে বরষিত সুধা ।
 নিরখি' ঘুচিয়া যেত নয়নের সুধা ॥
 বিরস সে মুখখানি বিবাদে এখন ।
 সজল জলদ যথা ছাইয়া গগন ॥
 কাঁপে পূর্ণশলী সদা ঢকে বহে ধার ।
 আহা, সে মলিলে বক্ষু ভিজে অনিবার ॥
 যে হেমসন্নিভ দেহে চারু আভরণ ।
 অহরহ সুশোভিত, ভুলিত নয়ন ॥
 বৈদূর্য্য মুকুতা চুণি মরক্ত হীরক ।
 করিত যে দেহে, মরি, সদা বকুমক ॥
 বোধ হ'ত যেন ছাড়ি' সুনীল আকাশ ।
 বিরাছি'ছে তারাবলী সৌদামিনী-পাশ ॥

সে শরীরে সাজে এবে কজ্জলেকের ফল ।
 নেহারিয়া হেন ভূষা চক্ষে আসে জল ॥
 যেন রে শৈবালমল সোণার অচলে ।
 অসিত বরণে শোভে, হেরে হিয়া গলে ॥
 যে দেহ দুকুলবাসে সাজিত সুন্দর ।
 নেহারি' ভুলিত আঁখি জুড়া'ত অন্তর ॥
 এবে সে সুবর্ণ দেহে শোভে বাঘচাল ।
 হেমলতা ঢাকিয়াছে জলধরজাল ॥
 আশুলফলমিত চারু কেশপাশ-পাশে ।
 শোভিত রতন ফুল সুন্দর বিকাশে ॥
 নগর কমল ফুল ভ্রমেতে ভ্রমব ।
 ভ্রমিত সে ফুল-পাশে করি' গুন স্বব ॥
 এবে সে রুচিব কেশে নাহি স্বর্ণফুল ।
 নাহি আর বধকারী মধুকরকুল ॥
 কষ্টে রঙে জটাভূট শিরেতে এখন ।
 ক্রিকট আকারে শোভে লোটার কখন ॥
 কিশিণ হরয়েছে কাগ, কি কহিব কা'র ।
 উষা ব'লে ভবানীরে চেনা নাহি যায় ॥
 হেরি' শিবানীর হেন রূপ বিপরীত ।
 মেনকার চিত্ত হ'ল বিবাদে পূরিত ॥
 না সরে বদনে বাণী, জ্ঞানহীন প্রায় ।
 গালে হাত গিরিজায়া নিরখে উমায় ॥
 কতক্ষণ পরে তব-উর-বিলাসিনী ।
 কহিলা করুণস্বরে যথা ভিখারিণী ॥
 গৃহস্থ জনের নিজ দুঃখ-পরিচয় ।
 মানমুখে অর্দ্ধফুট মুদ্রতাষে কর ॥—
 “ওঁ, মা মেনকে ! তোর অভাগিনী মেয়ে ।
 আসিয়া ডাকি'ছে হের দুখিনীরে চেয়ে ॥
 কুখায় জঠর জলে, আকুল জীবন ।
 অসহ্য দুঃখের দাপে খুরি'ছে নয়ন ॥
 মেয়ে ব'লে মনে কি গো আছে, গিরিজায়া ! ।
 বুঝেছি আমার প্রতি তোর যত মায়া ॥
 জনক পাষণ-কায়া, কাতরে না গলে ।
 কঠিন হৃদয় তাঁ'র যথা আঁখিজলে ॥
 গলে কি নিদ্র-প্রাণ ? অথবা যেমন ।
 দীন-দুঃখে নাহি হবে রূপণের মন ॥

শুনেছি স্নাতার চেয়ে স্নাত অতিশয় ।
 স্নেহপাত্র জনকের, কিন্তু খেদ হয় ॥
 নেহারি' পিতার মম ভাব বিপরীত ।
 মৈনাক তনয় ইহ ভুবন-বিদিত ॥
 বাসবের ভয়ে ভাই সাগর-মাঝারে ।
 ভুবি' আছে চিরকাল, দুখ ক'ব কা'রে ॥
 আমার যে দুখ তাহে ! জনক তাহার ।
 ছেলে ব'লে একবার ভ্রমেও না চায় ॥
 -আমি এক অভাগিনী তনয়া তাঁহার ।
 অ'লেও পড়ে না মনে কি কহিব আব ॥
 পাছে ভাল বাস পনি, পাছে ভাল খাই ।
 পাছে কিছু জনকের ধন কড়ি চাই ॥
 তাই মোরে তাড়াতাড়ি পাগলের' করে ।
 সঁপিয়া মনেব স্নেহে র'য়েছেন ঘরে ।
 ঘনে ভেবেছেন পিতা শিব সর্বকণ ।
 ছাই মাখে, করে ভাঙ ধূতরা ভক্ষণ ॥
 উমারেও শিখাইবে সিদ্ধি খাওয়াইতে ।
 উন্মাদিনী হ'বে উমা নারিবে চিনিতে ॥
 ভাল মন্দ জব্যগুণ সব একাকার ।
 ভাবিবে, নারিবে মোরে চিনিবারে আর ॥
 সে যা' হোক, জননি গো, আশা নাহি ধনে ।
 যে পতি পেয়েছি শিবে সেবে একমনে ॥
 ষ্ণুগল চরণে তাঁ'র কত স্নেহ পাই ।
 তুচ্ছ ধনে মেয়ে তোর ইচ্ছা করে নাই ॥
 পতিই সতীর প্রাণ স্নেহের আকর ।
 পতি বিনা রমণীর সকলি অপর ॥
 কি দরিদ্র দুঃখী পতি কিবা ধনবান্ ।
 পতিরতা কামিনীর সকলি সমান ॥
 যে নারী সরল মনে সেবে পতিপদ ।
 ধরাধামে পূজা সেই, পায় মোক্ষপদ ॥
 কিবা শোভা ধরে শশী শরত-সময় ।
 কমলে কমল কিবা হয় শোভাময় ॥
 কি ছায় নন্দন বনে পারিজাত ফুল ।
 স্বর্ণচাঁপা কিবা শোভা করে নারী-চুল ॥
 ভূপতি-মুকুটে মণি কিবা শোভা পায় ।
 সকলি পতির কাছে হীন তুলনায় ॥

একমাত্র রমণীর পতিই সকল ।
 পতিবে না সেবে যেই, সে নারী বিনয় ॥
 তাই বলি, জননি গো, শিব বিনা আব ।
 বিছুই না লাগে ভাল সকলি স্বসাব ॥
 শঙ্কব মাথেন ছাই আমিও তা' মাখি ।
 ষ্ণুগে মিলয়া সদা প্রেতভূমে থাকি ॥
 কঙ্কালগ্রথিত মালা পরেশ-গলায় ।
 দেখাদেশি আমিও, মা, গলে পিঁবি তা'য় ॥
 শাদুল-অজিন যাহা কটদেশে তাঁ'র ।
 শোভা পায় মীলকণ্ঠে রুদ্রাদেব হাব ॥
 অহরহ স্মরিরাছে শিরে জটাভাল ।
 চরণ পর্যন্ত লখ দোলে চিবকণ ॥
 আমিও, জননি, সদাশিবের মতন ।
 ও সব শরীরে পরি করিয়ে যতন ॥
 পতির কুপায় মম সর্বকণ প্রতুল ।
 কেবল হৃদয়ে এক বিষাদের শূন্য ॥
 হুটতেছে, সে জালায় ভটকটে প্রাণ ।
 কি ক'ব কহিতে গেলে ঝরে গো নরান ॥
 একমাত্র আমি তোর দুখিনী কুমারী ।
 বিবাহ দিয়াছ পুন দেখিয়া তিথারী ॥
 কিন্তুপে র'য়েছি তা'র তব নাহি লও ।
 পিতারও মোর কথা ভুলেও না কও ॥
 যা' হোক, জেনেছি ভালবাসা তোমাদের ।
 তা'ই বা কি ক'রে বলি, মোর ভাগ্যক্ষেত্র ॥
 ঋতুর-ভবন হ'তে আনি' দুহিতায় ।
 সমাদরে পিতা মাতা ভালবাসে তা'য় ॥
 কোলে ক'রে মাতা তা'রে আনন্দ-সাগরে ।
 ভুবে যায়, ঘন চুষে মধর অধরে ॥
 কিন্তু মোর পোড়া ভাগ্যে ঘটে না সে সব ।
 যে জালায় জলে মরি কা'য়ে আর ক'ব ॥
 জনক জননী মম থাকিতেও নাই ।
 ইচ্ছা হয় ভুবে মরি কিবা বিষ খাই ॥
 বৎসরেও নাহি পৌঁজ কি তোর পরাণ ।
 পাষণের নারী তুই পাষণ সমান ॥
 যদি গো তোদের ইহা ছিল মনে মনে ।
 নির্দাসিতা করিবারে এ চণ্ডিনী জনে ॥

তবে গো ভূমিষ্ঠকালে ঋণগ্রাহীরা হুন ।
 কেন কেন অভাগীরে কর নাই ধুন ? ॥
 নিশ্চিন্ত হইতে সৌহে, ঘৃণিত যাতনা ।
 আয়ারেও এত হুখ সহিতে হ'ত না ॥
 কিন্তু এবে মো'ব প্রাণ তোমাদের চেয়ে ।
 আকুল হ'য়েছে সদা আসে হেথা ধৈর্যে ॥
 তোদের যত না মায়া আমার উপর ।
 তা' হ'তেও শত গুণে আমার অন্তর ॥
 ভালবাসে তোমাদের কি ক'ব সে কথা ।
 পিতা মাতা প্রতি মোর যতক মমতা ॥
 কিন্তু, মা গো, তোমাদের স্নেহলেশ নাই ।
 বিদীর্ণা মলিনা ভেবে হইয়াছি তাই ॥
 মা হ'য়ে মায়ের মত নাহি কর কাজ ।
 শুনিলে কি ক'বে লোক ? দিবে তোরে লাজ ॥
 যা' হোক, জননি, তোর কি দূত পরাণ ।
 পাষণেব নাবী ব'লে এত কি পাষণ ? ॥”
 এইরূপে মহামায়া স্বপ্নে মেনকাই ।
 মূর্ত্তিমতী হ'য়ে সতী করুণ ভাষায় ॥
 সম্ভাষি' সহসা পুন হৈল অন্তর্ধান ।
 রাগিরো ভাঙিল ঘুম আকুল পরাণ ॥—
 “হা উমে ! কোথায় উমে ! আয় পুনরায় ।
 বিরহ-অনলে প্রাণপাখী পুড়ে যায় ! ॥
 স্বপনেতে দেখা দিয়ে লুকা'লি কোথায় ।
 কাতরা জননী তোর ডাকে রে হেথায় ॥
 কে বলে তোমারে আমি মনে করি নাই ।
 অশনে বসনে শু'য়ে ভাবি, মা, সদাই ॥”
 এইরূপে গিরিরাণী করেন বিলাপ ।
 ক্ষণে ক্ষণে ঘন ঘন ছাড়ি'ছেন হাঁপ ॥
 নিকটে শুইয়া গিরি স্থখে নিজা যান ।
 রাগির কি দশা কিছু টের নাহি পান ॥

প্রভাত ।

দিবাগতি-দূতী উষা মনোহর বেশে ।
 পশিলেন হাসি' হাসি' আসি' নগদেশে ॥

জাগিল বিহগকুল মধুর কুঞ্জে ।
 কুঞ্জি' আমোদিল যত বন উপবনে ॥
 গম্বরে গম্ভীরভাবে হিংস্র পশুগণ ।
 একে একে পশিতেছে ধাবিত গমন ॥
 বহি'ছে শীতলানিল বহি' ফুলবাস ।
 আ'মরি, কি নব ভাবে শোভিল আকাশ ! ॥
 নিশ্চল রজনীপতি মলিন আননে ।
 পশিলা বিষাদে, আহা, গগন-ভবনে ! ॥
 ক্রমে নগ-পূর্বদিক অরুণ বরণে ।
 লোহিত করিয়া রবি উজলে কিরণে ॥
 একচক্র রথে চড়ি' উদ্ভিলা আকাশে ।
 বিভাতিল চারি দিক বিমল বিভাসে ॥
 মানস-স্বয়ং-সরে সরস কমল ।
 ফুল্লিল বিশদ-রাগে ঝরে পরিমল ॥
 মধুগন্ধে অরু হ'য়ে অলি তাহে বসে ।
 গেল রে কলঙ্ক-বেথা শশাঙ্ক-উরসে ॥
 ভাঙ ভাতে বিভাতিয়া স্বর্ণাব জল ।
 ঝলমলে, আহা, যেন হীরকের দল ! ॥
 নিশির শিশিরে যত তরু শোভা পায় ।
 যেম রাম-কণ্ঠ শোভে মুকুতা-মালায় ॥
 একরূপে প্রকৃতি সতী সাজি চারু বেশে ।
 শোভিলেন হাসি' হাসি' আসি' নগ-দেশে ॥
 ত্রীভূগা স্মরিয়া যত মানবনিচয় ।
 উঠিতেছে একে একে সানন্দ হৃদয় ॥

রাজসভা ।

হেথা হিমালয়-রাজ, সাধিবারে রাজকাজ,
 চলিলেন সভাপুরে বিরহগমনে ।
 মেনকার ভাব যত, না হইলা অবগত,
 হরবে বসিলা ভূপ রাজসিংহাসনে ॥
 স্বর্ণছাতা শির'পরে, আ'মরি, কি শোভা ধরে,
 ছুচাক চামর ধীরে চাকরে চুলায় ।
 রেশম-রচিত চাকর, মনোহর কত কার,
 পাখাঘর শোভা পায় সোণার শলায় ॥

শিখিপালকের দণ্ড, হেরিলেও দশ দণ্ড
নাহি মিটে মানবের নয়নের আশ।
আ'মরি, কি স্বধামর, রাজসভা শোভামর,
ঝুলি'ছে ঝালররাশি বিকাশি' বিভাস ॥
বিচিত্র আসন পাতা, কৃত্রিম কুসুমের পাঁখা,
নানা রঙে শোভা পায় তাহার উপর।
অষ্ট-কোণ-নিরমিত, সিংহাসন সুশোভিত,
ঝলমলে মণি চুণি হীরকনিকর ॥
তদ্রূপরি বসি' রায়, ইঙ্গ্র সম শোভা পায়,
অপরূপ রূপ নারী-মানস-মোহন।
বতন মুকুট মাথে, পদ্মরাগ মণি তাতে,
শোভা পায় উজ্জলিয়া রাজনিকতন ॥
গলে দোলে রত্ন-হাব, কি ক'ব বাহাব ভ্র'ব,
দেখি নাই দেখিব না কখন তেমন।
আ'মবি, কি রাজ-বেশ, সুষমাব একশেষ,
অঙ্গে শোভে রত্নময় কত বিভূষণ ॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কত, শাস্ত্রালাপ নানা মত,
করি'ছেন চাবি পাশে বসি' সভাসনে।
নেহারি' সে সভালয়, মনে হেন বোধ হয়,
যেন বাসবের সভা অমর-ভুবনে ॥
ভীমকায় দ্বারপাল, উরসে শোভিছে ঢাল,
হাতে তরবার শোভে ভীষণ আকার।
সদা কড়া দৃষ্টিপাত, ছক্কারে কবি'ছে মাত,
পাচারি করিয়া সদা রাখি'ছে দ্রাব ॥

শয়নাগার।

মেনকার বিরহ ও সখী কর্তৃক সান্ত্বনা।

হায় রে, কি আলা আয় সহনে না যায় রে!।
কেন হেন হেরিলাম শোণার উমায় রে! ॥
মলিন হ'য়েছে কার,
জটা শিরে শোভা পায়,
মরি রে, বিরহে বুক মনে হ'লে তা'য় রে!।
কেন বাছা-দিলি দেখা এ বেশে আমায় রে? ॥

যে মুখে দিতাম ক্ষীর মাখন ছানাব বে!।
যে মুখে বলিরে মা মা ডাকিত আমায় বে! ॥
আহা, সেই চাঁদ মুখে,
বাগী না নিঃসবে হুখে।
দেখে যদি ফেটে যায়, কি ক'ব কাঁচায় বে!
কেন বাছা দিলি দেখা এ বেশে আমায় বে? ॥
সাজা'তেম যেই দেহ বতন-ভূষায় বে!।
যে গলা শোভিত চাক মুকুতা মালায় বে! ॥
এবে কদ্রাক্ষের হাব,
দোলে গলে অনিবার।
কটিদেশে বাঘছাল দেখে ভয়;পায় বে!
কেন বাছা দিলি দেখা এ বেশে আমায় বে? ॥
যে উমা শুইত সদা চাক বিছানায় বে!।
এবে সেই স্বর্ণদেহ লুটি'ছে ধলায় বে! ॥
যে উমা প্রাসাদ'পরি,
নিবাসিত শোভা কবি',
এবে কি না বহে বাছা তরল তলায় রে!।
কেন, বাছা! দিলি দেখা এ বেশে আমায় বে? ॥

একপে মেনকা বিলাপে কত।
কি ক'ব আমি সে যাতনা যত ॥
ক'হু ভূমে পড়ি' গড়া'য়ে যায়।
ক'হু কয়াঘাত করে মাথায় ॥
ক'হু বসে, ক'হু সবেগে ধায়।
ক'হু আঁখি মুদে, কখন চায় ॥
ক'হু হুখে ছিঁড়ে কবরী-পাশ।
ক'হু ঘন কেলে অনল-শ্বাস ॥
ক'হু বলে মুখে 'হা উমে!' বাগী।
এইরূপে কত বিলাপে বাগী ॥

মেনকা ও দাসীর কথোপকথন।

হেন কালে দাসী, নিকটেতে আসি'
নিরখি' রাণীব হুখ।

গালে হাত দিয়া, রহিল চাহিয়া,
 বলে,—হেরে কাটে বুক ॥
 রাজার কাগিনী, কেন বিবাদিনী,
 এ কি চোকে দেখা যায় ।
 কি হেতু ভুতলে, পাতিয়া আঁচলে,
 শু'য়ে করে হায় হায় ॥”
 বসনে তখন, মুছিয়ে বদন,
 খুইয়া শীতল জলে ।
 পাখা নাড়ি' ধীরে জুড়ায় শরীবে,
 শেষে মুছ ভাষে বলে ॥—
 “ওগো রাজরাণি ! আকুলিত প্রাণী
 কি হেতু তোমার হ'ল ।
 কেন হেন বেশ, বল সবিশেষ,
 সুধাই আমাবে বল ॥
 ভূপ কি তোমায়, কঠোব কথায়,
 দিয়াছেন মনোজালা ? ।
 ‘অথবা কি তরে, পড়ি' ধরা'পরে,
 কহ মোরে, রাজবালা ? ॥”
 মেনকা তখন, মুছিয়া নয়ন,
 কহিলেন ধীর ভাষে ॥—
 “শুন, ওরে দাসি ! উমা কালি আসি',
 স্বপনে আমার পাশে ॥
 কহিল কাঁদিয়া, বিদরে রে হিয়া,
 তা'ব কথা মনে হ'লে ।
 নাহি সেই রূপ, হ'য়েছে বিকূপ,
 সদা ভাসে আঁখি-জলে ॥
 ‘হায়, গো জননি ! পাষণ-রমণী,
 কি কঠিন প্রাণী তোর ।
 ভুলেও কখন নাহি দরশন,
 বতক যাতনা মোর ॥
 বারো মাস প্রায়, যায় যায় যায়,
 তবু না করহ খোঁজ ।
 দেখে তোর ভাব স্বভাবে অভাব
 হইতেছে ভাব রোজ ॥’
 এইরূপ কত দেখিয়াছি যত
 শয়নে স্বপনে কা'ল ।

এক এক ক'রে, কহিতে বিদরে,
 বৃকে বেঁধে শোক-শাল ॥
 প্রিয় অমুচরি ! যা রে স্বরা করি',
 যথা ব'সে মহারাজ ।
 বল গিয়ে তাঁ'রে, মেনকা তোমারে,
 ডাকি'ছে ক'র না ব্যাজ ॥”
 রানী এত বলি', পড়িলেন ঢলি',
 খাইয়া চলিল দাসী ।
 রাজ-সভালয়, যথা হিমালয়,
 উপনীত তথা আসি' ॥
 কহিল রাজায়,— “ডাকেন তোমায়,
 স্বরা করি' মহারানী ।
 করিলে গড়ণ, হইবেন খুন,
 তাজিবেন শোকে প্রাণী ॥”

অন্তঃপুর—প্রাঙ্গণ ।

দাসী সহ রাজার প্রবেশ ।

এত শুনি' দাসীমুখে ধেয়ে হিমালয় ।
 সজা ভাজি' চলিলেন রাণীর আলয় ॥
 কি ক'ব গতির কথা, গায়ের বসন ।
 ধ্বজাসম উড়িতেছে যেন রে পবন ॥
 নিরখি' রাজার গতি সরমে হারিয়া ।
 টানিয়া রাখি'ছে ভূপে বসন ধরিয়া ॥
 দেখিলা আকুলা রানী, হাহাকার মুখে ।
 ঘন ঘন শ্বাস-পাত, করাবাত বৃকে ॥
 ক্ষণে উঠে, ক্ষণে বসে, ক্ষণে রড়ে ধায় ।
 কতু ধরা-ধূলি মাখি' ভুতলে গড়ায় ॥

রাণীর প্রতি রাজার উক্তি ।

যাও যাও, মহারাজ ! লাজ কি হে পায় না ।
 নামেব মতন কাজ এখনো কি যায় না ॥
 চিরকাল রাজকাজ বিনা মন রয় না ।
 আছে কি যেসেটা ম'লো, খোঁজ তা'র হয় না ॥

দিয়েছ শিবের করে, ভাঙ বই খায় না ।
 চিরকাল ছাই মাখে, চুয়া পানে চায় না ॥
 সাপুড়ে ডমক বিনা বাজনা বাজায় না ।
 ববম্ ববম্ বম্ ব্যতীত চৈতায় না ॥
 পরণে বাঘের ছাল, সাত দিনে নায় না ।
 হা হা করি' হেসে উঠে যদি হেরে আয়না ॥
 ঘারে ঘারে ভিক্ষা মাগে, ভাল খেতে পায় না ।
 ভ্রমেও শ্রশান তাজি' ভাল পথে ধায় না ॥

গিরিরাজপ্রতি মেনকার উক্তি ।

দেখে হেন বর, দিগম্বর হর,
 তবু দিলে মেয়ে তা'র হে তা'র ।
 সোণার উমারে, ভাসা'লে পাথারে,
 হেরে বুক কেটে যায় হে যায় ! ॥
 বিরূপাক্ষ কাছে, কিরূপে মা আছে,
 হেরিবারে মন চায় হে চায় ।
 আনিয়ে উমায়, বাঁচাও আমায়,
 নতুবা জীবন যায় হে যায় ! ॥
 গত নিশাযোগে, স্বপনের ভোগে,
 দেখিয়াছি আমি তা'র হে তা'র ।
 হ'য়েছে মলিন, হেম-দেহ ক্ষীণ,
 কি ক'ব সে কথা, হায় হে হায় ! ॥
 নাহিকো সে রূপ, হ'য়েছে যে রূপ,
 সেরূপ কহিব কা'র হে কা'র ।
 অশনের আশে, আসি' মোর পাশে,
 হাত পেতে ভিক্ষা চায় হে চায় ॥
 আহা, মহারাজ, উমার এ কাজ,
 নেহারি' কান্দিলু, হায় হে হায় ! ।
 সবে এক মেয়ে, নাহি দেখে চেয়ে,
 মমাপ্রাণ কেটে যায় হে যায় ! ॥
 তুমি ত পাষণ, নাহি গায়ে সান,
 কি কঠিন প্রাণ, হায়-হে হায় ! ।
 আমি জ্বতে নারী, তাই বেতে নারি,
 নৈলে আনিতাম তা'র হে তা'র ॥

যদি চাও মোরে, আন এরা ক'রে,
 নহে পড়ি' তব পায় হে পায় ।
 বিহনে সে তারা, হ'ব প্রাণহারী,
 ছাড়িব এ পোড়া কায় হে কায় ॥

রাজার উক্তি ।

শুনিয়া রাণীর বাণী খেদে হিমালয় ।
 হ্রিতা বিরহে হ'ল বিষাদ জদয় ॥
 কে বলে পাষণ গিরি দয়া নাহি হয় ? ।
 বাহ্যিক পাষণ বটে অন্তরে তা' নয় ॥
 কান্দিলো, তুষার-ভলে নয়ন-আসার ।
 বর বর স্বরে বরি' পড়ে চারি ধাব ?
 কতক্ষণে মেনকারে কহিলা রাজন ।—
 “উঠ প্রিয়ে! ধরা তাজি' ধরহ বচন ॥
 আনিব প্রাণের উমা ভাবনা কি তা'র ।
 উঠ ধরাধর-প্রিয়ে, মুছ বাধিধার ॥
 যা'র তরে এত দুখ, আনিব তাহায় ।
 এখন করিব স্নখী, প্রেমসি ! তোমায় ॥”
 এত কহি' নগপতি করিয়া উজোগ ।
 সাজিলা স্বর্ণ সহ দেখি' শুভযোগ ॥

গিরিরাজের কৈলাস-যাত্রা ।

মহীধর মহীপাল মিলিয়া স্বদলে ।
 চলিলেন সহরিশে কৈলাস অচলে ॥
 যত দাস দাসী চলে সোণার থালায় ।
 সাজা'য়ে মিষ্টান্ন নানা বিবিধ শোভায় ॥
 কেহ বা মধুর কলে পুরি' ফলাধার ।
 দুর্গা ব'লে স্নিতমুখে হ'ল আগুসার ॥
 দধি ক্ষীরে ভরি' কেহ রজত কলস ।
 চলিল জ্ঞান মুখে ত্যজিয়া অলস ॥
 কত নারী সান্নি সান্নি ফুলসাজী করে ।
 চলিল হরিষচিত্তে সহাস অধরে ॥
 পান শুয়া জায়ফল কেহ ল'য়ে চলে ।
 কেহ খেলা ল'য়ে চলে রজত অচলে ॥

ভারবাহী চলে বহি' বসনের ভার ।
 এইরূপ কত ঘট কি কহিব আর ॥
 শুভদায়িনীয়ে গিরি আনিবারে বান ।
 চারি ধারে শুভদৃশ্য দেখিবারে পান ॥
 শব শিবা বাম পাশে রমণীনিবস ।
 পূর্ণকুণ্ড কক্ষে করি' শোভে নিরন্তর ॥
 তা' সবার পাশে আসি' শিবাগরি করে ।
 শিবা! আসিবেন বলি' শিব রব কবে ॥
 তুলিয়া দক্ষিণ কর দক্ষিণ বিভাগে ।
 দ্বিজকুল স্তুতি বাণী কহে অমরাগে ॥
 ভূপের মঙ্গল তরে সরে মীনদল ।
 শির তুলি' সগুরি'ছে বিলোকিয়া জল ॥
 এইরূপ কত শুভ দেখিলা রাজন ।
 পূলকে পুন্নিভ বপু, সানন্দিত মন ॥
 ক্রমে ক্রমে চলি' পরে দেখিলা কৈলাস ।
 অস্তরে বাড়িল আরো মিলন উল্লাস ॥

কৈলাস-বর্ণন ।

আহা, সে অচল কিবা, শিরে ধরি' শিব শিবা
 রাজি'ছে রজনী দিবা, চারু স্খাময় রে ।
 মুহু মন্মদ সসীরণ, প্রবাহিছে অমরুণ,
 পরশি' জুড়ায় মন, কায় স্থধী হয় রে ॥
 নানাবিধ ফুল ফল, শোভা করে গিরিতল,
 বায়ুতরে টলমল, অবিরল করি'ছে ।
 খগকুল বসি তা'র, শিবহুগী নাম গায়,
 কেহ বা চারু শোভায়, প্রাণ মন হরি'ছে ॥
 গিরির কি গুণ, মন্দির, অরি মনে খেলে অরি,
 ঘেবলেশ নাহি করি', স্থখে সবে বিচরে ।
 ফণীর ফণার তলে, ভেক বসি' কুতূহলে,
 শিব শিবা নাম বলে, নিরন্তর অন্তরে ॥
 ময়ূর ভূজগগণে, খেলে হরষিত মনে,
 নিরাকুল করিগণে, ভ্রমে সহ কেশরী ।
 এইরূপ কত শত, জীবকুল অবিরত,
 মিত্রভাবে সদা রত, বয়ণি কি করি' ॥

বিষ বট তরুগুলি, নভোভাগে শাখা তুলি,
 শোভা পায় কতু হলি', অনিলের বহনে ।
 দেবায় রূপের ঘট, অপকূপ চারু ছটা,
 একাকী কহিব ক'টা, শেষ নারে কহনে ॥
 তা' সবার তল-মাবে, সুপবিত্র বেদি সাজে,
 তরুপরি স্থখে সাজে, হর-বামে ভবানী ।
 নন্দী আদি ভূত প্রেত, হলে সবে সমবেত,
 বলিতেছে রূপ হেরি', জুড়া'ইছে পরাগী ॥
 দূর হ'তে এইরূপ, হেরি মোহিলেন ভূপ,
 উখলিল ভাব কূপ, আনন্দিত মানসে ।
 মনে শিব শিবা স্মরি', দাস দাসী সজ্ঞে করি',
 উদ্বিগ্ন অচল'পরি, উমা যথা নিবসে ॥

ভগবতীর সহিত রাজার কথোপকথন ।

জগকে সম্মুখে হেরি' গাত্রোখান করি' ।
 বিজয়ী-লপন সম আইলা শঙ্করী ॥
 বহু দিন পবে হ'ল পিতৃদরশন ।
 সেই হেতু অভিমানে ঝরিল নয়ন ॥
 কহিলেন মহামায়া ষাঁহার মায়ায় ।
 ত্রিজগত সৃষ্টি স্থিতি পুন লয় পায় ॥—
 “মায়া কি শরীরে নাই, পিতা গো তোমার ? ॥
 ভুলেও পড়ে না মনে কি দশা আমার ? ॥
 জননীও নিদারুণা দয়া লেশ নাই ।
 অভাগীরে ভুলে তিনি আছেন সদাই ॥
 ধিক সে কিধিরে, যেই বিধি বিধাতার ।
 নিরবধি বাদী উহা কপালে আমার ॥”
 এত বলি' জগদদ্যা আনত আননে ।
 রহিলা দাঁড়া'য়ে, বারি করি'ছে নয়নে ॥

গিরিরাজের উক্তি ।

কেন বাছা, করিছ রোদন ? ।
 পিতা বল তুলিয়া বদন ॥
 আমি কি মা ভুলিবারে পারি ? ।
 কার্ঘ্য-হেতু আসিবারে নারি ॥

কিন্তু সদা তোরে মনে মনে ।
 কি শয়ন অশন ভ্রমণে ॥
 মনে মনে চিন্তি গো তোমার ।
 কি তা' ক'ব, कहने ला যায় ॥
 তুই মোর একমাত্র ঘেয়ে ।
 কত সুখী তোরে কোলে পেয়ে ॥
 অন্ধ যথা পাইলে নয়ন ।
 কালা যথা পাইলে শ্রবণ ॥
 কত সুখ ভাবে মনে মনে ।
 আমিও সেরূপ তোমা ধনে ॥
 বিশেষ মেনকা তোর প্রতি ।
 ও মা উষে ! ভালবাসে অতি ॥
 কা'ল তোরে দেখিয়ে স্বপনে ।
 ব্যাকুলতা হইয়াছে মনে ॥
 তাই হেথা পাঠাইল মোরে ।
 দ্বরা করি' নিয়ে যেতে তোরে ॥
 পুণ হইলে বাঁচা ভার ।
 ধমিবে জীবন আপনার ॥

ভগবতীর উক্তি ।

রাজার বচন শুনি' রাজরাজেশ্বরী ।
 কহিলা মধুর স্বরে যথা মধুকরী ॥—
 “আহা, পিতা ! বাঁচিলাম, জুড়াইল মন ।
 এত দিনে মোরে কি গো হইল স্মরণ ? ॥
 তোমাদের হেরিবামে মনে আশা ছিল ।
 এত দিন পরে তাহা পূরণ হইল ॥
 যাও তুমি, জননীয়ে বল গো দ্বারায় ।
 আসিবে ছুখিনী উমা হেরিতে তোমায় ॥
 পাছে মাতা তাজে প্রাণ, দ্বরা করি' যাও ।
 আমাদের শুভ বার্তা তাঁহারে জানাও ॥”
 এতেক কহিয়া দেবী মহেশের পাশে ।
 আলো করি' রত্নবেদি চলিলা সহাসে ॥
 নিরখি' মৃগরূপ প্রেমে হিমালয় ।
 গদগদ হইলেন সানন্দ হৃদয় ॥

চলিলেন অদ্বিনাথ ভাবি' মনে মনে ।
 গৃহে বসি' এ মৃগলে হেরিব নয়নে ॥

কৈলাস পঙ্কজ—বিধবন ।

ভূতগণের আনন্দ ।

পিতৃগৃহে ত্রিলোচনী করিবে গমন ।
 শুনি' যক্ষ ভূত দানী সানন্দিত গন ॥
 কেহ বলে “আমি ভাই, আমি আগে যা'ব ।”
 কেহ বলে, “আমি গিয়ে পেট ভ'রে খা'ব ॥”
 আর এক ভূত বলে, “তোম এক মুখ ।
 কতই বা খা'বি তুই কিবা পা'বি সুখ ? ॥
 দেখ্ কত মুখ মোর গিজিগিজি কবে ।
 পেটে পিঠে হাতে পায় নাকের উপরে ॥
 কোসে কোসে লুচি মো'ড়া হাসিয়া লুবিব ।
 টোকো দই গালে ঢেলে পরাণ ভুধিব ॥”
 তা'র কথা শুনে এক সেকালের ভূত ।
 দাঁত-ভাঙা ডোঙা-পেট খেতে মজপুত ॥
 বলে, “ভাই, আর কিছু খাইতে নারিব ।
 যত পা'ব শাকা কলা কেবল খাইব ॥”
 আর ভূত বলে, “তোরা বড়ই পেটুক ।
 পর-গৃহে যা'বি লাজ নাহি একটুক ॥
 কেবল করিস্ তোরা খাই খাই খাই ।
 এত যদি খিদে, তবে খা না কেন ছাই ? ॥
 আমি ত তোদের মত খা'ব না সেখানে ।
 কেবল বেড়া'ব ঘুরে এখানে ওখানে ॥
 কভু এক ভবে ভুবি' মান-সরোবরে ।
 ছিড়িয়া কমল ফুল গাঁথিয়া স্বকরে ॥
 পরিব গলায়, কভু ধবল শিখরে ।
 দাঁড়াইব হাত তুলে এক পা-র তরে ॥”
 এইরূপে ভূতদল সানন্দিত প্রাণ ।
 কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ দেয় তাম ॥
 কেহ বাজী করে, কেহ অপরেরে ধরি' ।
 ফেলে দ্বৈত প্রাণপণে পাষণ উপরি ॥
 কি ক'ব একাকী আমি তাহাদের খেলা ।
 এক ভূতে রক্ষা নাই পাঁচ ভূতে মেলা ॥

হিমালয় পর্বত—রাজভবন ।

গিরিরাজার পুরপ্রবেশ ।

এখানে নগেন্দ্রনাথ, মিলি' দাস দাসী সাথ,
উপনীত হ'লেন আলয়ে ।
পুরে প্রবেশিল পতি, হেরি' রাণী আশুপতি,
কহিলেন বিষাদ হৃদয়ে—
“কেন, নাথ, এলা এলে, উমারে কি এলে ফেলে,
এই বার প্রাণ বুঝি খেল ।
আ দেখি উপায় আর, মরণই হ'ল সার,
হায়, উমা কেন নাহি এল ? ॥”
‘কাতরা হেরি' রাণীরে, কহে গিরি ধীরে ধীরে,
“কেন, প্রিয়ে, করি'ছ রোদন ? ।
আসিবে ছুহিতা তব, পরিহর শোক সব,
শান্ত কর বিষাদিত মন ॥
যাহা যাহা প্রয়োজন, কর তা'র আয়োজন,
আর কেন মিছে কাল হর ।
উমা সহ উমাপতি, করিবেন শুভগতি,
উঠ উঠ, শোক পরিহর ॥”
এইরূপে পর্বতেশ, কহিলেন সবিশেষ,
পরে দৌহে প্রফুল্লিত মনে ।
দাস দাসী সহ মিশি', রহিলেন দিবানিশি,
উমা মা'র শুভ আয়োজনে ॥

কৈলাস পর্বত—বটবৃক্ষতল ।

শিবের নিকট ভগবতীর বিদায়প্রার্থনা ।

“আশুতোষ ! আশু মোরে দাও হে বিদায় ।
দেখিলা স্বচক্ষে গিতা বলিলা আমায় ॥
যাইব যাইব আমি জনক-ভবন ।
তরা আজ্ঞা দেহ, নাথ ! করি নিবেদন ॥
উড়ু উড়ু করিতেছে পরাণ আমার ।
হেরিবারে স্নেহময় চন্দ্রমুখ মা'র ॥
সহে না বিলম্ব আর যাইব ত্রায় ।
বাসনা ই'য়েছে বড় হেরিবারে মায় ॥”

শিখানীর বাণী শুনি' শশাঙ্কশেখর ।

তুষিয়া কহিলা,—“মতি, কথেক সম্বর ॥
একা কোথা যা'বে তুমি, কিরূপে তোমায় ।
পাঠাইয়া ভোলানাথ রহিবে কোথায় ॥
মনে নাই দক্ষালয়ে গিয়ে একাকিনী ।
কি দশা ঘটিল তব, বল,—হে তারিণি ! ॥
পাছে পুন তাই ঘটে মনে ভয় হয় ।
যেও না একেলা, সতি, হইয়ে নিদয় ॥
দকে যা'ব আমি মুখে বাজা'য়ে বিবাণ ।
বৃষ'পরে বসি' দৌহে করিব প্রস্থান ॥”
হর-ভাব শুনি' সতী হাসিলা হরষে ।
উজিল বিজলী যেন আনন্দ-সরসে ॥
কহিলেন মহামায়া,—“শুন, পশুপতি ! ।
বিশ্ব সহে না, নাথ ! চল আশুগতি ॥”
এতেক কহিলা দেবী বসি' শিব সনে ।
চলিলেন হিমালয়ে বৃষত বাহনে ॥
বিল্লল কমল করে কমলবাসিনী ।
চলিলেন দেবী সহ মধুরহাসিনী ॥
স্বৈত-রাগে সরস্বতী স্বৈত-বীণা করে ।
চলিলা কোবিন্দ-মাতা সানন্দ অন্তরে ॥
মূরিক বাহনে স্রুথে চলে গজানন ।
শিখিপৃষ্ঠে কার্তিকের করে শরাসন ॥
এইরূপ চারু রূপে সাজিয়া সকলে ।
আলো করি' দিগ দশ চলে হিমাচলে ॥
স্বরপুরে স্বরকুল হরষ মানসে ।
শিব ছুর্গা নাম বলি' ভাসে ভক্তিরসে ॥
আগে আগে ভূত প্রেত চলে পালে পালে ।
কেহ জালে অগ্নিজাল হাঁ করিয়া গালে ॥
কুড়াইয়া ধূলি কেহ আকাশে উড়ায় ।
কুমুড়ার মত কেহ ভূতলে গড়ায় ॥
কারু মুখে অটুহাস, কেহ উবে যায় ।
উৎকণ্ঠে হেঁটমুণ্ডে কেহ বেগে ধায় ॥
এইরূপে ভূতগণ আগে আগে চলে ।
কতক্ষেণে উপনীত হিমালয়াচলে ॥

হিমালয় পর্বত—রাজতরু ।

উৎসব ।

ভাঙ্গিয়া আনন্দরসী চিন্ময় সনে ।
জনক-ভবনে হাসি' সানন্দিত মনে ॥
বিজয়ন মিলি' তথা অঙ্গের হ'য়ে ।
উমাই উমাইয়ে লইলা আলয়ে ॥
সহাসে গগণে কোলে করিয়া রাজন ।
কুমারের করবুণ করিলা ধারণ ॥
লক্ষী পরবতী ভূপে সহস্র বদনে ।
চলিলা ভূপের সহ অন্দর-সুগনে ॥
বাজিল মহলবাতি, পুরিল তুধর ।
শিব শিবা হেরি' সবে সানন্দ অন্তর ॥

বিজয়ন রক্তকথা তুলিয়া হরয়ে ।
সতীর সোনার অঙ্গে সঘনে বরষে ॥
এইরূপে মহামায়া পশিলা ভবনে ।
ধাইয়া আইলা রাণী আনন্দিত মনে ॥
“উরে । কি আইলি বাছা, আর আর আর ।
জুড়া, যা, তপ্তিত প্রাণ যা ব'লে আমার ॥
তোমা বিনে বহু দুখ পেছ এত দিন ।
কল ত্যজি' হলে যথা হটকটে বীন ॥
এবে, যা যো । চান্দ্রুখ নিরখি' তোমার ।
ভিরোহিত হ'ল বত যাতনা আমার ॥
আর বাছা, কোলে আর, জুড়া'ক হৃদয় ।
তোরে পেয়ে আজি বহু কত সুখোদয় ।
এইরূপে গিরিরাণী গিরিকা পাইয়া ।
অতুল আনন্দ-নীরে গেলেন ভাসিয়া ॥

সম্পূর্ণ

সঙ্গীত-স্বপ্ন ।

প্রথম সর্গ ।

ভাবতসমূহ কবিকুলের জননী,
আদিকবি ঋগ্বেদিকর রসনাবাসিনী ।
ভাবতে বাসের কৃত ভারত-ভারতী,
তোমারি রূপায় তাহা, অগ্নি মা ভারতি !
তোমার রূপায় হয় মূৰ্ত্তি জ্ঞানবান্,
মহাকবি কালিদাস তাহার প্রমাণ ।
মুক-মুখে সরে বাণী, বাণি গো, তোমার
করুণা হইলে, ঘুচে জড়তার ভার !
তুমি 'গা'র রসনায় হও আবির্ভাব,
সাংখ্যক সে জন, তা'র কিসের অভাব ?
সেই হেতু তব রূপা বাচি, স্নেহতকায় !
পুরাও বাসনা, মাত, নতি রাঙা পায়ে ।

কল্পনে ! বাণীর তুমি প্রিয় সহচরী,
তোমাতেও ডাকিতেছি, এস দয়া করি' ।
হৃদয়-আসনে আসি' উপনীত হও,
বর্ণিবারে চিন্তারূপ লেখনীরে লও ।
ভেলা চড়ি' ইচ্ছি যেতে সাগরের কূল,
সে হেতু তোমায় ডাকি, হও অমূল্য ।

একদা নীলীথকালে ফাটনের মাসে
শয়নে শয়ান আছি শয়ন-আবাসে ।
নিশ্চল আকাশ, তা'য় চন্দ্র প্রকাশি'ছে,
সরোনিধি সবে যেন সরোজ ভাসি'ছে ।
বাতায়ন-ছিন্ন দিয়ে চাঁদের কিরণ
ধীরে ধীরে আসিতেছে ধবল বরণ ।
দক্ষিণ সমীর কিবা বহি' ভুর ভুর,
শীতল করি'ছে দেহ, শ্রান্তি হয় দূর ;
কামিনীকুলের চারু চিকুর-গৌরব
গোপাল চম্পক আদি কুসুম-সৌরভ
মিশি' সে বায়ুর সহ পশিল নাসায়,
কতই আনন্দ তা'য় হ'ল সে নিশায় ।

হই নাই তখনও ঘুমে অচেতন,
দেখিতেছিলাম চেয়ে বাহির-গগন ।—
চলি'ছে জলদজাল অনিল-প্রবাহে,
প্রতিক্রমে কতরূপ হইতেছে তাহে ।
কখন শশীরে ঢাকি' আঁধারি'ছে ধরা,
পুষ্প হয় অস্তরূপ নানা চিত্র করা ।
কক্ষ হয় হয় হস্তী রথ মনোহর,
কিসি'র চলি'ছে যেন করিতে সময় ।
এইরূপ দেখিতেছি, কতক্ষণ পরে
বিদ্রা আসি' বিরাজিল নয়ন উপরে ।

খানিক সময় পরে বোধ হ'ল মনে,—
উপনীত আমি এক নগর সদনে ।
বিচিত্র তাহার শোভা, বর্ণিতে অপার,
মহুসুলোকের মত রূপ নহে তা'র ।
অমরসেবিত সেই পুরী মনোহর,
নিরখিয়ে হইলাম সানন্দ হৃদয় ।
অপরূপ রূপ তা'র দেখিয়ে নয়ন
পলকবিহীন দৃষ্টি করিল পতন ।

নগরের চারিদিকে খাত-চতুষ্টয়
সীমাবদ্ধ হ'য়ে শোভে স্নিগ্ধ জলময় ।
মন্দির পাষাণে বাধা ঘাট সারি সারি
বিরাজি'ছে ; তছপরি দেবকুল-নারী
সুবর্ণ কলস কক্ষে বারি আনিবারে
মরালগমনে চলে, হীরকের হারে
সাজা'য়ে কোমল কণ্ঠ ; সে কণ্ঠে সত্যত
বীণা-বিনিমিত্ত ধ্বনি হ'তেছে সঙ্গত ।
ভালে হেমসী'ধি হংস-পদিকা তাহার
রতনে খচিত হ'য়ে চারু শোভা পায় ।

কমলিনী-ভ্রমে ভাব ভাব কীরণ
করিতেছে তাহাদের যুগে বিচরণ।
কর্ণ-অলঙ্কার রবি কীরণে উজ্জল
তইরে বিধিত কবে বদনলগ্ন;
মনোরম নাসিকার ছলি'ছে নৌলক,
নিরখিয়ে তা'র নেত্রে পড়ে না পলক।
কে জানে কি নিবি দিয়ে যুগল কপোল
গ'ড়েছেন বিধি, আহা, নিখুঁত নিটোল।
প্রকৃতি দিবাছে তা'র অলঙ্কার-বরণ;
নাবী জানে নারীদের আদর কেমন।
কল্কাব মত বঁকে চিকু-কুন্তল
খেলা কবে তরুণের, স্বয়ম্বর স্থল;
যেন রে আসব-আশে মধুকরদ্বয়
নীববে বসেছে পেয়ে ফুল কুবলয়।
চিকণ ললাটে ঝকে সিন্দূবের বিন্দু,
শাবদ গগনে যেন পূর্ণিমার ইন্দু।
যৌবনের অরি কাম হেরে জুগলে,
সবম তাজেছে দেহ হব-কোপানলে।
কিরণে বর্ণিবে, হার, তা'দের নয়ন,
দেখি নাট, দেখিব না কখন তেমন!
বিধি বুঝি এ জগতে মোহিবাব তরে
বাধিবাছে'মোহ-চক্র আঁথির তিতরে;
কৃষ্ণা নিজ চতুরাঙ্গী প্রকাশ করিতে,
অথবা মনের মন নিমেষে হরিতে,
সে অতুল নেত্রযুগ কবিতা স্বজন,
ধন্য, হে বিধাত, তব কৌশল কেমন!
সুগন্ধ ভাস্কর্যসে ওষ্ঠাধবদ্বয়
হ'য়েছে লোহিত বর্ণ, বিষ বোধ হয়;
জুধাতুব বুলবুলি ধাইবার আশে।
উড়ে উড়ে ত্যক্ত করে; দেহমের বাসে
ঢাকে তা'রা নিজমুখ, যেন পূর্ণ শব্দী
অকস্মাৎ লুকাইল মেঘ কোলে পশি'।
প্রতি ধাপে কন্দি' কিবা চরণ বিজ্ঞান,
নামিতেছে ধীরে ধীরে সলিল-সকাশ।
যত উলে, তত ছলে তাবিরেব পুঁটে
কহাসে লাগি'ছে—বব বাহিবি'ছে দুটে।

আহা, কি মধুর ধ্যান! নন্দন!
শব্দ জুড়ায় শুনে—কল্লো যায় মন।
একপে দেব কল'চর বিমোহিনী
অমুপমা মনোবদা স্বকম। কামিনী
শোভা কবি' চাবি দিল নামে দেহে কামিনী
পড়িতেছে প্রতিবিম্ব জল নিবনলে।

দেবদাস তরুরাজি ধাটের উপর
শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে শোভে, নীভজনিকণ
বসিরা তা'দের শাখে ধানি কবে শুভে,
আদরে আদাব কেহ দেয় শিশুমুখে।
কেহ বা প্রফুল্ল মনে ছাড়িতেছে তান,
শুনে শ্রান্তি দূর হয়, শান্তি হয় প্রাণ।
নবীন হবিত রাগে পাঠা ছোট বড়,
আবরণ করিয়াছে তরু কণেবব,
এমনি নির্বদ, তা'র প্রণব দিনেশ
পাবে নাটী স্বীয় কন কবা তে পবেশ।

কাল উপলব্ধ যত বিবাজে সরণি,
বেণী বিনাইয়ে যেন হাসি'ছে ধরণী।
পণের ছ'পাশে শোভে বকুলের বন,
গায়ে গায়ে ঠেকাঠেকি নয়নবগ্নন।
স্বভাবের সেনাদল যেন দোড়াইয়ে,
শাখারূপ বর্দা ভীর উড়ে বাড়াইয়ে।
সে সব গাছের ছায়া পড়েছে রাস্তায়,
যে জন দেখে নি তা'রা, শুনিবে পত্নায়।
মাঝে মাঝে ভাষ্যভাষি, মাঝে মাঝে ছায়া,
পথিকের বড় সুখ, যিক্র কবে কারা।
প্রাণ কিসলয় শিবে কুটেছে বচন
সুভতি কণিকা মাথা একুলেব ফল
নামা'ছে প্রবেশিলে নেচে উঠে প্রাণ,
আ' মবি, বকুল, তো'ব কি অতুল প্রাণ।
ধীরে ধীরে গন্ধজন দেই স্থানে এসে
চুপি চুপি গন্ধ হবে তববের বেশে;
দমকা বাতাসে কে'র পলাইয়া যায়,
শাপাবাসী পাখীগুলি উড়িয়া চোঁচায়,
যেন একতানে তা'রা করে এই স্বব, —
“পাণায় পবন চোঁচ, ধর ধর ধব।”

আমাদের দেশে যত ঘেঁসাঘেঁসি ঘর,
সে দেশে তেমন নয়, দেখি অশ্রুতর।
প্রতি উজানের মাঝে প্রত্যেক ভবন,
মহিষ-অশুর-বক্ষে যেন রে চন্দন।
দ্বিবদ-রদনে গড়া সদনের দ্বার,
রতনখচিত তা'র, দেখিতে বাহার!
বতন-রচিত কত ছবি সমুজ্জল
ঝকে তা'র গন্ধাজলে যেন শতদল।
প্রতি ভবনের চূড়া মল্লিশের তুল্য,
সোণাব চাদরে মোড়া হ'বে বহুমূল্য।
উড়ি'ছে চূড়ার অগ্রে নেতের নিশান,
আঁকা আছে তা'র চারু শিবের বিঘাণ।
দেখে তাহা ভাবিলাম শৃঙ্গ-চিহ্ন কেতু,
প্রতি নিকেতন-চূড়ে উড়ি'ছে কি হেতু?
বোধ হয় ত্রিশূলীর হ'বে এ নগর,
নতুবা বিঘাণে কেন শোভে প্রতি ঘব?
ফলে তাহা হ'ল বটে, পেছুর পরিচয়,
শুন, হে পাঠক, বলি, শুন সে বিষয়!
মন্দিরের চূড়া হ'তে অতীব স্নানব,
ঝুলিয়া প'ড়েছে এক দুকূল অশ্রব।
ধূর্জটির দাঁটা যেন কিরূপে খুলিয়া,
পড়েছে লম্বিত হ'য়ে নিয়তে ঝুলিয়া।
সোণার জরিতে বড় সূচাক অক্ষরে,
লেখা আছে এই কথা তাহার উপরে।—
“শঙ্করের পুরী এই আনন্দ-আকর,
সঙ্গীতচর্চার হেতু ‘সঙ্গীত নগর’
এই আখ্যা দিয়াছেন এরে ত্রিলোচন,
প্রতি গৃহে হয় রাজ সঙ্গীত সাধন।”
দেখিলাম তা'র পর গৃহচারিপাশে,
মনোহর কলেবর উজান প্রকাশে।
সরু সরু পথগুলি পাথরেতে মোড়া,
সেখানে রজতে মোড়া যেখানেতে ঘোড়া।
পথের ছ'পাশে হেম-নিরমিত খুঁটি,
বিবাজি'ছে, আভাপুঞ্জ বাহিরি'ছে ছুটি'।
তাহাদেব শিরে ছলি' সোণার শিকল,
কণ্ঠমালা সম শোভে অতীব উজ্জল।

প্রতি মোড়ে ছুটি ক'রে মার্বেল পাথর-
বিরচিত থাম শোভে উচ্চকলেবর।
লতা যথা ঘুরে ঘুরে উঠে তরুকার,
হেমাঙ্করে এইরূপ লেখা আছে তা'র;—
“পুত্র-শোক নিবারিতে দয়াশু বিধাতা
সৃজিলেন মহারত সঙ্গীতের পাঁখা।
শোক-আকর্ষণী শক্তি সঙ্গীতে যেমন,
ত্রিভুবনে আর কিসে আছে রে তেমন?
শক্ত লোহা প'ড়ে যায় বেকুপ অনলে,
সুতশোক নয় তথা সঙ্গীতের বলে।
অতএব এস সবে করিয়ে যতন;
জয়ভাণ্ডারে রাখি' সঙ্গীত-রতন।
যদি কহু পুত্র-শোক মনে পেতে হয়,
সঙ্গীতে সহায় ক'রে করিব হে জয়।”
সুবে ঘুরে পড়ি নাম আলোখোর হারে,
জরু যথা প্রদক্ষিণ করে দেবতারে।
দেখিলাম অবিদুরে বিচিত্র গঠন,
কোহাবা ছ'টিতে হয় সলিল-স্রাবণ;
তলাব দুইটি কুণ্ড অতি মনোহর,
কোহাবার বারি তা'র পড়ে ঝব ঝব।
প্রকৃতি পাইয়ে যেন নিরঞ্জিত স্থান,
বান্ধা'য়ে সুরবী বীণা করিতেছে গান।
হীবাখণ্ড সম পয় পড়ি'ছে ঝরিয়ে,
ঝব-ঝবে ক্ষুদ্র কায় উজ্জল করিয়ে।
অনন্ত বিশ্রান্ত বৃষ্টি ধরণীর ভারে
হইয়ে সরোবে স্থায় মুকুতার হারে
ফেলি'ছে ছুড়িয়ে উচ্ছে পৃথিবী বিদারি',
পড়ি'ছে কুণ্ডের জলে ঝয় ঝয় করি'।
কোহার ছ'টির মাঝে পাষাণনির্মিত,
গোলাকার বেদি এক আছে সুশোভিত।
কৃষ্ণাকরে লেখা আছে এই কথা তা'র,
(ভ্রমরনিকর যেন কমলের গার;)
“কোহারায় ঝরি' জল ছাড়িতেছে তান,
এস, ব'সে এই খানে করি বিভুগান।”
সহসা এমন কালে করি' গরজন,
বাজিল বিঘাণ এক ভেদিয়ে গগন।

তেমন আঁরাব কভু শুনি নে কোথায়,
কাঁপিল হৃদয় তাহে, কি ক'ব কথায় ।
নীরবে বসিবে শাখে ছিল পক্ষিকুল,
শুনি' সে নিনাদ সবে হইল আকুল ;
একট্রে মিলিয়ে সবে চকিত কজন
কবিত্তে লসিল, তাহে পুঁবিল গগন ।
হইল তুলুল শব্দ চুই বব মিশে,
শুনে লাগে কানে তাল্লা, চোকে লাগে দিশে ।
হইল বিধাণ ক্ষান্ত ; যেন শব্দেব
জলধর গরজিয়ে মৌনী হয় ফেব ।

যেমন থামিল উহা,—অমনি আঁরাব
বাজিল বাদিত্তরাজি, যেন জলধার
জলধর হ'তে ঝরে মধুর নিকণে,
শুনিয়ে তখনি নিদ্রা প্রবেশে নরনে ।
শুনিলাম শ্রুতি গৃহে একতানে সবে,
ধ্বনিত 'করি'ছে ধাম তুর্গাকের সবে ।
কোথাও শুনি নে পূর্বে তেমন বাদন,
দূবে থাক' নব, মোহে পাষাণেবো মন ।
এ দেশের রাহুবেব মত তা'রা নয়,
কাল, কটা, বেটে, কুঁজো, দীর্ঘ অতিশয়,
এ দেশেব মত ভুঁতি তাহাদের নাই,
তোলোপাষা মুখ নয়, হাসি'ছে সদাই ;
সবল, প্রসন্ন আঁধি, হাসি হাসি মুখ,
দেখে বোধ হয়, সদা সন্তোষি'ছে সুখ,
সবল, মজুল, দীপ্ত সকলেব কায়,
মাহুবেব মত ভূমে নাহি পড়ে ছায়া ।
আমাদের দেশে বা'রা রূপের গববে
মাতিয়ে তুঁথের ভুল্য জ্ঞান করে সবে ;
যদি তা'রা তাহাদের করে বিলোকন,
লজ্জার গরল ভষি' তাজিবে জীবন ।

পুনরায় শুনিলাম বাঙলাদ-সনে
বামাকর্ষিনির্গত সঙ্গীত-স্বনে ।
যেন যুদ্ধরবকারী অনিলে মিশিয়ে,
বিহঙ্গমধ্বনি বায় আকাশে তাসিয়ে ।
এমনি গাছি'ছে তা'রা চিত্তবিনোদন
গীতাবলী, শুনে হয় শোকাপনোদন ।

মাঝে মাঝে কোন নাবী ছাড়িত্তে তান,
নিমেষেতে প্রোভাদর কাড়িত্তেছে পান ।
শুনে সে সঙ্গীতধ্বনি চণ্ডিত পবন,
নীরাব অচল হ'য়ে জুড়ায় শব্দ ;
স্ববপ্রিয় যুগকুল শিশু সঙ্গ কবি',
নিভয়ে শুনিতে যার সঙ্গীত লহবী,
শাখাও সম শৃঙ্গ উঁচুত তুলিয়ে,
রহে তথা, পাখিকুল সঙ্গীতে তুলিয়ে
শাখা বোধে বসে তা'র, যেন যুগগণ
মুকুটমালাব করি' শৃঙ্গ সুরাভান,
নাচিতে বাসনা কবে, ছেন বোধ হয়,
সাবাস সঙ্গীত তুলু স্বথ সুরাময় ।

পুন শুনিলাম, আহা, অতি সুমধুর
বাজি'ছে কামিনী পদে কনক যুগুণ,
বাজনাব তালে তালে ফেলি'ছে চবণ,
সগিলে লোহিত পদ্ম খেলি'ছে যেমন ।
ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্,
শুনে রসিকের মনে লাগে বে চমক ।
বাঁধ, নৃত্য, গীতনাদ একত্রে জুটিল,
গ্রাহ যেন মধুরবী তরঙ্গ উঠিল,
সংযোগীর সুখকুল হৃদয়ে ফুটিল,
মৃতপ্রায় বিরোগীর জীবন টুটিল,
বাধুসনে সঙ্গীতেব নিনাদ ফুটিল ;
মোহিয়ে সবার মন নিমেষে ফুটিল ।
সঙ্গীতে যা'দেব মন সদাই ফুটিল,
শুনে তা বা জ্ঞানহারা, বলে 'কি ঘটিল ?'
সঙ্গীতবিবোধী নেই, কি সুখ তাহার ?
দিক্ তা'বে, দাও কোবে পৃথিবীর পার ।

আঁরাব বাজিল সেই গভীর বিনাশ,
অমনি থামিল সব সঙ্গীত-বিধান,
হরি গরজন শুনি' যথা যুগগণ
আপন আপন স্বর কবয়ে গোপন ।
নীরব হইল যত সঙ্গীত-ভবন,
কেবল গাছের ডালে ডাকে পাখিগণ ।

চলিলাম সেই দিকে স্মরিত গমন,
বিলল বিধাণ যেই দিকে গরজন,

দেখিলাম দূর হ'তে বেত জলধর-
সদৃশ শোভি'ছে এক উচ্চ গিরিবন :-
বাড়িয়া উঠিল মনে নব কোটুহল :-
দেখিবারে দৃষ্টি-পথ-শোভিত অটল :-
ক্রতপদে চলিতেছি, এমন সময়
জনেক পুরুষ যেন তপ্তহেমধর :-
আসিবে সন্মুখে মম মধুর বচনে
কহিলেন,—“কোথা যাও ধাবিত গমনে ?
আশা বুঝি সঙ্গীতাদ্রি'পরে চড়িবারে ?
কি সাধ্য যে মর্ত্যবাসী নবে উহা পারে ক-
ছাড়, পান্থ, এ বাসনা গৃহে বাও ফিরে !
সাধু-সঙ্গ এত যদি উঠিবে অচিরে
পবিত্র গিবির ওই মনোহর কার,
নতুবা বিফল, সত্য কহিলু তোমার ।”
হৃদয়ভেদিনী বাণী শুনিরে তাঁহার,
ফিরিলাম মনে বহি' নিরানন্দ-ভার ।

দ্বিতীয় সর্গ ।

আ' মরি, স্বপন, তব বিচিত্র প্রভাব !
ঐশ্বর্যজালিকের মত ধর কত ভাব ।
কখন দেখি নি ঘাছা, দেখাও তাহার,
কতু বাই নাই যেথা, পাঠাও সেথার ।
এ জগতে তুমি, স্বপ্ন, স্নেহের আধার,
সদা কর নব নব স্নেহেব সঞ্চার ।
নিমেষে প্রদান কব আনন্দ অতুল,
তাই বলি কেউ নাই তব সমতুল ।
এক স্থানে নাহি বাধ কাহারে কখন,
পথিকের মত সব করায় ভ্রমণ ।
এই ত ছিলাম আমি 'সঙ্গীত-নগরে',
বাইতেছিলাম পুন্ম মহীধর'পরে,
ফেব কি না ভাঙিতের মর্জন আমার
হেথার আনিলে, স্বপ্ন, সাবাস্ তোমার !
দেখিলাম, হে পাঠক, করহ শ্রবণ,
যেদূর বিচিত্র কাণ্ড দেখা'লে স্বপন !

বহুজনা নদী এক মধুরনাদিনী
বহি'ছে ক্রুদ্ধ মতোতে গুরুপ্রবাহিনী ;
সুধার সমারমণি অতীত-সুভার,
বসনার দ্বিগুণ রূপে রূপে সঞ্চার ।
কাকন-কমলকরী কুটিলেছে কলস,—
অধরে-ধরিয়া তৃপ্তিকর পরিমলস ;
প্রকৃতি হাসি'ছে যেন বরিতেছে সুখা,
হেঁত্রে ভাবুককর ঘোড়ে-নরনের কুখা ।
মধুরবী মধুর করি' গুল গুল
বসি' তা'র মধু খার রসিক নিপুণ ;
লোভুপ সমীর পুন আসব-আশার ।
বড় বহি' জলকরুণ-দুঃখেত তাড়ার ;
অন্ধিলের তেজে যত নলিনীকব
একে একে ডুকে যার সলিল তিতর ;
দূরত বায়ুর অন্তরে যেন কে সকলে ।
লুকহিতে আভাভাঙি জ্বলিতেছে কলে ।
মধুপুর্ণনে সমীরণ হইয়া হতাশ,
চলি' যার বহু দূর ছাড়িয়া নিশ্বাস ।

সমীর হইলে ক্ষান্ত তখন আশান,
হেঁত্রে হেসে ভেসে উঠে কমলের হাব ।
পুনরায় দিবাকর প্রথর কিরণ,
কমল কোমল বৃক্ষে করি' ববিষণ,
শোষে মধু সারাদিন হইয়ে নিদ্রার,
ইস্ কি ববির, ছি ছি, পাকপ-জদর !
হৃৎলাব প্রতি দয়া হয় না উদর,
অবলার নাহি কেউ, তাই এত সর ।

তটিনীর এক পারে শোভি'ছে গুলিন
রজত-সিকতাময় ; রিশদ তলিল
পেতেছে প্রকৃতি যেন শরবের আশে,
দেখি' তাহী ভাবুককর কণ্ডাভার আসে ।
অল্প পারে অল্প উঁচু পাত শোভা-পায়ে
সমীরজনিত চেত শানি'ছে তাহার ;
নদী যেন নিম্ন দেহ বাড়া'বার তরে,
ঠেলিয়া দিতেছে পাক করকের করে ।
লহরী-আঘাত, জা'র সলিলের ঈন,
ভাঙি'ছে পাড়ের ধস হ'য়ে শতধান ;

বাণিত হইবে যেন নদীর আলার
ঢেলা মেরে পাড় কের পেছুতে পালায় ।

পাতের উপরে নানা পাদপের দল
বিরাজে শাখার ধরি' চারু ফুল, কল ;
হেলিয়ে প'ড়েছে তাঁল জলের উপর,
বিচিত্র সে দৃশ্য ভাবগ্রাহী অনোহর ।
শাখাচ্যুত বিকসিত কুহুমনিচর
টুপ্ টাপ্ পড়ে জলে মুছ রব হয় ;
দেখে তাহা বোধ হয়, নদী অবিরল
তীব্রাসী তরুণে সেচে শীত জল,
তা'বি কৃতজ্ঞতা বুঝি দেখা'বার তরে,
তরুণ কোটাফুল দেয় নদী-করে ।
অথবা নিদায়ে যবে প্রাণ্ড উপন
পোড়াইরে তরুণে কবে জ্বালাতন,
সাগর তরুর ক্রেশ করি' বিলোকন,
অদেহজনিত মেঘে কবয়ে প্রেবণ,
ক্ষটিকসমান বর্ণ শীত জলধার
দগ্ধ তরুণের শিরে করিতে আসার ।
আসিয়ে বব্বাকালে সাগরপ্রেরিত
ঘনদল গাছে জল চালে বখোচিত ।
তাই বুঝি তরবার্জি কৃতজ্ঞতা তা'র
দেখা'বার তরে জলে কেলৈ ফুলহারি !
সাগরের পাশে নদী কবি'ছে গমন
তরুণ ফুল-ভেট করিয়ে বহন ।
উপনীত যবে নদী হইবে সাগরে,
'লহ, নাথ, তরুণেট !' বলি' দিবে করে ।
তরুণের ধন্য কৃতজ্ঞতা প্রদশন !
শিক্ষা কর, হে মানব, কবি' বিলোকন !

এইরূপে নদী শোভা দেখিতে দেখিতে,
তীব্রবাহী হ'রে অগ্নি লাগিছে চলিতে ।
কত দূরে গিয়ে দেখি অতি মনোহর
সুশোভি'ছে বাট এক নদীফুল'পর ;
সুবর্ণ-মোশামসারি সাজি' হুঁ প্রাণ,
কতু দেখি নাই হেন নরনাতিরাম ।
হেমবিনির্দিষ্ট এক বিচিত্র আসন
ঘাটের উপরে শোভে উজ্জল বরণ ;

মরকত, হীরা, মণি, চুপি নানাজাতি
চাবি পাশে শোভে তা'র প্রকাশিবে ভাতি ;
দেখে তাহা বোধ হয়, যেন রে বাধাব
সমীচীন গলে লোলে মুকুতার ছাব ।

গেলাম হবির চিত্ত আসনের কাছে,
দেখিলাম তদুপরি এই লেখা আছে,—
“পবিত্রসলিলা এই নদী মন্দাকিনী,
প্রবাহি'ছে অবিরত মৃগনাদিনী,
ইষ্টাব তটেতে এই ঘাট মনোহর
ব্রহ্মাব স্থাপিত ইলা জ্যোত পুষ্কাসি,
জগত স্বজন কাল যবে পঞ্চানন,
স্বীয় পঞ্চমুখ হ'ত কবিতা স্বজন
পঞ্চবাগ—চি ভ্রামোদী অতি অল্পম
ত্রিবাগ, ১৩রব, মেঘ, বসন্ত, পঞ্চম ।
পার্বত্য স্বজিলা বাগ নটনারায়ণ,
বীৰবৎ প্রপূরিত হৃদয়কম্পন ।
পিতামহ ব্রহ্মা পবে উক্ত রাগ ছয়
শিখিলেন তথা বসি' মানন্দ জদয় ;
গান্ধর্ববেদে পুন স্বজিলেন পবে,
তপেব সঙ্গীত-অঙ্গ রাগি' অভ্যুত্তবে ।
নারদ, ভবত ঋষি, গন্ধর্ব তৃষক,
হুহু, বভ্রা, এ পাঁচবে বর্ধি হ'য়ে শ্রব,—
গান্ধর্ববেদেব শিক্ষা লাগিলেন দিতে,
পঞ্চমেন শিখিলেন সমাধিত চিতে ।
ঋষিদ্রব্য করিলেন সঙ্গীতশাস্ত্রের
অব্যাপনা—ভ্রাগণে শিক্ষা দিতে কেব,
তৃষক সহিত তত হ'য়ে দৃষ্টমন,
যগে, বগে করিলেন সঙ্গীত সাধন,
নৃত্য শিখিলেন রজা অতি সমাদরে,
অপব অঙ্গবাগণে শিখা'বার তবে ।
এইরূপে পঞ্চজন বিবিধ সহিত
কৃতবিদ্য হইলেন সাধিতে সঙ্গীত ।
তা'র পর গেলা সবে নিজ নিজ ধাম,
'বিরিক্তসঙ্গীত তীর্থ' রাগি' এর নাম ।
প্রত্যহ প্রদোষকালে ঋষির প্রধান
নাবাদ আসিবে তথা করে “বিভুগান ।”

পড়ি' তাহা ভাখিলাম, ভাল হ'ল আলি,
সাক্ষাৎ হইবে হেথা এলে গুণিরাজ।
লক্ষ্যার অপেক্ষা হেতু রহিলাম তথা,
চিত্তা-সখীসহ একা কহি' নানা কথা।
দেখিছু ঘাটের ধারে সপ্ত দেবানন্দ,
রবিকরে বিভাতি'ছে, দেহ স্বর্ণময়।

প্রথম মন্দিরঘারে দেখিলাম গিরে
সিংহাসনে অগ্নিদেব আছেন বসিয়ে,
লোহিত পাষাণে মুর্তি রয়ে'ছে খোদিত,
প্রভাতে বালার্ক যেন হ'তেছে উদিত।
মন্দিরের চূড়া শোভে লাল পতাকার,
'ঋতুজ্ঞ অগ্নির কৃত' লেখা আছে তা'র।

দ্বিতীয় মন্দিরঘারে করিছ দর্শন,
বিবাজি'ছে চতুর্ভুজ মরাল বাহন;
ইহারো শরীর দীপ্ত রক্তশিলাময়,
হংসদেহ সিতশিলা স্বর্ণচকুদয়।
মন্দিরের চূড়া শোভে রক্তপতাকার,
'ঋতুজ্ঞ ব্রহ্মার কৃত' লেখা আছে তা'র।

দেখিলাম তা'র পর তৃতীয় ভবনে
ঋণিময় শতদল উজ্জল কিরণে
মুটিয়ে র'য়েছে; তা'র দেবী সরস্বতী
বিরাজেন বীণা করে, করিছ প্রণতি।
ধবল প্রস্তরময় শরীর তাঁহার,
পরিহিত শ্বেতবাস, গলে মুক্তাহার।
মন্দিরের চূড়া শোভে শ্বেতপতাকার,
'গাঙ্কার রাণীর কৃত' লেখা আছে তা'র।

চতুর্থ মন্দিরঘারে গিরে তা'র পর,
দেখিলাম মহাদেব ধবল ভূধর-
সন্মান আছেন বসি' রজত মুরতি;
শ্বেতশিলাময় পাশে আছে বৃষপতি।
মন্দিরের চূড়া শোভে শ্বেত পতাকার,
'মধ্যম শিবের কৃত' লেখা আছে তা'র।

পরেতে পঞ্চম গৃহে দেখিছ লক্ষ্মীরে
পদ্মাসনে বিরাজেন স্বর্ণ শরীরে;
পরিহিত রক্তবাস, মুকুট মাথার,
ভুবনমোহন রূপ অপরূপ তা'র।

মন্দিরের চূড়া শোভে নীল পতাকার,
'পঞ্চম লক্ষ্মীর কৃত' লেখা আছে তা'র।

হরহরত গুণপুতি ঋক নিকেতনে,
চতুর্ভুজে বিরাজেন মূরিক বাহনে;
রক্তশিলাময় দেহ, কিম্বদ বদন,
বক্সিম কুঞ্জরভুজ, রজত রদন।
মন্দিরের চূড়া শোভে চিত্রপতাকার,
'ঐশ্বর্য গণেশকৃত' লেখা আছে তা'র।

অকশেবে দেখিলাম সপ্তম ভবনে
ঋণিময় একচক্র রথ আরোহণে
বসিয়া আছেন স্বর্গ্য, রত্নময় কার,
অচলা বিজলী যেন খেলি'ছে তাহার।
শিরে ঋক্ রত্নময় কিরীট ভূষণ,
তাহার কিরণে দীপ্ত হয়ে'ছে ভবন;
মন্দিরের চূড়া শোভে শ্বেতপতাকার,
'নিবন্ধ স্বর্গ্যের কৃত' লেখা আছে তা'র।

এইরূপে দেখিলাম সপ্ত দেবতার,
সপ্তগ্রন্থ অগ্নিরাছে ঘাঁড়ের দ্বারায়।
পূর্বদৃষ্ট আসনের কাছে পুনরায়
বসিলাম আমি' এক গাছের তলায়,
অপরূপ ফুল তা'র কাকনের মত,
বাহি'রিছে তা'র মিষ্ট সুরভি নিরত।
অতীব উন্নত তরু সুরহরিৎ কান্দা,
বহু দূর ব্যাপি' ভূমে পড়িয়াছে ছায়া।
শাখায় শাখায় পাখী করি'ছে কুজন,
অতি সুললিত স্বর শ্রবণরজন।
বসিলাম তলে তা'র বিশ্রামের তরে,
কান জুড়াইল সেই পাখীদের স্বরে।
ফুল-পরিমল-মাখা মৃদু সখীর
প্রবাহি' করিল মম শীতল শরীর।
দিনের বিলম্ব আর এদোষ-আশঙ্ক;
রহিলাম একা আমি বসিয়ে তথায়।

কতক্ষণে তেজোময় দীপ্ত দিবাকর
পরিধান করি' দেহে লোহিত অধর,
পশ্চিম সাগরে নান করিবাব তরে,
ক্রমশঃ নামিল তেজোহীন কলেববে।

বাঁচিল পদ্মিনী সতী জুড়াল রুদ্র,
ভাল্লব পীড়নঃএবে হইল বিলয় ;
অস্থির হইরে আব নুদিষে নয়ন,
সলিল শয্যায় অথৈ কবির শয়ন ।
পশ্চিম আকাশ এবে অলঙ্কৃত ববণে
বজ্রিত হইল, যেন লোহিত বসনে
সাজাইল নভস্তর প্রকৃতি সুন্দরী,
আসিয়া বসিবে বলি' সন্ধ্যা সহচরী ।

গগনেব লাল রঙ মল্লিকানী নীবে
এপার ওপার যড় পড়িল অচিবে ;
মনে অশ্রুমান হয় হেবি' সেই নীল,
গোপীবা গুলেছে যেন সগিনে স্রাবী ;
কিধা হেন বোধ হয় কৃষ্ণ বৃক্ষ ফেব
কালীয় এখানে আছে মনে পেয়ে টেব,
ডুব দিয়ে নদীগর্ভে চড়ি' তার মাথে,
দমি'ছেন ভুজঙ্গবে ভীম পদাঘাতে ;
পীড়নে বিচূর্ণ হ'য়ে সাপের শরীর,
বিপুল শোণিতে লাল করিয়াছে নীল ।

স্বপ্ননে মিলিত হ'য়ে বিহঙ্গমদল
ফিবিল নীড়েব দিকে করি' কল কল ;
যেন বে নীবদ খণ্ড অনিল-চিল্লোলে,
কোথা হ'তে আসিতেছে, কোথা যায় চোলে ,
অথবা আকাশে যেন কুসুমের হাব
সহসা পড়েছে ঝুলে—আহা, কি বাহাব !
ক্রমে ক্রমে বিবিধ বিহঙ্গ পালে পালে,
পশিল গাপিতে নিশি তরুব ডালে ।

অন্তর্হিত হ'ল ভাঙ্গ, দৃষ্ট নাহি হয়,
ভগতেব এক ভাব হইল বিলয় ;
এখনো সম্পূর্ণ বিশ্ব হয় নাই কালো,
মন্দ মন্দ অন্ধকার, মন্দ মন্দ আলো ।
উজ্জল তারকা এক উদিল আকাশে,
গোধূলির ভালে যেন হীবক বিকাশে ।
হেরি' তারে বোধ হয় ডাড়ি' পূর্বে দীপ,
প্রদোষ আসি'ছে যেন হাতে ক'বে দীপ ।
দেখিতে দেখিতে বিশ্ব হইল আঁধার,
দবেব জিনিষ নাহি দেখা যায় আর ।

ভূনিলাম এ হেন সময়ে বহুব
১০.৩ বাহিন্য এক বীণা সুমধুর ।
১০ 'দ' নীলবা, স্বপ্ন-বীণাব নিকর
পাটো ঘন ঘন সহ সমাবণ ,
অপার সুধাবা যম শব্দ বৃহৎ
আসিতে গাগিন-উকা প্রভঞ্জন পাবে ।
কাম ক্রমে নিকটে আইল বীণানাদ,
মি'তি, ত' নাকায় হাবিনাম গুণাদ ।
নেখিলাম ঋষি এক গীতবিশাবদ
আসি' উ'পনীত তপা, গানই নাদ ।
স্বপ্নক বদ্বন্দ সম দেহেব বাবণ,
বদ্বন্দ-বাম হৃদয়ে অত্রিবা শো-ন,
কুসুমীমালাব কণ্ঠ জড়িত হ'য়েছে,
হাবিনামাদিত ডা'গা হৃদয়ে ব'য়েছে ;
চন্দন তিনাক গামে, যেন বিবিধাব
স্বপ্নকম গুণ মাঝে সুবধুনি নাব ।
ভাববণ জটাজাল—অত্রাব দীপাল -
লপিত হ'বেছে শিব হ'তে ভূমিতা ;
যেন স্বপ্ন স্রমেবর চূড়া বিনিস্কৃত
নদীকূলা প্রবাহি'ছে গৈবিক মিশ্রিত ।
পার্কিয়ে হ'য়েছে শাদা দাঁড়ি গোফ, ঋণ,
তড়পবি আখি হ'তে রবে প্রেম অশ্রু,
শব্দেব কাণে যথা শিশিবেব ছাব,
সেইরূপ ঠিক সেই দাড়িব বাহাব ।
পাবহিত পটুবাগ গৈবিক-বজ্রিত,
দেহে শোভে নানাবাবি হাবিনামাদিত ।
নোণিত হ'য়েছে চক্ষ, দিবগী উদবে
নাতি বিরাজিত ঘোম সচিত বিহবে ।
গুনেচ্ছিন্ন ইতিপূর্বে যে বীণাব স্বব,
সেই বীণা বাজিতেছে শোভি' ধ্বনি কব ।

অগ্রদব হ'য়ে আমি, নাবদ-চবণে
প্রাণপাত কবিলাম ভকতি'র মনে ।
আশাব কবিতা স্বপ্ন 'জগৎস্ব' বর্ণনে,
স্ববণ-আসনে পরে বসিলেন গিয়ে ।
বীণাতন্বে বাধি' সুব মনিচূড়ানবি,
নাবগিনী চিহ্নগোবী, ভাবগ, দিবগী

প্রভৃতি রাগিণী, বাগে হরিগুণগান,
গাহিতে লাগিলা মুদি' যুগল নয়ান।
একে ত নারদ ঋষি সঙ্গীতকুশল,
তাহে পুন বীণা বাজে শোভি' কবতল।
উভয়ে মিলিয়ে শুদ্ধ বিহুগুণগান
করিতে লাগিল, শুনে জুড়া'ল পরাণ।
পাখীরা সে সময় নবন মুদিয়ে
নীরব হইল ঈশগানে মন দিয়ে।
কতক্ষণ পবে ঋষি বীণার সঙ্গিত
'বিরাম-বাসনা কবি', নিবাবিল গীত।
'বিরিঞ্চি-সঙ্গীত-ঘাট' নীরব তখন
হইল; চলিল ফিরে ঋষি-কুল-ধন।
জগদীশ-প্রেমভরে অধীর হইয়ে,
যাইতে লাগিল ঋষি চলিয়ে চলিয়ে;
যাইতে যাইতে মুনি বলিল স্বগতে,—
“যাই আজি দেখে আসি মহর্ষি ভরতে;
নাটক সঙ্গীত রসে তিনি বিচক্ষণ,
যাহাব কুপায় মর্ত্যবাসী নরগণ
লভেছে নাটক আর সঙ্গীত-রতন,
যাই আজি করে আসি তাঁ'রে দরশন।”

তৃতীয় সর্গ।

মন্দাকিনী তীর হ'তে স্বপন অমায
নিশাকালে ল'য়ে গেল ভরত যথায়।
দেখিলাম তপোবন সুরবন-সম
লোচন-আনন্দ-কর অতি অল্পম।
বিশাল পাদপজাল শোভে চারি ধারে
জড়িত করিয়ে অঙ্গ লতিকার হারে;
যেন তরুণরাজি প্রিয়তমা সনে
রজনীবিহার করে আনন্দিত মনে।
ভাঙ্গুভাতি-অভিলাষী মহীকুল
আমলকী, বক আর জয়ন্তী, তেঁতুল,
পত্ররূপ আঁখি সবে মুদেছে এখন,
রজনী এদের নহে সুখদরশন।

পবিত্র অশ্বখ, বট প্রভৃতি পাদপ
শরীর শীতল করে করে ধপ্ ধপ্।
শকরের জটাসম কটা জটাজাল
ফুলিয়ে পড়েছে ভূমে বিশাল বিশাল।
শিশুল লোহিত ফুলে শাখা সাজাইয়ে
অপন্ন হইয়ে কোথা আছে দাঁড়াইষে।
আরো কত তক শোভে ফলফুলময়,
চিনি নে, আবার তা'র ঘামিনী সময়।
দেখিলাম মাঝে মাঝে শোভে সরোবর,
শীতল সলিল পূর্ণ, যৌবনের ভর।
কেমন সরোবরে শুধু নিরমল জল
সুখীর সমীর-তোড়ে করে ঢল ঢল;
শশীকরের প্রতিবিম্ব নীল নভ সহ
ভালি'ছে সরসী-জলে অতি সুখাবহ;
যেক'রে দ্বিতীয় শশী, দ্বিতীয় আকাশ
ভাঙুক ভূলা'তে জলে হ'য়েছে প্রকাশ।

কোন সরে সারি সারি কুমুদিনীকুল
নিশাকর-ভাতি পেয়ে হ'য়েছে প্রফুল;
যেন অলি-জালাতনে সলিল-শয়নে
আছিল দিবায় সবে মুদিত নয়নে,
নিশায় ছুরন্ত অলি নাহি আসে আর,
নিরভয়ে এবে তাই কুমুদিনীহার
হাসি'ছে বিশদ মুখে শোভি' সরোবর;
সুশীল গগনে যথা তারকানিকর।

কোন সরে কমলিনী কমল-আসনে,
চাকিয়া কোমল অঙ্গ বিশদ বসনে,
নয়ন মুদিয়ে আছে,—যেন দেহ, মন
ডক্টিসহ, বিভূ-পদে করেছে অর্পণ।

এইরূপ প্রতি সরে শোভা অল্পম
হ'য়েছে কতই, একা বলিতে অক্ষম।

অবিদূরে দেখিলাম গিয়ে তা'র পর,
'সঙ্গীত-মণ্ডপ' নামে অতি মনোহর
শোভি'ছে কুটার এক তরুগুচ্ছমাঝে,
দৈত্যদলমাঝে যেন প্রহ্লাদ-বিরাজে।
বিবিধ-সুরভি-রস-অভিযুক্ত ফুল
শাখারূপ করে ধরি' শোভে তরুকুল;

মুহু মন্দ বহিতেছে শীত সমীপে,
আঘাতে কুসুমবাজি ঝবে অশ্রুক্ষণ,
বিচ্যুত কুসুম পুন উটক উপরে
দলে দলে বন্ধ হ'য়ে অবিবত ঝরে;
পবিত্র কুটীৰ'পবি ঘেন'সুবগণ
স্বর্গজ গ্রন্থনাবলী কবে বরিষণ ।

বিশাল শালের পাতে কুটীবেব চান
আচ্ছাদিত বহিষাছে হ'তে বহুকাল,
তকতম পত্র সহ সুরু সুরু ডাল
মণ্ডপেব তিন দিকে হ'য়েছে দেয়াল ।
সুব-ননী মৃত্তিকায় কুটীবেব তল
পবিত্রত বহিষাছে, অতীব শীতল ।
কোথা কোসা কুদী পড়ি'; কোথা কুশাগন,
কোথাও ব'য়েছে পড়ি' কৌশীন বসন,
কোথাও কুলি'ছে পুত তুলসীব মালা,
কোথাও পড়িয়ে আছে কুসুমের ডালা,
কমণ্ডলু কোন থানে ব'য়েছে ঝুগিয়ে
বিমল সবসীঙ্গল উদবে ধবিয়ে ।
কুলি'ছে যতএব এক প্রদীপ উজ্জল,
হ'য়েছে তাহা দীপ্ত কুটীবেব তল ।

কুটীবেব দ্বাবদেশে কবিয়ে গমন,
দেখিহু ভবত বসি' ঋষিকুলধন,
নাবদেব মত তাঁ'ব সর্ষ অবয়ব,
বর্ণ-বিভিন্নতা, কিছু বয়স লাঘব;
তা' বই কিছুবি আর রূপান্তর নাই,
নারদ, ভরতে যেন যমজ হু'তাই ।
আশীর্বাদ লভিবারে ভরত ঋষি,
কবিরাম গ্রণিপাত নত কবি' শিব ।
সুধীর বচনে আর বিষম বদনে
আশীষ করিলা মোরে নিরানন্দ মনে ।
অবাক হ'লেম আমি দেখি' তাঁ'র ভাব,
ঋষি আবার কেব কিসেব অভাব ?
বুঝিতে কারণ তা'ব নাহি পারিলাম,
নীরবে দাড়া'য়ে দ্বারে একা বহিলাম ।

দেখিহু ঋষি কাছে সঙ্গীত-পুস্তক,
নবরসপরিপূর্ণ বিবিধ নাটক

ব'য়েছে অনেক, পুন সুবণী বাজানা
বহু-বয়েছে সেই কুটীবে সাজানা ।
নীরব সকল বাস্তব,—কাজে কাজে হ'বে,
বাস্তবাব যিনি, তিনি বসিষে নীরবে ।
দেখে সে কালের ভাব হ'ব অশ্রু-ব,
ঋষি হুখে বাস্তবব্ বৃষ্টিও নীরবে ।

দেখিলাম ভবতএব খানিক অশ্রু-ব
ভদ নামে ছা'ব তাঁ'ব 'ঐতব' ক'বে
কবিয়ে ব'য়েছে বসি', নটের পদ্যন,
নাটকনিপণ আর গীতে জ্ঞানান ।

দাড়াইয়ে আছি ওথা এমন সময়,
আইলা নাবদ মুন প্রায় ঋদয,
সেই রূপ কবে বীণা বাজু অবিবাম,
অন্ত কথা নাই মুখে, শুধু চবিনাম ।
উপনীত হ'লেন ভরত সকাশে,
ভবত কৃষ্ণা তাঁবে সুধীর সম্মায়ে ।
স্বাগত কৃশল আদি দীর্ঘ বীণে ক'য়ে,
মহাশি ভবত বহিলেন মোনীর হ'য়ে ।

ভদ নট অকপট ভদ আচরণে
পণিপাত করিলেন নাবদ চরণে ।
কহিলেন দেবঋষি নাবদ তাঁহায়,—
'কহ, বসন্ত ভদ্র । আমি জিজ্ঞাসি তোমায়,—
কেন আছি ভবতএব দেখি হেন বীণ ?
প্রায় আশ্রয় তাহা কহ সবিশেষ ।'

কহিলেন ভদ্র শুনি' নাবদ বচন,—
"জিজ্ঞাসি গুরুবে নিজে, ঋষিকুলধন ।
কি হেতু বিমর্ষ উনি ক'বেন তোমায় ।"
এত কহি' নীরবিণা ভদ্র পুনবায় ।

ভদ্র-মুখ-বিনির্গত এই ক'টি বাণী
শুনিয়ে ভরত পানে চাহি' বীণাপাণি
হাসি' হাসি' মিষ্টভাসে লাগিলা কহিতে,—
"মহাশি ভবত, কহ, কি ভাবি'ছ চিত্তে
মোনীর হ'য়ে ? বল বণ ইহাব কাণে,
শুনিতে বাসনা মম কবিতোছে মন ।
আব আর দিনে সুধী নিবধি তোমায়,
আজি কেন বিপদীত, চানার আশ্রয় ।"

নিরানন্দ মনে আর বিষম বদনে
কহিলা ভরত তবে চাহি' তপোধনে ;—
“দেবর্ষে ! কি ক'ব, সখে, যে হুঃখে অন্তর
বিষম যাতনা সহ জলে নিরন্তর !
সকলি তুমি তো জান আমার বিষম,
নথদর্পণের মত, মুনি মহাশয় !
ব্রজা হ'তে শিখিলাম আমরা ক'জন
মধুর গান্ধর্ববেদ সঙ্গীতরতন ;
গুরুর্ষ তুষ্ণুক, হহ, তুমি, রজাপ্রসারী,
জারি জনে গেলে চলি' অধ্যয়ন সারি' ।

“একা রহিলাম আমি ইহ নরলোকে,
প্রদীপ্ত করিতে নরে সঙ্গীত-আলোকে ;
প্রাণপণে যত্ন করি' নাটকাদি কত
রচিলাম, স্থজিলাম রাগ নানা মত ;
এই যে দেখি'ছ, ঋষি বসি' ভদ্র নট,
প্রথমে নাটক, গীত আমার নিকট
শিখিলেক, তা'র পর আরো কত জন
শিখিল আমার কাছে হয়ে হৃষ্টমন ।
প্রভাতের ভাঙ্গু-ভাতি পৃথিবী উপর,
যেক্ষণে বিদ্যুত হয় ব্যাপি' দিগন্তর ;
আনারো সঙ্গীত-রবি-চ্যুত করচয়
সেক্ষণে করিল দীপ্ত ভারত-হৃদয় ।

“বহুকাল পরে, হায়, কাল দুরাশয়
ভারতে কুদিনরূপ জলদ উদয়
করিয়ে ঢাকিল মম সঙ্গীত-তপন,
বিলয় হইল ক্রমে সঙ্গীত-সাধন ।
হুয়াচার সেকেন্দর বাদশা ভারতে,
এসেছিল, হায়, সখে, কাঁদা'তে ভারতে !
তা' হ'তে হইল মম পণ্ড-পরিশ্রম,
তা' হ'তে ঘুটিল মম আদর, সম্মম ।

সেই দীপ্তঘাতী আমি' পূজ্য হিন্দুগণে
ছারখার করিলেক অসদাচরণে ;
তাহারি সময় হ'তে যত আর্ঘ্যগণ,
(সঙ্গীত, নাটক ছিল যাদের জীবন)
ক্রমে হীনবল হ'ল, ই'ল পরাধীন,
নাটক সঙ্গীত কাজে হইল বিলীন ।
অতীব শ্রমের ধন সঙ্গীত আমার,
দ্রুস্ত কালের বশে হ'ল ছারখার !
এখন ভারতে আর নাহিকো তেমন,
পূর্বে হিন্দুদের কালে আছিল যেমন ।
এখন ভারতে কিবা দরিদ্র, কি ভূপ,
সকল্বেই হইয়াছে বিভব-লোলুপ ;
দেখে শুনে ঘুচে গেল সকল ভরসা,
হায়, কি হইল এই সঙ্গীতের দশা ! ”
এতেক্ষ নারদে কহি' ভারত তাপস,
নীরব হইলা মুখ করিয়ে বিরস ।

ভক্ত-বিলাপ-বাক্য শুনিয়া নারদ,
পাইলেন অতিশয় হৃদয়ে দরদ ।
কহিতে লাগিলা মুনি করি' সম্বোধন ;—
“পরহর হুঃখ, অহে তাপসভূষণ !
আছে সহস্রায় এক, শুন সবিশেষ,
শুনিলে সে কথা তব শোক হ'বে শেষ ;
কিছু দিন গত হ'ল 'সঙ্গীত নগরে'
গিয়াছিহু দেখিবারে দেব দিগম্বরে ;
'সঙ্গীতাদ্রি' শিখরেতে শিবানীর সনে
বিশাল বিষ্ণু থু'য়ে হসিত আননে
বাজা'তেছিলেন, আমি এমন সময়
গেলাম তথায় হ'য়ে প্রফুল্ল হৃদয় ।
প্রণিপাত করিলাম দৌহার চরণে
করয়ুগ ঘোড় করি' ভক্তিযুত মনে ।

(অসম্পূর্ণ)

হেঁয়ালি অভিনয় ।

বিজ্ঞাপন ।

গত ১২২৪ সালের ৮ই মাঘ তারিখে আমার বীণা রঙ্গভূমিতে এই হেঁয়ালি অভিনয় হইয়াছিল । আমি উল্লিখিত ছয়টি হেঁয়ালি রচনা করিয়া এই অভিনয় করাইয়াছিলাম । দর্শকগণের মধ্যে যাহারা উত্তর দিতে পারিয়াছিলেন, তাহারা উপহার পাইয়াছিলেন । নিম্নলিখিত উত্তরদাতারা অভিনয়ের পূর্বে নির্দিষ্ট অর্দ্ধ ঘণ্টা সময় মধ্যে নিম্নলিখিত হেঁয়ালির উত্তর দিয়া, অভিনয়ান্তে নিম্নলিখিত উপহার পাইয়াছিলেন ।

দর্শকের টিকিট নম্বর, নাম ও ঠিকানা	হেঁয়ালির নম্বর ।	উপহার ।
৮৭ নং । শ্রীযুক্ত বাবু বাবুরাম মাস্তা, শিবঠাকুরের গলী—কলিকাতা	তৃতীয়	ছবি ও কন্ফর্টার ।
৯০ নং । শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষক, নিম্নতা স্কুল (২৪ পরগণা)	প্রথম ও তৃতীয়	ঘড়ী, ছবি ও কন্ফর্টার ।
১০১ নং । শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র সরকার, ২৩ নং গোপীমোহন বস্তুর লেন, বহুবাজার—কলিকাতা	দ্বিতীয়	১ম ভাগ গ্রন্থাবলী ।
১১০ নং । শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র সেন, পটলডাঙ্গা—কলিকাতা	দ্বিতীয়	১ম ভাগ গ্রন্থাবলী ।
১১১ নং । শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দবন্ধু রায়, ৩৯ নং পঞ্চাননতলা লেন—কলিকাতা	ষষ্ঠ	প্রণয়পরিণাম ।
১২৩ নং । শ্রীযুক্ত মহম্মদ ইমদাদ আলী, ১০৮ নং ওল্ড বৈঠকখানা—কলিকাতা	দ্বিতীয়	১ম ভাগ গ্রন্থাবলী ।
৪৩৯ নং । শ্রীযুক্ত বাবু নটবর মণ্ডল, ঢাকাপটী—কলিকাতা	তৃতীয়	ছবি ও কন্ফর্টার ।

এই রঙ্গনীতে “হবধমুর্ভঙ্গ” নাটকের অভিনয়ান্তে উল্লিখিত হেঁয়ালির অভিনয় হইয়াছিল । এই সম্বন্ধের হাণ্ডবিলে (Handbill) যে প্রতিজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল ।

To-day's entertainment will conclude with a grand novelty
never before produced in any Stage !

THEATRICAL REPRESENTATIONS OF RIDDLES:

অন্ত রজনীর কেবল ইহাই যথেষ্ট নহে। আরো সর্কাসে নূতন রকমের অভিনয় আছে ;
যাহা এ পর্য্যন্ত কোন রঙ্গভূমিতে প্রদর্শিত হয় নাই।

হেঁয়ালি অভিনয় ।

এই অভিনয় বাক্য ও চক্ষে হইবে ।

FURTHER ATTRACTIONS ! FURTHER ATTRACTIONS !!

Among the audience those who can solve the
riddles will get prizes varying from
RUPEES ONE HUNDRED IN CASH.

আরো নূতন ! আরো নূতন !

নূতন রকমের উপহার ! নূতন রকমের উপহার !!

অন্ত রজনীর হেঁয়ালি কয়েকটির উত্তর টিকিটক্রোতা দর্শকমণ্ডলীর মধ্য হইতে যে কেহ দ্বিত্তে
পারিবেন, তিনিই নিম্নলিখিত উপহার পাইবেন।

হেঁয়ালির নম্বর।				উপহারের নাম।
ছয়টি হেঁয়ালির উত্তরদাতা	১০০ এক শত টাকা নগদ।
১ম হেঁয়ালি	ঘড়ী।
২য় "	গ্রন্থাবলী ১ম ভাগ।
৩য় "	ছবি ও কম্বোর্টার।
৪র্থ "	ভূর্গেশনন্দিনী উপন্যাস।
৫ম "	৫০০ পৃষ্ঠার পকেট কবিতা।
৬ষ্ঠ "	প্রণয়পরিণাম উপন্যাস।

যদি এক জনের বেশী দর্শকে ৬টি হেঁয়ালির উত্তর দেন, তবে ঐ ১০০ টাকা সমান ভাগে বিভক্ত
করিয়া ঊাহাদিগকে দেওয়া হইবে।

হেঁয়ালির উত্তর লিখিবার জন্য সকলে একটি করিয়া উডেন্ পেঙ্গিল সঙ্গে করিয়া আনিবেন।
৫ মিনিটের হিসাবে প্রত্যেক হেঁয়ালির উত্তর দিবার সময় দেওয়া যাইবে। যাত্রি ৯টার সময় সকলকে
হেঁয়ালির ছাপা কাগজ দেওয়া যাইবে; ৯।০ টার সময় উত্তর-পত্র ফেরৎ লওয়া হইবে। সর্কাসে
হেঁয়ালির অভিনয় হইয়া উত্তরদাতাগণকে উপহার দেওয়া যাইবে।

হেঁয়ালি অভিনয় ।

প্রথম দৃশ্য ।

উদ্ভান ।

হেঁয়ালিকার ও উত্তরদাতার প্রবেশ ।

হেঁয়ালিকার । হেঁয়ালিকে ইংবেজিতে কি বলে ?

উত্তরদাতা । আমি ইংবেজি জানি না ।

হেঁ । রিডল্ (Riddle) বলে । আচ্ছা, হেঁয়ালিকে সংস্কৃত ভাষায় কি মলে বলা দেখি, তাই ?

উ । গ্রহেলিকা ।

হেঁ । আর কি বলে ?

উ । জানি না ।

হেঁ । প্রবল্লি বা প্রবল্লী ও পবল্লিকা । তা থাক, তোমার নিকট আজ ছয়টি হেঁয়ালি বোলবো । তুমি যদি উত্তর দিতে পার, তোমাকে খুব বাহাদুর বোলবো । উত্তর দিতে পারবে ?

উ । পাবো ।

হেঁ । যদি না পাব ।

উ । হারবো ।

হেঁ । হারলে পবে ?

উ । কি ?

হেঁ । (সহাস্তে) মারবো ।

উ । আচ্ছা, আগে হেঁয়ালি বল তো ?

হেঁ । বেশ কণা, প্রথম হেঁয়ালি এই,—

“তুই অন্ধরের সে বস্তুটি কি ?
সোজা দিকে অতি কোমল, মস্তকে
ধারণ করিলে বড় আনন্দ হয় এবং তিন
চক্ষের উহা অতিশয় প্রিয় ? কিন্তু

বিপরীত দিকে অতি কঠিন, মস্তকে
ধারণ করিতে বড় ভয় হয় এবং তুই
চক্ষের অতিশয় অপ্রিয় ।”

উ । (কিম্বৎক্ষণ ভাবিয়া) তাই তো, কি কোঁসাদে
হেঁয়ালি আওড়ালে ? কিছই সে খুজে পাচ্ছি নি ।

হেঁ । খোজো খোজো ।

উ । পেয়েছি ।

হেঁ । কি ?

উ । দানা ।

হেঁ । (উচ্চহাস্যেব সহিত সপরিহাসে) দূর
বোকা ।

উ । তবে কি ? তুমিই এর উত্তর বল ।

হেঁ । আমি উত্তর বোলবো না, উত্তর
দেখাবো ।

উ । উত্তর আবার দেখাবে কি ? উত্তর তো
মুখের কথা ?

হেঁ । আমার হেঁয়ালির উত্তর চোক্ষের দেখা ।

উ । আচ্ছা, তাই দেখাও ।

হেঁ । (ভূতলেব দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া)
উত্তর দেখা দাও ।

(সহসা ভূগর্ভ হইতে একটি “জবা” (ফুল)
উখিত হইল)

উ । (সহাস্তে) এই “জবা” উত্তর ।

হেঁ । সত্য মিথ্যা প্রথম হেঁয়ালির সঙ্গে ওলট
পালট ফোবে মিলিয়ে দেখ ।

উ। সোজা দিকে “জবা” এবং উল্টো দিকে “বাজ”! (সানন্দে) তাই তো, তাই, বড় মজা তো। খাসা হেঁয়ালি। আর একটা বল।

হেঁ। আচ্ছা, এই বার দ্বিতীয় হেঁয়ালির উত্তর দাও।

“তিনাকরে নাম তা’র বৃক্ষে বাস করে।

বহু পুত্র দেখি তা’র গর্ভের ভিতরে ॥

ক্লেই গর্ভ কাড়ি যদি পুত্রগুলি খাও।

মৃত্যুর মধুর স্বাদমুগ্ধসনার পাও ॥

মধ্যাকর ফেলে দিলে ফলয়ে সফল।

অলাঙ্গুল-সলাঙ্গুল-প্রিয় অবিলল ॥

প্রথম অক্ষর যদি কাড়ি’ লহ তা’র।

ভা’ হ’লে সে বস্তু হয় অপ্রিয় সবার ॥”

উ। বেদনা।

হেঁ। আরে ছা!

উ। তবে কি?

হেঁ। উত্তর দেখা দাও।

(সহসা ভূগর্ভ হইতে একটি “কমলা” লেবুর আবির্ভাব)

উ। এই “কমলা” উত্তর?

হেঁ। হেঁয়ালির স্রোতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ।

উ। (তজপ করিয়া, সহাত্রে) আরে বাহবা, ঠিক্‌ যে!

হেঁ। এই বার তৃতীয় হেঁয়ালির উত্তর দাও।

“তিনাকরে নাম তা’র, কক্ষে করে বাস।

দিবস রজনী ছাড়ে নিশ্বাস প্রশ্বাস ॥

প্রথম অক্ষর তা’র ছেড়ে দাও যদি।

মৃত্তিকায় জলাশয় কিস্তি নহে নদী ॥

মধ্যের অক্ষর যদি ছাড় মহাশয়।

মৃত্তিকায় জলাশয় তথাপিও হয় ॥

শেষের অক্ষর তা’র কৈলে বিসর্জন।

জাতির পদবী তাহে হয় সংঘটন ॥”

উ। বড় শক্ত। অন্ধি সন্ধি পাচ্ছি নি।

হেঁ। আচ্ছা, আমিই এর উত্তর দেখাচ্ছি। উত্তর দেখা দাও।

(সহসা ভূগর্ভ হইতে একটি “জানালার”

আবির্ভাব)

উ। এই “জানোলা” উত্তর?

হেঁ। মিলিয়ে দেখ না।

উ। (তজপ করিয়া) সাবাস, জানা! আচ্ছা কামনা! ঠিক্‌ যে হে!

হেঁ। এই বার চতুর্থ হেঁয়ালির উত্তর কর।

“দ্বি অক্ষরে নাম তা’র, কিন্তু তিন ধার।
উলটি’ পড়িলে চক্ষে বহে জলধার ॥”

উ। আশ্চর্য কন্ঠ নয়।

হেঁ। আচ্ছা, আমি উত্তর দেখাচ্ছি। উত্তর দেখা দাও।

(সহসা পটপরিবর্তন ও একটি “নদী” বহমানা)

উ। “নদী” উত্তর?

হেঁ। কেলাও।

উ। তুমি মেলাও।

হেঁ। “নদী”র এ পার এক ধার, ও পার এক ধার এবং মধ্যে জলধার, এই তিন ধার। আর উল্টাইয়া দেখিলে “দীন” হয়। দীন অর্থাৎ দরিদ্র। দরিদ্রের চক্ষে জলধার বই কি পাইবে?

উ। বাহবা! ঠিক্‌ ঠিক্‌।

হেঁ। এই বার পঞ্চম হেঁয়ালির উত্তর দাও।

“চারি বর্ণে নাম তা’র, খাদ্যে পরিচয়।

প্রথম চতুর্থ গেলে অর্দ্ধ পদ হয় ॥

প্রথম দ্বিতীয় গেলে খায় সকলেতে।

দ্বিতীয় তৃতীয় গেলে খায় যবনেতে ॥”

উ। আনন্দস।

হেঁ। দুঃ হাঁদা।

উ। তবে কি?

হেঁ। উত্তর দেখা দাও।

(সহসা ভূগর্ভ হইতে একখানি “পাঁউরুটি”র আবির্ভাব)

উ। (সবিস্ময়ে) “পাঁউরুটি”?

হেঁ। হ'হ'। মিলিয়ে না পাও তো, আমার নাক ঝোলে দিও।

উ। (মিলাইয়া) তাই তো, এটাও ঠিক হোলো যে।

হেঁ। এই বার শেষ হেঁয়ালির উত্তর দাও। এ হেঁয়ালিটাকে বৈত হেঁয়ালি বলে।

উ। বৈত কি? দৈত্য?

হেঁ। (সহাস্তে) দুব্ রাক্ষস! দৈত্য নয়। বৈত অর্থাৎ ছইটার যোগে যেটা নিষ্পন্ন হয়।

উ। আচ্ছা, কিরূপ তোমার বৈত হেঁয়ালি দেখি?

হেঁ। দেখ।

(সহসা পটপরিবর্তন এবং একটি নদী দৃশ্যমান।

সেই নদীতে একজন রজক কাপড় কাচি-

তেছে এবং একজন ব্রাহ্মণ মাটির

কলসী লইয়া জল তুলিতেছেন।

এখন হঠাৎ রজক ব্রাহ্মণের

কলসী ছুইয়া ফেলিল)

“ব্রাহ্মণ। (সরোষে) আরে নীচ!

তুই আমার কুস্ত স্পর্শ করি কেন? দে কুস্তের মূল্য দে।

রজক। কেন দেবো?

ব্রাহ্মণ। (সক্রোধে রজকের কর্ণ ধারণ করিয়া) তবে রে বেল্লিক ব্যাটা!

রজক। (যন্ত্রণায় অধীর হইয়া) ওগো, আমায় মেরে ফেলো গো! কে আছে গো, এসে আমার রক্ত কর।”

উ। ও বাবা! এ আবার তোমার কি বৈত হেঁয়ালি! এ যে গোলোকধাঁধাব চোদ্দপুরুষ!

হেঁ। উত্তর দেখা দাও।

(সহসা “কুস্তকর্ণের” আবির্ভাব)

উ। (সভয়ে) ও বাবা! এ যে রাবণের ভাই “কুস্তকর্ণ”। এই বুঝি তোমার উত্তর?

হেঁ। বুঝতে পার নি?

উ। না।

হেঁ। আচ্ছা, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। ব্রাহ্মণের “কুস্ত” ও রজকের “কর্ণ”। তা হোলোই হোলো কুস্ত+কর্ণ=কুস্তকর্ণ।

উ। বা ভাই, বা! বাহবা তোমার বৈত হেঁয়ালি!

[উভয়ের প্রস্থান।

যবনিকাপতন।

সম্পূর্ণ

দুই শিকারী।

প্রথম অধ্যায়।

এক দেশে দুই ভাই ছিলো। তা'দের মধ্যে একজন খুব বড় মানুষ আর একজন খুব গরিব। যে ভাই বড় মানুষ, সে সোণারপোর কারবার কোত্তো, কিন্তু তা'র মন বড় হু। আর যে ভাই গরিব, সে খুড়ী বুন, তাই বিক্রী কোরে কাল কাটা'তো, কিন্তু তা'র মন বড় হু। গরিব ভাই-টির ছ'টি যমজ পুত্র হয়েছিলো। ছ' কৌটা জল যেমন দেখতে ঠিক এক সমান, তা'র, যমজ ছেলে ছ'টিও ঠিক সেইরূপ। যমজ ভাই ছ'টি যখন তখন তা'দের বড় মানুষ জেঠাব বাড়ীতে যাওয়া আসা কোত্তো আর এ'টো পাতে শেষ যা' কিছু থাকো, তা'ই কুড়িয়ে খেয়ে কতই খুসী হোতো। কিন্তু জেঠা বেটা এমনি ইতর যে, একটি দিনও ছোট ছোট ভাই-পো ছ'টিকে ভাল কোরে খেতে দিতো না।

ছেলে ছ'টির করিষ পিতা, রোজ রোজ বনের ভিতর গিয়ে কাঠ ভেঙে আনতো। সেই কাঠে তা'র স্ত্রী, মোটারুটি গোছের রসুইবাস কোরে তা'দিগে খাওয়াতো। এক দিন সেই গরিব লোকটি বনের ভিতর কাঠ ভাঙতে, এমন সময় গাছের ডালে হঠাৎ একটি পাখী দেখতে পেল। সেই পাখীটি একে তো সোণার, তা'তে আবার দেখতে সকল পাখীর চেয়ে সুন্দর। সেই গরিব লোকটি, সেই পাখীটিকে দেখে, ধরবার জন্তে অত্যন্ত ইচ্ছুক হোলো। একটা মাটির ঢেলা তুলে পাখীটিকে ছুঁড়ে মারলে; কিন্তু পাখীটি উড়ে পালা'লো। কেবল ঢেলা লেগে তা'র একটা সোণার পালক খোসে পোড়লো। সে সেই পালকটা কুড়িয়ে নিয়ে, মনে মনে ভাবতে লাগলো,—“আমি দাদার কাছে এটা নিয়ে গেল,

তিনি অসিদ্ধি টাকা দিয়ে কিনে নেবেন।” এই ভেবে সে ধরাবর তা'র দাদার বাড়ী গেলো। তা'র দাদা সেই পালকটা নিয়ে, অনেক ক্ষণ উল্টে পাল্টে দেখলে;—তা'র পর কষ্ট পাখবে ঘোষে পরখ কালো। পরখে ঠিক হোলো, পালকটা খুব ভাল সোণার। সে তখন তা'র ভাইকে বোলো,—“তুমি এই সোণার পালক কোথায় পেলো?” সে বোলো,—“বনে কাঠ ভাঙতে গিয়ে, একটা ডালে একটা সোণাব পাখী দেখতে পাই; পেয়ে তা'কে ডিল ছুঁড়ে মারি; কিন্তু সে উড়ে গেলো; কেবল এই পালকটা তা'র লাজ খেকে খোসে পোড়লো। এটা সোণাব পালক, তাই তোমার কাছে আনুলেম। তুমি এর বখার্ব নাম দিয়ে কিনে নিতে পার।”

বড় মানুষ ভাই গরিব ভাইয়ের কথা শুনে, তা'কে একশ' টাকা দিলে আর বোলে দিলে “হা দেখ, ভাই, তুমি আবার এখন সেই বনে যাও। যদি সেই সোণার পাখীটি মেরে আমাকে এনে দিতে পারো, তা' হোলে তোমাকে আমি এক হাজার টাকা দেবো।” গরিব ভাই, তা'র সেই কথা শুনে আর পালকের একশ' টাকা নিয়ে বাড়ী গেল। তা'র স্ত্রী হাতে সেই টাকা দিয়ে, তখনি আবার বনে চোলে গেলো। গিয়ে এ দিক ও দিক—এ গাছ সে গাছ খুঁজে পেতে, আবার সেই পাখীটিকে একটা মাঝামাঝি গোছের সেগুন গাছের ডালে ব'সে থাকতে দেখতে পেল। পেরেই আস্তে আস্তে একটা ডিল তুলে, তাগ কোরে ছুঁড়ে মারলে। এ বার আর তাগ ফসকালো না; পাখীটি ডিলের দ্বারে মাটিতে পোড়ে ছট্‌ফট্‌ কোরে মেরে গেলো। সে তখন সেই পাখীটি নিয়ে

আবার তা'র দাদার কাছে গেলো। তা'র দাদা তা'কে এক হাজার টাকা দিয়ে পাখীটি কিনে নিলে। খরিব ভাই হ'বারে এক হাজার একশ' টাকা পেয়ে বড় খুশী হোলো, আর মনে মনে ভাবতে লাগলো,—“এঁত দিনে ভগবান আমার প্রতি মুখ তুলে চাইলেন। আমার ও আমার জীপুজের কষ্ট দূর হ'বার পথ হোলো। আর আমাকে বুড়ী বুন হুঃখ পেতে হ'বে না।” সে এই ভাবতে ভাবতে নিজের ঘরে চোলে গেলো।

বড় মানুষ ভাইটে বড় ধূর্ত আর চতুর। সে পূর্বে শুনেছিলো যে, সোণার পাখী রেঁধে খেলে রোজ রোজ অনারাসে সোণা পাওয়া যায়। তাই সে তখন সেই মরা পাখীটি নিয়ে বাড়ীর ভিতর গিয়ে তা'র জীকে গোপনে গোপনে বোললে,—“দেখ, তুমি আজ নিজের হাতে পাখীটির মাংস আমাকে রেঁধে দাও। আমি এর মাংস খেলে, রোজ রোজ সকালে সোণা পাবো।” এই কথা বোলে সে বা'র-বাড়ীতে চোলে গেলো।

তা'র পর তা'র জী বেস্ কোরে সেই পাখীর মাংস ছাড়িয়ে ছুড়িয়ে, নিজেই রান্নাঘরে রাঁধতে আরম্ভ করলে। তাতে ভাল ভাল মসলা ঢেলে দিলে। মসলার সুগন্ধে রান্নাঘরে একেবারে তর হোয়ে উঠলো। রাধুনী রাঁধতে রাঁধতে, খানিক পরে কি কাজের জন্তে আর একটা ঘরে গেলো। এমন সময়ে তা'র দেওর-পো ছ'টি—সেই যমজ ভাই ছ'টি—ঘটনাক্রমে সেই রান্নাঘরে ঢুকলো। রাধুনী তা'র কিছুই জানতে পারলেন না। ছেলে ছ'টি রান্নাঘরে ঢুকেই দেখলে উনোনের উপর মসলাদার মাংস রান্না হোকে, কিন্তু সেখানে কেউই নাই। তখন ছ'জনে পরামর্শ কোরে মাংসের হাঁড়িতে নিয়ে চুপু চুপু বিড়কী ঘোর ঘিরে পানিয়ে গেলো। বিড়কীর বাইরে একটা ছোট জ্বলল-ছিলো। তা'রা ছ'জনে তা'র ভিতর গিয়ে, জেঠার বড় সাধের সোণার পাখীর মাংস ভাগ কোরে খেয়ে ফেললো। খেয়ে পুতুরে হাতবুখ ধুয়ে, খানিক খানিক জল খেয়ে, নিজেদের বাড়ী

চোলে গেলো। জেঠাব বাড়ীর জনমানুষ তা'দিকে দেখে পেলো না।

এ দিকে খানিকক্ষণ পরে তা'দের জেঠাই-মা আবাব রহই-ঘরে এলো। এসেই অবাক! খালি উনোন ধুধু কোরে জোলচে, মাংসের হাঁড়ি নেই! তখন সে আর কি কবে, স্বামীর তরে তাড়াতাড়ি একটা হাঁস মেরে, আবার একটা হাঁড়ি কোরে উনোনে চোড়িয়ে দিলে। আর রান্নাঘর থেকে বাইরে গেলো না। যথা সময়ে মাংস জোইরি হোলো। তা'র পর ক্রমে ক্রমে সকো হোয়ে এলো। সকো উত্থরে গেলো পব, তা'র স্বামী আবার বাড়ীর ভিতর গিয়ে তা'কে বোলল,—“মাংস হোয়েচে কি?” সে বোলল,—“অনেক ক্ষণ।” জীর সেই কথা শুনে স্বামীর বড় আনন্দ হোলো। তা'র পর তা'র জী একখানি ভাল আসন পেতে, রূপোর গেলাসে কোরে জল আর রূপোর বড় বাটিতে কোরে সোণার পাখীর বদলে হাঁসের মাংস সাজিয়ে দিলে। স্বামী মনের সুখে পেট ভোরে সেই মাংস খেলে, একটুখানি টুকরোও ফেলেন না। তা'র পর হাত মুখ ধুয়ে, পান তামাক খেতে খেতে, কেবল ভাবতে লাগলো,—“এই বার আমার আর-পার কে? আমি অন্ন দিনের মধ্যেই কুঁবের হ'বো। এখন যা'রা আমার চেয়ে বড় মানুষ, দেখে দেখে আমি তা'দিগে ডিঙিয়ে উঠবো।” এই কথা বোলে, সে শোবার ঘরে গিয়ে শুলো। শুয়েও ঐ সব কথা কেবল ভাবতে লাগলো। ভাবতে ভাবতে ক্রমে তা'র নিদ্রা এলো। সে ঘুমন্ত অবস্থাতেও ঐ সব কথা স্বপ্নে ভেবেছিলো কি না, তা' আমি বোলতে পারি না। বোধ হয় ভেবেছিলো।

ক্রমে ক্রমে রাত পুইয়ে গেলো। পাখীগুলো কিচির মিচির কোরে চার দিকে ডেকে উঠলো। কাজে কাজে তখন সেই আশা-মোহিত লোক-টারও ঘুম ভেঙে গেলো। সে তখন জেগে উঠে, তাড়াতাড়ি মাথার বালিশের নীচে হাত ড'রে সোণা খুঁজতে লাগলো, কিন্তু সমস্তই তেঁা তাঁ।

তাই না দেখে, তা'র মনে মনে কেমন এক রকম সন্দেহ হোলো। বিছানা ওলোট পাগোট কোরলে ঘরের সমস্ত জিনিষ খঁটে খঁটে দেখলে, তবুও কোথাও এক সরষে-ভোর সোণা পেলো না। কাজেই মন্টা বড় খারাপ হোয়ে উঠলো, যা'র পর নাই হু'খুও হোলো। কিন্তু কি আর কোরবে? উপায় তো কিছুই নেই। জীকে কাছে ডেকে, সোণা না পা'বার কথা ভেঙে চূরে বোলে। জী উত্তর দিলে,—“তাই তো, কেন এমন হোলো? আমি তো তোমার সেই সোণার পাখীই রে'খে, তোমার খেতে দিয়েছিলেম। তা' বোধ হয়, তুমি যা' ভেবেছিলে, তা' সত্যি নয়—গল্পগুজোব।

“যা' হোক, যা' হ'বার, তা' হোলো, এ সব কথা আর কা'রো কাছে তুলো না। তা' হোলো, উঠে লোকের ভোমাকে আর আমাকে পাগল ধোল্বে।” লোকটা কেমন এক রকম; সে জীর কথা শুনেও মনে মনে কত কি ভাবতে লাগলো। এইরূপে তিন চার দিন চোলে গেলো, কিন্তু তা'র ভাবনা আর গেলো না; বরং এক এক দিনে এক এক গুণ বেড়ে উঠতে লাগলো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এ দিকে যমজ ভাই ছ'টির যে কপাল ফিরেচে, তা' জা'রা বা অজ্ঞ কেউই জানতে পারে না। তা'রা ছ'জনে বাড়ীতে এসে, খেয়ে দেয়ে বিছানার গিরে ঘুসুলো। সকাল বেলা উঠে দেখে, ঘরের মেজতে ছ'খানা সোণার টুকরো পোড়ে আছে। তা'রা সেই ছ'খানা টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে পরস্পরে বলাবলি কোত্তে লাগলো, “এ ছ'খানা কি, ভাই? কোথেকে এলো? কেমন বক্ মক্ কোচে দেখো!” এই রকম আরো কত কি বোলতে . বোলতে তা'দের পিতার কাছে খেলো। সে তখন ছেলে ছ'টির হাত থেকে সেই ছ'খানা টুকরো নিয়ে বেশ কোরে দেখে বুঝতে পারলো—সোণা। জিজ্ঞাসা কোলে,—“তোরা এ

ছ'খানা কোথা গেলি?” তা'রা বোলে,—“এই সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি, এই ছ'খানা ঘরের মেজতে পোড়ে আছে। আমরা তাকাতাড়ি কুড়িয়ে নিয়ে তোমার কাছে এলেম। বাঁা, বাবা এ ছ'খানা কি গা?” সোণা যে কা'কে বলে, তা' তা'রা তখনো ভাল কোরে জানতো না। তাদের পিতা বোলে,—“এ যে সোণা রে!” তা'রা বোলে,—“বাবা! তুমি এই ছ'খানা নেও, কিন্তু খাবার না দিলে দেবো না।” তা'দের পিতা এই কথা শুনে হাসতে লাগলো। তা'র পর তা'দিগে পেট ভোরে খাবার দিলে। তা'রা খাবার পেয়ে মনের আনন্দে পিতাকে সোণা দিয়ে, খেতে খেতে খেলা কোত্তে গেলো। এইরূপ তিন চার দিন গত হোয়ে গেলো। প্রত্যহই যমজ ভাই ছ'টি সকালবেলা পূর্বের মত সোণা পেতে লাগলো। রোজ রোজ ছেলেদের শোবার ঘরের মেজতে সোণা পাওয়া যায় দেখে, পিতার মনে কীং কেমন একটা সন্দেহ হোলো। সে চার দিনে দু'দিন মনে মনে ভাবতে লাগলো,—“কে রোজ রোজ ছেলেদের শোবার ঘরে রাখে এমনতর সোণার টুকরো কেলে যায়? এর কারণ কি? কা'র কাছেই বা এর তদন্ত করি? যা' হোক, দাদা সোণার কারবার করেন, তিনি সোণার বিষয়ে অনেক জানেন, সুতরাং আজ এই টুকরোগুলো নিয়ে তাঁ'রই কাছে বাই; তা' হোলোই হয় তো সমস্ত সন্দেহ মিটে যাবে।” এইরূপ ভেবে, সে তা'র জ্যেষ্ঠ সহোদরের বাড়ী গেলো। গিয়ে, তা'র হাতে সোণার টুকরোগুলো দিয়ে, সমস্ত ঘটনা খুলে বোলে। তা'র দাদা তাই শুনে, মনে মনে ভাবতে লাগলো,—“আমার ভাই-পো ছ'টোই সে দিন সোণার পাখীর মাংস খেয়ে গেছে, আর আমার জী আমাকে অজ্ঞ পাখীর মাংস খাইয়েছে। যা' হ'বার তা' হোলো, এখন তো তা'র আর কোনো উপায় নেই। উপায় নেই বটে, কিন্তু আমি সহজে ছাড়্টি নে। অবিশ্তি আমি এর শোধ তুলবো। একে তো আমার এক হাজার একশ' টাকা বিহিমিহি বর-

বাদ হোয়েছে, তা'তে আবার বড় সাধের আশায় ছাই পোড়েছে। আমার প্রাণা সোণা আমার ছোট ভেয়ের ছেলে ছ'টোর কপালে পোড়ুলো! এখন দেখ্‌চি, অল্প দিনের মধ্যেই আমার ছোট ভাই আমার চেয়েও বড় মানুষ হ'বে। তা' আমি সহিতে পারবো না। বা'তে কোরে হোক্‌, ছেলে ছ'টোকে এর হাত-ছাড়া কোরে মেরে ফেলতে হোকে।" সেই দুয়ান্না থল এইরূপ ভেবে চিন্তে, তার ছোট ভাইকে বোললে—কৃত্রিম ভয় ও সন্দেহ প্রকাশ কোরে বোললে,—“ভাই তো, এ যে বড় বিঘম সমিচ্ছে! এ লক্ষণ তো ভাল নয়! আমি শুনেচি, ভূত প্রেতের কুদৃষ্টি হোলেই এই রকম সোণা পাওয়া যায়। তোমার ছেলে ছ'টিকে ভূতে পেয়েছে, স্তবরাং ওরূপ ছেলে ঘরে থাকলে তোমাদের বড় বিপদ ঘটবে—এমন কি, প্রাণ পর্যন্ত হারা'তে হ'বে। তুমি নিশ্চয় কোনো তোমার ছেলে ছ'টি এখন মানুষ নয়,—ভূত। আজই এমিগে বনে রেখে এসো।”

অগ্রজের এইরূপ ভরসার কথা শুনে, কনিষ্ঠের মনে বড় ভয় ও সন্দেহ হোলো। একে সে লোকটা। শাদাসিদে, তা'তে আবার কতকটা হাবাগোবা, কাজেই ভয় আর সন্দেহ না হোয়ে হয় কি? তখনই সে তাড়াতাড়ি বাড়ীতে এসে জীকে কিছু না বোলে, ছেলে ছ'টিকে সঙ্গে নিয়ে বনে গেলো। মায়ের প্রাণ, পাছে ছেলে ছ'টিকে না ছাড়ি, এই জন্তে সে জীকে কিছুই বোলে না। যখন সে পুত্র ছ'টিকে সঙ্গে কোরে বনে চোলে গেলো, তখন তা'র জীও তা'কে কিছু বোলে না; কেন না, সে জানতো যে, পূর্বে তা'র স্বামী মধ্যে মধ্যে সেই ছ'টিকে সঙ্গে নিয়ে বনে কাঠ তেঙে আনতে যেতো।

এ দিকে তা'রা তিন জন বাপ বেটার, খুব একটা বড় বনের ভিতর প্রবেশ কোরে। তখন সেই লোকটি ছেলে ছ'টিকে কতক কতক খাবার দিয়ে, একটি গাছতলার বসিরে রেখে বোলে,—“তোরা ছ'জনে এইখানে বোসে খাবার খা

আর খেলা কর না কাট কুড়ো, আমি আরও ভিতর বনে গিরে ভাল ভাল শুকনো কাঠ খুঁজে আনি। দেখিস, আর কোথাও বাস্‌ নি।” পিতার কথায় তা'রা সম্মত হোলো। পিতা, পুত্র ছ'টির মুখচুখন কোরে, সেখান থেকে নির্বিড় বনের মধ্যে গিরে, অল্প দিক্‌ দিরে বেরিয়ে চোলে গেলো; কিন্তু তা'র মনের ভিতর কত যে কষ্ট হোতে লাগলো, তা'র আর কি বোঝবো!—হাজার হোক্‌, পিতা কি না?

এ দিকে ছেলে ছ'টি খাবার খেয়ে, কত রকম খেলা দুলো কোন্তে লাগলো—এখান থেকে, সেখান থেকে ছোট ছোট ডালপালা কুড়িয়ে কুড়িয়ে এক আরগার জড় কোরে রাখতে লাগলো। ক্রমে ক্রমে বেলা বোয়ে এলো, আবার খিদে পেলো। তখন তা'রা পিতাকে খুঁজতে আরম্ভ কোরে। কিন্তু সমস্তই বৃথা আর পণ্ড্রম হোয়ে গেলো। দেক্তে দেক্তে প্রায় সন্ধ্যা হোয়ে এলো; কাজেই তখন তা'দের মনে বড় ভয় হোতে লাগলো। একে স্মৃতি, তা'কে আবার বস্ত্রজন্দের তরে ভীত, কাজেই আতঙ্ক হোয়ে ছ'জনে কাঁদতে লাগলো। এমন সময়ে সেই দিক্‌ দিরে এক জন বৃদ্ধ শিকারী, বনে বনে পক্ষিশিকার কোরে, বাড়ী কিরে যাচ্ছিলো। সে, ছেলে ছ'টিকে রোদন কোন্তে দেখে, তাড়াতাড়ি তা'দের কাছে গেলো। তা'দিগে দেখে তা'র মনে বড় দয়া হোলো। সে তখন তা'দিগে বোললে,—“আহা, কেন তোমরা কাঁদচো? আর কি জন্টেই বা এই ভরসার বনের ভিতর এসেচো?” তা'রা তখন কাঁদতে কাঁদতে বোললে,—“আমরা বাবার সঙ্গে কাঠ তাজতে এসেছিলাম। বাবা আমাদের এখানে রেখে ঐ ও দিক পানে কাঠ তাজতে গেছে, কিন্তু এখনো আর কিরে এলো না। আমরা ছ'জনে অনেকক্ষণ খুঁজলেম, কিন্তু দেখা পেলো না।” তখন শিকারী নিজেও এ দিক্‌ ও দিক্‌ কোরে খুঁজে দেখলে, কিন্তু কোথাও তা'দের পিতাকে

দেখতে পেলেন না। তখন সে মনে মনে ঠিক কোরে যে, নিশ্চয় কোন হিংস্র জন্তু তা'কে মেরে খেয়েছে। এইরূপ ভেবে, সে, ছেলে ছুটিকে বোললে,—“তোমরা আর কেঁদো না। আমি তোমাদের ছুটি ভাইকে নিজের ছেলের মত লাগন পালন কোরবো। তোমাদের আর কোন ভয় নেই।” এই বোলে সেই শিকারী, যমজ ভাই ছুটিকে নিয়ে বরাবর আপনার বাড়ী গেলো। যখন তা'রা সকলে বাড়ী পৌঁছুলো, তখন সকলে হোরে এসেচে।

তৃতীয় অধ্যায়।

শিকারীর ছেলে মেয়ে কিছুই ছিলো না, সুতরাং সে, সেই ছুটিকে পেয়ে বড় খুসী হোলো। তা'র জীকে তা'দের বিষয় বিশেষ কোরে বুঝিয়ে ব্যাভে, সেও অতিশয় আশ্লাদিত হোলো। তা'র পর জীবনীতে মিলে খুব বড় তোয়াজ কেবলে যমজ ভাই ছুটিকে অন্ন ব্যয়ন ও মাংসের কোল খাওয়ালে। খাওয়া দাওয়ার পর সকলে ঘুমুলো। তা'র পর সকালবেলা শিকারী বিছানা থেকে উঠে দেখে, ঘরের মেঝেতে ছুটুকরো সোণা পোড়ে আছে। সে সেই ছু'খানা কুড়িয়ে নিয়ে পাণ্ডিত-পুঙ্খ ছুটিকে বোলে,—“এই ছু'খানা সোণার টুকরো কি তোমাদের কাপড় চোপড় থেকে খুলে পোড়ে গেছে?” তা'রা বোলে,—“না গো, তা' নয়। আশ্চর্য্যে পান্ন দিন হোলো, আমরা যেখানে রাত্রে শুই, সকাল বেলা সেখানে এই রকম ছু'খানা টুকরো দেড়ে পাই, কে যে দেয় বা কোথেকে যে এই টুকরো ছু'খানা আসে, তা' আমরা জানি না।” তা'দের মুখে এই রকম কথা শুনে, শিকারী তা'বলে যে, “হু তো সেই যমজ ছেলে ছুটি খুব সোভাগ্যবান, পরশেরই তা'দের ভবিষ্যৎ ভাল করবার জন্তে স্নোজ রোজ এই ছু'খানা সোণার টুকরো দিতে

আরম্ভ কোরেছেন। তা' ভালই হোলো, আমি এখন থেকে রোজ রোজ সোণা কুড়িয়ে মাটির নীচে হুকিয়ে রেখে দেবো; তা'র পর এরা বড় হোলে, ছ'জনে ভাগ কোরে নেবে।”

অনন্তর শিকারী প্রত্যহই সে দৈবদত্ত সোণা নিয়ে মাটির ভিতর হুকিয়ে রাখতে লাগলো। যমজ ভাই ছুটি প্রথম অবস্থায়, পালক পিতা শিকারীর সঙ্গে, কিছু কিছু লেখা পড়া শিখে নিলে। তা'র পর তা'রা প্রত্যহ শিকারীর সঙ্গে বনে বনে বেড়িয়ে পশু পক্ষী শিকার করা শিখতে লাগলো। ক্রমে ক্রমে অনেক দিন গত হোলো। এখন তা'দের ছ'জনের বয়স কুড়ি বৎসর। তা'রা শিকারীর বাড়ীতে দশ বৎসর বয়সের সময় গিয়েছিলো। সুতরাং এই দশ বৎসর কাল তা'দের আপনার পিতা মাতা তা'দিগে আর দেখেনা পেয়ে, তা'দের মৃত্যুই যে ঠিক কো'রবে, তা'র আর আশ্চর্য্য কি?

তা'দের কুড়ি বৎসর বয়সের সময় এক দিন শিকারী বোলে,—“বাপু! তোমরা অনেক দিন ধোরে আমার কাছে শিকার করা শিখে কোচ্চো, আজ তা'র পরীক্ষা দিতে হ'বে।” তা'রা স্বীকৃত হোলো। অনন্তর সকাল সকাল তিন জনে আহা-রাদি কোরে শিকার কোত্তে বেরুলো। এমন সময় পথে যেতে যেতে শিকারী দেখে পেল, আকাশ দিয়ে তিন কোণ আকারে এক দল বক উড়ে যাচ্ছে। সে তখন বড় ছেলেটিকে বোলে,—“ঐ পাখীর দলের তিন কোণ থেকে তিনটে বক মারো দেখি।” বড় ছেলেটি তৎক্ষণাৎ তিনবার তিন জীয়ে তিন কোণ থেকে তিনটে বক বিধে কেলে। বক তিনটে মাটিতে পোড়ে গেলো। তা'র পর আবার খানিক দূর যেতে যেতে শিকারী দেখে পেল, আকাশের উপর ছুটো চিল জড়া-জড়ি কোরে লড়াই কোছে। সে তখন ছোট ছেলেটিকে বোলে,—“তুমি এক জীয়ে ঐ ছুটো চিলকে বিধে ফেল দেখি।” সে তাই কোলে। তখন শিকারী খুব খুসী হোয়ে বোলে,—“এত

দিনে ভোমাদের হু'জনের শিকার-শিক্কে তরপুর
হোয়েছে। এই বীর ভোমরা আপনা আপনি
কোরে খেতে পারবে। এখন চল, আমরা বাড়ী
কিরে যাই। আজ আর আমি শিকার কোতে
যাবো না। আজ ভোমাদের হু'জনকে ভাল
কোরে পাঁচ রকম জিনিষ খাওয়াবো। কাল
ভোমরা হু'জনে অভ্র দেশে বেণ্ড, আর এখানে
খাকুবার দরকার নেই। দেশ বিদেশে না ঘুরলে,
লোকে চালাক আর রোজগারী হয় না।" এই
বোলে সে ছেলে ছুটিকে নিয়ে বাড়ী কিরে
গেলো। জীর সঙ্গে পরামর্শ কোরে নানা রকম
খাবার তোহিরি কোলে। ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা হোয়ে
এলো। সন্ধ্যার পর তিন জনে মিলে আফ্লাদ
আমোদ কোরে আহার কোতে লাগলো। শিকা-
রীর জী খুব বয় কোরে পরিবেশন কোতে
লাগলো। অনন্তর আহাতিবির পর সকলে শয়ন
কোলে। ক্রমে ক্রমে রাত্রি প্রভাত হোয়ে
গেলো।

সকালবেলা শিকারী পালিত পুত্র ছুটিকে
ডেকে বোলে,—“বাগু! ভোমরা হু'জনে এই
ছুটো শিকেরী কুকুর নেও—এই হু'খানা ধুক
আর এই সকল তীর নেও—আর এত কাল ধোরে
আমি ভোমাদের যে সকল সোণার টুকরো জুড়িয়ে
রেখেছিলেন, তা'ও হু'জনে সমান ভাগে ভাগ
কোরে নেও।” তখন তা'রা শিকারীর আদেশে,
সমান অংশে কুকুর, তীর, ধুক ও স্বর্ণখণ্ড সকল
ভাগ কোরে নিলে। তা'র পর, হু'জনে পরামর্শ
কোরে শিকারী ও তা'র জীকে বোলে,—“ভোমরা
আমাদের হু'জনকে মহাবিপদ থেকে উদ্ধার
কোরে আজ দশ বছর কাল পিতা মাতার মত মেহ
ও দয়া কোরে আশ্রিত—আপনারা না খেয়ে, না
পোয়ে, আমাদের খাওয়াকো, পরাকো। আমরা
ভোমাদের এই গুণে চিরকাল বাঁধা রোইলোম।
আমরা কোন রকমে ভোমাদের ধার শুধতে পার-
বো না; তবে বিতাক্ত অমুরোধ, এই সকল
সোণার টুকরো ভোমরা হু'জনে নেও, না নিলে

বড় দুঃখিত হবো।” তখন শিকারী বোলে,—
“বাবা! ভোমাদের জিনিষ ভোমরা নিয়ে যাও,
নৈলে পথে ঘাটে কষ্ট হ'বে। আমরা বুড়ো
বুড়ী, তগবান্ ভোমাদের কল্যাণে এক রকমে
দিন চালিয়ে দেবেন।” তা'রা বোলে—“আমরা
ত প্রতাহই সোণা পা'বো, তা'তেই আমাদের কষ্ট
দূর হ'বে; তবে বোল্চো তুমি, আজ্ঞা, আমরা
সিকি অংশ হু'জনে ভাগ কোরে নিচ্ছি।” এই
বোলে সমস্ত স্বর্ণখণ্ড চার ভাগে সমান ভাগ
কোরে বুদ্ধ শিকারীকে তিন অংশ দিলে, আর
সিকি অংশ আবার সমান হু'ভাগ কোরে হু'জনে
নিলে। শিকারী তা'দের অমুরোধ এড়াতে না
পেরে, সেই সকল স্বর্ণখণ্ড মাটির তিতরে আবার
পুঁতে রাখলে। তা'র পর তা'দের শুভযাত্রার
উদ্যোগ হোলো। তারা বা'বার সময় শিকারী
ও শিকারীর জীকে প্রণাম কোলে। তা'রাও
তা'দের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ কোলে।
তখন শিকারী একখানা বড় ছোরা নিয়ে, বড়
ছেলেটির হাতে দিয়ে বোল্লে,—দেখ, ভোমরা
ছুই ভেয়েই সর্সদা এক সঙ্গে থাকবে।” তবে
কখন যদি স্বতন্ত্র হোতে ইচ্ছে কর, তা' হোলে
যে স্থানে স্বতন্ত্র হ'বে, সেই স্থানে কোন একটা
বড় গাছের গুড়িতে এই ছোরাখানা হুঁড়ে
রেখে দেও। এই ছোরার গুণ এই, এর যে
দিকে মোর্চে পোড়বে, সেই দিকে যে তাই
যাবে তা'র নিশ্চয় কোন তরতর বিপদ ঘোটেচে,
যুঝে নিতে হ'বে। সুতরাং ভোমরা যে যখন
সুবিধে পা'বে, মাঝে মাঝে এসে এই ছোরাখানা
দেখে বেও।” তা'রাও তাই কোতে সম্মত
হোলো। তা'র পর তা'রা আবার পালক পিতা
মাতাকে প্রণাম কোরে সেখান থেকে গ্রহান
কোল্লে। অনেক কাল এক সঙ্গে থাকতে চার
জনেরই মারা মমতা অতিশয় বৃদ্ধ হোয়েছিলো,
সুতরাং সকলেই রোদন কোন্তে লাগলো। শিকারী
প্রাসের শেষ সীমা পর্যন্ত গিয়ে, পালিত পুত্র
ছুটিকে অগ্রসর কোরে রেখে এলো।

বার দশর কান্ডে কান্ডে বোল্লে,—“বাবা ! অনেক মেরেচি, অনেক বোকেচি, কিছু মনে কোয়ো না। আবার কিছুদিন পরে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে এসো। মা কালী তোমাদের মঙ্গল করুন।” এই বোলে রুদ্ধ শিকারী বাড়ী ফিরে গেলো। তা’রাও ওদিকে ছ’টো শিকারী কুকুর সঙ্গে নিয়ে, বনের পথ দিয়ে দক্ষিণ দেশে যেতে লাগলো।

কিছু দূর যেতে যেতে বড় তাই একটি থরগোস্, দেখে পেল। তা’কে মারবার জন্তে ধরুকে তীর ফুড়্লে। থরগোস তাই দেখে, আঁপের ভয়ে তাকে বোলতে লাগলো,—

“শিকারী তাই, শিকারী তাই।

আমায় মেরো নাকো।

ছ’টি ছানা দেবো তোমায়,

আমায় আঁপে রাখো ॥”

বড় তাই থরগোসের কাতর বাক্য শুনে, আর তীর মারে না। তখন থরগোস তা’কে নিজের ছ’টি বাচ্চা সওগাদ দিলে। তা’রা সেই শাবক ছ’টি নিয়ে চোম্লে। তা’র পর তা’রা একটা শেয়াল দেখে পেয়ে তা’কেও যেমন তীর মাতে বা’বে সেও ওগি তখন আঁপের ভয়ে বোল্লে,—

“শিকারী তাই, শিকারী তাই।

আমায় মেরো নাকো।

ছ’টি ছানা দেবো তোমায়,

আমায় আঁপে রাখো ॥”

শেয়ালও থরগোসের মত তা’দিকে ছ’টি বাচ্চা নিয়ে আঁপ পেল। তা’র পর তা’রা একটা নেকড়ে বাঘ দেখে পেয়ে, বৈধবার যোগাড় কোরে। সেও আঁপের ভয়ে বোল্লে,—

“শিকারী তাই, শিকারী তাই।

আমায় মেরো নাকো।

ছ’টি ছানা দেবো তোমায়,

আমায় আঁপে রাখো ॥”

নেকড়ে বাঘও ছ’টি ছানা নিয়ে আঁপে বাঁচলো। তা’র পর তারা একটা বড় ভালুক দেখে পেল।

দেখে পেরেই তাড়াতাড়ি ধরুকে তীর ফুড়ে, তা’কে শিকার করবার জন্তে উদ্ভত হলো। তাই দেখে ভালুক ভীত হোয়ে বোল্লে,—

“শিকারী তাই, শিকারী তাই।

আমায় মেরো নাকো।

ছ’টি ছানা দেবো তোমায়,

আমায় আঁপে রাখো ॥”

আর তা’রা তা’কে মাললে না; তা’র কাছ থেকে ছ’টি বাচ্চা নিয়ে বরাবর যেতে লাগলো। খানিক দূর গিয়ে একটা সিংহ দেখে পেল। অগ্নি ছ’জন্মে তাড়াতাড়ি একসঙ্গে ধরুকে তীর ফুড়্লে। সিংহ ছোঁড়ে ছোঁড়ে, এমন সময়ে সিংহ অত্যন্ত ভয় পুয়ে বোল্লে,—

“শিকারী তাই, শিকারী তাই।

আমায় মেরো নাকো।

ছ’টি ছানা দেবো তোমায়,

আমায় আঁপে রাখো ॥”

সিংহকে ভীত দেখে আর তা’রা তা’কে বধ কোলে না। সে তখন আদর কোরে ছ’টি শাবক দিলে। এইরূপে ছই তাই, থরগোস, শেয়াল, নেকড়ে বাঘ, ভালুক এবং সিংহ এই পাঁচ প্রকার পশুর ছই ছই শাবক আর শিকারীর দেওয়া ছ’টো কুকুর সর্বসমেত বারটা জন্ত সঙ্গে নিয়ে গমন কোত্তে লাগলো। অনন্তর তা’রা এ বন সে বন, এ মাঠ সে মাঠ, এ জায়গা সে জায়গা ঘুরে ঘুরে অনেক দিনের পথে গিয়ে পোড়লো। খিখের সময় পানী প্রভৃতি শিকার কোরে রেখে খায় আর সহচর সিংহ কুকুরদিগেও খেতে দেয়। ঘূমের সময় কোন গাছতলায় বা পাহাড়ের গর্ভে শুয়ে থাকে। কুকুর, সিংহ, শেয়াল, নেকড়ে বাঘ, ভালুক আর থরগোস প্রভৃতি জন্তগণ সে সময়ে তাদের চোকা দেয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে পাঁচ সাত মাস গত হোয়ে গেলো। কিন্তু এক দিনেও তা’দের কোন রূপ সুবিধে হোলো না। তখন কানেই এক দিন ছ’জনে মিলে বলাবলি কোল্লে,—“দেখ, তাই। এত দিনেও কই আমাদের ভাগ্য কিহলো না।

তো। এখন দেখ্‌চি, ছ'জনেব আলাদা ধো'য়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাওয়াই ভাল।" তা'ব পব ছ'জনে আলাদা হোতে রাজী হোলো। বড় ও ছোটতে মিলে সমস্ত জিনিষ ও পশু সমান ভাগে ভাগ কোবে নিলে। তা'ব পব ছ'জনে একটা বড় বাস্তাব ধাবে গিয়ে একটা বড় বটগাছেব গুঁড়িতে শিকারীব দেওয়া ছোবাখান। কুঁড়ে বেথে, বড় ভাই পূর্বদিকে আব ছোট ভাই পশ্চিমদিকে চোলে গেলো। বড়র সঙ্গে ছ'টি আব ছোটর সঙ্গে ছ'টি পশুও চোললো।

চতুর্থ অধ্যায়।

বড় ভাইটি যে কোথায গেলো, তা' বোলতে পাৰি না, কিন্তু ছোট ভাইটি দিন ছ'বের পব একটি খুব বড় শহবে গিয়ে উপস্থিত হোলো। সে সেখানে পৌঁছেই দেখ্‌লে যে, সমস্ত শহরটা কেমন এক নিঃশব্দ হোয়ে বোয়েচে। শহবেব লোক গুলোব মনে একটুও সুখ বা সোবাতি নেই। দেখে বোধ হয়, যেন কি এক ভয়ানক বিপদ ঘোটেচে। ছোট ভাইটি শহবেব এই বকম ভাব দেখে, মনে মনে কত কি ভাবতে লাগলো, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেনা। তা'ব পব সে থাক্‌বাব জায়গা খুঁজতে খুঁজতে ক্রমে শহবেব ভিতবে যেতে লাগলো। এমন সময়ে একটা বাস্তাব মোড়ে একটা সবাই দেক্তে পেলো। সবাইয়েব ভিতব প্রবেশ কোবে সবাইওয়ালাকে বোললে,—“ভাই সবাইওয়াল! আমি কিছু দিন তোমার সরাইয়ে থাক্‌বো। আমার এই সকল সঙ্গী পশুও আমার কাছে থাক্‌বে। অতএব তুমি আমার থাক্‌বাব বন্দোবস্ত কোবে দাও।” তখন সবাইওয়াল একটা ঘরে তা'ব, আব অস্ত্র একটা ঘবে তা'র পশুদের থাক্‌বাব বন্দোবস্ত কোরে দিলে। ছোট ভাইটি তখন সরাইওয়ালাকে আগাম ঘরের ভাড়া আর খাওয়া দাওয়ার অস্ত্র কিছু খবচ দিলে। সরাইওয়াল তা'কে এবং তা'ব পশুদের যথাযোগ্য

খাবাব যোগাল। সকলের খাওয়া হোলো। তা'ব পব শিকারী যুবা সবাইওয়ালাকে কাছে বসিয়ে বোল্‌লে,—“হ্যাঁ হে ভাই! আজ আমি তোমাদের শহবে এসে সবাককে এত ভাবিত ও ছাপিত দেখ্‌চি কেন? আব সমস্ত শহরটাই বা এত নিঃশব্দ হোয়ে আছে কেন?” সবাইওয়াল তা'ব কথা শুনে, ছাপিত মনে বোল্‌লে,—“আব, ভাই! সে ছাপেব কথা কও কেন! কাথ আমার দেব রাজাব কস্তাটিব মৃত্যু হ'বে, তাই আমার সকলে বড়ই বিষণ্ণ হোয়ে আছি। বিশেষতঃ সঙ্গীবাঞ্ছন ছাপু শোকেব আব শেষ নেই।” তা'ব কথা শুনে, শিকারী যুবা মতান্ত উদ্বিগ্ন হোয়ে বোল্‌লে,—“তবে বোধ কবি, রাজকন্তেব কোন-রূপ মাংসাতিক বোগ হোয়েচে,—কেমন, না?” সবাইওয়াল বোলে,—“না ভাই। তাঁ'ব কোন বেষাবাম হয় নি, কিন্তু স্বহ শরীরেই তাঁ'কে কা'ল মোত্তে হ'বে।” শিকারী যুবা এ কথা শুনে বোলে,—“সে কি! আমি তোমাব কথাব কোন অর্থ বুঝতে পাচ্চি নে—খুলে বল।” তখন সে বোলে,—“ভাই! এই শহবেব চিনি ক্রোশ দক্ষিণে একটা মস্ত পাহাড় আছে। প্রতি বছর, বছরের প্রথম দিনে একটা সাতমুঠু রাক্ষস সেখানে আসে। তা'ব হুকুম আছে যে, সেই সময় এই শহর থেকে একটি খুব সুলভী কুমারী তা'কে দিয়ে আসতে হ'বে। যদি কেউ না দিতে চায়, তা' হোলে সে সমস্ত শহর ও শহবেব লোককে নষ্ট কোবে কেল্‌বে। কাজে কাজে বছর বছর নগরবাসীবা একটি কোবে সুলভী মেয়ে দিয়ে প্রাণে বাঁচে। এবাব আমার সে হুকুম পাঠিয়েচে যে, রাজার কন্তটিকে তা'কে দিতে হ'বে, কা'ল সেই কাল দিন। তাহতে এ বার সকলের অস্ত্র অস্ত্র বছবেব চেয়ে বেশী ছাপু হোয়েচে; কিন্তু আব কোন উপায় নেই। কা'ল সকালেই রাজকুমারীকে সেই রাক্ষসেব হাতে পোড়তে হ'বে।” সবাইওয়ালার এই কপ ভয়ঙ্কর কথা শুনে কনিষ্ঠ শিকারী যুবা অতিশয় ছাপিত হোয়ে বোলে,—“আচ্চা, সেই নির্দয়

রাক্ষসটাকে কি কেউ মেরে ফেলতে পারে না ?”
সবাইওয়ালার বোলে,—“কত কত বীর তা’কে বধ
কোত্তে গিয়েছিলো, কিন্তু তা’কে বধ করা দুবে
খাঙ্ক, ববঙ্ক তা’রই হাতে উটে নিহত হয়েচে।”
শিকারী যুবা তা’র সেই কথা শুনে তা’কে আব
কিছুই বোললে না, মনে মনে বোললে,—“ভাল,
আমিই কাল সেই পাহাড় গিয়ে তা’কে বধ
কোবো, দেখি তা’কে কে বধে কবে।” এই
বোলে সে সবাইওয়ালাকে বোললে,—“ভাই।
আমাব ঘুম পাচ্চে, বাতও অনেক হয়েচে, এই
বার আমি একটু ঘুমুই।” সবাইওয়ালার আপনার
ঘাব চলে গেলো।

শিকারী যুবা সবাইওয়ালাকে বিদায় দিয়ে
শয়ন কোল্লে, কিন্তু নিদ্রা হোলো না। সারা
বাগ্নি কেবল ঐ এক মহাভাবনাতাই কেটে
গেলো। ক্রমে ক্রমে আকাশের পূর্বদিকে উষা
দেবী দেখা দিলেন। গাছে গাছে পাখীরা উষা-
দেবীর স্তব পাঠ কোত্তে লাগলো। তা’দের সেই
মধুমাখা স্তবপাঠের শব্দে শিকারী যুবা জ্ঞানতে
পাল্লে, ভোব হয়েচে। তখনই সে বিছানা ছেড়ে
উঠে, মুখ হাতে জল দিয়ে, বেরবার বেশ পোবলে,—
হাতে তীব্র ধনুক ও স্বর্ণখণ্ডগুলি তোড়া
নিলে। তা’র পব একটি শিশু দিলে, আব অমনি
তা’র ছয় জন পুত্র সঙ্গী কাছে এসে, কেউ তা’র
গা চাটতে লাগলো—কেউ আল্লাদে লাজ
নাড়তে লাগলো—কেউ প্রভুর মুখপানে ফাল্
ফাল্ কোবে তাকিয়ে বইলো—কেউ বা কুঁ কা
কোবে মনেব ভাব প্রকাশ কোত্তে লাগলো।
অনন্তর শিকারী যুবা সমস্ত ঠিক ঠাক কোবে, ‘জয়
মা কালী’ বোলে পাহাড়ের দিকে বেগে যেতে
লাগলো। পণ্ড ছয়টিও অগ্র পশ্চাৎ হয়ে সঙ্গে
সঙ্গে চোল্লে। সবাইওয়ালার এ ঘটনার কিছুই
জানো না। কাবণ, সে লোকটা চীনে আপিংখোর,
রাতে তা’র পোড়া চোকে ঘুম আসে না—উষা
এলেই সে কুন্তকর্ণ হয়।

এ দিকে ভবপূব উৎসাহ ও তেজে শিকারী

যুবা এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সেই শত্রুপুরী পর্ব-
তেব কাছে উপস্থিত হোলো। তখন সূর্য্যোদয়
হয়েচে, কিন্তু আলোর তত তেজ হয় নি। অন-
ন্তর সেই ছোট শিকারী, সিংহ প্রভৃতি সঙ্গে নিয়ে,
খুব সতর্ক হোয়ে, চার দিকে চেয়ে চেয়ে পর্বতেব
উপব উঠতে লাগলো। দশ বাবো মিনিটেব মধ্যে
উপবে উঠে পোড়ুলো, কিন্তু কোথাও সেই
সাত মুণ্ড বাক্ষসটাকে দেখে পেলো না। তা’র
পর সে পর্বতের এ দিকে ও দিকে তা’কে খুঁজতে
খুঁজতে একটা গহবরে ঢুকলো, কিন্তু গহবরেব
ভিতর অত্যন্ত অন্ধকার দেখে, একটু গিয়েই
আবার বাইরে ফিবে এলো। এসে চ’টো বড়
বড় পাথবে ঠেকাঠুকি কোবে আগুন বা’ব কোবে
কতকগুলো শুকনো লতা পাতা ঘাস জেলে
আবাব ভিতরে গেলো। এবাব বেঙ্গ আলো
হোলো। সে সেই আলোতে ক্রমে ক্রমে অনেক
কটা ভিতরপাশ্ন পেলো। সেখানে গিয়ে দেখলে,
একটি ছোট মন্দির রোয়েচে। মন্দিরেব ভিতর
একটা সোণার খুব বড় প্রদীপে ঘিয়েব বাতি
জ্বাণ্চে। সম্মুখে একখানি পাষাণময়ী কালী
মূর্ত্তি। কালীঠাকুরাণী হাতে একখানা মস্ত
ধারালো খাঁড়া বোয়েচে। শিকারী যুবা ভক্তি-
ভরে কালীদেবীকে পূনঃ পূনঃ প্রণাম কোল্লে।
তা’র পব দাঁড়িয়ে উঠে, পাশপানে চেয়ে দেখে,
একটা সাদা পাথবেব বেদীর উপব তিনটি ছোট
ছোট সোণার ঘট বোয়েচে। ঘটেব ভিতর জল।
আব সেই বেদীর পাশে লেখা আছে, “যে এই
তিন ঘট জল পান কবিলে, সে পৃথিবীর মধ্যে
সকলেব অপেক্ষা বলবান হইবে এবং এই পাষাণ-
ময়ী কালীদেবীর হস্ত হইতে অসি খুলিয়া লইতে
পাবিলে। কেহই তাহাকে যুদ্ধে জয় করিতে
পাবিলে না; কিন্তু সে যাহাকে ইচ্ছা, পরাজয়
কবিতে পারিলে।”

শিকারী যুবা সেই লেখাটি দেখে অতিশয়
বিস্মিত হোলো। কিন্তু সেই তিন ঘট জল পান না
কোবেই কালীদেবীর হাত থেকে খাঁড়াখানা খুলে

নিতৈ চেষ্টা কোলাল,—প্রাণপণে চেষ্টা কোলালে, কিন্তু কৃতকার্য হোলা না। কাজেই তখন তাড়া তড়ি সেই তিন ঘট ভল পান কোললে। গায়ে বল হোলো কি না পবীক্ষা করবাব জন্তে আবার কালীৰ খাঁড়া খুলত উদ্ভত হোলো। এ বাব অনাবাসে কৃতকার্য হোলো। তাই দেখে, তা'ব মান যে কত দূব আনন্দ হোলো, তা'ব আব বর্ণন কবা যায় না। তখন সে আবার কালীকে প্রণাম কোবে বোলে,—“মা। তোমাব প্রসাদে যেন আজ আমি ছবাচাব সাতমুখ বাক্স বাটাকে বধ কোন্তে পাবি। দেখো, মা। তোমাব এই দৈব অসি যেন লজ্জা পোষ তোমাকে লঙ্ঘিত কবে না।” এই বোলে সে খাঁড়া নিব তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে আবার বাইবে বেরিয় এলো। পত্তবা তা'ব সঙ্গ ছাড়ে নি। তা'ব যেন তা'ব বহিঃপ্রাণ। তা'ব পব শিকারী যুব কালীৰ খাঁড়া হাতে কোবে পৰ্ক্ষতাব চুড়োব উঠে দাঁডালো।

—

পঞ্চম অধ্যায়।

অনন্তব এ দিক প্রভাত হোত দেখে সেই শহবেব বাজা তাঁ'ব কতাকে কালব্রুপ বাক্সেব গ্রাসে অৰ্পণ কবাব জন্তে দুঃখিত চিত্তে অনেক লোকজন সঙ্গে কোবে পৰ্ক্ষতাব কিছু দূর এসে উপস্থিত হোলেন। তাঁ'ব সঙ্গে তাঁ'ব প্রাণেব কজা, সেনাপতি, মন্ত্রী, অমাত্যগণ এবং সমস্ত প্রজাও ছুঃখু কোন্ত কোন্ত উপস্থিত হোলো। সকলে সেখানে উপনীত হোয়ে পৰ্ক্ষতাব চুড়োব দিকে চেয়ে দেক্তে পেল, কে এক জন দাঁড়িয়ে আছে। সকলেই তাঁ'কে দেখে মনে কোলে, ঐ বুঝি সেই বাক্স। সকলে কঁাদতে লাগলো, বিশেষতঃ বাজা ও রাজকুমারীৰ রোদনে সেই পাৰাণময় পৰ্ক্ষতও যেন গোলে গেলো। রাজকুমারী পিতাব গলা জড়িয়ে, মুখপানে চেয়ে, যখন অশ্রু ঢালতে লাগলেন, তখন সকলের বুক যেন ফেটে যেতে লাগলো। কেউ আব সে শোকের দৃশ্য

চোক তুলে চেয়ে নেক্ত গায়ে না। বাজাও আব অশ্রুময় চক্ষু দু'টি মেতে ব কোন উত্তব কোও পাশেন না। চাব দিকেই হাঃকাব বোদনধ্বনি আব দীর্ঘনিশ্বাস। এইরূপ অলক্ষণ গত হোয়ে গেলো। পৰ্ক্ষতাব চুড়োব উপবে যে, শিকারী যুব দাঁড়িয়ে আছে, তা' আব তাঁ'ব কেমন কোবে বুঝবেন?

অনন্তব রাজকুমারী পিতাকে প্রণাম কোয়ে বোমেন, “বাবা। জন্মব মত বিদায় হই, তোমাব এই একমাত্র অভাগিনী মোকে মনে বোখো। মা আসতে চেয়েছিলেন, তা' তুমি যে, তাঁ'কে আসতে দেও নি, তা' ভালই হোয়েচে। তিনি এখানে এল এই দৃশ্য দেখে হব তো প্রাণত্যাগ কোওন। কিন্তু আমি তাঁ'কে মরবার সময়ে এক বাব দেক্তে পেলম না, এই বড় দুঃখ বইলো! বাবা। ঐ সেই ছবাচাব নিদ্র বাক্স দাঁড়িয়ে আছে। এখন ও আমাকে খেতে খেতে শূণ্য উড়ে যাবে। বাবা। আব কেন। তোমবা ঘবে ফিবে যাও, আমি জন্মব মত চোন্নম। আর তোমাদেব অগ্রসব হ'বাব প্রয়োজন নাই, আমি একাকিনী ওব কবাল গ্রাসে গডি গে।”

এই বোলে রাজকুমারী অশ্রুযুগে বোদন কোন্ত কোন্ত পৰ্ক্ষতাব উপব উঠতে লাগলেন। তাঁ'ব পদ চক্ষু বোয়ে অশ্রুবিন্দুগুলি পাথবেব উপব পোড়তে লাগলো। বাজা কজাব শোকে হাঃকাব কোবে সৃজিত হোয়ে পড়লেন। মন্ত্রী ও অমাত্যগণ তৎক্ষণাৎ তাঁ'কে ঘোড়ার গাড়ীতে তুলে, সেখান থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে গেলেন। প্রজারাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ কঁাদতে কঁাদতে চলো। কেবল সেনাপতি সেই স্থানে দাঁড়িয়ে বইলেন। তিনি বীৰ কি না! লোকে কণাৰ বলে,—

“ভীত পালার আগে ঘবে।

বীরের গতি সবার পবে॥”

এ দিকে রাজকুমারী বীরে বীরে পৰ্ক্ষতাব উপর উঠে, যেখানে শিকারী যুব দাঁড়িয়েছিলো, তাঁ'রই

কিছু দূবে অধোমুখে দাঁড়িয়ে রোদন কতে লাগলেন। তখন সেই মহাসাহসী পরোপকারী দয়ালু শিকারী যুবা আস্তে আস্তে রাজকুমারী সম্মুখে দাঁড়া'লো। রাজকুমারী তাঁ'কে দেখেই মুচ্ছিত হোয়ে শিয়ার উপরে পোড়ে গেলেন। শিকারী যুবা তৎক্ষণাৎ শশব্যস্তে ঝরুণা থেকে জল নিয়ে তাঁ'র মুখে চোকে দিয়ে, বাতাস কতে লাগলো। খানিক পরে রাজকুমারীর চৈতন্য হোলো। তখন তিনি বিশেষ কোরে যুবার মুখপানে চেয়ে দেখে চিন্তে পালেন, সাতমুণ্ড রাক্ষস নয়, একজন যুবা পুরুষ। তাঁ'র মন আশ্বস্ত হোলো। তিনি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা কোলেন,— “তুমি কে?” যুবা হাস্তে হাস্তে উত্তর দিলে,— “আমি একজন দরিদ্র শিকারী। আজ তোমার মহাবিপদের দিন দেখে তোমায় উদ্ধার করবার জন্তে এই পর্বতে আরোহণ কোরেছি। আজ এই খেজো তোমার জীবন সংহারী নির্দয় রাক্ষসকে সংহার কো'বো। এখন বেশী কথা ক'বার সময় নয়, তুমি আমার সঙ্গে এসো। তোমায় নির্জন স্থানে রেখে, তা'র পর পানীকে পাপের প্রতিকল দেবো।” এই বোলে সে, রাজকুমারীকে কালীর মন্দিরে গোপনে রেখে এলো। এসে পণ্ডদের সঙ্গে আবার সেইখানে রাক্ষসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলো।

এমন সময়ে হঠাৎ পর্বতের দক্ষিণদিকে একটা ভয়ানক শব্দ হতে লাগলো। দেক্তে দেক্তে একটা খুব বড় ছায়া পর্বতের উপর পোড়লো। শিকারী যুবা তৎক্ষণাৎ উপর পানে চেয়ে দেখলে, সেই সাতমুণ্ড রাক্ষস। দেক্তে দেক্তে সেই রাক্ষসটা একটু দূরে নামলো। শিকারী যুবা অগ্নি তখনি তজ্জন গর্জ্জন কোরে তা'র দিকে দৌড়ে গেলো। পর্বতের নীচে রাজার সেনাপতি দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি প্রথমে শিকারী যুবাকেই সেই রাক্ষস বোলে ঠিক কোরেছিলেন। সে যখন রাজকুমারীকে সঙ্গে কোরে নিয়ে চোলে গিয়েছিলো তা'ও তিনি দেখেছিলেন। এখন

তাঁ'র ভ্রম খুচে গেলো। এখন জানতে পালেন, সে সাতমুণ্ড রাক্ষস নয়—একজন মানুষ। এই কান তিনি যথার্থ সাতমুণ্ড রাক্ষসকে এবং তা'র কাছে সেই মানুষটিকে দৌড়ে যেতে দেখলেন; কিন্তু রাজকুমারীর কোন চিহ্ন পেলেন না। এই সকল কারণে তাঁ'র মন ভয়ে, সন্দেহে এবং চিন্তায় তোলপাড় হোয়ে উঠলো। কিন্তু হঠাৎ পর্বতের দিকে এগুতে সাহস হোলো না। কেন হোলো না?—বাবা রে, রাক্ষস!

এ দিকে সাতমুণ্ড রাক্ষসটা সম্মুখের একজন পুরুষকে দৌড়ে তেড়ে আসতে দেখে রেগে উঠে বোলে,—নির্জরীধ! তোর এত বড় আশ্প্রক! তুচ্ছ একটা সামান্য মানুষ হোয়ে, কি সাহসে এখানে এলি? যা, তোকে কিছু বোলবো না। ভাল, বল দেখি, রাজকুমারীকে তুইই কি এখানে এনেচিস? কই সে? শীঘ্র দেখা। আজ তা'র নরম মাংস খেয়ে তৃপ্তি লাভ করি।” ভ্রাচার রাক্ষসের এরূপ কথা শুনে, শিকারী যুবার আপাদ-মস্তক একেবারে যেন জোলে উঠলো। সে সর্গর্ষে তুচ্ছতাচ্ছিন্না কোবে রাক্ষসকে বোলে,— “ওরে পামর! আর তোকে নরম মাংস খেতে হ'বে না। তুই অনেক দিন হোতে অনেক অবলা স্ত্রীলোকের মাংস খেয়ে তোর পাপ উদর পূর্ণ কোরেচিস, কিন্তু আজ আমার এই সঙ্গী পণ্ডগুলি আর এই পর্বতের সমস্ত জন্ত তোর মাংস খেয়ে স্তব্ধ হ'বে।” শিকারী যুবার এই-রূপ অহঙ্কারপূর্ণ কথা শুনে সাতমুণ্ড রাক্ষস আরও রেগে উঠে, হহঃ শব্দে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলতে লাগলো। সেই নিশ্বাসের সঙ্গে আগুনের ঝলকা বেরুলো, পাহাড়ের ঘাসগুলো জোলে উঠলো। রাক্ষসের ইচ্ছা যে, বেড়া আগুনে শিকারীকে পুড়িয়ে মারবে। কিন্তু কাজে তা' হোলো না। যেমন ঘাসগুলো জোলে উঠলো, শিকারী অগ্নি সঙ্গী পণ্ডদের ইঙ্গিত কর্বামাত্রই, তা'রা সেই জলন্ত ঘাসগুলোর উপর দিয়ে দৌড়ো-দৌড়ী কোতে আরম্ভ কোলে। তা'দের পায়ের

খাবার চাপনে সমস্ত আগুন নিবে গেলো। তা' দেখে, রাক্ষসটা রাগে সাতটা মুখ হাঁ কোরে শিকারীকে গিলতে এলো। শিকারী ওল্লি কালীর খাড়ার বান্ধে একেবারে এক কোপে তা'র তিনটে মুখ কেটে ফেলেন। রাক্ষসটা যাতনায় আরও ক্রোধে দিগুণ, জোরে তেড়ে এলো। শিকারীও আবার এক কোপে তা'র ছ'টো মাথা উড়িয়ে দিলে। এবার ছরাস্তা রাক্ষস বড় ক্রান্ত হোয়ে পোড়লো। বাকী কেবল ছ'টো মুখ। সে আর যাতনায় দাঁড়া'তে পারলেন না, ভুঁয়ে ধড়াস কোরে চিত্ হোয়ে পোড়ে গেলো। শিকারী বুঝা আবার তেড়ে গিয়ে, সে ছ'টো মাথাও ছ'খানা কোরে ফেলেন। তখন বাক্ষসটার মস্ত শরীরটে এক দিকে আর সাতটা মুখ সাত দিকে রক্তে লুট-পুট হোতে লাগলো। কত যে রক্ত, তা' আর কি বোলবো? যেন কোয়ারার মত কল্কল কোরে পা-হাড় ভাসিয়ে দিলে। শিকারীব সঙ্গীরা তা'র সেই শরীরটে দাঁতে আর নখে ছিন্ন ভিন্ন কোরে ফেলেন।

অনন্তর বুঝা স্তববেগে মন্দিরের ভিতরে রাজ-কুমারীর কাছে গেলো। কি সর্জনশ! রাজ-কুমারী আবার অচেতন হোয়ে মন্দিরেব এক কোণে পোড়ে আছেন। বুঝা তাঁকে সেরূপ অবস্থায় পোড়ে থাকতে দেখে, আবার যোগাড় যন্ত্র কোরে তাঁর মুছাঁ ভাঙলো। তখন রাজ-নন্দিনী আস্তে আস্তে উঠে বোসলেন। বুঝা হিজাসা কোরে,—“রাজকুমারি! আবার কেন মুছিত হোয়েছিলে?” তিনি বোলেন, “রাক্ষসের ভয়ঙ্কর তর্জন গর্জন আর আফালন শুনে। এখনো আমার বড় ভয় হোচ্ছে! সে কি এ দিকে আসবে?” সরলা রাজকুমারীকে এরূপ ভীত দেখে বুঝা হেসে বোলে—“সে কি আর আছে? এই ভীক্ অসিতে তা'র সাতটা মাথা কেটে ফেলিচি। এখন তুমি অনায়াসে আমার সঙ্গে গিয়ে তা'র দুর্দশটা একবার দেখবে চল,—কোন ভয় নেই।” এই বোলে সে রাজকুমারীকে সঙ্গে কোরে বাইরে বেরিয়ে এলো।

রাজকুমারী এসেই দেখলেন, বাস্তবিক তাঁর যম যমালয়ে গিয়েচে। তাঁর আর আনন্দের সীমা পরিসীমা বইলো না। তিনি যেন পুনঃপুনঃ লাভ কোরেন। শিকারী বুঝাকে হৃদয়ের সহিত—প্রাণের সহিত অসংখ্য ধন্যবাদ দিলেন। আশ্চর্য প্রশংসা শুনে বুঝা গর্জিত না হোয়ে বৎস লজ্জিত হোলো। তা'র পর রাজকুমারী নিজের গলা থেকে মহামূল্য মুক্তোর মালা ছড়াটি খুলে, হাতে কোরে প্রাণদাতা বুঝাকে বোললেন,—“আজ থেকে তুমি আমার স্বামী হোলো। আমার পিতাব একপ আদেশ আছে যে, যিনি আমাকে এই সাতমুখ রাক্ষসের হাত থেকে বাঁচা'তে পারবেন, তাঁ'ব গলায় এই মুক্তোর মালা দেবো,—তিনি আমার স্বামী হ'বেন। অতএব তুমি আমার স্বামী।” এই কথা বোলে তিনি, নিভাস্ত শ্রীতিভরে সোভাগ্যবান শিকারী বুঝকের গলায় মুক্তোর মালা গাছটি পরিয়ে দিলেন। কালীদেবীকে সাক্ষী রাখলেন। বুঝা, রাজকুমারীকে পরীক্ষণ লাভ কোরে যা'র-পর নাই সুখী হোলো। অনন্তর রাজকুমারী ওড়নার জরিব পাড় খুলে স্বামি-সহচর সিংহের গলায় বেঁধে দিলেন। স্বামীকে একখানি রুমাল দিলেন। সেই রুমালখানিতে জরিব অক্ষরে রাজকুমারীর নাম লেখা। বুঝা সেই রুমালখানি নিয়ে নিহত রাক্ষসের সাতটা মাথা থেকে চোদ্দটা চোক বা'র কোরে কোসে বেঁধে রাখলো। অনন্তর সে রাজকুমারীকে বোলে,—“আমরা দু'জনেই অত্যন্ত ক্রান্ত হয়েছি, অতএব এই দু'খানা পাথরের উপর দু'জনে খানিকক্ষণ বুমিয়ে, তা'র পর এখান হোতে তোমার পিতার নিকট যাবো।” রাজকুমারী সম্মত হোলেন। দু'জনে দু'খানি বড় বড় পাথরের উপর বুমিয়ে পোড়লেন। বুঝা নিশ্চয় যা'বার পূর্বে সিংহকে জেপে থেকে চোকাঁ দিতে বোবেছিলো। যদি আবার কোনো বিপদ হয়, তা' হোলো সে তা'কে তৎক্ষণাৎ আগিয়ে দিবে। সিংহও প্রভুর আদেশ শালন কোতে লাগলো; কিন্তু পত্তরাও অত্যন্ত ক্রান্ত

হোয়ে পোড়েনি, হুতরাং সিংহ খানিকক্ষণ জেগে থেকে আর পাললে না ; ভালুককে ভার দিয়ে, ঘুমিয়ে পড়লো । ভালুক আবার নেকড়ে বাঘকে, নেকড়ে বাঘ কুকুরকে, কুকুর শেয়ালকে, শেয়াল খরগোসকে, পবে পরে এই বকম ভার দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো । কেবল ছোট খরগোস বেচারীই দাঁড়িয়ে পোড়লো, কেন না, তা'র পর আর কেউ নেই যে, সে ভার দেবে । যা' হোক, সেও আর বেশীক্ষণ থাকতে পারল না ; চক্ষু ছ'টি বুজ্ঞা একটি ধারে ঘুমিয়ে পড়লো । কি যুবা, কি রাজকুমারী, কি সিংহ, কি ভালুক, সকলেই ঘুমে বেহুঁস । দেখে দেখে অনেকক্ষণ চোখে গেলো ।

এ দিকে রাজার সেনাপতি, এতক্ষণ পর্যন্ত পর্ষতের নীচে খানিক দূরে দাঁড়িয়েছিলেন । অস্ত্র বৎসর সাতমুণ্ড রাক্ষসটা পর্ষতের উপর এসেই শিকার নিয়ে চোলে যেতো ; এ বার এলো, কিন্তু গেলো না । তাই সেনাপতির মনে ষড় সন্দেহের গোলযোগ বেধে থেলো । তিনি আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা কোরে, “যা থাকে কপালে, একবার দেখে হোলো” বোলে, খাপ থেকে তলোয়ারখানা খুলে, পর্ষতের উপর উঠতে লাগলেন । তাঁ'র মনের ভিতর ভরসা, ভয় ছড়-মুড় কোতে লাগলো । তিনি উপরে উঠে, আস্তে আস্তে এ দিকে ও দিকে খুঁজতে লাগলেন । এমন সময়ে এক জায়গায় দেখে পেলেন, হু হু কোরে রক্তের স্রোত গড়িয়ে আসচে । তা'ই দেখে, প্রথমে ভাবলেন, এ রক্ত রাজকুমারীর । কিন্তু তা'তে তাঁ'র তত বিশ্বাস হোলো না ; কেন না চৌদ্দ পোনের বৎসরের মেয়ের শরীরে অত রক্ত থাকে পারে না । তবে এ রক্ত কা'র ? তা'র পর তিনি আর একটু উপরে উঠে দেখে পেলেন, সাতমুণ্ড রাক্ষস খণ্ড-বিখণ্ড হোয়ে পোড়ে আছে—এ দিকে ও দিকে সাতটা মাথা গড়াগড়ি যাচে । এই বার আর সেনাপতিকে পায় কে ? ভরসাই বা কত ! আর তাঁ'কে পা টিপে টিপে চোলে হোলো না,—হু'খানা পা

যেন হু' শ খানা হোয়ে সাঁ সাঁ কোরে চোলে লাগলো । সেনাপতি আর একটু উপরে গিয়ে দেখে পেলেন, রাজকুমারী ঘুমে অচেতন হোয়ে পোড়ে আছেন । তাঁ'র খানিক দূরে একজন শিকারী যুবা এবং সিংহ প্রভৃতি ছ'টা পশুও ঘুমিয়ে বোহুঁচে । এই বার সেনাপতির বীরত্ব ও বাহাদুরী দেখা'বার সময় হোলো । তিনি তৎক্ষণাৎ আব কালবিলম্ব না কোবে নিজের তলোয়ারখানায় যুগ্ম শিকারী যুবার মাথা কেটে ফেল, যুগ্ম রাজকুমারীকে কোলে তুলে, তাড়াতাড়ি নেমে যেতে লাগলেন । খানিক দূর নামতেই সেনাপতির গাঘের দোলা পেয়ে রাজকুমারীর ঘুম ভেঙ্গে গেলো । তিনি চক্ষু চেয়ে দেখেন, তাঁ'র পিতাব সেনাপতি তাঁ'কে কোলে কোরে নেমে যাচ্ছেন । “তিনি তা'ই দেখে, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও হুঃখিত হোলেন । বোলেন,—“সেনাপতি ! তুমি কেন আমাকে এমন কোবে নিয়ে যাচ্চো ? আমার শিকারী স্বামী কই ? ফেরো ফেরো, তাঁ'ব কাছে চল । তিনি কি আমার ত্যাগ কোলেন ? আব নেমো না, দাঁড়াও ।” তখন চুইমতি সেনাপতি রাজকুমারীকে ভয় দেখিয়ে বোলে,—“আমিই তোমার স্বামী ; আবাব কে ?” রাজকুমারী অবাক । খানিকক্ষণ পরে কেঁদে কেঁদে বোলেন,—“সে কি, সেনাপতি ? তুমি বীর হোলো কাপুরুষের মত এ কি বোলচো ? আমার স্বামী তুমি নও । যিনি সেই সাতমুণ্ড রাক্ষসকে বধ কোরচেন, তিনিই আমার পতি,—তিনি তুমি নও,—তিনি সেই যুবা শিকারী” রাজকুমারীর এরূপ কথা শুনে, হুঁরাচার সেনাপতি রেখে উঠে বোলেন,—“আমি তোমার কোন কথাই শুনতে চাই না । এখন আমি যা' বলি, শোন, তোমার পিতার কাছে গিয়ে তোমার বোলতে হবে, ‘এই সেনাপতিই সেই সাতমুণ্ড রাক্ষসটিকে মেরে কলে, আমার উদ্ধার কোরচেন ।’” রাজকুমারী হুঃখিত হোয়ে বোলেন,—“তা' আমি কখনই পারবো না ।” সেনাপতি আরও বেগে উঠে বোলেন—“তা' না বোললে, এই দণ্ডই এই

লোম্বাবে তোমাকে ছ' টুকরো কোরে কেন্বে।" রাজকন্তা তখন দেখলেন, সেনাপতি তাঁর মির নর—পরম শত্রু। সে যে একজন কু অভিসন্ধির লোক, তা' আব তাঁর বুঝতে বাকি রইলো না। তিনি তখন বুকি খাটিয়ে বোললেন, “আচ্ছা, সেনাপতি! আমি তা'ই বোল্বে আমার বধ কোরো না।

অনন্তর সেনাপতি রাজনন্দিনীকে নিয়ে মহা-বাজের নিকট উপস্থিত হোলো। রাজা প্রাণেব কণ্ঠকে জীবিত ফিরে আসতে দেখে, অভিযম বিম্বিত ও আনন্দিত হোলেন। সেনাপতিব নিকট সমস্ত ব্যাপার শুনে, তা'কে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলেন। সেনাপতিই যে সাতমুণ্ড রাক্ষস-সংহারী এবং তাঁ'ব কন্তার একমাত্র প্রাণদাতা, এটি তাঁ'র অন্তঃকবণে ঠিক হোলো। তখন তিনি কণ্ঠকে বোললেন,—“বাছা! আমার প্রতিজ্ঞা ছিলো যে, যিনি সেই সাতমুণ্ড রাক্ষসকে মেবে তোমা'ব উদ্ধার কোত্তে পার্বেন, তিনি যিনিই হোন্ না তোমা'ব স্বামী হ'বেন। অতএব অস্ত্র আমা'ব এই পরমোপকারী সেনাপতি'র সঙ্গে তোমা'র শুভবিবাহ হ'বে।” তখন বুদ্ধিমতি রাজ-কুমারী পিতাকে বোললেন,—“বাবা! তোমা'র আদেশ কখনই অগ্রথা হ'বার নয়, তুমি যা' বোল্চ তাই হ'বে; তবে আমা'ব নিবেদন এই, আজ থেকে এক বৎসর একদিন পবে দ্বিতীয় দিনে আমি সেনাপতিকে বিবাহ কোব্বো।” রাজা তা'তেই সম্মত হোলেন। সেনাপতি'ব মনটা কিছু চঞ্চল হোলো, কিন্তু এক বৎসর একদিন পরে রাজকুমারী'র সঙ্গে তা'র নিশ্চয় বিবাহ হ'বে জেনে হতাশ হোলো না। অনন্তর রাজকুমারী'র পুনরাগমন শুনে সহরময় আনন্দ-কোলাহল হোতে লাগলো। প্রাণদাতা শিকারী বুঝার কি হোলো, তাই জান্‌বার জন্তে কোশল কোরে রাজকুমারী এই এক বৎসর একদিন সময় নিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

এদিকে পক্ষত্বেব উপবে আস এক নূতন ঘটনা উপস্থিত। শিকারী'ব অশুচি সিংহ প্রভৃতি পশুবা এখনো গভীর নিদায় নিমগ্ন। তা'দেব প্রভু'ব যে কি ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেচে, তা'বা তা'ব কিছুই জান্‌তে পাচ্ছে না। এমন সময়ে কোথেকে হঠাৎ একটা বড় মেমাছি উড়ে এসে খুমন্ত খবগোসেব নাকের উপর বোসলো। খবগোস খুমেব ঘোবেহ মাথা নেড়ে সেটাকে উড়িয়ে দিলো। আবার সে তা'র নাকের উপর বোসলো। খবগোস আবার তা'কে তেম্মি কোবে উড়িয়ে দিলে, তবু জাগলো না। তখন মোমাছি অমন কোবে বোসে তা'কে জাগাতে পাল্লে না দেখে, তৃতীয় বার বোসে নাকে হল ফুটিয়ে দিলে। নাক জোলে উঠলো—আলায় ঘুম ভেঙ্গে গেলো—খবগোস ধড়ফড় কোরে উঠে পড়লো। মোমাছিটে ভো কোরে উড়ে পালালো। খবগোস উঠে চেয়ে দেখে, পত্তরা সকলেই ভৌন্ ভৌন্ কোরে ঘুমুচ্ছে; কিন্তু শিকারী ছিন্নমস্তক হোয়ে পোড়ে আছে। খবগোস তাই দেখে ভয়ে মাংকে উঠলো; তাড়া তাড়ি সকলকে জাগিয়ে দিলে। তা'রা সকলে তখন ধড়ফড় কোরে উঠে পোড়লো। উঠেই দেখে সর্বনাশ হোয়েচে। “কে এমন কাজ কল্লে, —কে এমন সর্বনাশ কোরে” বোলে সকলে কোলাহল কোত্তে লাগলো। সিংহ একে ভো বড় রাগ, তা'তে আপা'র তার চক্ষের কাছে তা'ব প্রতিপালক নিহত হোয়েচে, স্ততরাং সে যেন একে-বাবে ক্রোধে খেমে কেমনতব হোয়ে উঠলো। কখনো ভালুককে ধমকা'তে লাগলো—কখনো নেকড়ে বাঘকে গাল্‌দিতে লাগলো—কখনো কুকুর শেরাল আর খবগোসকে মাতে উত্তত হোলো। তখন ভালুক প্রভৃতি পত্তরা খবগোস্ বেচারী'র খাড়ে প্রভুহত্যার সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিলে, কেননা সে সকলের শেষে জেপেছিলো, স্ততরাং তা'রই এই কাজ। তখন পত্তরাজ সিংহ ষথার্থ

পশুর মত ব্যবহাব কোরে, নিরীহ খরগোসকে মেরে ফেলতে হকুম দিলে। খরগোস মহাসঙ্কটে পোড়ুগো—কাদতে লাগলো—নিজে দোষী নয় প্রমাণ কোত্তে লাগলো। অবশেষে সিংহ কিছু শাস্তমুর্তি ধোরে ধোলে,—“এ কাজ তবে কার ?” খরগোস কাতর হোয়ে বোললে,—“ভগবান জানেন। অ’ যা’ হ’বার হোয়েচে, এখন এক কাজ কর। এখন থেকে পশ্চিম দিকে প্রায় পঁচিশ কোশ দূরে একটা কালো পর্বত আছে। তাঁ’তে এক রকম লতা জন্মায়। তা’র ফুল শাদা, একটি বোঁটায় তিনটি পাতা। এখন কেউ অবি-লম্বে গিয়ে সেই লতার শিকড় আন্তে পালে, আমি আমাদের প্রতিপালক শিকারীকে বাঁচা’তে পারি।” তার কথা শুনে সকলে খুসী হোলো, কিন্তু অস্ত্রে গেলে পাঁছে সে লতা চিন্তে না পারে, এই জন্তে সিংহ খরগোসকেই চকিষ ঘণ্টার মধ্যে সেই লতার শিকড় আন্তে বোললে। খরগোস তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে দ্রুতবেগে চোলে গেলো। তা’র পর যথাসময়ে সেই লতার শিকড় দাঁতে কামড়ে নিয়ে এলো। অনন্তর সিংহ শিকারী বুবার ধড়ের সঙ্গে কাটা মাথাটি ঠিক কোবে ঝুড়ে ধোবে রোইলো এবং খরগোস তা’র গলায় কাটা দাগে সেই মহৌষধ তিন বার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বুলিয়ে, আবার তিন বার নাকের ডগায় ছুঁইয়ে দিলে। সেই মৃতসঞ্জীবনী লতা’র শিকড়ের গন্ধে শিকারী বুবা তৎক্ষণাৎ পুনরায় বেঁচে উঠলো। পশুরা অতুল আনন্দে হৈ হৈ কোবে টেঁচিরে উঠলো।

নিজের যে কি সর্বনাশ হোয়েছিলো, তা’ শিকারী কিছুই জানতে পাবে নি, স্বতরাং কেউ তা’কে এতক্ষণ ঘুম ভাঙিয়ে তুলে দেয় নি বোলে, পশুদের উপর রাগ প্রকাশ কোত্তে লাগলো। বিশেষতঃ ঘুমন্ত রাজকুমারীকে পাশে দেখে না পেয়ে রাগের সঙ্গে অতিশয় বিষন্ন হলো। তা’র মনের ভিতর যেন কি হোতে লাগলো। সিংহ প্রভৃতি পশুরা বুঝি তা’কে মেরে খেয়ে ফেলেচে ভেবে, সে তা’দিগে মাত্তে উত্তত হোলো।

কিন্তু তা’দের মুখে সমস্ত ব্যাপার শ্রবণ কোবে রোদন কোত্তে লাগলো। খরগোসটিকে কোলে কোরে “বোলতে লাগলো,—“বাছা! তুমি আমার মৃতদেহে প্রাণ দান কোরে আমাকে চিরকালের জন্তে কিনে রাখলে, কিন্তু আমাকে না বাঁচা’লেই ভাল হোতো। আহা, রাজকুমারীকে বাঁচিয়েও বাঁচা’তে পারলেম না! বোধ হয়, সাতমুহুরাঙ্কসের কোন সঙ্গী এসে এখন থেকে তাঁ’কে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেচে। আমি কেন নিদ্রা গিয়েছিলেম! হায় হায়, এ কি সর্ব-নাশ হলো!” এই বোলে শিকারী বুবা কঁদে কঁদে কতই যে শোক পরিতাপ কোত্তে লাগলো, তা’র আর বর্ণন করা যায় না। পশুরাও তা’র সঙ্গে আপন অঙ্গান হবে রোদন কোত্তে লাগলো। কিয়ৎ কালের জন্তে সেই পর্বত যেন শোকের মূর্তি হোয়ে উঠলো।

অনন্তর শিকারী বুবা পশুদিগকে সঙ্গে নিয়ে কালীন্দ্র, এবং পর্বতের সকল স্থান তর তর কোরে খুঁজে বেড়ালে, কিন্তু রাজকুমারীকে কোথাও পাওয়া গেল না। অবশেষে সে তা’দের সঙ্গে মলিনমুখে পর্বত থেকে নেমে এসে, রাজ-কুমারীর অঙ্গসন্ধানের জন্তে দক্ষিণ দিকে চোলে গেলো। তা’র মনের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, দক্ষিণ দিকে গেলেই হয় তো রাজকুমারী কোন তর পাওয়া যেতে পারে, কেন না, সাতমুহুরাঙ্কস সেই দিক দিয়ে পর্বতে এসেছিলো। আহা বেচারী যদি শহরে যেতো, তা’ হোলে আর কোন গোলযোগই থাকতো না। তা’ আর কি হ’বে;—বিবিব নির্বন্ধ খণ্ডন করে কে? অনন্তর ক্রমে ক্রমে সেই শিকারী বুবা এ বন সে বন, এ পর্বত সে পর্বত, এ দেশ সে দেশ কোরে কত জায়গাতেই ঘূবে বেড়ালে, কিন্তু তবুও রাজকুমারী কোন সন্ধান পেলে না। এক এক কোরে যত দিন বেতে লাগলো, এক এক কোরে তা’র আশা, ভয়-সাও যেন লোপ হোয়ে গেলো। এইরূপে প্রায় এক বৎসর গত হোয়ে এলো। অবশেষে সে

যুগে যুগে ঘটনাক্রমে সেই রাজকন্ডার পিতাব
শহরে এসে উপস্থিত হোলো। যে দিন সে
শহরে এলো, সেই দিনে ঠিক এক বৎসর পূর্ণ
হোয়েচে।

সপ্তম অধ্যায় ।

কনিষ্ঠ শিকারী পশুগুলির সঙ্গে শহরে প্রবেশ
কোরেই দেখলে যে, এ শহর যেন সে শহর নয়।
কেন না, সে গত বৎসর যখন এখানে আসে, তখন
সকলেই বিমর্ষ ছিলো, এখন সমস্ত লোকই যা'ব
পর নাই আনন্দিত হোয়েচে। একপ পবিত্রত্বের
কাণ্ড কি জানাব জন্তে সে ভাড়াভাড়ি তাব
পূর্বপরিচিত সরাইওয়ালার কাছে গেলো। অনেক
দিন পবে পবম্পবে সাক্ষাৎ হওয়াতে নানারূপ
কথাবার্তা হোতে লাগলো। অনন্তর শিকারী
যুবা সেই সরাইয়ে জাসা নিলে। সরাইওয়াল
পূর্ববৎ তা'ব আহাবাদিব যোগাড় কোবে দিলে।
যথাসময়ে আহাবাদি চুকে গেলো। তা'ব পব
সন্ধ্যার পরে শিকারী যুবা সরাইওয়ালাকে আপ-
নার কাছে বসিয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লে,—“ভাল,
ভাই! একটি কথা জিজ্ঞাসা কবি, বল দেখি, আজ
তোমাদের শহরে এত ধুমধাম কিসেব? আব বৎ-
সরও তো আমি স্বচক্ষে এমন দিনে এই শহর
দেখেচি, আব আজও, দেখ্চি, কিন্তু তা'তে আব
এতে যেন অন্ধকার আব আলো বোলে তফাৎ
বোধ হোচ্ছে; তখন বিবাদ আব এখন আনন্দ,
এর কারণ কি?”

বৃদ্ধ সরাইওয়াল শিকারী যুবাব কথা শুনে
হেসে হেসে বোল্লে,—“সেকি, তুমি কি আমাদের
এখনকার এই আনন্দের কারণ জান না? পরন্তু
যে আমাদের রাজার মেয়ের বিবাহ হ'বে। সেনা-
পতি মশায় গত বৎসর পর্তের উপর সেই সাতমুণ্ড
রাক্ষসটাকে মেরে ফেলে, রাজকুমারীকে উদ্ধার
কোরেছিলেন, তাই মহারাজ তাঁ'ব সঙ্গে নিজের
মেয়ের বিবাহ দেবেন। এ বিবাহ কোন্ কালে

হো'বে যেতো, কেবল রাজকন্ডে এক বছর এক
দিন সময় নিয়েছিলেন বোলে হয় নি। কা'ল তাঁ'ব
মেবাদ ফুবিয়ে যা'বে, পবন্তু শুভ বিবাহ হ'বে।
ভাই হে, ভাই আজ আমাদের এত আনন্দ।”
সরাইওয়াল একপ কথা শুনে ছোট শিকারী যা'র
পব নাই বিস্মিত হোলো, বৃদ্ধে পাল্লে যে,
পাপায়া সেনাপতিই তা'কে কেটে ফেলে, রাক্ষস
মেবে রাজকুমারীকে উদ্ধার কোবেচি বোলে মিথ্যে
বীরর প্রকাশ কোবেচে। সে তখন সেনাপতির
সমস্ত ছবতিসন্ধি এবং চতুরতা বুঝে পল্লে।
পেরে মনে মনে বোলে,—“কি স্থানর কথা! কত
দুব কাপুকষেব কাজ! ছি ছি, সে এক জন না
বীর! ধিক্ তা'ব বীরত্বে! ধিক্ তাঁ'র জীবনে!
বীরপুরুষ যে, একপ বীরর ফলিয়ে বিবাহ কোভে
ইচ্ছে কবে, আমি এই প্রথম তাঁ'র পরিচয়
পেলেম। ভাগ, দেখা যাক্, কা'র ধন কে ভোগ
করে!” সে মনে মনে এইরূপ ভেবে আবার সরাই-
ওয়ালাকে বোল্লে,—“আচ্ছা, এই এক বৎসর-
কাল রাজকুমারীও তোমাদের চেয়ে বোধ হয়, বেশী
আনন্দ ভোগ কোরে আস্চেন, কেমন, না?” বৃদ্ধ
ঘাড় নেড়ে বোল্লে,—“উ'হ, রাজকুমারীর মনে
একেবারেই আনন্দ নেই বোল্লেই হয়। দিন
যত ফুবিয়ে এসেচে, তিনিও তত ঘেম বেগী
অমুখী হোয়েচেন। কেন যে এমন হোয়েচেন,
তা'ব কাণব কে উহ জানেনা। আমাদের কথা দূরে
থাক্, তাঁ'র সিংহ পর্যন্তও জায়ে পারেন নি।”
এত ক্ষণে শিকারী যুবা বুঝে পাগে যে, রাজ-
কুমারী বড় বুদ্ধিমতী, কেবল তাঁ'রই সন্ধান জান্
বার জন্তে এক বৎসর এক দিন সময় নিয়েছিলেন।
সে মনে মনে রাজকুমারীকে কতই প্রশংসা কোভে
লাগলো। অনন্তর সরাইওয়ালাকে বিদায় দিয়ে,
শয়ন কোলে, কিন্তু নিদ্রা হোলো না। মনের
ভিতর চিন্তার সাগর সৃষ্টি হোলো। ক্রমে ক্রমে
রাত্রি প্রভাত হোয়ে গেলো।

অনন্তর প্রাতঃকালে শিকারী যুবা, সরাই-
ওয়ালার কাছে কাগজ, কলম, কালি চেয়ে নিয়ে

রাজাকে একখানা পর লিপ্সে। সে পত্রের মর্ম এই;—“মহারাজ! আমিই গত বৎসর পর্তুগের উপর সেই সাতযুগু রাক্ষসকে বধ কোরে আপনার কন্ডাকে উদ্ধার কোরেছিলেম। তিনি বিপদমুক্ত হোয়ে আপনার আদেশমত তক্ষণেই আমাকে বিবাহ কোরেছিলেন। অনন্তর আমরা উভয়ে পরিশ্রান্ত হোরেছিলেম বোলে, শিলাতলে নিদ্রিত হোয়ে পোড়েছিলেম। সেই অবস্থায় আপনার সেনাপতি পর্তুগে উঠে, আমাকে নিহত কোরে, আপনার কন্ডাকে আপনার নিকট নিয়ে এসেচেন। আমার সহচর থরগোস্ আমাকে দৈব ঔষধে বাঁচিয়েচে। আমি বেঁচে উঠে, সেখানে আপনাব কন্ডাকে না দেখে, নিতান্ত দুঃখিত হোয়ে, নানা স্থানে অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছিলেম। গতকল্য ঘটনাক্রমে আপনার রাজধানীতে ফিরে এসে আপনার সেনাপতির হুঁরভিসন্ধির বিষয় জানতে পারেম। এক্ষণে মহারাজের শ্রীচরণে এই জটিল ব্যাপারের বিচার-ভার অর্পণ কোল্লেম।” এই পর্যন্ত লিখে তা’র নীচে নিজের নাম সই কোল্লে। অনন্তর একটি লোকের মারফৎ সেই পত্রখানি পাঠিয়ে দিলে।

পত্র-বাহক পত্র নিয়ে রাজার নিকট অর্পণ কোল্লে। রাজা সেই পত্রখানি নিজে পোড়ে দেখে একবারে অবাক হোয়ে গেলেন! কা’কেও কিছু না বোলে তা’র উত্তর লিখে, সেই লোক মারফৎই পাঠালেন। পত্র-বাহক শিকারীর নিকট ফিরে গেলো। শিকারী তা’র হাত থেকে রাজার পত্রখানি নিয়ে পাঠ কোরে জানতে পাল্লে, মহারাজ তা’কে অবিলম্বে রাজসভায় আহ্বান কোরেচেন। তখন সে তাড়াতাড়ি বাজারে গিয়ে অনেকগুলো সোণার টুকরো বেচে ভাল ভাল পোশাক কিন্লে। তা’র পর বাসায় ফিরে এসে, স্নানাদি কোরে সেই বহুল্য নতুন পোশাকে শরীর সাজালে। ভাল ভাল ছ’খানা বুড়ী ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া কোল্লে। তা’র মধ্যে বেথানা সকলের চেয়ে ভাল সেধানায় সে থরগোস্কে কোলে কোরে বোসলো।

বাকি পাঁচখানা গাড়ীর একখানায় সিংহ, এক খানায় ভালুক, একখানায় নেকড়ে বাঘ, একখানায় কুকুর, এবং আর একখানায় শেয়াল চোড়ে বোসলো। অনন্তর শিকারী বহুদূর পেরে গাড়োয়ানেরা গাড়ী হাঁকিয়ে দিলে। শিকারীর গাড়ী সকলের আগে আগে চোল্লে। অতি অল্পক্ষণের মধ্যে ছ’খানা গাড়ী রাজবাড়ীর ফটকের ভিতর ঢুকে, গাড়ী-বাঁধাওয়ার নীচে ঠাঁড়ালো।

এ দিকে রাজা, পত্র-বাহকের মারফৎ উত্তর পাঠিয়ে, রাজসভায় সকলকে উপস্থিত হোতে আদেশ কোল্লে। তাঁ’র আদেশে রাজকুমারী, সেনাপতি, স্ত্রী এবং অন্ত অন্ত সভাগণ সভাতলে যথাযোগ্য আসনে উপবেশন কোল্লে। আর একখানি তাঁ’র আসন রাজার পাশে রাখা হোলো। কা’র জন্তে তাঁ’ রাখা হোলো, সভাগণ বুঝতে না পেরে, পক্ষপাত কানাকানি কোন্তে লাগলো। সভার সর্বোচ্চ সিংহাসনে নিজে মহারাজ বোসে রোইলেন। আজ রাজকন্ডার বিবাহের দিন, রায়ে মহাসমারোহে সেনাপতির সঙ্গে রাজকুমারীর বিবাহ হ’বে—সকলের এই বিশ্বাস। সেনাপতিব আজ পোয়াবারো—সোণায় সোহাগা! কিন্তু রাজকুমারীর সর্বনাশ! মন্তকে বজ্রপাত! চার-দিক অন্ধকার! সেনাপতি ভাবতে লাগলো,—“কত ক্ষণে স্বর্ঘ্যাত হয়।” রাজকুমারী ভাবতে লাগলেন,—“স্বর্ঘ্যাতের পূর্বেই যেন আমার মৃত্যু হয়।” সভাগণ ভাবতে লাগলেন,—“আজকের দিন রাত, দুইই আমাদের পক্ষে কত সুখেরই না জানি।” আর রাজা ভাবতে লাগলেন,—“হে জগদীশ্বর! যে বধার্থ আমার কন্ডার প্রাণ-হাতা, তা’কেই তা’র স্বামী কর।”

অনন্তর রাজা, গাড়ী-বাঁধাওয়ার নীচে অনেকগুলো গাড়ী পৌছবার শব্দ শুন্তে পেরে, চার-জন দরওয়ানকে নীচে পাঠিয়ে দিলেন। তা’রা তৎক্ষণাৎ সেখানে এসে, বিশেষ সন্মান দেখিয়ে শিকারী বুঝকে রাজসভায় নিয়ে গেলো। পঞ্চ-রাও প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চোল্লে। তা’র পর

রাজা আপনি রেহ ও সমাদর কোরে শিকারীকে সেই খালি আসনের উপর বোসতে বোললেন। শিকারী মহারাজকে ভক্তিপূৰ্ব্বক প্রণাম কোরে নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন কোললে, পত্তরা তা'র আসনের নীচের চার দিকে ঘেঁরে ঘুরে পত্তসভা সাজিয়ে বোসলো। দৃষ্টটি দেখে বড় নতুন রকমের হলো। সেখানে পত্তদের সেরূপ কোরে বোসতে দেখে রাজা শিকারীকে জিজ্ঞাসা কোললেন,—“তোমার এই সিংহ প্রভৃতি পত্ত স্বাভাবিক বড় হিংস্রক, এরা তো কাকেও কিছু বোলবে না?” শিকারী বোললে,—“মহারাজ! বরঞ্চ আপনার এই সভা-গৃহের কোন মানুষ অপর মানুষের সর্বনাশ কোত্তে পারে, কিন্তু আমার অল্পচর এই পত্তরা বিনা দোষে একটি পিপড়েকেও কিছু বলে না।” তা'র এই কথা শুনে রাজা বড় খুসী হলেন। রাজকুমারী তা'র মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে কি ভাবতে লাগলেন। সভাসদেরাও ইঁ কোরে তা'র মুখপানে চেয়ে, মনে মনে তা'র সেই কথার মীমাংসা কোত্তে বোসলো। কিন্তু সেনাপতি তীর দৃষ্টিতে তা'র মুখের সকল স্থান তন্ন তন্ন কোরে দেখে চিন্তে পাল্লেন, কাজে কাজে তা'র কথারও মর্ম বুঝতে বাকি রোইলো না। তৎক্ষণাৎ সেনাপতির মুখের চেহারা বোদলে পেলো, মনে বড় ভয় হোলো, আসন ছেড়ে উঠে যা'বার জন্তে ব্যস্ত হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু রাজার আদেশ হোলো,—“যেও না, বোসো।” কাজেই সেনাপতিকে আবার বোসতে হোলো। রাজকুমারী এতক্ষণ শিকারীর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, কিন্তু আর পাল্লেন না; মুখ নীচু কোরে কাঁদতে লাগলেন। রাজা কত্নাকে সেরূপ অবস্থায় দেখেও তখন কিছু বোললেন না। সভ্যগণ কি কানাকানি কোত্তে লাগলো।

অনন্তর রাজা শিকারী য়ার প্রেরিত পত্রখানি আপনিই চেষ্টিয়ে চেষ্টিয়ে পোড়তে লাগলেন। পড়া শেষ হোলো। সকলেই অবাঁক! তা'র পর তিনি সেনাপতিকে জিজ্ঞাসা কোললেন,—

“কেমন, সেনাপতি! এ পরের লেখা সত্য কি না, ঈশ্বর সাক্ষী কোরে, সত্য কোবে, শপথ কোবে বল।” হরচার সেনাপতি সম্পূর্ণ অপরাধী হোয়েও, অন্যাসে মিথ্যা কথা কোয়ে বোলেন,—“মহারাজ! যে ব্যক্তি আপনাকে ওরূপ পর লিখেচে, সে আপনার এবং আমার পরম শত্রু, সে মিথ্যাবাদী।” সেনাপতির এই কথা শুনে রাজা শিকারী য়াকে বোললেন,—“কেমন, শিকারী! সেনাপতি যা' বোলেন, তা' সত্য কি না, ঈশ্বর সাক্ষী কোরে—সত্য কোরে—শপথ কোরে বল।” শিকারী য়া স্বাধীনচিত্তে সাহস কোবে বোলেন,—মর্দ্যাবতার! জগদীশ্বর তো সপ্তসাক্ষী, তা' ছাড়া আপনার কত্নাও আমার পার্থিব প্রধান সাক্ষী, স্তত্রাং উনিই যথার্থ বলুন, কে সাতমুখু রাক্ষস নিহত কোরে শুঁকে উদ্ধার কোরেচে। আমি মিথ্যাবাদী সেনাপতির কথার উত্তর দিতে ইচ্ছা করি না।” তখন রাজা নিজ তনয়াকে জিজ্ঞাসা কোললেন,—“বাবা! তুমিও ঈশ্বর সাক্ষী কোবে—সত্য কোরে—শপথ কোরে বল, কে তোমার যথার্থ উদ্ধারকর্তা?” পিতার কথা শুনে রাজকত্না বোললেন,—“বাবা! আমি স্বর্গপানে চেয়ে যথার্থ বোন্টি, এই শিকারী য়া বীর আমার উদ্ধারকর্তা। ইনিই সেই হরচা-চার রাক্ষসকে বধ কোরেছেন। আপনার সেনাপতি জোর কোরে অস্ত্রভয় দেখিয়ে আমাকে তোমার কাছে মিথ্যা কথা বোলিয়েছেন।” রাজা কত্নার কথা শুনে বোললেন—“আচ্ছা, তোমার উদ্ধার কর্তা শিকারীর নিকট এ বিষয়ের কোনরূপ প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে?” রাজকত্না রাজার এ কথার উত্তর দিতে না দিতে শিকারী বোনে উঠলো,—“মহারাজ! অবশ্য পাওয়া যেতে পারে।”

এই বোলেই রাজকুমারীর দেওয়া মুক্তোর মালা, এবং রাক্ষসের চোদ্দটা চোক বাঁধা ও রাজকুমারীর নামলেখা রুমালখানি বা'র কোরে রাজার নিকট রাখলেন। রাজা ভাগ কোরে দেখে সমস্ত চিন্তে এবং বুঝতে পাল্লেন। তা'র পর তিনি বিচার শেষ কোরে, এই দ্বায় প্রকাশ কোলেন,—

“যথার্থ সাক্ষী ও প্রমাণ-মতে আমার বিচারে বাদী শিকারী যুবা নির্দোষী এবং প্রতিবাদী আমার সেনাপতি দোষী। অতএব আমার একমাত্র এই কড়া পত্নীরূপে এই শিকারীরই প্রাপ্য আর এই সেনাপতি এই মহাপরাধের জন্ত বধদণ্ড-যোগ্য। অতএব অস্তই এই পাপাত্মা মত্ত হস্তীর পদতলে দগিত হোয়ে স্বকৃত পাপের অতিকূল ত্যাগ করুক।” এই বোলে রাজা তৎক্ষণাৎ জ্ঞানদ-গণকে তাই কোত্তে হুকুম দিলেন। তা’রা অবিলম্বে সেনাপতিকে মশানে নিয়ে গেলো। বিধাতার নির্দয় কে লজ্জন করে? কোথায় সেনাপতি আজ রাজকন্যা লাভ কোববে, তা’ না হোয়ে কোথায় মৃত্যুদণ্ড লাভ কোত্তে হোলো! পাপীর কিছুতেই নিস্তার নাই। বোধ হয়, দুর্ঘোষনের ‘হরিষে বিবাদের’ চেয়েও আজ রাজ-সেনাপতির ‘হরিষে বিবাদ’ শত গুণ বেশী। জ্ঞানদের সেনাপতিকে মত্ত হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ কোললে। হুরাত্মা দেক্তে দেক্তে হস্তিপদে দলিত হোয়ে বমালয়ে গেলো। ধর্মের জয় হোলো—অধর্মের পরাজয় হোলো।

অনন্তর রাজা আনন্দিতমনে সেই দিন রাতে শুভ লগ্নে ছোট শিকারী যুবা বীরেব সঙ্গে আপনায় প্রাণতুল্য কস্তার শুভ বিবাহ দিলেন। চার দিকে বাগরব ও হলুধনি হোতে লাগলো। শহরের সমুদায় লোক ভরপুর আনন্দে মেতে উঠলো। রাজবাড়ীতে শহবস্তুর লোক মনের সাথে ভাল ভাল খাবাব জিনিষ খেয়ে সুখী হোলো। এইরূপে বিবাহের রাত্রি প্রভাত হোয়ে গেলো। পরদিন রাজা, নতুন জামাইকে রাজ্যের সঙ্গপ্রধান শাসনকর্ত্তী কোললেন।

অনন্তর রাজজামাতা এবং রাজকুমারী সুখ-স্বচ্ছন্দে কালযাপন কোত্তে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে এক দিন হু’ দিন, এক মাস হু’ মাস গত হোয়ে গেলো। সেই সঙ্গে সঙ্গে নবদম্পতীর প্রণয় ও মনোমিলন গাঢ় হোতে লাগলো।

অষ্টম অধ্যায়।

এমন সময়ে আর একটা ঘটনা উপস্থিত। রাজবাড়ীর প্রায় হু’ ক্রোশ দূরে একটি মায়া-কানন ছিলো। সেই বনে একটা ডাকিনী (ডাইনী) বাস কোত্তো। যে কেউ সেই বনের ভিতর ঢুকতো, আর বেরতে পাত্তো না; গোলোক-ধাঁধায় পোড়ে প্রাণ হারাতো। এই রকমে সে বনটার ভিতর যে কত লোক মারা গিয়েছিলো, তা’র আর সংখ্যা হয় না। এক দিন ছোট শিকারী যুবা, সেই বনের ভিতর শিকার কোত্তে যা’বার জন্তে নিতান্ত ইচ্ছুক হোলো। কিন্তু তা’র স্বস্তর এবং শরী তা’কে পুনঃ পুনঃ নিষেধ কোত্তে লাগলো। শুবু শিকারী ক্রান্ত হোলো না। বরঞ্চ বোললে,—“কান ভয় নেই, আমি যেমন যাবো, তেমনি ফিরে আসবো। মায়াকাননের ভিতরে কি আছে, আশ্চর্য্যকে একবার দেক্তে হবে।” তখন রাজা এবং রাজকুমারী অনিচ্ছায় সম্মত হোলেন। অনন্তর শিকারী আপনায় পশু সঙ্গিগণ এবং অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে, একটা তেজী কালো ঘোড়ায় চোড়ে প্রস্থান কোরে। খানিক পবে সেই বনের ধারে উপস্থিত হোলো। সে সেখানে গিয়েই দেক্তে পেলো, বনের ধারে অথচ ভিতরে এক বড় সুন্দর রূপোর হরিণ খেলা কোরে বেড়াচ্ছে। তা’কে দেখে শিকারী মোহিত হোয়ে, মারমার জন্তে ধনুকে বাণ যুড়লে।

হরিণ তা’ দেখে, যেন ভয় পেয়ে, বনের ভিতর দৌড়ুলো। শিকারীও অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে বনের ভিতর ঘোড়া ঠাকিয়ে দিলে। হরিণ আগে আগে আর শিকারী পাছে পাছে দৌড়ুতে লাগলো। শিকারী লক্ষ্য কোরে কত বাণ ছাড়লে, কিন্তু সেই মায়াগুকে কোন মতে বিধতে পালে না। এক জন ভাল শিকারী হোয়ে, কৃতকার্য হোতে পালে না বোলে মনে মনে বড় লজ্জা হোলো, কিন্তু তবুও হরিণের পেছনে দৌড়ুতে ক্রান্ত হোলো না। এমন সময়ে হঠাৎ হরিণটে কোথায়

যে চোলে গেলো, আর সে দেখে পেলো না। কি আর করে, মনের দুঃখে, লজ্জার বাড়ীর দিকে ঘোড়া হাঁকিয়ে দিলে; কিন্তু বনটা এত বড় বোধ হোলো যে, সারাদিন ঘুরে ঘুরেও বেরবার পথ পেলো না। সমস্ত ঘের্ন অচেনা বোধ হোলো। এইরূপে ঘোড়ায় চোড়ে সে কত ক্রোশ পথ ঘুরে বেড়ালে, তবুও বনের শেষ নাই—বেরবার পথ নেই। ক্রমে সন্ধ্যা হোয়ে এলো। দেখে দেখে চার দিক ঘোর অন্ধকারে ডুবে গেলো। আব ঘোড়া হাঁকা'বার উপায় নেই। তখন সে নিরুপায় হোয়ে ঘোড়া থেকে নামলো। তা'র পব একটা বড় গাছের গুঁড়িতে ঘোড়াটাকে বেঁধে, আব একটা গাছতলার নীচে গিয়ে বোসলো। সকলেই অতিশয় ক্লান্ত। সিংহ প্রভৃতি পশুগণ, শিকারীর কাছে শুয়ে পড়ে, হাঁফাতে লাগলো। একে পৌষ মাস, তা'তে আবার ভাগ্যক্রমে সে দিন বড় শীত। কাজেই শিকারী কতকগুলো শুকনো ভাল পালা জড় কোরে আগুন পোয়াতে লাগলো।

এমন সময়ে একটু দূরে একটা বড় টিবির উপর কে ঘেন কেঁপে কেঁপে বোলতে লাগলো,—“উহ, বড় শীত! উহ, বড় শীত!” শিকারী চেরে দেখলে, একটা বৃদ্ধা জীলোক শীতে কাঁপচে। তা'র গায়ে গরম কাপড় চোপড় নেই। তা'দেখে তা'র মনে বড় দয়া হোলো। সে তৎক্ষণাৎ তাকে বোললে,—“আহা, তোমার বড় কষ্ট হোচ্ছে, তুমি এই খেনে এসে আগুন পোয়াও। কা'ল সকালে তোমাকে বনের বাইরে নিয়ে যাবো।” বৃদ্ধী বোললে, “বাছা! আমি তোমার পশুগুলোকে দেখে বড় ভয় পাচ্ছি, তাই তোমার কাছে যেতে পাচ্ছি নি। তুমি যদি গুলোকে মেরে, দূরে ভাড়িয়ে দেও, তা' হোলে যেতে পারি, নৈলে পারি নি, অথচ শীতেও বাঁচি নি।” শিকারী বোললে,—“ওগো, আমার পশুরা কা'কেও কিছু বলে না। তোমার ভয় নেই, নেমে এসো।” সে বোললে,—“না, বাবা! বনের পশু, বিশ্বাস কি?

তুমি এই গাছের ডালটা নিয়ে ওদের মেবে মেরে সরিয়ে দেও।” এই বোলে সে শিকারীকে একটা গাছের ডাল তেড়ে দিলে। যদিও শিকারী জানতো যে, তা'র পশুরা কা'কেও কামড়ায় না, তথাপি বৃদ্ধী বিশ্বাসের জ্বলে, তা'র কাছ থেকে গাছের ডালটা নিয়ে সিংহ প্রভৃতি পশুগুলোকে যেমন ঠেলে ভাড়িয়ে দেবে, আর অগ্নি সেই ডালের ছোঁয় লেগে তা'রা সকলেই পাথর হোয়ে গেলো। তা'দেখে শিকারীর মনে অত্যন্ত ভয় ও সন্দেহ হোলো। তৎক্ষণাৎ সে বৃদ্ধীকে ডাইনী বোলে বুঝতে পেবে তাড়াতাড়ি যেমন ঘোড়ায় চোড়ে সেখান থেকে পালাবে, আর অগ্নি বৃদ্ধী টিবি থেকে দৌড়ে নেমে এসে, আর একটা ডাল ছুঁইয়ে শিকারীকে ঘোড়া শুদ্ধ পাথর কোরে ফেললে। তা'র পর সে সেই পাথরগুলো নিয়ে একটা বড় গর্তের ভিতর ফেলে দিলে। সেই গর্তে যে, এই রকম কত পাথর আছে, তা'র আর সংখ্যা নাই।

নবম অধ্যায়।

এ দিকে এক দিন দু'দিন কোরে সাত আট দিন চোলে গেলো। কিন্তু শিকারীর আর দেখা নাই। রাজা এবং রাজকুমারী, তাই দেখে অত্যন্ত হুঃখিত হোলেন। তাঁ'রা যা' ভেবেছিলেন, তাই বোটাগো। শহরজুড় সমস্ত লোকেই রাজ-জামাতার মায়াবাননে মূহূ হোয়েচে, নিশ্চয় কোরে হুঃখিত হোলো। রাজকুমারী পতিশোকে আহা'র নিদ্রা পর্যাস্ত পরিত্যাগ কোরে কেবল কাঁদতে লাগলেন। এই রকমে আরো ক'দিন গত হোয়ে গেলো।

ও দিকে বড় শিকারী ছোট ভেয়ের কাছ থেকে স্বতন্ত্র হোয়ে এত দিন যে কোথায় ছিলো, তা' জানা যায় নি। কিন্তু এই বার তা'র সন্ধান পাওয়া গেলো। কে না জানে যে, আশ্রীর স্বজন নের কোন কিছু ভাল মন্দ হোলে, মনটা উড়

উড়ু করে? বড় শিকারীর তাই হোলা। এক দিন হঠাৎ তা'র মনের ভিতর যেন 'কি হারিয়েচি, কি হারিয়েচি, বোধ হোতে লাগলো; মন বড় চঞ্চল হোয়ে উঠলো। বুধি ছোট ভেয়ের কোন বিপদ ঘটেচে, এই ভেবে সে সকল কাজ ফেলে, সেই ছোরাধোঁড়া গাছের কাছে ফিরে এলো। এসে দেখে বাস্তবিক তা'র মনের ভাবনা ঠিক হোয়েচে। সে দেখলে, তা'র ছোট ভাই স্বতন্ত্র হ'বার দিন পশ্চিম দিকে গিয়েছিলো, ছোরার সেই দিকের আধখানায় মোর্চে পোড়েচে—আধখানা খুব চকচকে আছে। তখন সে বুঝতে পারলে, ছোট ভাই বিপদে পোড়েচে বটে, কিন্তু বিপদ উদ্ধারের পথ আছে; কেন না ছোরার পশ্চিম দিকের সমস্ত ধারে মোর্চে পড়ে নি। সে তখন আর কালবিলম্ব না কোরে, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পশ্চিম দিকে চোলে গেলো। তা'রো ভাগে ছ'টা পণ্ড পোড়েছিলো; তা'রাও তা'র সঙ্গে সঙ্গে চোললো। নানা স্থানে ছোট ভেয়ের খোঁজ কোতে কোতে কিছু দিন পরে, সে ঘটনাক্রমে সেই শহরে গিয়ে উপস্থিত হোলো।

বড় শিকারী যুবা শহরে প্রবেশ কর্বামাত্রই শহরবাসীরা "এই যে রাজার জামাই, এই যে রাজার জামাই" বোলে আনন্দে কোলাহল কোতে লাগলো। কেউ বা রাজার নিকট পুরস্কার পা'বে বোলে, রাজবাটিতে আগে দৌড়ে গেলো। কেউ বা বড় শিকারীর কাছে এসে বোড়হাতে বোলতে লাগলো,—“মহাশয় আপুনি এত দিন পরে মায়াকানন থেকে ফিরে এলেন, আপুনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও নতুন জীবন আর আনন্দও ফিরে এলো। সে বনটা বড় ভয়ানক, তা'র ভিতর ঢুকলে, কা'কেও আর ফিরতে হয় না। আমরা ভাগ্যে ভাগ্যে আপনাকে ফিরে পেলাম।” বড় শিকারী তা'দের এরূপ কথার মর্ম প্রথমে বুঝতে পারলে না, কিন্তু পরকথ্যেই মনে মনে ঠিক কোললে যে, “আমার ছোট ভাই আর আমি বনজ-সজান, স্বতন্ত্রাং দেক্তে ঠিক এক রকম।

এরা আমাকে বেরূপ সোধোন কোচ্ছে, তা'তে বোকা যাচ্ছে, আমার ছোট ভেয়ের সঙ্গে এখানকার রাজকুমারীর বিবাহ হোয়েচে, কিন্তু ভাইটি আমার মায়াকাননের মধ্যেই বিপদে পোড়েচে, আজও ফেরে নি। মায়াকানন কোথা? এখানকার রাজাই বা কে? রাজকুমারীই বা কে? যা' হোক, ভাল কোরে দেক্তে হোলো।” এই ভেবে সে বুদ্ধি খাটিয়ে তা'দিগে বোললে,—“প্রজাগণ! কেন ফিরে আসবো না? আমার আবার মায়াকাননে ভয় কি? যে আগম নিগম জানে, তা'র কোন কাননেই কোন বিপদ হয় না। তা' যা' হোক, তোমরা আমার সঙ্গে রাজবাটি পর্যন্ত এগুও। আমি তোমাদিগকে দেক্তে পেয়ে বড় সুখী হোয়েচি। চল, তোমাদিগকে দেক্তে দেক্তে রাজার কাছে যাই।” বড় শিকারী বড় বুদ্ধিমান, ভাই কৌশল কোরে প্রজাদের দ্বারা রাজার নিকট যা'বার যোগাড় কোরে নিলে। প্রজারা তখন প্রকল্পটিতে চতুর শিকারীকে সঙ্গে কোরে রাজসমীপে উপস্থিত হোলো। রাজা কোনরূপে তা'কে অগ্র লোক বোলে চিন্তে পাঠেন না; কাজেই বড় শিকারীর রাজার কাছে জামাই-আদরের সীমা পরিসীমা রোইলো না। তা'র পর দাসীরা এসে তা'কে অস্তঃপুরে নিয়ে গেলো। সেখানে রাজকুমারী তা'কে দেখে যেন আকাশের চাঁদ হ'তে পেলেন। তা'র আনন্দ-সাগর যেন উথলে উঠলো। বড় শিকারী ক্রমে ক্রমে মনে মনে সব বুঝে নিলে। কিন্তু অন্তরে কিছু মাত্র আনন্দ নাই, বুঝেই কেবল আনন্দপ্রকাশ। কারণ একে ভ্রাতৃশোক, তা'তে আবার রাজকুমারী কনিষ্ঠ ভ্রাতারই পরী—শাস্ত্রমতে সবধে কস্তা।

অনন্তর রাজিকালে বড় শিকারী রাজকুমারীর নিকট ছদ্মবেশে কনিষ্ঠ সোধায়ের সমস্ত ঘটনা জেনে নিরে, বোললে,—দেখ, আজ আমি সারারাত্রি শিবপূজা কোরবো। দাসীরা পূজার আরোজন কোরে দি'ক। তুমি আমাকে আজ স্পর্শ কোরো না, কিছু দূরে বোসে তোমার স্বামীর

ও ভোমার মঙ্গল কামনা কর।” রাজকুমারী বড় ধনশীলা, স্নাতক তৎক্ষণাৎ তাই স্বীকার কোল-
লেন। ক্রমে পূজার আয়োজন হোলো। জ্যেষ্ঠ
শিকারী ভাতৃমঙ্গলের জন্য ভক্তিপূর্ণ মনে সমস্ত
বাক্সি শিবপূজা কোলে। ক্রমে রাত্রি প্রভাত
হোলো।

অনন্তর প্রাতঃকালে জ্যেষ্ঠ শিকারী বুধা
রাজা এবং রাজকুমারীকে বোলে,—“আমি আজ
আবার মারাকাননে শিকার কোন্তে যা’বো।”
তা’রা তা’র সে কথা শুনে আবার অত্যন্ত
চিন্তিত হোয়ে বোলেন,—“না না, আব ও বনে
গিয়ে কাজ নেই। এক বাব গিয়ে আমাদিগকে
মহাবিপদে ফেলেছিলে, আজ আর যেও না।”
জ্যেষ্ঠ শিকারী বোলে,—“আমি সে কালে কিরে
এসেচি, সে কালে ভয়ের কোন কাবণই নেই।”
এই রূপে আরো কত রকম ওজর আপত্তি কোন্তে
লাগলো। কাজেই তখন রাজা ও রাজকুমারী
আব কিছু বোনে না, অসন্তোষেব সহিত বিদায়
দিলেন। তখন বড় শিকারী ঘোড়সোবার হোয়ে,
পশুদিগকে সঙ্গে নিবে মারাকাননের দিকে প্রস্থান
কোললে। কিছুই কাল পরে তথায় উপনীত
হোয়ে, ছোট শিকারী যেমন দেখেছিলো, সেও
সেইরূপ একটা। রূপোব হরিণ দেখে পেলো।
দেখে মনে বড় সন্দেহ হোলো। ভাবলে,—
“আমার তাই বুঝি এইরূপ হরিণ শিকার কোন্তে
গিয়ে, এই বনেব ভিতর বিপদে পোড়চে। যা’
হোক, এক বার আমাকেও দেখে হোলো। হয়
আজ তা’কে উদ্ধার কোম্বো, নয় তো তা’রও
বে দশা—আমারও সেই দশা।” এই বোলে সে
সেই হরিণটার প্রতি বাণ লক্ষ্য কোরে বনের
ভিতর ঘোড়লো। তা’র পর বনের ভিতর ঢুকলে,
তা’র ছোট ভেয়ের বা’ যা’ ঘোটেছিলো, তা’রও
তা’ই তা’ই ঘোটিলো। সন্ধ্যার পর সেও আলো
অলে, পশুদের সঙ্গে কোরে একটি গাছতলায়
রাত্রিযাপন কোন্তে লাগলো।

এমন সময় সেই মাটির চবির উপর থেকে শব্দ

এলো,—“উহ, বড় শীত!—উহ, বড় শীত।” এই
রূপ শব্দ শুনে বড় শিকারী চিথির দিকে চেয়ে
দেখলে, একটি বুঝা জীলোক শীতে কাপচে। দুই
ভেয়েরই সমান দয়া। স্নাতক সে তা’কে নিজের
কাছে আগুন পোয়াতে ডাকলে। তখন সেই
বুড়ী, ছোট শিকারীকে যা’ বোলেছিলো, তা’কেও
তা’ই বোললে। তা’ব সেই সব কথা শুনে মনে
বড় শিকারীর বড় সন্দেহ হোলো। সে মনে
মনে ভাবতে লাগলো,—“তাই তো, এ বুড়ী কে ?
কেন আমার পশুগুলিকে মেবে তাকিয়ে দিতে
বোলচে ? আবার ও এদিগে মাংসবার জন্তে গাছের
ডাল ভেঙে দিতে চাচ্ছে। এর কারণ কি ? আমার
বোধ হয়, এ বুড়ী মাগী ডাইনী, তা’ নৈলে এমন
কথা বলে কেন ? আমি শুনেচি, ডাইনীবা ভালু-
কের লোম ছুঁলে কাণা হয় ; তাই এ মাগী কাছে
আসচে না। যা’ হোক, এক বাব পরীক্ষা কোরে
দেখে হোলো।” এই রূপ ভেবে, সে চুপচুপ
ভালুকের গা থেকে গোটা কএক বড় বড় রোয়।
ছিঁড়ে, একটা ভোঁতা তীরের মাথায় বেঁধে, বুড়ীর
বুকে ছুঁড়ে মারলে। বুকের উপর আচম্ভা বাণ
পোড়তে দেখে, বুড়ী চীংকার কোরে উঠলো,
যেই চীংকার আর অমনি দুটো চোকের মাথা
খাওয়া। চক্ষু ছাটি গেলো দেখে, বুড়ী বুঝতে
পালো, শিকারী ভালুকের লোম-জড়ানো বাণ
মেরেচে, কাজেই রাগে একবারে জোলে উঠলো।
সে শিকারীকে মেরে ফেলবার জন্তে হাঁ হাঁ কোরে
তেড়ে এলো ; কিন্তু শিকারীব কুকুর তৎক্ষণাৎ
তেড়ে গিয়ে তা’র পায়ে কামড়ে দিলে। ডাইনী
বুড়ী ধড়াস্ কোরে পোড়ে গেলো।

জ্যেষ্ঠ শিকারী তৎক্ষণাৎ দৌড়ে গিয়ে কতক
গুলো শব্দ লতা ছিঁড়ে, বুড়ীর হাত পা বেঁধে
কোলে। পরে সে তা’কে ভয় দেখিয়ে বোলতে
লাগলো,—“যদি তুই প্রাণে বাঁচতে চা’স, তবে
আমার ছোট ভাইকে ফিরিয়ে দে, নৈলে এই
জলন্ত আগুনে তোকে পুড়িয়ে মারবো।” পাগিনী
ডাকিনী তবুও জব্ব হোলো না। সে বোলে—

“কে তোর ভাই? আমি জানি না তা’কে। আমাকে খুলে দে, নৈলে তোকে এখনি মেরে ফেলবো। তা’র এরূপ কথা শুনে বড় শিকারী অত্যন্ত রেগে উঠে, তা’র বুকের উপর জোরে লাথি মারতে লাগলো এবং তা’র পর তা’কে আঙুনে পুড়িয়ে মারবার জন্তে পা ধোরে টেনে আনতে আরম্ভ কোললে। তখন ডাইনী বড়ী মরণ-ভয়ে ভীত হোয়ে চীৎকার কোরে বোলতে লাগলো,—“মেরো না—আমার মেরো না; আমি তোমার ভাইকে বাঁচিয়ে দিচ্ছি। তুমি এক কাজ কর,—এইখান থেকে এক রসি মাপ দূরে ঈশান কোণে একটা বড় পাংকো আছে। তা’র মুখে ঘাসের চাপড়া চাপা আছে, তা’ কেউ জানে না। তুমি যাও; যেতে যেতে যেখানে একটা তাল গাছের গুঁড়িতে ছোট ছোট তিনটে আঙন গাছ দেক্তে পাবে, ঠিক তা’র নৈঋত কোণ খুঁড়লেই সেই চাপা কোরা দেক্তে পাবে। তুমি তা’র ভিতর থেকে জল তুলে এনে, আমার বাঁ দিকে যে গর্তটা দেক্তে পাবে, তা’তে ছড়িয়ে দাও। তা’ হোলেই তোমার ছোট ভাইকে পাবে। ডাকিনীর এরূপ কথা শুনে, বড় শিকারী তৎক্ষণাৎ সেই পাংকোর জল এনে পাথর-ডরা গর্তে ছড়িয়ে দিলে। দেবামাত্র তা’র ভিতর থেকে কনিষ্ঠ শিকারী, তা’র অশ্ব, সিংহ প্রভৃতি সাতটা পশু এবং আরও শত শত লোক জীবিত হোয়ে বেরিয়ে এলো। তা’ দেখে বড় শিকারী নিতান্ত বিস্মিত হোলো। অনন্তর সে অতিশয় আত্মদ্রুত হোয়ে স্নেহভরে ছোট ভাইটিকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন কোত্তে লাগলো। এ দিকে নবজীবনপ্রাপ্ত লোকেরা, বড় শিকারীকে মনের সাথে আশীর্বাদ কোত্তে লাগলো। আহা, তখনকার সেই দৃশ্যটি দেখলে স্বর্গের দৃশ্যও তুচ্ছ বোধ হয়! অনন্তর সমস্ত লোক তেড়ে গিয়ে ডাকিনীকে আক্রমণ কোরে মেরে ফেললে। মায়াকাননের কণ্টক দূর হোলো। তা’র পর শিকারী ভাই ছ’টি, পশুরিগে সঙ্গে কোরে বনের ভিতর থেকে বেরুতে লাগলো—

পরস্পরে মনের কত কথাই কইতে লাগলো। তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর।

দশম অধ্যায়।

এই বার আর এক ঘটনা উপস্থিত। রাজ-কন্ডার প্রণব-লোভী দুরাত্মা রাজসেনাপতি রাজা-জায় হস্তিপদতলে নিহত হোলো পর, তা’র কনিষ্ঠ ভ্রাতার মনে অতিশয় রাগ, ঘেব ও প্রতিহিংসা জেগে উঠেছিলো। সে ভ্রাতৃনিধনের দিন হোতে সর্কদা রাজা, রাজকুমারী ও কনিষ্ঠ শিকারীর অনিষ্ট সাধকদের জন্তে উৎসুক ছিলো; কিন্তু এত দিন কোনরূপ কৃতকার্য হোতে পারে নি। আজ তা’র মনে হোয়া পূর্ণ হ’বার পছা হোলো। সে ভ্রাতৃশোকে বাত্রে নিদ্রা যেতো না, কেবল সারা রাত্রি বেথোলে সেখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াতো। সে-দিন যখন সে মায়াকাননে রাজ-জামাতার মৃত্যু-সংবাদ শুনেছিলো, তখন তা’র আর আনন্দের সীমা ছিলো না। কিন্তু তা’র পর যখন আবার তা’র সেখান থেকে ফিরে আসবার সংবাদ পেয়ে-ছিলো, তখন আবার হুঃখেরও অন্ত ছিলো না। সে জানতো যে, মায়াকাননে প্রবেশ কোন্লে, মাছুষ তো অতি সামান্য, দেবতারও আর ফিরে আস্বে যো নেই; কিন্তু রাজার জামাই কি কোরে ফিরে এলো, আবার গেলো, এর কারণ কি, তাই জান্-বার জন্তে মায়াকাননের সীমাব বাইরে এসে সারা-দিন অপেক্ষা কোচ্ছিলো। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করবার সাহস হয় নি। সে সেখানে সারাদিন অপেক্ষা কোরে অবশেষে হিংস্র জন্তুদের ভয়ে একটা বড় তমাল গাছের উপর উঠে বোসেছিলো। এমন সময়ে হু’জন শিকারী বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে, সেই তমাল-তলায় খানিকক্ষণ দাঁড়ালো।

বড় ভাই ছোট ভাইকে বোল্লে,—“ভাই! এই-বার তুমি খণ্ডর-বাড়ী যাও। আমি আর ওখানে

যাবো না। আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, সেই জন্তে আমি এখনই আমার পূর্বস্থানে যাত্রা করুবো। কিছু দিন পরে আবার তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোতে চেষ্টা করুবো। এখন তুমি যাও, আর বিলম্ব কোরো না।” অগ্রজের এইরূপ কথা শুনে, অমূল্য আগ্রহের সহিত বোললে,—“সে কি, দাদা! এক বাব তোমাকে যেতে হ’বে, নৈলে আমি নিতান্ত হুঃখিত হবো। তুমি আমাকে পুনর্জীবন দান কোল্লে, অতএব তোমাকে একবার মহারাজের নিকট যেতেই হ’বে।” বড় শিকারী মনে মনে ভাবতে লাগলো,—“আমি যে কৌশল কোরে আমার ভাইকে উদ্ধার কোরেছি, তা’ এ কিছুই জানতে পারে নি। এখন যদি আমি রাজবাড়ী যাই, তা’ হোলে রাজা, রাজকুমারী এবং এই বা কি মনে কোরবে? আমি নির্দোষী, কিন্তু ঘটনা-চক্রে পোড়ে এরা সকলেই লজ্জিত হ’বে। সুতরাং আমাব যাওয়া কখনই উচিত নয়। কিন্তু তা’ও বলি, শিবপূজা প্রভৃতি নিদর্শনে আমি সেখানে প্রকাশ পা’বো। তা’ যা’ হোক, এর পর আমি রাজবাড়ীতে গিয়ে সমস্ত সন্নেহ দুব করুবো। আজ তো কোন মতেই যাবো না।” সে এইরূপ ভেবে অমূল্যকে বোলে,—“তাই! তুমি ছেলেমানুষ, কিছুই বোঝো না। আমাব নিতান্ত প্রয়োজন আছে, না গেলেই নয়। আবার আমি আসবো।” তখন কোন মতে স্বীকৃত কোতে না পেয়ে কাজে কাজে ছোট শিকারী আর কিছুই বোললে না; অগ্রজকে প্রণাম কোরে, অঝোরোহণে রাজগৃহে প্রস্থান কোরে। তা’র পশুগণও সঙ্গে সঙ্গে চোললো। এ দিকে জ্যেষ্ঠ শিকারীও অঝোরোহণে, আপনাব পশুগণকে সঙ্গে কোরে অস্ত্র দিকে চোলে গেলো।

তা’রা প্রস্থান কোল্লে পর, সেনাপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা বৃক হোঁতে অবতরণ কোরে নীচে ঠাড়ালো। সে এতক্ষণ তমাল-শাখে প্রচ্ছন্নভাবে থেকে, উভয় শিকারীর অবয়ব দেখেছিলো—সমস্ত কথা শুনেছিলো। এখন সে একাকী সেখানে দাঁড়িয়ে

আপনা আপনি বোলতে লাগলো,—“আ, কি আশ্চর্য্য, ছ’জনেই ঠিক এক বকম। বোব হর, এরা যমজ ভাই। তা’ যা’ হোক, এই বার আমি দাদা তোলুবাব পথ পেয়েছি। আমাব ভ্রাতৃঘাতী কনিষ্ঠ শিকারীব জ্যেষ্ঠ গতকলা ওর জীব গৃহে ছিলো। আমি কনিষ্ঠ শিকারীকে এ বিষয়ে একথানা পত্র লিখি। তা’ হোলে সে, জরী উপর সন্নেহ কোবে তা’কে স্নেহে ফেল্বে। তখন বাজা অবশ্য কুড় হোয়ে ওর মস্তক ছেদন কোতে তুমু দেবে,—আমাব পবম শত্রু যমালয়ে যা’বে। তা’র পর রাজাও কল্যাণ-শোকে মোবে যা’বে। এই বকমে আমার তিন শত্রুই নিপাত হ’বে। ভাগ্যে আমি এখানে এসেছিলেম, নৈলে এক বাণে তিন শত্রু মোতো না।” এই বোলে সে, ছোট শিকারী যে পথ দিয়ে গিয়েছিলো, সেই পথ দিয়ে ঠাড়াটাড়ি যেতে লাগলো। এমন সময়ে খানিক দূরে একটা আলো দেক্তে পেলো। সেটা কিসের আলো জানবার জন্তে, সেনাপতির ভাই সেই দিকে চোললো। গিয়ে দেখে একটা ছোট বাড়ী। সে, সেই বাড়ীর জানালা দিয়ে উঁকি মেয়ে দেখলে, ছ’খানা চোকার উপর ছ’জন পুরুষ মাছব বোসে কি কথা বলাবলি কোচে। তা’র পর সে ভাল কোরে দেখলে, তা’দের মধ্যে এক জন সেই ছোট শিকারী আর এক জন অপরিচিত যুবা। তা’র পব সে সেই জানালায় কান পেতে দাঁড়িয়ে রোইলো। এমন সময়ে শিকারী সেই যুবাকে বোলে,—“বন্ধু! আমার দাদা আমাকে মায়াকানন থেকে পুনর্জীবন দান কোরে চোলে গেলেন। আমি তাঁকে ডাকলে, কিন্তু তিনি এলেন না। যা’ হোক, আজ আমি রাজবাড়ী যাচ্ছি না, এইখানে গুয়ে থাকবো, কা’ল সকালে যা’ব।” গৃহস্থানী যুবা বোলে,—“বন্ধু! তাই ভালো,—আমাবও তা’ই ইচ্ছে।” এই বোলে শিকারীর শব্দাদির আরোজনের জন্তে অস্ত্র ধরে চোলে গেলো। সেনাপতির ভাই আর সেখানে অপেক্ষা কোলে না,—ববাবর নিজের বাড়ী গেলো। সেখানে গিয়ে

একখানা উকো চিঠি লিখে, আবার সেই বাড়ীর জানালায় কাছে এসে দাঁড়ালো। তখন রাত তিনটে বেজেচে। সে এবার এসে দেখলে, জানালা বন্ধ, কিন্তু একটু একটু ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে, অথচ কা'রো আর কথা শোনা যাচ্ছে না। তখন সে, পত্রখানা জানালা ধসিয়ে ঘরের ভিতর ফেলে দিলে। আর দাঁড়ালো না, চলে গেলো।

এ দিকে রাত্রি প্রভাত হোয়ে গেলো। অনন্তর কনিষ্ঠ শিকারী শয্যা হোতে গাভোথান কোরে যেমন ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে, আর অমনি সেই পত্রখানি ধেকে পেলো। কিসের পত্র জানবার জন্তে তাড়াতাড়ি হুড়িয়ে নিলে। দেখলে, পত্রের শিরোনামে তা'রই নাম লেখা আছে। তাড়াতাড়ি খুলে ফেলে পোড়ুতে লাগলো,—

“তুমি যা'কে পতিব্রতা পত্নী বোলে বিশ্বাস কর, সেই রাজকুমারী গতকাল আর এক জন বুঝা পুরুষের সঙ্গে এক গৃহে রাজি বাপন কোরেচে। তুমি মনে কর যে, তুমিই রাজার একমাত্র জামাই; কিন্তু তা' নয়, রাজকুমারীর গুণে রাজা এখন আবার একটি নতুন জামাই পেয়েচেন। আমরা হোলে এমন বিশ্বাসঘাতিনী জীকে শত খণ্ড কোরে কেলেতেম্। জানি না, তুমি কি কোরবে। এই বার জানা যা'বে, রাজার মেয়ে তোমার, কি, নতুন জামাইয়ের।”

এই পত্রখানা পোড়ে, কনিষ্ঠ শিকারী যেন কি হোয়ে গেলো। ক্রোধে সমস্ত শরীর জ্বলে উঠলো। এক এক বার তা'বতে লাগলো,—“আমার জী কি এরূপ ?—না।” আবার তা'লে,—“না, এর আশ্চর্য্যই বা কি ? জীচরিত্র দেবতাদেরও অগোচর। আচ্ছা, আজিই এর প্রতীকার করবো।” এই বোলে সে, পত্রখানা পোসাকের ভিতর লুকিয়ে রেখে, বন্ধুর নিকট বিদায় নিয়ে, অখারোহণে তৎক্ষণাৎ গ্রহান কোলে।

ও দিকে সেনাপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা, পত্রখানা ঘরের ভিতর কেসে দিয়ে, বাড়ী গিয়ে কতকগুলো

কাজের টুকরোর “রাজার নতুন জামাই !” এই কথা করটি লিখে, রাত না পোহা'তে পোহা'তে, রাতা ও গলিগুলোর মোড়ের বাড়ীর দেওয়ালে লোটুকে দিয়েছিলো। সে এত সতর্ক ও গুপ্তভাবে ঐ কার্য্য কোরেছিলো যে, কেউ তা' জানতে পারে নি। রাজি প্রভাতে শহরবাসীরা সেই দেখা দেখে অবাক হোলো, কিন্তু রাজতয়ে কেউ আব প্রকান্তে সে কথার আন্দোলন কোতে সাহস পেলো না, গোপনে গোপনে কানা-ঘোষা কোতে লাগলো। অবিলম্বে কি রকমে আবার সেই কথা রাজারও কর্ণগোচর হোলো। তা'তে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত, লজ্জিত ও ক্ষিপিতচিত্ত হোলেন। কোন রাজ-বিদ্রোহী শত্রু প্রজা যে, তাঁ'র অকলঙ্ক নামে কলঙ্কারোপে চেষ্টা কোরেচে, তা' তা'র আর বুঝতে পারি' থাকলো না; কিন্তু কিসে যে তা'র প্রতীকার হ'বে, তা'ও হঠাৎ চিন্তা কোতে পালেন না।

এমন সময়ে, কনিষ্ঠ শিকারী বন্ধুর গৃহ পরি-তাপ কোরে, জুড়চিতে শহরে প্রবেশ কোলে। একে ত মনের মধ্যে জীসংকল্পে দাক্ষ সন্দেহ ও আক্রোশ, তা'তে আবার শহরে প্রবিষ্ট হোয়ে মোড়ে মোড়ে লেখাগুলো দেখে বিগুণ রুষ্ট হোলো। তখন তা'র চেহারা দেখলে, তা'কে যেন উন্নত ভৈরবের মত বোধ হয়। সে কা'রো সঙ্গে কোন রূপ বাক্যালাপ না কোরে, বরাবর রাজাস্তঃগৃহে প্রবিষ্ট হোলো। সেখানে গিয়ে একবারে শয়ন-গৃহে প্রবেশ কোলে। সে যখন সেখানে যায়, তখন রাজকুমারী শয্যা হোতে গাভোথান কোরে, তা'রই বিষয় চিন্তা কোচ্ছিলেন। নিকটে কেউই ছিলো না। তিনি চিন্তার ধন স্বামীকে সম্মুখে রেখে হাতমুখে বোললেন,—“নাথ ! তুমিও ফিরে এলে, তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমার আশা, ভরসা, প্রাণ সমস্তই ফিরে এলো। আমি কেবল তোমাকেই তা'বছিলাম।” এমন পতিপ্রাণ পত্নীর এমন অনুভবামা কথা শুনে কোন স্বামীর হৃদয় না অপূর্ণ আনন্দে নৃত্য করে ?

কিন্তু চলন্ত কনিষ্ঠ শিকারী বরং এরূপ কথা শুনে অস্বিৎ জ্বলে উঠলো। সে রৌব কর্কশ বাক্যে বোলে,—“কি, পাণ্ডুরসি! তুই আমাকে ভাবছিলি? আমি কি এত নিকোঁথ যে, তোর চলনা বুঝতে পারি নি? তুই হুসারিণী। স্বামীকে বন্ধনা কোরে পরপুরুষের সঙ্গে রাজি থাপন করিস্।”

এই কথা শৈশবামাজ সরল-রুদ্রা রাজ-কুমারী একবারে নিকীক্ হোয়ে গেলেন। মুখে বাক্যনিঃসরণ হোলো না, কেবল চক্ষের জলে বন্ধ ভেসে যেতে লাগলো। তখন কনিষ্ঠ শিকারী পূর্বের মত রৌবতরে বোললে,—“আর মারাকানা কাঁদলে কি হ’বে? আজ তোর মতকচ্ছেদন কোটুর আমার কলঙ্ক বোচাবো।” রাজকুমারী কাঁদতে কাঁদতে বোলেন,—“নাথ! আমি তোমার জী, মাঝতে হয় মারো—রাধতে হয় রাখো, কিন্তু অগ্রে আমার দোষ সাব্যস্ত কর।” শিকারী বোলে,—“দোষ সাব্যস্তের আর বাকি কি? তুই পরন্তু রাজিকালে আমার অবিহ্ব-দানে এক জন পরপুরুষের সঙ্গে একগৃহে ছিলি। আমি সে সম্বন্ধে একখানা পত্র পেরেচি আর রাস্তাব মোড়ে মোড়ে তা’র প্রমাণও রোয়েচে।” এই কথা শুনে রাজকুমারী অত্যন্ত বিস্মিত হোয়ে বোলেন,—“সে কি! তুমিই যে ক’ দিন পরে সে দিন মারাকানন থেকে ফিরে এসে, রাজিকালে এই ঘরের ঐ খানে বোসে সকাল পর্যন্ত শিবপূজা কোরেছিলে। আজ আবার এ কি বোলচো? নাথ! আমি কি আমার পরমদেবতা স্বামীকে চিনি নি? আমি তোমা ভিন্ন আর কা’কেও জানি মি। তুমি ভিন্ন পরপুরুষ আমার স্বামী নয়—পিতা।” রাজকুমারীর এরূপ অন্বয়, কিন্ন ও শপথও কনিষ্ঠ শিকারীর মনে বিশ্বাস হোলো না—ক্রোধের উপশম হোলো না। সে জীহত্যার দুঃপ্রতিজ্ঞ হোলো।

এ দিকে ষোষ্ঠ শিকারী গন্ত রাজে মারাকান-নের সীমায় কনিষ্ঠের নিকট বিদায় নিয়ে অন্ত

দিকে অনেক দূর চোলে গিয়েছিলো বটে, কিন্তু অবিলম্বে তা’র মনে নানারূপ সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে আর বেশী দূর যেতে পারলে না। সে তখন যা’ মনে ভেবেছিলো, এখন তা’ আর ভেবে নিশ্চিত থাকতে পারলে না। সে এখন ভাবতে লাগলো,—“আমার ছোট ভাই বরসের গুণে এখনও সমস্ত তলিয়ে বুঝতে পারে না। যদি শ্বশুরের গৃহে গিয়ে বাজনান্দিনীর সম্বন্ধে আমাকে নিয়ে তা’র অন্তঃকরণে কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়, তা’ হোলোই তো সর্বনাশ। হয় তো নির-পরাদে রাজকন্ডার প্রাণ নিয়েও টানাটানি ঘোটতে পারে। সুতরাং আমাকেও রাজবাড়ী যেতে হোলো। দোহাই ঈশ্বর! রাজকুমারীকে রক্ষা কর। দোহাই ঈশ্বর! আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নিঃসন্দেহে প্রকৃতিস্থ কোরে রাখ।” সে এই রূপ ভাবতে ভাবতে তৎক্ষণাৎ ঘোড়া ফিরিয়ে দিলে। অনেক ক্রোশ পথ চোলে যাওয়াতে, কাজেই তা’র এ দিকে রাজধানীতে ফিরতে তোর হোয়ে গেলো। সে স্বর্ঘ্যো-দয়ের পূর্বে রাজধানীতে প্রবেশ কোরে রাস্তার মোড়ে মোড়ে দেখলে,—“রাস্তার নতুন জামাই!” দেখেই চোমকে উঠলো। মনে মনে ভাবলে,—“কি সর্বনাশ! যা’ ভেবেচি তা’ই। আর বিলম্ব করা ভাল নয়। এখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করি।” এই বোলে সে ঘোড়া থেকে নেমে, তৎক্ষণাৎ রাস্তাঃপুরে প্রবেশ কোলে। কেউ তা’কে কোন বাধা বাগড়া দিলে না। কারণ, ভ্রম সকলের চোক চেপে রাখলে। ষোষ্ঠ শিকারী তাকাতাড়ি রাজকুমারীর শয়নগৃহে প্রবিষ্ট হোয়ে দেখলে, ভ্রাতৃহন্তে ভ্রাতৃপতীর হৃদয়কাল উপস্থিত। সে তৎক্ষণাৎ শশব্যতে চীৎকার কোরে বোলে উঠলো,—“কাত হও, তাই!—কাত হও, তাই!” বোলেই কনিষ্ঠ ভ্রাতার হাত ধোলে। তৎক্ষণাৎ ছোট শিকারীর হাত থেকে তীক্ষ্ণ তরবারি ধোসে পোড়ে গেলো। সে অগ্রজের হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে অবাক হোয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো। রাজকুমারী

স্বপ্নে ছ'টি অভিন্ন মূর্তি দেখে, কি যে হোয়ে গেলেন—কি যে ভাবতে লাগলেন, তা' বর্ণন করা আমার সাধ্য নয়। আমি কেবল এই বোলতে পারি যে, তিনি এক পাশে সোরে গিয়ে বসী কোরে ঘোমটা টেনে দিলেন।

অনন্তর জ্যেষ্ঠ শিকারী কনিষ্ঠকে বোললে,—
“তাই! আমি যা' তেবে এসেছি, এখনি তা'ই হোতো। বিনী দোষে সরল রাজকুমারী তোমার এই আঘাতে প্রাণত্যাগ কোতেন। জন্ম আমারকে এ সময়ে এখানে এনে তাঁ'র কস্তার প্রাণ রক্ষা কোলেন। তাই! তোমার পত্নী হুচারণী নন, উনি পরম সতী। তোমাকে উদ্ধার করবার জন্তে—তোমার সন্ধান জানবার জন্তে আমি পরশু রাত্রে এই গৃহে তোমার পত্নীর সহিত অনেক কথা কোরেছিলেম—তোমার সমস্ত বৃত্তান্ত জেনে নিরেছিলাম। তা'র পর আমি সমস্ত রাত্রি এই স্থানে বোসে শিবপূজা কোবেছিলেম। কথায় যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, তবে দাঁসীবা সাক্ষী। তা'তেও যদি সন্দেহ হয়, তবে এই দেখ।” জ্যেষ্ঠ শিকারী এই কথা বোলেই তৎক্ষণাৎ কনিষ্ঠের হস্ত ধারণ কোরে সেই গৃহস্থিত একটা লোহার সিঁড়কের নিকট গিয়ে, তা'র পশ্চাৎ দিকে চেয়ে দেক্তে বোললে। কনিষ্ঠ শিকারী সেখানে চেয়ে, বাস্তবিক কতকগুলি বিষপত্র, আকন্দ ফুল ও ষাটশটি শিবমূর্তি দেক্তে পেল। তা'র পর জ্যেষ্ঠ শিকারী তা'কে বোলে,—“কেমন তাই! এতেও কি বিশ্বাস হয় না? বৎস! তুমি কি জানো না যে, আমি তোমার জ্যেষ্ঠ, সুতরাং তোমার পত্নী আমার মাতা বা কস্তা সম্বন্ধে? তোমার পত্নী সে দিন রাত্রে আমাকে চিনতে পারেন্ নি। উনি আমাকে ভেবেছিলেন যে, আমিই—তুমি। সেই জন্তেই তো আমি কোশল কোরে শিবপূজা কোরে সমস্ত রাত্রি এই স্থানে বোসেছিলেম। ঠুকে আমাকে স্পর্শ কোত্তে নিষেধ কোরেছিলেম। উনিও তা'ই কোবেছিলেন। এখন আমার কথা রাখো,

তোমার পত্নীর প্রতি আর কোন সন্দেহ কোরো না—রাগ কোরো না।” জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এই সমস্ত কথা শুনে, কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনেকটা প্রকৃতিস্থ হোলো বটে, কিন্তু একবারে সন্দেহ ত্যাগ কোত্তে পারেন না। জ্যেষ্ঠ শিকারী তা' বুঝতে পারেন।

এমন সময়ে সেই গৃহে রাজা, রাজমন্ত্রী ও অমাত্যগণ উপস্থিত হোলেন। তাঁ'রা হু'জন শিকারী বুঝকে এক রকম ঝেঁপে অবাক হোয়ে গেলেন। অনন্তর সমস্ত গোলযোগের মীমাংসা হোতে লাগলো। সে সকল আর এখানে বলবার আবশ্যক নাই। তা'র পর কনিষ্ঠ শিকারী তা'র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বোলে,—“আচ্ছা, আমি আমার পত্নীকে এবং তোমাকে নির্দোষী বোলে স্বীকার কোরবো, কিন্তু আমার পত্নীকে একটি কাজ কোত্তে হ'ক্কে।” জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বোললে,—“কি কাজ, তাই?” কনিষ্ঠ বোলে,—এখান থেকে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে একটি পর্বত আছে। তা' থেকে স্বর্ণার জল ঝোরে ঝোরে একটি বড় জলাশয় হোয়েচে। সেই জলাশয়ের নাম ‘সতীকুণ্ড’। যে জীলোক সতী, সে অন্যায়সে তা'তে অবগাহন মান কোরে তীরে উঠে আসতে পারে, কিন্তু যে অসতী সে জলে নাম্বামাত্রই পান্য হোয়ে যায়। আমার জীকে সেই কুণ্ডের জলে নেমে নাইতে হ'বে।” তা'র এই কথা শুনে, তখন রাজকুমারী সকলের অগ্রে নিজে বোললেন,—“আমি এখনি প্রস্তুত।” অনন্তর সকলে সেখানে গমন কোললে। পরে রাজকুমারী নিঃশব্দমনে সেই সতীকুণ্ডের জলে নেমে, তিন বার ডুব দিয়ে, তীরে উঠে এসে, স্বামীকে প্রণাম কোললেন। তখন সকলেই আক্লাদভরে ধস্ত ধস্ত বোলতে লাগলো। কনিষ্ঠ শিকারী আপনার ইচ্ছানুসারে পত্নীর সতীত্ব পরীক্ষা কোরে, সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ হোলো। কিন্তু অগ্রজের উপর অন্তর সন্দেহ কোরেছিলো বোলে, তা'র পা ছ'টি ধোরে, পুনঃ পুনঃ কক্ষা চাইতে লাগলো। তখন জ্যেষ্ঠ শিকারী কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে তুলে সানন্দচিত্তে কোলাকুলি কোললে।

অনন্তর রাজা প্রভৃতি সকলে জ্যেষ্ঠ শিকারীর বুদ্ধি-কৌশল, সচরিত্রতা ও ভ্রাতৃত্বের অনেক প্রশংসা কোন্ডে লাগলেন। তা'র পর সকলে রাজধানীতে ফিরে এলেন।

একাদশ অধ্যায়।

অনন্তর রাজা রাজসভাতে উপবিষ্ট হোয়ে সকলকে বোললেন,—“সভাসঙ্গণ! এখন তোমা-দিগে একটি গুরুতর কার্য সাধন কোন্ডে হ'বে। কোন্ পাপাত্মা নীচাশয় রাজদ্রোহী জান-পত্র লিখে আমার জামাতাকে আমার কন্ডার উপর, তা'র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপর এরূপ মন্দিত্ব কোরি-য়েচে—আমার পরমসতী কন্ডাকে কলঙ্কিনী কর-বার চেষ্টা এবং আমার উপর দারুণ কলঙ্কভার চাপা'বার কৌশল কোরেচে, তোমরা বিশেষরূপে তা'র অনুসন্ধান কর। যে ব্যক্তি সেই দুঃস্বাক্ষকে ধোরে এনে দিতে পারবে, আমি তা'কে পাঁচ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবো।”

রাজার এই আদেশ পেয়ে সকলেই অনেক অনুসন্ধান কোন্ডে লাগলো। ক্রমে ক্রমে প্রায় এক মাস গত হোয়ে গেলো, কিন্তু কেহই কৃতকার্য হোতে পারেন না। অনন্তর একদিন জ্যেষ্ঠ শিকারী রাজাকে বোলে,—“মহারাজ! সকলেই সাধ্যমত চেষ্টা কোলেন, কিন্তু আমি এত দিন চূপ কোরে আছি। কিন্তু এই বার আমি এক বার চেষ্টা কোরবো। আমার চেষ্টা স্বতন্ত্র। আপনি এক কাজ করুন; আপনার সমস্ত প্রজা ও আত্মীয়গণকে ডাকিয়ে এনে এক জায়গায় জড় করুন। তা'র পর আপনি তা'দিগে নিয়ে আমার সঙ্গে এক স্থানে চলুন। কোথায় সকলকে যেতে হ'বে—কি কোন্ডে হ'বে, তা' আমি এখন ভেঙে বোলবো না।” জ্যেষ্ঠ শিকারীর এইরূপ কথা শুনে, রাজা চোঁড়া পিটিয়ে দিলেন। রাজধানীর পাশে একটা খুব বড় মাঠে প্রজা প্রভৃতি সমস্ত লোক একত্র হোলো।

রাজার হুকুম ছিলো যে, যে না আসবে, সেই দোষী, তা'কে খুল দেবেন। সুতরাং সকলকেই আসতে হোলো।

অনন্তর জ্যেষ্ঠ শিকারী সকলকে সঙ্গে কোরে, প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূরে একটা নিবিড় বনের ভিতর প্রবেশ কোলে। সেই বনের ভিতর একটা শিব-মন্দির। বড় শিকারী পূর্বে শুনেছিলো যে, সেই শিবমন্দিরের একটি অতি চমৎকার গুণ আছে। কেউ কা'রো কিছু চুরি কোলে,—কেউ কোন বিষয়ে অপরাধী হোলে, সেই মন্দিরের কপাট কোন মতে ঠেলে খুলতে পারে না, কিন্তু অস্ত্র লোকে পারে। মন্দিরের কপাট সর্বদাই বন্ধ থাকে। অনন্তর জ্যেষ্ঠ শিকারী মন্দিরের কপাটের কাছে দাঁড়িয়ে বোলে,—“একে একে সকলে হাতে কোরে এই মন্দিরের কপাট ঠেলো। যা'র হাতের ধাক্কা কপাট খুলবে, সে নির্দোষী, কিন্তু যে খুলতে পারবে না, সে দোষী,—সে এই মিথ্যা অপবাদে মূল। সুতরাং সে মহারাজের বিচারে অতি কঠোর দণ্ড ভোগ কোরবে। যে এই কপাট খুলতে চা'বে না, সে অপরাধী না হোলেও অপরাধী।” অনন্তর সকলে কপাট ঠেলে ঠেলে খুলতে লাগলো।

যেমন এক এক জন খোলে, আবার তখন কপাট বন্ধ হোয়ে যায়। এই রূপে সমস্ত লোক নির্দোষী বোলে প্রমাণিত হোলো। কিন্তু সেনা-পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা যেমন কপাট ঠেলে, আর অমনি ঠিকরে পোড়ে গেলো। আবার উঠে ঠেলে, ফের পোড়ে গেল; কিন্তু কিছুতেই খুলতে পারেন না। তখন সকলেই তা'কে দোষী বোলে কোলাহল কোন্ডে লাগলো। তা'র মুখ শুকিয়ে গেলো—বুক ধড়াস্ ধড়াস্ কোন্ডে লাগলো। তখন রাজা তা'কে বাঁধতে হুকুম দিলেন। হাতে হাতকড়ি—পায়ে পাকড়ি দিয়ে বাঁধা হোলো। অনন্তর সকলে সেই দুঃস্বা সেনাপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে এলো।

অনন্তর রাজা হুকুম দিলেন,—“এই পাপাত্মা

রাজদ্রোহীকে অবিলম্বে শুলে দাও।” তৎক্ষণাৎ
জন্মানুগ সেনাপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নিয়ে গিরে,
শহরের মধ্যস্থলে একটা সর্বোচ্চ শূলে চোড়িয়ে
দিলে। দেক্তে দেক্তে হুসান্ধা আগত্যাগ কোরে।
সে মরবার সময় এই কথা বোলেছিলেন,—“ঈশ্বরের
রাজ্যে পাপ কাজ কখন ঢাকা থাকে না। এক
দিন না এক দিন পাপীকে পাপের প্রতিকূল পেতে
হয়।”

অনন্তর রাজা, এক জন আত্মীয়ের পরমস্থল্য
কল্যাণ সহিত ছোট্ট শিকারীর গুণবিবাহ দিলেন।

এইরূপে ছোট্ট শিকারী ও কনিষ্ঠ শিকারী স্ব স্ব
পত্নীর সহিত রাজবাড়ীতে পরমসুখে কালযাপন
কোত্তে লাগলো। ছোট্ট শিকারী রাজার আব
এক জন প্রধান মন্ত্রী হোলো। নবমন্ত্রী সুপারামর্শে
রাজার অনেক রকম উন্নতি হোত্তে লাগলো।
প্রজারা খুব সুখী হোলো। অনন্তর ছোট্ট শিকারী
ও কনিষ্ঠ শিকারী, পিতা মাতা ও পালক পিতা
মাতাকে রাজধানীতে আনিয়ৈ একসঙ্গে সুখে
অবস্থান কোত্তে লাগলো।

সম্পূর্ণ



চীনের কলসী।

প্রথম অধ্যায়।

যইকালের কথা বোল্‌চি—যখন এই বাঙ্গালা দেশে পালরাজারাজ্য কোতেন—সেই সময় এ দেশের এক ঙ্গী ছিলো। সে ঙ্গী আর এখন নেই। কখন যে হ'বে কি না, তা'ই বা কে বোল্‌তে পারে? সেই পালরাজারাজ্যের মধ্যে এক জন যে খুব বীর ছিলেন—তিনি যে অনেক দেশ বিদেশ লড়াইয়ে জিতেছিলেন, তা' বোধ হয়, যিনি বাঙ্গালার ইতিহাস পোক্তেছেন, তিনিই জানেন।

সেই রাজা এক সময় আসামের তিতর দিয়ে তিব্বত পর্যন্ত যুদ্ধ করতে যান। আসামের সময় ঐ দেশ থেকে কতকগুলি কারীকরকে কয়েক কোরে আনেন। সেই কারীকরেরা চীনের বাসন তোহিরি কোতো। রাজার ইচ্ছে ছিলো যে, বাঙ্গালা দেশেও চীনের বাসন তোহিরি হয়।

সেই কয়েকদীর মধ্যে একটি ১৩১৪ বছরের মেয়ে ছিলো। ঐ মেয়েটি চীনের বাসনের উপর খুব সরেস্ কাজ কোতে পাভো। রাজা তা'র কাজ দেখে তা'কেও এনেছিলেন। কিন্তু ঐ মেয়েটি এ দেশে এসে আর তেমন সরেস্ কাজ কোতে পাভো না—সে সর্ব্বদাই বিষম থাকতো—আর কি ভাবতো! কেন যে ভাবতো, তা' কেমন কোরে জান্‌বো? কিন্তু তা'রা যে কারণ বলে, রাজা কোন রকম কষ্ট দিতেন তা' নয়—বরং তা'দের স্নেহে থাকবার সুবন্দোবস্ত কোরে দিয়েছিলেন। যে কারখানা-ঘরে তা'রা কাজ কোতো, সেইখানে রাজা তা'দের এক জন ওপোর-ওলা রেখেছিলেন। সে, কে কেমন কাজ করে তাই দেখতো। এক দিন সে সেই মেয়েটিকে বোল্‌লে,—“দেখ, বাছা! তোমার কারীকুরী এখন আর সাব্বেকের মত হয় না কেন? ঐ দেখ দিকি, যে বাটিট তুমি দেশে থেকে এঁনেচো, ওটি

কেমন সুন্দোর চিত্তির করা! এখানে এসে পর্যন্ত ত তুমি একটি দিনও অমন কাজ কোল্‌লে না। রাজাকে কি জবাব দেবে বল দেখি?”

কিন্তু মেয়েটি তা'র কথার কোন উত্তরই দিলে না, কেবল কাঁদতে লাগলো; সেও আর কোন কথা না বোলে চোলে গেলো। ঐ সময় এক দল যুবা সেই কারখানায় বেড়া'তে এলো। তা'দের মধ্যে এক জন রাজসংসারে থাকতেন। রাজা তাঁকে বড়ই ভালবাসতেন। তাঁর নাম বিজয়চন্দ্র। তা'রা এসে দেখলে যে, ঐ মেয়েটি কাঁদচে।

বিজয় গিয়ে তা'কে জিগ্‌গেস্ কোলেন, “হ্যাঁগা বাছা! তুমি কাঁদচো কেন? কেনই বা মন দিয়ে কাজ কোচ্চো না? তুমি যখন দেশে ছিলে, তখন ত বেস্ কাজ কোতে?—ঐ বাটিট ত তোমার চিত্তির করা?”

মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বোলে,—“হ্যাঁ মশাই! আমিই ওটি চিত্তির কোরেছিলুম।—হার! মহারাজ যদি ওটি না দেখতেন”—এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে আর বোল্‌তে পাল্‌লে না—খুব টেচিরে কাঁদতে লাগলো।

বিজয় বোল্‌লেন,—“রাজা না দেখলে তুমি দেশে থাকতে কিন্তু তা' তেবে আর কোরবে কি বল? এখন যা'তে এই দেশেই স্নেহে থাকতে পার, তা'র চেষ্টা কর। রাজাও আর তোমার জেলে কয়েদ কোরে রাখেন নি।”

মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বোল্‌লে,—“মশাই! দেশের কথা ভুলবো কেমন কোরে?—দেশে যে এই পোড়াকপালীর বুড়ো বাপ মা আছেন—তা'রা যে না খেতে পেয়ে কত কষ্ট পা'বেন, সেই সব কথা মনে হোলে আর আমার কাজ কোতে ইচ্ছে করে না। আমি মনে মনে ঠিক কোরেচি, আর আমি কাজ কর্‌ম কোরবো না—তা' রাজা আমার

যদি মেরে ফেলেন, ভাগুই—আমার জালা যন্ত্রণা সব একবারে ঘুচে যাবে।”

আব একটি কারীকর সেখানে ছিলো। সে মেয়েটিকে বোলে,—দিদি, কি করবি বল?—রাজা, যা’ ইচ্ছে তা’ই কোত্তে পারেন। তা’ বোলে আপনার প্রাণ থোরানো কেন?”

এই কথা শুনে বিজয় বোলেন,—“রাজার যা’ ইচ্ছে তিনি তা’ই কোত্তবেন, তিনি কি এই অনাথা বালিকাটিকে মেরে ফেলবেন? তা’ যদি করেন, তিনি যোর অত্যাচারী!”

এই কথা ক’টি শুনে বালিকাটির ভরসা হোলো, সে বিজয়ের পায় ধরে বোললে,—“মশাই! আপনি আমার বাঁচান।—অথবা আমার এখান থেকে উদ্ধার করুন। আপনি মনে কোত্তলে পারেন।”

বিজয় বোললেন,—“দেখবো। প্রাণ পর্যন্ত পণ, তবু তোমার উদ্ধার কোরে, তোমার বাপ মার কাছে পাঠাবো।”

ঐ সময় আর একটি ঘুবক বোললে,—“ভাই! এমন ভাল কাজে চেষ্টা কোত্তবে, খুব ভাল। কিন্তু, ভাই! এমন উগ্রবৃত্তিতে এ কাজে হাত দিলে কি ফল হ’বে বলো? রাজার কাছে যদি এমন অবস্থায় কোন কথা বলো, তা’তে হিতে বিপরীত হ’বে।”

বিজয় পূর্রমত জেনেই বোললেন,—“তুমি কি কোত্তে বলো, সুবোধ? এই বালিকাটি এমনি কোবে কষ্ট সহিবে—দেখে, কে নিশ্চিত থাক্তে পাবে?”

সুবোধ বোললেন,—“নিশ্চিত থাক্তে বলি নে। কোঁশলে কার্যসাধনের চেষ্টা দেখো।”

বিজয় বোলেন,—“কোঁশল!—কোঁশল তোমার জ্ঞায় ব্যবহারাজীবীর সঞ্চল। আমার জ্ঞায় লোকের সাহসই বল।”

সুবোধ একটু হেসে বোলেন,—“যুদ্ধেও কি কোঁশলের প্রয়োজন হয় না?”

বিজয় বোলেন,—“যাও, ভাই! তোমার সঙ্গে আমি তর্কে পারবো না।” কিন্তু এই বার তাঁ’র ভাব কিছু নরম বোধ হোলো।

সুবোধ হেসে বোলেন,—“ভাই! তর্কই আমার ব্যবসা—তর্কই আমার বল।”

বিজয় “কিন্তু আমার অস্ত্র বল আছে” বোলে, কটিস্থ অসিতে হাত দিলেন।

সুবোধ।—কিন্তু, এ’ ক্ষেত্রে ওতে কোন্ কাজ হ’বে? বরং আমার কথা শোনো—আমার তর্ক-বল আগ্রহ কোরে একবার দেখো, তা’তে যদি কোন ফল হয়। আমার দ্বারা তোমার যখন যে কোন কাজ হোতে পারবে, আমি তা’তে অনা-রাসে প্রস্তুত আছি।

তা’র পর দু’জনে মিলে বাড়ীতে গিয়ে মন্ত্রণা কোরে মেয়েটির হোয়ে রাজার কাছে এক দরখাস্ত কোলে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সেই দিন বিকেল বেলা বিজয় সেই দরখাস্ত-খানি হাজে কোরে রাজার কাছে গেলেন। রাজা দরখাস্তখানি হাতে কোরে হাস্তে হাস্তে বোললেন,—“বিজয়! আমি তোমার পূজাপেক্ষা ভাল-বাসি। তুমি কি আমাকে অত্যাচারী স্থিবকোচ্চো?”

বিজয় কুণ্ঠিত হোয়ে বোললেন,—“মহারাজ! আপনাকে এমন কথা কে বোললে?”

রাজা বোললেন,—“বলবার লোকের অগ্রতুল কি? তুমিও আর লুকিয়ে বল নি।”

বিজয় বোললেন,—“মহারাজ! এমন কথা আপনাকে যে শুনিয়েচে, সে মিথ্যে শুনিয়েচে। আমি তা’ বলি নি। আমি একটি মেয়ের কষ্ট দেখে বোলেছিলেম—তিনি যদি এই অনাথা বালিকাটিকে মেরে ফেলেন্তো তিনি যোর অত্যাচারী। মহা-রাজ! এই সেই মেয়েটির পক্ষে দরখাস্ত।”

রাজা সেই দরখাস্তখানি পাঠ কোরে বোললেন,—“বিজয়! এই দরখাস্তখানি কে লিখেচে?”

বিজয়।—আমার বন্ধ সুবোধ।

রাজা।—সুবোধ? সে তো বিচারশাস্ত্রে বেদ-দক্ষ হোয়েচে। যা’ই হোক, এ দরখাস্তর যা’ উত্তর

দেবো, তা' তোমার বলি শোনো। কা'ল এই আদেশ বেরোবে যে, যে এক মাসের মধ্যে একটি স্তম্ভর চীনের কলসী প্রস্তুত কোত্তে পারবে, তা'কে হয় দেশে যেতে দেওয়া যা'বে, নয় ৫০০ শত স্তম্ভর পারিতোষিক দেওয়া হ'বে। এ ছ'য়ের যা' ইচ্ছা, সে নিতে পারবে; আর ঐ কলসীতে তা'র নাম খোদা থাকবে।”

বিজয় তাই শুনে তখনই সেই কারখানায় গিয়ে মেয়েটিকে এই খবর দিলেন।

মেয়েটি শুনে তখনই কলসী প্রস্তুত কোত্তে আরম্ভ কোলে।

তা'র পরদিন রাজার হুকুম বেকলো। হুকুম পেয়ে সকলেই কলসী প্রস্তুত কোত্তে আরম্ভ কোলে। কিন্তু, বোলতে কি, মেয়েটির মত একাগ্র হোয়ে কেউ কাজে এগুতে পারে না। কেন না, আর সকলের লোভ টাকার উপর, কিন্তু, মেয়েটির মা বাপকে দেখবার ইচ্ছা।

ক্রমে সকলের কলসী প্রস্তুত হোলো। বিজয় সেই মেয়েটির কলসীর নীচে লিখে দিলেন—

“ঘোষে তব নাম, ওহে মহারাজ !

এ পৃথিবী মাঝে সবে।

চারি দিকে স্তম্ভ যত অরিগণ

তব জ্যানিরোধ-রবে।”

তৃতীয় অধ্যায়।

ক্রমে মাসের শেষ দিন হোয়ে এলো—শেষ দিনে রাজা কলসীগুলি দেখবেন।

কলসীগুলি একটি ঘরে সাজানো হোয়েচে। কারখানাকর্তা উপস্থিত আছেন। কারীকরেরা কা'র-কপাল এসব হয় দেখবার জন্তে সবাই হাজির।

এমন সময় মহারাজ মন্ত্রীদেব সঙ্গে সেখানে এলেন। বলা বাহুল্য, সঙ্গে বিজয় ও স্তম্ভর ছিলেন।

তা'রা সকলে ঘরের ভিতর গেলেন।

রাজা একে একে কলসীগুলো অনেকক্ষণ ধোরে দেখতে লাগলেন। তা'র পর বোলেন,—

“বিজয়! দেখ তো ও কলসীটা কা'র?”

বিজয় শিয় একটি স্তম্ভর কলসী হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা কোলেন,—“এইটে?”

রাজা।—হাঁ।

বিজয়।—এইটি সেই মেয়েটির।

রাজা।—দাঁও দিকি দেখি।

রাজা কলসীটি নিলেন—অনেকক্ষণ ধোরে দেখলেন। তা'র পর একে একে সকলে কলসী দেখতে লাগলো।

সকলের দেখা চোলে রাজা সেই কারখানার কর্তাকে বোলেন,—“তুমি এই কলসীটে ঝেড়ে রাজসভায় নিয়ে এসো। আমরা চোলেম। এটা চীনদেশের রাজার কাছে পাঠাতে হ'বে। চীনরাজ দেখুন, আমার দেশেও চীনের বাসন হয়।” এই কথা বোলে রাজা চোলে গেলেন।

কারখানার কর্তা একজন লোককে সেটা মাজতে বোললেন।

সে জল দিয়ে ধু'তে ধু'তে এক বার সেই কলসীটে এনে কর্তাকে দেখা'লে; বলল,—“কর্তা মশাই! এই জায়গার রং উঠে যাচ্ছে।”

কর্তা।—কৈ দেখি?

সে লোকটা কলসীটা এনে দিলে। কর্তাটি আপনার চাদর দিয়ে একটা জায়গা খানিকক্ষণ মুছে বোলেন,—“হোয়েচে, আর যায় কোথা? এই বাব ব্যাটার মাথা ধেয়েছি।”

এই কথা বোলে কলসীটা নিয়ে চোলে গেলো।

চতুর্থ অধ্যায়।

এ দিকে বিজয় ও স্তম্ভর রাজার কাছ থেকে ছাড়চিটি নিয়ে সেই মেয়েটিকে খোলাসা কোরে বাড়ীতে নিয়ে গেলো। মেয়েটির যে আফ্লাদ হোয়েছিলো তা' আর কি বোলবে। সে

গিয়ে সুবোধের মা'র কাছে বিজয় সুবোধের কত প্রশংসাই কোত্তে লাগলো ।

হঠাৎ এমন সময় রাজাবাড়ী থেকে লোক এসে বিজয়কে বোললে,—“রাজার হুকুম,—আপনি আর এই মেয়েটি কয়েদ হোলেন ।”

শুনে বিজয় রেগে বোল্লে,—“কেন—কি জন্তে ? কারণ না শুনিরে আমার কয়েদ করে কে ?”

লোকটি বোললে,—“কারণটি ‘যে কি, তা’ আমি কেমন কোরে জান্বে। রাজা হুকুম কোরেছেন, আমি এয়েচি ; ক্ষমতা হয়, আপনাদের কয়েদ কোবে নিয়ে যাবো, না পারি, ফিরে গিয়ে কোল্বে, পারেন্ না ।”

এই সময় একটি ছ’টি কোরে গ্রাম সাত আটটি পাইক এসে উপস্থিত হোলো ।

এ কালে শমনের পেয়াদা মাহুকের বাড়ীতে ঢুকতে পারে না, সে কালে রাজার হুকুম হোলে, দরজা ভেঙে ঘুমন্ত মাহুকে বেঁধে নিয়ে যেতো, তা’তে দাদ ফৈরেন ছিলো না ।

সুবোধ বোললে,—“তাই বিজয় ! এ ক্ষেত্রেও অস্ত্র বল দেখা’বার দরকার নেই । আমার তর্ক-বলে তোমাদের উদ্ধার কোরবো ।”

বিজয় বন্ধুর কথাগুলি যথার্থ ভেবে, কাজে-কাজেই কয়েদ হোলেন । মেয়েটিও কাঁদতে কাঁদতে চোললো । রাজার হুকুম ছিলো না, তাই তা’রা বেঁধে নিয়ে গেলো না ।

এ দিকে সুবোধ আর দেরি না কোরে রাজদর-বারে গেলেন এবং বিজয় কেন কয়েদ হোয়ে-চেন, তা’র কারণ জান্বার জন্তে দরখাস্ত কোললেন ।

দরখাস্তে উত্তর এলো,—“বিজয় ঐ বালিকাটির কথামত সেই কলসীর পার—

“ঘোর অত্যাচারী তুমি,

ঘোসে তব নাম, ওহে মহারাজ !

এ পৃথিবী মাঝে সবে ।

চারি দিকে শুদ্ধ যত অরিগণ

তব জ্যানির্ঘোষ-রবে ॥”

এই কবিতাটি লিখেছিলেন, তাই তাঁ’দের কয়েদ করা হোয়েচে ।”

সুবোধ পেম্ভে কি ভাবলেন । তা’র পর তাড়াতাড়ি সেই কারখানার গিয়ে একে তা’কে কত কি জিজ্ঞাসা কোল্লেন । তা’র পর আবার রাজসভায় এসে বোল্লেন,—“মহারাজ ! আমি আমার বন্ধুর পক্ষে বিচার প্রার্থনা করি ।”

রাজা বোল্লেন,—“যখন দেখা যাচ্ছে যে, বিজয় আমাকে অপদস্থ কব্বার জন্তে এই কাজ কোরেচে, তখন তা’র আর বিচার কি ? তবে যদি এই ভাবে দরখাস্ত কর য়ে, যদি তা’কে নির্দোষ প্রমাণ না কোত্তে পারি, তা’ হোলে ভূমিও কয়েদ হ’বে, তা’ হোলে আমি বিচারপতিদের অনর্থক কষ্ট দিতে পারি ।”

সুবোধ তা’ই কোল্লেন ।

হির ছোলো পরদিন বিচার হ’বে ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

পরদিন বিচারস্থল লোকে লোকারণা । রাজা বিচারকদেব নিয়ে বোসে রোয়েচেন । এক ধাবে বিজয় হেঁটমুখে দাঁড়িয়ে আছেন ।

এমন সময় রাজা প্রধান মন্ত্রীকে সুবোধেব দরখাস্তখানি দিয়ে বোল্লেন,—“মন্ত্রী ! ভূমি এখানি সকলের সুস্থে পাঠ কর ।”

মন্ত্রী পোড়ুতে আরম্ভ কোল্লেন—

“মহারাজ ! আমি আমার বন্ধুকে নির্দোষী জেনে আপনার কাছে বিচার প্রার্থনা কোচ্ছি । যদি তাঁ’কে নির্দোষী বোলে প্রমাণ কোত্তে না পারি, তা’ হোলে বিচারকদিগকে অনর্থক কষ্ট দেওয়ার অপরাধে বন্ধুর সহিত কারাবাস কোরবো ।”

তা’র পর মন্ত্রী বোল্লেন,—“রাজার আদেশ আজ বিচার হ’বে । বিজয়ের অপরাধ এই যে, মহারাজকে অত্যাচারী বোলেচে । বোধ হয়, সকলেই জান, মহারাজ চীনের সীমান্তবাসী কতক-গুলি লোককে কয়েদ কোরে আনেন । সস্ত্রিতি

মহারাজ হুকুম দিচ্ছেলেন যে, তা'দের মধ্যে যে কেউ একটি মুল্লার কলসী প্রস্তুত কোরে রাজাকে তুষ্ট কোন্তে পারবে, রাজা তা'কে খোলোসা কোরে দেবেন, আর যদি সে এ দেশে থাকতে চায়, তা'কে ৫০০ শত স্বর্ণ পারিতোষিক দেবেন। ঐ বাসিকাটি একটি কলসী প্রস্তুত করে। রাজার সেইটি মনোনীত হয়। কিন্তু মেয়েটির অদৃষ্ট দেখ;—সে এই বিজয়কে দিয়ে তা'র উপর এই কয় ছত্র লিখিয়েচে—

(কলসীটি সুন্দরী পাঠ)

“ঘোর অত্যাচারী তুমি,
ঘোষে তব নাম ওহে মহারাজ !
এ পৃথিবী মাঝে সবে।
চারি দিকে স্তব্ধ যত অরিগণ
তব জ্যানিরোধ-রবে ॥”

এই কয়টি কথা পাঠ হ'বা মাত্র বিজয় বোললেন,—“মিথ্যা কথা, প্রথমের কয়টি কথা আমি কখনই লিখি নাই।”

মন্ত্রী।—লিখি কি না, তা'রি বিচার হ'বে। কিন্তু এই সমস্তটিরই হস্তাক্ষর একরূপ, বিশেষতঃ যে সব প্রমাণ পাওয়া গেছে, তা'তে বিজয় যে সম্পূর্ণ দোষী, তা'র তো আর কোন সন্দেহই হয় না; এখন ঈশ্বর করুন, যেন সে নির্দোষীই হয়।

এই কথা বোলে মন্ত্রী বোললেন। তা'র পর এক জন উঠে বোললেন,—“আপনারা সকলে দেখুন, বিজয় দোষী কি না।”

এই কথা বোলে তিনি কারখানার কর্তাকে ডাকা'লেন।

কারখানার কর্তা উপস্থিত হইল।

তিনি জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—

“আপনি এই কলসীটি আর কখন দেখেছিলেন?”

উত্তর।—অবশ্য দেখিচি। ওটি ঐ মেয়েটি আমার স্বমুখে কারখানায় বোসে তোইরি কোরেছিলো।

প্রশ্ন।—এতে যখন লেখা হয়, তখন তুমি উপস্থিত ছিলে?

উত্তর।—হাঁ, ছিলাম।

প্রশ্ন।—কে লেখে?

উত্তর।—ঐ বিজয়।

প্রশ্ন।—কি লেখেন, তা' তুমি জান?

উত্তর।—তা' আমি জানি না।

প্রশ্ন।—মহারাজকে এই কবিতাটি দেখায় কে?

উত্তর।—আমি।

প্রশ্ন।—কবে তুমি কবিতাটি পোড়েছিলে?

উত্তর।—যে দিন মহারাজ এট কলসীটি দেখেছিলেন।

প্রশ্ন।—মহারাজ তো উপরের ছত্র দেখতে পান নাই?

উত্তর।—তখন ওটি নীল রঙে ঢাকা ছিলো।

প্রশ্ন।—তুমি দেখতে পেলেন কি কোরে?

উত্তর।—মহারাজ আমাকে এটি মেজ-ধুয়ে রাজসভায় আন্তে বোলেন। আমি আমার ঐ চাকরকে এটি মাজুতে বলি। সে মাজুতে মাজুতে বোরে,—“মশাই! এই জারগার রংটা উঠে যাচ্ছে। আমি গিয়ে এই চাদর দিয়ে মুছতে মুছতে ঐ কথা ক'টি দেখতে পেলুম। তাই রাজাকে দেখালেম্।”

স্ববোধ জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—

“চীনের বাসনের রং কখন উঠে যায়?”

উত্তর।—পোড়া'বার পর যে রং দেওয়া যায় তা' উঠে যায়।

প্রশ্ন।—তুমি জান, পোড়া'বার পর কে এই রং দিয়েছিলো?

উত্তর।—তা' আমি জানি না।

প্রশ্ন।—ভাল, পোড়া'বার পর তুমি এই কলসী দেখেছিলে?

উত্তর।—হাঁ। আমি ওটি অল্প অল্প কলসীর সঙ্গে যে ঘরে সাজানো ছিলো, সেই ঘরে পাঠাই।

প্রশ্ন।—তখন তুমি দেখেছিলে ওতে কি লেখা আছে?

উত্তর।—অত লক্ষ্য করি নি।

সুবোধ বোললেন—“ভাল, আর তোমাকে
আমাব জিজ্ঞাস্তা নেই।”

দ্বিতীয় সাক্ষী, কর্তার চাকর।

রাজপক্ষীয় ব্যবহারাজীব জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—

“তুমি এ কলসীটি এর পূর্বে দেখেছিলে?”

উত্তর।—হাঁ।

প্রশ্ন।—কবে?

উত্তর।—কা’ল।

প্রশ্ন।—কোথায়?

উত্তর।—যে ঘরে এটি অনেকগুলি কলসীর
সঙ্গে সাজানো ছিলো।

প্রশ্ন।—এতে কি লেখা ছিলো জান?

উত্তর।—আমি পড়তে জানি নি।

সুবোধ জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—

“তুমি কলসীটি কত দূর হোতে দেখেছিলে?”

উত্তর।—নিজে হাতে কোরে দেখেছি।

প্রশ্ন।—তোমার হাতে এ কলসী গেলো কেমন
কোবে?

উত্তর।—কর্তা আমাকে মাজতে দিয়ে-
ছিলেন।

প্রশ্ন।—মাজত মাজতে তুমি কি দেখে-
ছিলে?

উত্তর।—দেখ্লেম্—নীল বং উঠে যাচ্ছে।

প্রশ্ন।—দেখে তুমি কি কোল্লেন?

উত্তর।—বর্তাকে দিলেম।

প্রশ্ন।—কর্তা দেখে কি বোল্লেন?

উত্তর নাই।

প্রশ্ন।—বোল্চো না কেন? তোমাকে সাজা
পেতে হ’বে।

উত্তর।—(স্বগত) হোয়েচে আর কি!—এই
বার কাটা’ব মাথা খেয়েচি।

সুবোধ।—বোসো তুমি বোসো।

তা’র পর সুবোধ আর দু’টি লোককে ডাকা-
লেন। তা’র একটিকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—

“তুমি কারখানায় কাজ কর?”

উত্তর।—আমি বাসন তোইরি হোলে পোড়া-
বার ঘরে নিয়ে বাই।

প্রশ্ন।—তুমি এই কলসীটি কখনো পোড়া-
বাব ঘরে নিয়ে গিয়েছিলে?

উত্তর।—হাঁ।

প্রশ্ন।—কেমন কোরে তোমার স্ববণ হোলো
যে, এটি তুমি নিয়ে গিয়েছিলে?

উত্তর।—আমি ঝুড়িতে কোরে এটির সঙ্গে
আবো অনেকগুলি কলসী নিয়ে গিয়েছিলেম বটে,
কিন্তু সবব ভিতর নিয়ে গেলে এটা পড়ো-পড়ো
হোয়েছিলো। আমি এটাকে ভাল কোরে বসা’বার
সময় এই ছবিটে দেখ্লেম্, দেখে বড় সন্দেহ বোধ
হোলো; অই অনেকক্ষণ ধোরে দেখ্লেম্, তাই
তো চিন্তে পার্চি।

প্রশ্ন।—জীবির নীচে কি রং ছিলো মনে হয়?

উত্তর।—নীল রংই ছিলো।

প্রশ্ন।—এ লেখাগুলো দেখেছিলে?

উত্তর।—হাঁ।

প্রশ্ন।—এ কি লেখা জান?

উত্তর।—আমি পোড়তে জানি নি।

প্রশ্ন।—ক’ সাব লেখা ছিলো?

উত্তর।—তা’ আমি গুণি নি।

সুবোধ।—ভাল, তুমি বোসো।

তা’র পর তিনি অপর লোকটিকে জিজ্ঞাসা
কোল্লেন,—

“তুমি কারখানায় কি কাজ কর?”

উত্তর।—আমি বাসন তোইরি হোলে
পোড়াই।

প্রশ্ন।—তুমি এ কলসী পুড়িয়েছিলে?

উত্তর।—হাঁ।

প্রশ্ন।—কেমন কোবে চিন্লে?

উত্তর।—ঐ লোকটি (বাহককে দেখাইয়া)

আমায় ছবিটি দেখায়, তাইতে চিন্চি।

প্রশ্ন।—ভাল, ও লোকটি এ কলসীটি কোথায়
রেখেছিলো?

উত্তর।—একটা ঝুড়ির উপর।

প্রশ্ন।—তা'র পর তুমি কখন পোড়া'তে দিবে-
ছিলে ?

উত্তর।—তা'র অনেক পরে ।

প্রশ্ন।—তখন তুমি কি কোচ্ছিলে ?

উত্তর।—কখন ?

প্রশ্ন।—যখন ঐ লোকটি এগুন্নি তোমার কাছে
নিরে যায় ?

উত্তর।—তখন বোসেছিলাম ।

প্রশ্ন।—ও লোকটি রেখে কি কোল্লে ?

উত্তর।—চোখে গেলো ।

প্রশ্ন।—তা'র পর তুমি কি কোল্লে ?

উত্তর।—আমি পোড়া'বার জন্তে আগুন
কোত্তে লাগ্লেম ।

প্রশ্ন।—তুমি যখন আগুন কোচ্ছিলে, তখন
আর কেউ সে ঘরে গিয়েছিলো ?

উত্তর।—মনে হয় না ।

প্রশ্ন।—মনে কোরে বলো ?

উত্তর।—(ভাবিয়া) কত গিয়েছিলেন ।

প্রশ্ন।—কিসে স্মরণ হোলো ?

উত্তর।—তিনি আমার জিগ্গেস্ কোরেছিলেন,
এখনো আগুন হয় নি ?

প্রশ্ন।—তুমি তা'তে কি বোলেছিলে ?

উত্তর।—আমি একমনে আগুন কোত্তে
বাগ্লেম, কিছু বলি নি ।

প্রশ্ন।—কত কখন চোলে গেলেন ?

উত্তর।—তা' টের পাই নি ।

প্রশ্ন।—আর এসেছিলেন ?

উত্তর।—টের পাই নি ।

প্রশ্ন।—ভাল, তুমি কলসীটি কখন আগুনে
দেও, স্মরণ হয় ?

উত্তর।—হয় ।

প্রশ্ন।—কিসে ?

উত্তর।—আমি সব কলসীগুলি একে একে
আগুনে দেবার জন্তে, বুড়িতে আমার পেছনে
থেকে ডান দিকে এনেছিলাম, এক এক কোরে
সবগুলি আগুনে দিবে দেখ্লেম, এটা আমার

পেছনে মেজ্জেতে বসানো আছে । তা'র পর
সব শেষে এটা আগুনে দিই ।

প্রশ্ন।—তুমি আব একটু আগে বোল্লে,
এটা বুড়ির উপর বসানো ছিলো, এখন বোল্চো,
তুমি এটা তোমার পেছনে মেজ্জের উপর থেকে
নিরে আগুনে দিবেছিলে । মেজ্জের উপর কে
বেখেছিলো জানো ?

উত্তর।—আমি বোধ করি—কত ।

প্রশ্ন।—তোমার এরূপ অহুমান করবার
কাবণ কি ?

উত্তর।—তিনি একবার বোলেছিলেন এই
কলসীটি নিশ্চয়ই রাজাব মনের মত হ'বে ।
আব কি বোলেছিলেন, আমি বুঝতে পারি নি ।
তাইতেই বোধ কোচ্ছি, তিনি এটা হাতে কোন্ডে
দেখে থাক্বেন ।

প্রশ্ন।—তুমি কলসীগুলি আগুনে থেকে তুলে
কি কোরেছিলে ?

উত্তর।—আমি সবগুলি কত্তার কাছে দিদ্দে
এসেছিলাম ।

প্রশ্ন।—কত তখন কি কোচ্ছিলেন ?

উত্তর।—একটা বাটিতে নীল রং গুল-
ছিলেন ।

সুবোধ।—বোসো তুমি বোসো ।

রাজা।—আমার বেস্ বোধ হোচে, থলস্ভাব
তত্তাবধায়ক এই কাণ্ড কোরেচে ।

সুবোধ।—মহারাজ ! তদ্বিষয়ে কোন সন্দে-
হই নেই । আমি কা'ল সন্ধ্যাকালে কারখানাব
ঘারে এই কাগজটুকু পেয়েছিলাম ; এতেই সব
মীমাংসা হ'বে ।

এই বোলে সুবোধ মহারাজের হাতে এক
টুকরো কাগজ দিলেন ! মহারাজ দেখ্লেম যে,
তা'তে প্রথম ছত্র ছাড়া স্লোকটি লেখা রোয়েচে ।
তা'র উপরে অনেকগুলি ম, ঘ, র, অ, ত, চ, ও, ।,
খ, ৌ লেখা রোয়েচে, আর স্লোকের ঐ অক্ষর-
গুলিও মোটা হোয়েচে । তা' ছাড়া, ঘোর অত্যা-
চারী তুমি, ২০১২৫ বার লেখা আছে । তা'র

অনেকগুলি লেখার সাদৃশ্য কর্তার মেথার সঙ্গে মিললো; সুতরাং কর্তার আর কথা ক'বার বোটা রোইলো না।

তিনি দোষী সাব্যস্ত হ'লেন। রাজার হুকুম তাঁ'কে তিরস্কারের মত শ্রীঘরে বাস কোন্ডে হোলো। বিজয় খোঁসোসা পেলেন। বিশেষতঃ রাজা সুবোধের উপর বড় খুশী হোলো বিজয় আর সুবোধকে ছ'টি উচ্চ কর্ম দিলেন। 'বিজয় সহকারী সেনাপতি ও সুবোধ নগরের প্রধান বিচারকের পদ পেলেন।

বালিকাটি যে খোলোসা ধেরে ঘেঁশে গেলো, তা' আর বলবার অপেক্ষা কি?

ষষ্ঠ অধ্যায়।

যথামত্রে বালিকাটি চীনের মুলুকে গিয়ে আপনার বাপ মাকে দেক্তে গেলে। কিন্তু তা'র শোকে তা'র বাপ মা এত অধীর হোলো কাল-বাশন কোচ্ছিনো যে, তা'র আর তুলনা নেই। এখন তা'রা তা'দের একমাত্র আদরের মেয়েটিকে পেয়ে যেন হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেলেন। বালিকাটি, কি কোরে বঙ্গদেশের রাজার কাছ থেকে মুক্তি লাভ কোরেছে, তা' তা'র পিতা মাতা আর গ্রাম-জুড় সকল লোককে খুলে বোলে। তা'রা তা'র

কথা শুনে অবাক হোলো গেলো। সে যে তাঁকার লোভে মা বাপের ও দেশের মায়া ছাড়তে পারে নি, এই জন্তে সকলে তা'র কত প্রশংসা কোন্ডে লাগলো। বিশেষতঃ সে যে কৌশল কোরে মুক্তি লাভ কোরেছে, এ কথা শুনে পদ্মাপুত্রীর আর আনন্দের সীমা রোইলো না।

ক্রমে সেই বালিকাটির কথা চীন রাজ্যের রাজার কর্ণগোচর হোলো। তিনি তাঁ'র রাজ্যের একটি অন্নবয়স্ক বালিকার এরূপ অকৃত বুদ্ধি ও দেশভক্তির কথা শুনে বড় সুখী হোলেন। অবিলম্বে লোক পাঠিয়ে দিয়ে মেয়েটিকে তা'র পিতা মাতার সঙ্গে রাজধানীতে আনা'লেন। তা'র পর মন্ত্রীদেব সঙ্গে পরামর্শ কোরে, তা'র পিতা মাতার ক্ষত নিড়ে আশ্রয় দিবে ছোট ছেলেটির সঙ্গে মেয়েটির বিবাহ দিলেন। বালিকাটি চীনসম্রাটের পুত্রবধূ হোলো পিতা মাতার সঙ্গে রাজবাড়ীতে সুখে কালযাপন কোন্ডে লাগলো।

অনন্তর চীনদেশের রাজা কনিষ্ঠ পুত্রবধূর মতামুসারে তাঁ'র মুক্তিদাতা বিজয় ও সুবোধকে কৃতজ্ঞতা জানা'বার জন্তে পাঁচ পাঁচটা কোরে চীনে গড়নের দশটি খাটি সোণার কলসী উপহার পাঠিয়ে দিলেন। সেই দশটি কলসী ওজনে ১/৫ হিসাবে ১১ এক মোণ দশ সের; দাম ২০ টাকা ডরি হিসাবে ৮০,০০০ আশী হাজার টাকা।

সম্পূর্ণ।



দুই সন্ন্যাসী।

প্রথম অধ্যায়।

চাঁদপুর গ্রামে জনার্দিন নামে একটি লোক বাস কোত্তো। তা'র বয়েস প্রায় ৪৫ বৎসর। চুর্ভাগ্যক্রমে তা'র একটি পুত্র বই আর কেউই ছিলো না। পুত্রটির নাম ভাগ্যধর। জনার্দিন সেই ছেলোটিকে নিয়েই কাল কাটাতো। ভাগ্যধরও পিতাকে বিশেষরূপে ভক্তি প্রদা কোত্তো। জনার্দিনের আর্থিক অবস্থা বড় ভাল না হওয়াতে ছেলোটিকে বেশ কোরে লেখা পড়া শেখাতে পারে নি। কিন্তু উত্তমরূপে লেখা পড়া শেখা'তে বোলে যে, ছেলোটির স্বভাব চরিত্র মন্দ, এ কথা গ্রামের কেউই বোলতে পাঠো না।

ভাগ্যধরের বয়েস যখন ১৮ বৎসর, তখন তা'র পিতা জনার্দিনের জরবিকারে মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুতে ভাগ্যধরের ভাগ্য একবারে ধোর অন্ধকারে ডুবে গেলো। এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অন্ধকারে আলোক, রৌদ্রে বৃক্ষের ছায়া, ভরে সাহস এবং জীবনে জীবন স্বরূপ পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে বালক ভাগ্যধর হতাশ হোয়ে পোড়লো। বাবা বাবা বোলে যে কতই কাদতে লাগলো, তা' তা'র মত অবস্থার লোক বই আর কে বুঝবে? পিতার মৃত্যুর দিন থেকে সে দিন দিন কেমন এক রকম হতাশ ও উদ্ভাস হোতে লাগলো। আহা! নিজার ইচ্ছা নাই—গৃহে মন নাই—শরীরে বল নাই। সর্বদাই চক্ষের জলে ভগবানের কাছে মনের দুঃখ জানা'তে লাগলো। গ্রামের লোকেরা তা'কে অনেক কোরে সাধনা কোত্তে লাগলো বটে, কিন্তু তা'র অস্থির অন্তঃকরণের মধ্যে সে সাধনা কোন-মতে আর স্থান পেলো না।

যথাসময়ে ভাগ্যধর পিতার শ্রাদ্ধাদি কার্য শেষ কোলো।

লোকে বলে এবং দেখেও পাওয়া যায় যে, শোক চিরকাল সমানভাবে মানুষকে অস্থির কোত্তে পারে না। শোকের প্রথম উদ্ভাস বেরূপ অসহ্য, কিন্তু পরে আর তেমন থাকে না,—গ্রীষ্মকালের নদীর স্রোতের মত ক্রমে ক্রমে কোমে যায়। কিন্তু ভাগ্যধরের শোক দিন দিন বেড়ে উঠতে লাগলো। তা' বাড়বারই কথা যে;—আপনার বলবার আর যে তা'র কেউই নাই। কা'র মুখ দেখে সে আর পিতৃশোক বিম্বিত হ'বে? যেখানে জল নাই, সেখানকার আগুন নেবানো বড় শক্ত। ভাগ্যধরের আপনার আর কেউ নাই, সুতরাং তা'র শোকও বা'বার নয়।

এইরূপে কিছু দিন যায়। এমন সময়ে এক দিন ভাগ্যধর ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ঘুমিয়ে পোড়লো। তা'র যে ঘুমোবার ইচ্ছা ছিলো তা' নয়; তবে কেবল একটানা ভাবনাতেই সে তা'র অজ্ঞাতসারে ঘুমিয়ে পোড়লো। এমন সময়ে হঠাৎ সে এইরূপ স্বপ্ন দেখলে,—যেন তা'র মৃত পিতা আকাশের কোলে একখানি খুব বড় মেঘের উপর বোসে বোলো,—“ভাগ্যধর! কেন বাবা, তুমি আর আমার জন্তে এমন কোরে শোক দুঃখ ভোগ কোত্তো? আমি আর যাবো না; আমাকে তুমি আর ও পাপ পৃথিবীতে দেখে পাবো না, কিন্তু আমি এক সময়ে তোমাকে আমার কাছে দেখে পাবো। তুমি এক কাজ কর,—যাবজীবন ধর্ম কর্ত্ত কর—জগতের উপকার কর, কিন্তু অপকারের ভাবনাও ভেবো না। তা'

হোলেই তোমাতে আমাতে আবার একসঙ্গে
সুখে থাক্তে পারবো; আর দেখ, বাবা! আমি
তোমার বিবাহ দিয়ে আস্তে পারি নি বোলে বড়
দুঃখিত আছি; কিন্তু এখন আমি এই আশীর্বাদ
করি, তুমি একটি রাজকন্যা লাভ কর।” এমন
সময়ে সহসা ভাগ্যধরের নিদ্রাভঙ্গ হোলো। সে
ভৎস্পন্ন আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলে,
হু’ একধারা ঝেঁষ তেলে যাচ্ছে বটে, কিন্তু মেঘের
উপর তা’র পিতা নাই। সে উপর দিকে অনেক-
ক্ষণ ধোঁরে তাকিয়ে কি ভাবতে লাগলো।
ভাগ্যধর প্রায় বেলা ১টার সময় তজ্রাবেশে এই
স্বপ্ন দেখেছিলেন।

অনন্তর সে ঘরের ভিতর ঢুক মজের মাটি
খুঁড়ে একটা ঘটা বা’র কোন্নে। সেই ঘটাটিতে
তা’র পিতার ২০০ টাকা ছিলো। এই টাকার
কথা ও ঠিকানা সে পূর্বে তা’র পিতার নিকট
শুনিয়েছিলো। ভাগ্যধর সেই ২০০ টাকা দিয়ে
ঘরে তাল দিবে, কৌথায় বেরিয়ে চোলে পেলো,
গ্রামের কোন লোক তা’ জানতে পারেন না।

সুখে তা’র পিতা তা’কে বোলেছিলেন,—“ধর্ম
কর্ম কর—জগতের উপকার কর, কিন্তু অপকারের
ভাবনাও ভেবো না। তা’ হোলেই তোমাতে
আমাতে আবার একসঙ্গে সুখে থাক্তে পারবো।
এই স্বপ্নপ্রকৃত কথাগুলি ভাগ্যধরের জীবনের মূলমন্ত্র
হোলো। ধর্ম কর্ম ও পরোপকারের দিকে
তা’র মনের গতি একটানা হোলো। ভাগ্যধর
এই নব গতির বেগেই গৃহত্যাগী হোয়ে চোলে
গেলো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

চাঁদপুর থেকে প্রায় ৫ ক্রোশ পশ্চিম দিকে
শুভেশ্বর নামে একটি তীর্থ আছে। প্রতিদিন
এই তীর্থে অনেক বাতীর সমাগম হয়। তীর্থ-
পর্যটক সমাসীরা এখানে শুভেশ্বর মহাদেবকে

দর্শন কোত্তে আসে। তীর্থগুলি কাঙালীর
আড্ডা, ছুতরাং এখানেও কাঙালীর অভাব নাই।

প্রায় সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময়ে পিতৃহীন
ভাগ্যধর এই শুভেশ্বর তীর্থে এসে উপস্থিত
হোলো। তক্তিতাবে মহাদেবকে পূজা ও প্রণাম
কোরে, সন্ধ্যার আবতি দেখবার জন্ত অপেক্ষা
কোরে যোইলো। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হোলো।
তখন শুভেশ্বরের পাণ্ডারা শুভেশ্বরের আরতি
কোয়েন। তক্তপণ চারদিকে দাঁড়িয়ে ঘোড়হাত
কোরে আরতি দেখতে লাগলো। তা’দের মধ্যে
ভাগ্যধরও ঘোড়হাত কোরে দাঁড়িয়েছিলো।
শিবের আরাতি শেষ হোয়ে গেলো। অনন্তর
ভাগ্যধর শুভেশ্বরের নাটমন্দিরের মধ্যে এক
স্থানে শুয়ে স্তব্ধ যাপন কোন্নে।

প্রভাত হোলো। কাঙালীর পাল দেখা
দিলে। সন্ধ্যা নতুন বাতীর কাছে তা’রা পরমা
কড়ি বাবার কাপড় তক্তে করে। না দিলে
নাছোড় বান্ধা। কাঙালীগুলো যুক্ত যুক্ত ভাগ্য-
ধরের কাছে গিয়ে “জয় হোক, বাবা! জয় হোক,
বাবা! বোলে গোলমাল লাগিয়ে দিলে। ভাগ্যধর
নতুন বাতী, ছুতরাং কাঙালীদের গোরাবারো!

তখন ভাগ্যধর টাকার পুঁটলীটি খুলে, ২০০
টাকার মধ্যে থেকে ৫০ টি টাকা সেই সকল
কাঙালীকে দান কোরে সকলে সমান ভাগ
কোরে নিতে বোন্নে। সে দিন বৈশাখী পূর্ণিমা;
ছুতরাং কাঙালীর সংখ্যা এত বেশী হোয়েছিলো
যে, সেই ৫০ টাকার অংশ প্রত্যেকের ভাগ্যে
১০ আনার হিসেবে পোড়লো। কাঙালীরা হাত
তুলে ভাগ্যধরকে আশীর্বাদ কোত্তে কোত্তে অস্ত
দিকে চোলে গেলো। ভাগ্যধরও শুভেশ্বরের
প্রাতঃপূজা কোরে অস্ত তীর্থের উদ্দেশে প্রস্থান
কোললো।

৫৬ দিন গত হোয়ে গেলো। ভাগ্যধর আর
এক তীর্থে উপস্থিত। শুভেশ্বর তীর্থ থেকে
সেই তীর্থটি ৩০ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিম দিকে।
সেই তীর্থের নাম সপ্তর্ষি-আশ্রম। সাতটি মন্দিরে

অঙ্গিরা, পুণ্ড্র প্রভৃতি সাত জন ঋষির প্রতিমূর্তি আছে। এই তীর্থে অনেকে সন্ন্যাসবেশ ধারণ করে। এই জন্তে ভাগ্যধরও সন্ন্যাসবেশ ধারণ কোরে। বিজয়নগর নামে এক জন সন্ন্যাসিতক রাজার খরচে এখানে নবসন্ন্যাসীবা সন্ন্যাসবেশের উপযুক্ত ত্রিশূল, চিম্‌টে, তুধী, কষল, কোপিন, জটা, রুদ্রাক্ষের মালা, তামার বালা, বিহুতি, তিলকমাটি, সিদ্ধি, গাঁজা, কোকে, ভিক্ষের ঝুড়ী, খড়ম্, শাঁক, মুগচৰ্শ্ম প্রভৃতি সমস্ত সামগ্রী অঙ্গি পায়। ভাগ্যধর এই সকল দ্রব্যো সন্ন্যাসবেশ ধারণ কোরে। বোঝ্বে কি, সেই নতুন সন্ন্যাসী দেক্তে বড় সুন্দর হোলো। বাস্তবিক বালক সন্ন্যাসীর রূপ অতি অপৰূপ দেখায়। নবসন্ন্যাসী ভাগ্যধর গাঁজা, সিদ্ধি, কোকে ছাড়া অত্যাশ্চ সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ কোরে সপ্তমিকে পূজা ও প্রণাম কোরে বৈষ্ণবাথ তীর্থে প্রস্থান কোরে। তা'র সঙ্গে সেখান থেকে ৪০।৫০ জন পুরোনো ও নতুন সন্ন্যাসীও চোলো। তা'দের মুখ থেকে ঘন ঘন “হর হর বোম্ মহাদেব!—হব হর বোম্ মহাদেব!” শব্দ নির্গত হোয়ে আকাশ পুরিয়ে দিতে লাগলো।

ভাগ্যধর আর তা'র সহচর সন্ন্যাসীরা ক্রমে ক্রমে ৭।৮ দিন এ বন সে বন—এ পাহাড় সে পাহাড়—এ গ্রাম সে গ্রাম দিয়ে যেতে লাগলো। অবশেষে তা'রা সাঁওতাল পরগণা বা জঙ্গল-মহলের ভিতর প্রবেশ কোরে; তখন বেলা ১২টা বেজেচে। একে বৈশাখ মাস, তা'তে ঠিক ছপূর বেলা। পথশ্রান্ত সন্ন্যাসীদের পিপাসায় গলা শুকিয়ে উঠলো। বা'র বা'র তুধীতে বতটুকু বতটুকু জল ছিলো, তা' অনেকক্ষণ আগে ফুরিয়ে গিয়েছিলো। এখন বোবাক তুধীই খালি, কিন্তু পিপাসা দ্বিগুণ। সকলেই জল জল কোরে চারদিকে পৌজাখুঁজি কোন্ডে লাগলো, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কোথাও জল পাওয়া গেলো না। বা'রা যুবা ও বলিষ্ঠ গোচের সন্ন্যাসী, তা'রা তৃষ্ণার কাতর হ'য়েও কতকটা সামলে থাকতে লাগলো বটে, কিন্তু বৃদ্ধ ও দুর্বল

সন্ন্যাসীরা “প্রাণ যায়, প্রাণ যায়” বোলে গাছতলার বোসে পোড়লো—কেউ বা শুয়ে পোড়লো।

পিতৃশোকাভিভূত কোমলরুদ্র ভাগ্যধর সন্ন্যাসীদের এইরূপ কাতরতা ও দুঃখহা দেখে, নিজে পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হ'লেও, তা'দের জন্তে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত ও উৎকণ্ঠিত হোয়ে উঠলো। সেই স্থানটা একপ নিবিড় জঙ্গল ও ছোট ছোট পাহাড়ে পৰিপূর্ণ যে, তা'র ২।৩ কোশের মধ্যে কোন গ্রাম বা লোকালয় নাই। গ্রীষ্মকালে ছোট ছোট পাহাড়ে জল পাওয়া যায় না—অরুণা ফরণা সব শুকিয়ে যায়। পাহাড়ের নীচের মাটি ঢালু বোলে জল দাঁড়াতে পাবে না, গড়িয়ে চোলে যায়, কাজেই সর সর নালাগুলোও শুকিয়ে খট খট করে। গ্রীষ্মকালে ছোট ছোট পাহাড়গুলোর তো এই গুণ, তা'তে আবার তেতে উঠে সূর্যের চেয়েও যেন আগুন ঢালতে থাকে।

সন্ন্যাসীরা নিরাশায় নিরাশ হোয়ে “হা ঈশ্বর, হা ঈশ্বর” বোলে ডাক্তে লাগলো। ভাগ্যধরও তৃষ্ণাতুর সন্ন্যাসীদের এক পাশে দাঁড়িয়ে হাত দু'টি বোড় কোরে উদ্ধমুখে পুনঃ পুনঃ বোঝ্বে লাগলো,—“পরমেশ্বর! তোমার এই সকল বিপদ সন্তানকে বাঁচাও।” এইরূপে প্রায় ১৫।১৬ মিনিট গত হোয়ে গেলো। এমন সময়ে ৮।১০ জন সাঁওতাল তীর, ধমুক, কোদাল, সাবল, দড়ী বাকে কোরে সেই দিকে আসতে লাগলো। ভাগ্যধর তা'দিগে দেক্তে পেয়ে, তাড়াতাড়ি তা'দের কাছে দৌড়ে গিয়ে বোল্লে,—“ওগো, তোমরা কি এখানকার লোক? বল বল, জল পাই কোথা? পিপাসায় আমরা বড় কাতর হোয়েচি।”

সাঁওতালরা বোল্লে,—“বড় মুন্সিলের কথা; ২।৩ কোশের ভিতর জল নাই। এ বছর এ অঞ্চলে বড় অনাবিষ্টি। ভাল, তোমরা পথ থাকে কি জন্তে এমন কুপণে এসেচো?”

ভাগ্যধর বোল্লে,—“আমরা অপরিচিত লোক, কখনো এ দেশে আসি নি; বৈষ্ণবাথ তীর্থে যা'ব ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু এখন দেখ্‌চি, আমাদের

কপালে বাবার চরণদর্শন আর ঘোটুলো না। এই এতগুলি লোককে তৃষ্ণার ছাতি কেটে মোস্তে হোলো।” এই কথা বোলে ভাগ্যধর পুনর্বার ঈশ্বরের প্রতি মনঃসংযোগ কোলে। সঙ্গী সন্ন্যাসীরা পিপাসার বস্ত্রাঘ হাহাকার কোন্তে লাগলো। কিয়ৎক্ষণ পরে ভাগ্যধর সাঁওতালকে বোলে,— “আচ্ছা, ভাই সকল! তোমরা যদি দয়া কোরে এই স্থানে একটি কোরা কেটে দিতে পার, তা’ হোলে আমরা প্রাণে বাঁচি। এই বই আর অস্ত্র উপায় নাই।” সাঁওতালেরা বোলে,—“তা’ পারি, কিন্তু আমরা গরিব মানুষ, ছ’ পয়সা পা’বার অস্ত্র অমুক জায়গায় কাজ কোন্তে লাগি; সুতরাং তোমাদের কোরা কাটতে গেলে আমরা খাব কি? যদি খাবার যোগাড় কোরে দিতে পার, তবে আমরাও কোরা কেটে জলের যোগাড় কোরে দিতে পারি।” তৎক্ষণাৎ ভাগ্যধর বোলে,—“তোমরা কত মজুরী চাও?” তখন সাঁওতালদের মধ্যে একজন বোলে, “আমরা দশ জন লোক, ৩ টাকার হিসেবে ৩০ টাকা নেবো। এক এক জনে ৩ টাকা কোরে পেলে তিন গুণ খাটুনি খেটে এমন শক্ত পাথুরে জায়গা থেকেও এক ঘণ্টার মধ্যে জল তুলে দেবো।” ভাগ্যধর তা’দের এই আশাসকর বাক্য শুনে তৎক্ষণাৎ সন্মত হোলো। পাছে তা’রা সন্ন্যাসী দেখে টাকার বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ করে, এই অস্ত্র অগ্রে তা’দের হাতে ৩০ টি টাকা দেওয়া হোলো। তা’রা ভাগ্যধরের কাছে থেকে এতগুলি টাকা একবারে পেয়ে মনে মনে বোলতে লাগলো, “এই ছেলে সন্ন্যাসীটির যোগসিদ্ধি এখনো ভরপুর হয় নি। এখন এ যোগবলে টাকা তোইরি কোন্তে শিখেচে, কিন্তু জল আনতে শেখে নি। তা’ যা’ হোক, আজ আমাদের কপালে এতগুলি টাকা আর এদের কপালে কোরার জল ছিলো।” তা’রা এইরূপ ভাবতে ভাবতে এ দিক্ সে দিক্ দেখে, মনের মত একটা জায়গা বেছে নিয়ে, কোরা খুঁড়তে আরম্ভ কোলে। এক ঘণ্টারও কম সময়ে ৪০ টি ত্র্যাহুর লোকের জীবনকুণ্ড

প্রস্তুত হোয়ে গেলো। সন্ন্যাসীদের আর আনন্দের সীমা রোইলো না। যে ব্যক্তি উঠে বোসতে পাচ্ছিলো না, সেও জলের নাম শুনে, নড়ী আর ঘটা নিয়ে, গড়িয়ে গড়িয়েও কোরার কাছে গিয়ে, জল তুলে আশ মিটিয়ে পান কোলে। সকলের জল পান করা চুকে গেলো। সকলে মিলে ভাগ্যধরকে প্রাণ ধুলে আশীর্বাদ কোন্তে লাগলো। তা’র পর সন্ন্যাসীরা আপন আপন ঘটা, তুষী প্রভৃতি জলপাত্রগুলিতে জল পুরে নিলে। জল যে কি বস্তু, এই বার সন্ন্যাসী ঠাকুররো বুঝতে পারেন, তাই তোষা তুষী টেটুঘুর কোরে ভোরে নিলেন। অভিধানকর্তা পণ্ডিতেরা সাধ কোরে কি জলের নাম রেখেচেন “জীবন”? জীবন=জল আর জল=জীবন।

অনন্তর ভাগ্যধর সঙ্গী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে নিয়ে বৈষ্ণনাথ তীর্থ যাত্রা কোলেন। সাঁওতালেরাও খুশী হোয়ে ঐস্থান থেকে চোলে গেলো।

তৃতীয় অধ্যায়।

দিন কএক পরে ভাগ্যধর ৮ বৈষ্ণনাথ মহা-দেবেব পাদপদ্ম দর্শন কোরে আত্মাকে চরিতার্থ কোলে। তা’র অনেক দিনের আশা আজ পরিপূর্ণ হোলো। তা’র সঙ্গী সন্ন্যাসীরা তা’র কাছে বিদায় নিয়ে জগন্নাথক্ষেত্রে চোলে গেলো। তা’কেও যা’বার অস্ত্রে তা’রা অনেক অমরোখ কোরেছিলো, কিন্তু সে গেলো না। সে কামরূপে গিয়ে ৮ কামাখ্যাদেবীর চরণ দর্শন করবার ইচ্ছে কোলে।

যে দিন ভাগ্যধর কামরূপ যা’বে, সে দিন সে বেলা ৮টার সময় একটি বুঝতী বিধবাকে তা’র কাছ দিয়ে কেঁদে কেঁদে যেতে দেখলে। পূর্বেই বোলেছি, ভাগ্যধরের হৃদয় বড় কোমল। সে পনের হুংখু দেখলে নিজের হুংখু ভুলে যায়। ভাগ্যধর বিধবাটিকে কাছে ডেকে বোললে,—“মা।

আমি তোমার ছেলে ; আমাকে দেখে লজ্জা কোরো না । খুলে বলো, কেন তুমি কাঁদতে ?”

বিধবা স্ত্রীলোকটি বোললে,—“বাবা ! আমি আমার স্বামীর সঙ্গে এখানে তীর্থ কোত্তে এসেছিলুম ; কিন্তু আজ চার দিন হোলো, তাঁ’কে সাপে ধরে আমাকে বিধবা কোরেচে । যা’ কিছু সঙ্গে ছিলো, তাঁ’র গতি কোত্তে খবচ হোয়ে গেচে । আর একটিও পরসো নেই যে, বাড়ী ফিরে যাই । আমি মেয়ে নোক, নজ্জার কা’বো কাচে কিছু চাইতে পাচ্চি নি, কেবল কৈদে কৈদেই আকুল হোচ্চি । বাবা, আমার কি হ’বে, বাবা ?”

ভাগ্যধর তৎক্ষণাৎ ২০টা টাকা তা’র হাতে দিয়ে বোললে,—“তুমি এই টাকা পথথরচ কোবে বাড়ী যাও ।” বিধবা ভাগ্যধরকে ধন্ত ধন্ত কোত্তে লাগলো ; আব বোললে,—“বাবা বদ্দিনাথ তোমার মঙ্গল করুন ।”

ভাগ্যধর আর বড় বিলম্ব কোল্লে না ; “জয় শিব শঙ্কু” বোলে কামরূপ যাত্রা কোল্লে । সঙ্গে আর কেহই নাই—একাকী । পথে ৫১৬ দিন গত হোয়ে গেলো । এমন সময়ে এক দিন বেলা ১২টার সময় ভাগ্যধর একটা নির্জন ঞ্শানে গিরে উপস্থিত । ঞ্শানের ধারে একটা সরু নদী ধীরে ধীরে বোন্ধে যাচ্ছে । এখানে সেখানে পোড়া কাঠ, কয়লা, ছেঁড়া কাপড়, মাটির কলসী, ভাঙা খাট, ছেঁড়া লেপ, কাঁথা, বালিশ, মজ্জর হাড়, মজ্জর মণা পোড়ে রোয়েছে । ভাগ্যধর এই সকল দেখে দেখে একটা বটগাছের তলায় গিরে বোসলো । ঞানিকক্ষণ কি ভাব্তে লাগলো । তাঁ’র পর আপনা আপনি বোল্তে লাগলো, “হার, এইরূপ ঞ্শানে আমি আমার জীবনের শেষ অবলম্বন জীবনদাতা পিতাকে বিসর্জন দিরেচি ! যে ঞ্শান হোতে আমি উন্নাসীন সন্ন্যাসী, সেই ঞ্শানেরই কোলে আজ আমার বোসে আছি । ঞ্শান ! আমার বাবা কোথায় ? তুমিই তো তাঁ’কে হুকিরে রেখেচো, এক বার দেখাও না ?” এমন সময় পেছান দিকে

মাছুষের কথা শোনা গেলো । ভাগ্যধর মুখ ফিরিবে চেয়ে দেখলে, দু’জন লোক একটা মড়া কাঁধে কোরে ঞ্শানে আস্তে । দেখে দেখে সেই দু’জন লোক কাঁধ থেকে মড়াটাকে নামিয়ে মাটির উপরে ধড়াস কোবে ফেলে । ফেলেনই লাগি মাতে লাগলো আব বোল্তে লাগলো,—“এ বাটা’র মড়াকে আবাব পোড়াবে ! বাটা ঞ্জামাদের টাকা ধেবে মোরে’ গেলো, এখন ঞামরা টাকা পাই কোথা ? ই রে হতভাগা বাটা ! ধারের টাকা না শুধে যদি তো’র মব্বার ইচ্ছে ছিলো, তবে আমাদের কাছে টাকা ধার কোল্লে কেন ? দে শালাকে লাগি মেবে নদীতে ফেল দে । ধেরো লাগাব আবাব গতি কোব্বে ।”—যা শালা অগত্যেব মড়া হোয়ে নরকে যা !” এই বোলে আবার তা’রা সেই মড়াটার উপর জোবে জোরে লাগি মাতে লাগলো ।

ভাগ্যধর তা’দের এইরূপ গর্হিত কার্য দেখে নিতান্ত দুঃখিত হোলো । সে তাড়াতাড়ি সেই লোক দুটো’র কাছে এসে বোল্লে,—“ওহে ভাই ! তোমরা মাছুষ হোয়ে মবা মাছুষের উপর কেন এমন অত্যাচার কোছো ? ছি ছি, এ কাজ কি কোত্তে আছে ? তোমরা গতি কোরে ওকে আরো ঞগী কর ; সেরূপ কোলে ধর্ম আছে । একজন মাছুষ মোবে গেলো, তাঁ’র ঞন্তে তোমা-দের ছঃখু হোলো না, কি না সামান্ত টাকার ঞন্তে ছঃখু হোলো, তাই ওকে অমন কোছো । গতি কর—গতি কব ।”

ভাগ্যধরের কথা শুনে তা’রা বোল্লে,—“বাও যাও, সন্ন্যাসী ঠাকুর, তোমার তব্বকথা বোল্তে হ’বে না । তোমার যদি অন্ত দয়া, তবে ও’র ধার শুধে ও’র গতি কর না কেন ? টাকা বে কি বস্ত, যা’র ধার সেই ঞানে । তোমার পেলে তুমিও বুভতে মাছুষের চেয়ে টাকা কত বড় ।” তা’দের এই কথা শুনে ভাগ্যধর বোল্লে,—“এই লোকটা তোমাদের কত টাকা ধারতো ?” তা’রা বোল্লে,—“১০০ টাকা ।” ভাগ্যধর বোল্লে,—“আচ্ছা,

তোমরা ১০০ টাকা পেলে এর গতি কোরবো, বল ?” তা’রা বোল্লে,—“তৎক্ষণাৎ।”

তখন ভাগ্যধর ১০০ টাকা শুণে তা’দের হাতে অর্পণ কোল্লে। তা’রা ভাগ্যধরের এরূপ অপকৃপ পরোপকার দেখে একেবারে অবাক হোয়ে গেলো। আফ্রান্দে আটখানা হোয়ে বোল্লে,—“এমনতর পরের উপকারী না হোলে কি আর সন্ন্যাসী হয়।” এই বোল্লে, অবিলম্বে তা’রা চিতে সাজিয়ে সেই মৃত লোকটির সংকার কোল্লে। ভাগ্যধর কার্যের শেষ পর্য্যন্ত সেখানে দাঁড়িয়ে বোইলো। অনন্তর ভাগ্যধর এক দিকে ও তা’রা অস্ত্র দিকে চোলে গেলো।

—

চতুর্থ অধ্যায়।

তা’র পর ভাগ্যধর আরো দিন দু’য়ের পথে গিয়ে সকালবেলা একটা বনের ভিতর ঢুকলো। সেই বনটা খুব নিবিড়। বড় বড় শাল গাছ, শিঙা গাছ, দেবদারু গাছ, বট গাছ, অশোদ গাছ কত যে সে বনটার ভিতর জন্মেচে, তা’র ঠিকানা নাই। জামা, দোয়েল, পাগিয়া, টিয়া, শালিক, কাক এ গাছে সে গাছে উড়েউড়ি কোচ্ছে আর আপনাদের মনে ডাক্চে। সেই বনটির গভীর নৃষ্টি ও অপূর্ণ শোভা দেখলে ভগবান্কে প্রণাম কোন্তে আপনা আপনি মাথা হুয়ে পড়ে। ভাগ্যধর বড় ঈশ্বরভক্ত, তাই সে সেই বনের ভিতর প্রবেশ কোরে একটা খুব বড় গোছের শিঙা গাছের তলায় বোসে পোড়ে একমনে ঈশ্বরকে চিন্তা কোন্তে লাগলো। প্রায় আধ ঘণ্টা সময় উত্তরে গেলো, তবু সে আর সেখান থেকে উঠলো না। এমন সময় সে সহসা বনের পশ্চিম দিকে এই গানটি শুন্তে পেলো—

যোগিঞা-ভৈরব—চৌতাল।

গাও রে বনবিহঙ্গ রঙ্গে সে রজন্যাথে।

যা’র রক্তরঙ্গ রবি-ছবি সমুদিল প্রভাতে ॥

যা’র প্রভাবে স্বভাব শোভিল

নূতন উজল আলোকে ;—

আঁধার ভাগে, ভুবন জাগে

ঈশ-ভকতি-ভরা চিত্তে ॥

ভাগ্যধর এই গানটি শুনেই তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়া’লো! সে এতক্ষণ যা’কে হৃদয়ের মধ্যে পূজা কোচ্ছিলো, সেই বিশ্বরচয়িতা পরমেশ্বরের গুণগান শুনে একেবারে মোহিত হোয়ে গেলো। কোন্ ঈশ্বরভক্ত প্রাতঃকালে এমন কঠিনধা বর্ষণ কোচ্ছে, জানুয়ার জন্তে সে পশ্চিম দিকে গানের শব্দ লক্ষ কোঁরে যেতে লাগলো। খানিক দূর গিয়েই দেখে যে, আর একজন সন্ন্যাসী ভক্তি-গঙ্গাচর্চিতে এই গানটি গেয়ে পূর্ব দিকে আসচে। সেই সন্ন্যাসীটির বয়েস আন্দাজ ৩০।৩১ বৎসর। নতুন সন্ন্যাসী ভাগ্যধরের যেরূপ বেশ, সেই সন্ন্যাসীটিরও তা’ই; তবে বেশীর ভাগে দাড়ী গোঁফ বেরিয়েচে আর হাতে একটা কিসের পুঁটুলি আছে।

ভাগ্যধর সেই বনচারী সন্ন্যাসীকে দেখে প্রণাম কোল্লে। সে ব্যক্তি ভাগ্যধরকে বয়েসে ছোট দেখে হাত তুলে আশীর্বাদ কোল্লে। তা’র পর ভাগ্যধর সেই সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা কোলে,—“প্রভু, আপনি কে?—কোথেকে আসছেন?—নাম কি?”

বনচারী সন্ন্যাসী ভাগ্যধরের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে উল্টে প্রশ্ন কোল্লে, “তুমি কে?—কোথেকে আস্চো?—নাম কি?”

ভাগ্যধর উত্তর কোল্লে,—“আমি অনাথ, পিতার মৃত্যুতে গৃহত্যাগী হোয়ে সন্ন্যাসী হোয়েচি; বৈষ্ণব তীর্থ থেকে আস্চি; আমার নাম ভাগ্যধর।”

ভাগ্যধরের এই কথা শুনে সেই সন্ন্যাসীটি বোল্লে,—“ভাই! আমিও তোমার মত অনাথ, আমার আর কেউই নাই। তা’ বেন্ হোলো, আজ থেকে ঈশ্বর সাক্ষী কোরে, এস আমরা দু’জনে বহুত্ব স্থাপন করি। আমরা দু’জনে

সর্বদা একসঙ্গে থাকবে। আমি তোমাকে ছোট ভাইটির মত গ্লেহ কোরবো।”

তা’র এই কথা শুনে ভাগ্যধর অতিশয় আশ্চর্য হইল। অনন্তর, পরম্পরে বহুদূর স্থাপন কোরে ত্রিশূল বিনিময় কোল্লে। তা’র পর বড় সন্ন্যাসী ছোট সন্ন্যাসীকে বোল্লে,—“ভাই ভাগ্যধর ! আজ আমি তোমার সন্ন্যাসীর উপযুক্ত একটি নাম প্রদান করি ;—আজ থেকে তুমি ‘সথানন্দ’ নামে পরিচিত হোলে। আমার নাম ‘বান্ধবানন্দ’।”

অনন্তর বান্ধবানন্দ ও সথানন্দ উভয়ে মিলে সেই বনের শেষভাগে এসে উপস্থিত হোলো। সেখানে একটি শিবের মন্দির ও একটি বৃহৎ জলাশয় ছিলো। হু’জনে সেই জলাশয়ে স্নান কোরে, শিবের পূজা কোরে, ফলমূল ভক্ষণ কোলে। তা’র পর হু’জনে সেখান থেকে পূর্বোক্তর দিকে যেতে লাগলো। বান্ধবানন্দ সথানন্দের মুখে কামরূপ যা’বার কথা আগেই শুনেছিলো।

এখন ভাগ্যধর বা সথানন্দ আর একাকী নয়, সঙ্গে পরমবদ্ধ বান্ধবানন্দ। ক্রমে ক্রমে হু’জনে বড় ভাব হোলো। হু’জনেই হু’জনের স্নেহে সুখী ও দুঃখে দুঃখী। সর্বদা হু’জনের মুখে ঈশ্বরের নাম ও ধর্মের আলোচনা। এইরূপে ৪৫ দিন কেটে গেলো। অনন্তর উভয়ে আর একটা বনের ভিতর প্রবেশ কোলে ; তখন বেলা ছপুর হোয়েচে। সথানন্দ হাজার হোক এখনো ছেলেমানুষ, একবারে না জিরিয়ে সটান বেশী দূর হাঁটতে পারে না। কাজেই সে ক্লান্ত হোয়ে বান্ধবানন্দকে বোল্লে,—“ভাই ! একবার একটু বোসে জিরুলে ভাল হয় না ? আমার পা কোমর বড় বাধা কোচ্ছে।” বান্ধবানন্দ তৎক্ষণাৎ সম্মত হোলো। উভয়ে একটা আমলকী গাছের ছায়ার বোসলো। সথানন্দ বান্ধবানন্দের গায়ে ঠেস দিয়ে পা ছুঁটি ছড়িয়ে আরাম নিতে লাগলো। বান্ধবানন্দ সথানন্দকে অতিশয় ক্লান্ত দেখে তা’র গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। অত্যন্ত পরিশ্রমের

পর বিশ্রাম আর অত্যন্ত জাগরণের পর নিদ্রা হু’য়েই সমান। দেক্তে দেক্তে সথানন্দ ঘুমিয়ে পড়লো। বান্ধবানন্দের কাঁধের উপর সথানন্দেব মাথাটি ছিলো, ঘুমের ঘোরে নটিয়ে পড়লো। তখন বান্ধবানন্দ বহুদূর ঘুমন্ত দেখে মৃগচক্ষুখানি পেতে তা’র উপর আস্তে আস্তে গুইয়ে দিলে। সথানন্দ শ্রমের আনন্দে নিদ্রানন্দ ভোগ কোন্তে লাগলো। পাশে জাগ্রত বান্ধবানন্দ আমলকী গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বোসে রোইলো।

এমন সময়ে বান্ধবানন্দের সম্মুখে অথচ খানিকটে দূরে একটি বুড়ী দেখা দিলে। তা’র মাথায় কাঠের বোঝা, হাতে লাঠি। সে সেই বনের ভিতর কাঠ ভাঙতে এসেছিলো। বুড়ী সেই কাঠের বোঝাটা মাথায় কোরে আস্তে আস্তে হঠাৎ হৌচোট খেয়ে বোঝা শুদ্ধ খড়াস্ কোরে পোড়ে গেলো। এমনি পড়ন পড়লো যে, তা’র হৌচোট-খাওয়া পায়ের একখানা হাড় সোরে গেলো ; বড় কন্ কন্ ঝন্ ঝন্ কোন্তে লাগলো। বুড়ী আর উঠতে পারল না, কাবু হোয়ে ঘরগায় চেঁচাতে লাগলো ; চোকের জলে বুক ভেসে গেলো। সে তখন বান্ধবানন্দের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বোলতে লাগলো,—“বাবা ঠাকুর, আমার প্রাণ যায়, একবার এসে দয়া কোরে আমাকে ধোয়ে তোলো।”

বান্ধবানন্দ তখন জানতে পারল, বুড়ী অত্যন্ত জখম হোয়েচে। অমনি তৎক্ষণাৎ বুড়ীর কাছে দৌড়ে গেলো। আস্তে আস্তে তা’কে তুলে বসা’লে, কিন্তু বুড়ী উঠে দাঁড়াতে পারল না। তখন বান্ধবানন্দ তা’র ভাঙ্গা পায়ের হাড়খানায় হাত দিয়ে দেখলে যে, সেখানা সোরে পোড়ে অনেকটা উঁচু হোয়ে উঠেচে। তখন বান্ধবানন্দ একবার বুড়ীর কাঠের বোঝার দিকে কি তাকিয়ে দেক্তে লাগলো ; আবার একবার নিদ্রিত সথানন্দের দিকে ও দৃষ্টিপাত কোলে। সথানন্দ তখনো নিদ্রিত।

তা'র পর বান্ধবানন্দ বুড়ীকে বোললে,—বাছা! আমি তোমার ভাড়া হাড় বোড়া দিয়ে দেবো, কিন্তু তোমাকে একটি কাজ কোত্তে হবে।" বুড়ী যাতনায় কান্দতে কান্দতে বোললে,—“কি কোরবো, গোঁসাই?” বান্ধবানন্দ বোললে,—“তোমার কাঠের বোঝার ভিতর এই যে ছটো গাছের ডাল আছে, তা' যদি আমাকে দিতে পারো, তবে আমি এখন তোমার আরাম কোরে দিতে পারি।” বুড়ী বোললে,—“বাবা ঠাকুর! শুধু ঐ ছটো ডাল কেন, বোঝা শুদ্ধ তুমি নেও, বাবা! আমার পা ভালো কোরে দাও, আমি আরো ডাল ভেঙে এনে দেবো।” বান্ধবানন্দ বুড়ীর কথায় একটু হেসে উঠে মনে মনে বোললে,—“বোঝা তো বোঝা, যে প্রাণের যন্ত্রণায় মাছব কাতর হয়, সেই প্রাণ পর্যন্তও দিতে চায়। যন্ত্রণার চেয়ে আর শত্রু নাই।” তা'র পর বুড়ীকে বোললে,—“বাছা তোমার বোঝায় আমার দরকার নাই, শুধু এই ছ'টি গাছের ডাল চাই।” বুড়ী বোললে,—“তাই নেও ঠাকুর! উঃ, পা গেলো গো! বাবা, নীগুগির ডাল কোরে দেও।” বুড়ী প্রার্থনায় সম্মত হোলো, বান্ধবানন্দ ভাড়াভাড়ি আমলকী গাছের তলায় গিয়ে, যে পুটুলীটির কথা আগে বোলেচি, সেইটি নিয়ে আবার বুড়ীর কাছে এলো। তা'র পুটুলী খুলে তা'র ভিতর থেকে কি এক রকম ওষুধের গুঁড়ো বা'র কোরে বুড়ীর পায়ের ঘোবে দিলে। তৎক্ষণাৎ যেমন পা তেরি পা; কনকনানি বন্বনানি কোথায় চোলে গেলো, যেখানকার হাড় সেখানে যুড়ে গেলো। তখন বুড়ী আক্সাদে বান্ধবানন্দকে কত বার মাথা ঠুকে ঠুকে প্রণাম কোলন্দে এবং সেই গাছের ডাল ছটো বা'র কোরে দিলে। সেই ছটো যে কি গাছের ডাল, তা' বুড়ীও জানে না, আমিও জানি না, জানে কেবল বান্ধবানন্দ সন্ন্যাসী। তা'র পর বুড়ী আবার কাঠের বোঝা নিয়ে বাড়ী চোলে গেলো। বান্ধবানন্দও সেই ছ'টি ডাল নিয়ে সখানন্দেয় কাছে এলো। সখানন্দ খন্ডবান্ধবা-

নন্দসংবাদ কিছুই জানতে পারে নি; কারণ সে এখনো নিদ্রিত, কিন্তু পাশ কিরে শুয়েচে।

অনন্তর বান্ধবানন্দ সখানন্দকে আগিরে বোলে, “ভাই! বেলা কত হোয়েচে, দেখেচো? আর না, চল এখান থেকে প্রস্থান করি।” এই বোলে ছ'জনে বনের ভিতর থেকে বেরলো। খানিক দূর যেতে যেতে সখানন্দ বান্ধবানন্দকে বোলে,—“বন্ধু! এ আবার কি? এ ছ'টো গাছের ডাল নিয়ে কি হ'বে? মিছামিছি এ হাড়পেকেয় বোঝা কেন?” বান্ধবানন্দ উত্তর দিলে,—“ভাই! যা'কে রাখ, সেই রাখে।” সখানন্দ আর কিছু বোলে না। অল্প কথা পেড়ে ছ'জনে পথ চোলতে লাগলো। আগে খানিক পথ গিয়ে বান্ধবানন্দ এক মরা পাখী দেখে পেলো। পাখীটে খুব মজ, তা'র ডানা ছ'খানা বড় বড় কুলোর মত। দেখল বোধ হয়, পাখীটে, যেন গরুড় পক্ষীর বংশোদ্ভূত। বান্ধবানন্দ ভেবে তৎক্ষণাৎ সেই মরা পাখীটির ডানা ছ'খানা গোড়া সাপুটে মুচুড়ে ভেঙে নিলে। তা' দেখে সখানন্দ বোলে,—“বন্ধু! আমরা সন্ন্যাসী, পাখীর ডানায় আমাদের কি হ'বে? এ ছ'খানা কেলে দাও। বান্ধবানন্দ বোলে,—“না, ভাই! ফেলা হ'বে না। এই তো তোমাকে খানিকক্ষণ আগে বোলেচি, যে, যা'কে রাখ, সেই রাখে।” সখানন্দ হেসে বোললে,—“তবে রাখ, ভাই!”

তা'র পর তা'রা বন থেকে বেরিয়ে একটা বড় পথ ধোরে চোলতে লাগলো। সে দিনের সন্ধ্যার সময় একটা গুপ্তপ্রবেশ কোরে একটি অতিথিশালায় প্রবেশ নিয়ে রাত্রি যাপন কোত্তে লাগলো।

পঞ্চম অধ্যায়।

অনন্তর কিছু দিন পরে বান্ধবানন্দ ও সখানন্দ কামরূপ জীর্ষে উপস্থিত হোলো। সেখানে ৬ কামাখ্যাদেবীর পীঠ অতি বিখ্যাত। এই পীঠ

একর পীঠের অন্তর্গত একটি। তা'রা হু'জনে ভক্তিপূর্ব্বক ৮ কামাখ্যাদেবীর পূজাদি কোরে একটি ঠাকুরবাড়ীতে আশ্রয় নিলে। স্থানান্তর ইচ্ছা এই যে, কামাখ্যা তীর্থে এক মাস কাল অবস্থিতি করে! কাজেই বান্ধবানন্দকেও তা'র মতে মত দিতে হলো। উভয়ে একসঙ্গে সেই ঠাকুরবাড়ীতে অবস্থান কোতে লাগলো। সেই ঠাকুরবাড়ীতে আরো ১৫।১৬ জন সন্ন্যাসী ছিলো; কিন্তু তা'রা হু'জনে তা'দের সঙ্গে না মিশে একটি আলাদা জায়গা ঠিক কোরে নিলে। তা'রা যে ঘরটিতে বাস কোতে লাগলো, সেটি বেঙ্গ পরিষ্কার ও নির্জন।

এক দিন সকালবেলা বান্ধবানন্দ ও স্থানন্দ ঠাকুরবাড়ীর দরজার দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় দেখলে, কামরূপ শহরের লোকগুলো আহ্লাদে উন্নত হয়েছে। সকলেই নতুন ও রঙচঙে কাপড় পোরে রাত্তার এ দিক ও দিক ঘাড়ে—আসচে। শহরময় আনন্দের কোলাহল। রাত্তার ধারের ছোট বড় সমস্ত দোকান ও বাড়ীগুলি ভাল ভাল রঙ্গিণ কাপড়ে, রঙ্গিণ কাগজে ও ফুলের মালায় বেঙ্গ সাজানো হয়েছে। ছাতগুলোর উপরে লাল নিশান উড়ুচে। শহরটি দেক্তে বড় সুন্দর হয়েছে। স্থানন্দ আচমকা শহরের এমন ভাব পরিবর্তন দেখে অবাক হয়ে গেলো। ব্যাপারটা কি, জানবার জন্তে সে বান্ধবানন্দকে বোললে,—“ভাই বান্ধবানন্দ! এর মানে কি?—আজ এখানে কিসের উৎসব?” বান্ধবানন্দ বোললে,—“ভাই! তুমিও যেখানে, আমিও সেখানে, তুমিও যা' ভাবচো, আমিও তা'ই ভাবছি। আজ্ঞা, দাঁড়াও, এই শহরের একজন বাসেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করি।”

এমন সময়ে একজন বুড়োকে দেখে বান্ধবানন্দ জিজ্ঞাসা কোললে,—“বশাব, আজ এই শহরে কিসের উৎসব?” বুড়ো লোকটি বোলে,—“আজ আমাদের রাজকন্তে ৮ কামাখ্যাদেবীর পূজা কোতে যা'বেন। তিনি প্রতি অমাবস্তাতে নগর

ভ্রমণ কোরে দেবী দর্শন কোতে যান। তাঁ'র এরূপ হুকুম আছে যে, প্রতি অমাবস্তাতে শহরের সমস্ত লোক আপন আপন অবস্থানস্বারে বেশ ভূষা কোরবে, বাড়ী ঘর দোর দোকানপাট সাজা'বে। আজ অমাবস্তা তিথি, রাজকন্তের কালীপূজার দিন, তা'ই আজ এই উৎসব।” তখন বান্ধবানন্দ বোলে,—“তিনি কখন রাজবাড়ী থেকে বেরবেন?” বুড়ো লোকটি উত্তর দিলে,—“তিনি এতক্ষণ বেরিয়েচেন; বোধ হয়, আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই এই পথ দিয়ে কালীমন্দিরে যা'বেন। এই পথ দিয়েই তিনি বরাবর গিয়ে থাকেন।” বুড়োটি এই কথা বোলে সেখান থেকে চোলে গেলো।

বান্ধবানন্দ ও স্থানন্দ রাজকন্তেকে দেখবার জন্তে সেইখানে দাঁড়িয়ে রোইলো। দেক্তে দেক্তে লোকের ভিড় হোয়ে উঠলো। এমন সময়ে “ঐ রাজকন্তে আসচেন—ঐ রাজকন্তে আসচেন” বোলে ভয়ানক গোল উঠলো। লোক গুলো মাঝ রাত্তা ছেড়ে হু'ধারে সোয়ে দাঁড়াতে লাগলো। ধাক্কার উপর ধাক্কা—গু'তোর উপর গু'তো। কা'রো কাপড় হিঁড়ে গেলো—কা'রো টুপী পোড়ে গেলো—কা'রো বা পাগড়ী এলিরে গেলো। কেবল হড়োহড়ি আর ঠেলাঠেলি। ভিড়ের মাঝে পোড়ে ছোট ছোট ছেলেগুলি চোঁচিয়ে কেঁদে উঠতে লাগলো। দোকানদারেরা তাড়াতাড়ি দোকানপাট সামলাতে লাগলো। রাত্তার হু'ধারী ছাত ও বাগাডার উপর পেঠাপিঠি কোরে লোক দাঁড়িরে গেলো।

এমন সময়ে রাজনার শব্দ উঠলো। দেক্তে দেক্তে নানা রঙের নিশান দেখা দিলে। মেয়ে-মাহুবে নিশান ধোরেচে—মেয়েমাহুবে কাড়া, নাগরা, জগন্নাথ, ডম্ব, ঢোল, কঁাসী, বাঁদী, সানাই, তুরী, ভেরী, শাঁখ বাজাচ্ছে—মেয়ে-মাহুবে নাচে—মেয়েমাহুবে গাচ্ছে—আবার মেয়েমাহুবেই বেত হাতে কোরে ভিড় সরাসে। সকলেই মেয়ে। যেন চাঁদের হাট! তা'র পর

৪০টি খুব শাদা ধপ্পে ঘোড়ায় একবয়েসী সুল্লরী যুবতী খোলা তলোয়ার হাতে কোরে আস্তে আস্তে আস্তে লাগলো। আহা, তা'দের রূপই বা কি! যেন ৪০টি জীবন্ত পদ্মকল! তা'রা সকলেই বাছাই করা রজ্জি!—যেন এক ছাঁচে ঢালা!—বয়েস ১৬ বছর। তা'র পরেই

রাজকন্তে !

একখানি সোণার রথের উপর যেন অকলঙ্ক চাঁদের ছবি! এমন রূপ কখনো দেখি নি—দেখি নি—দেখি নি! কি বোলে যে এই অপরূপ রূপের বর্ণনা কোরবো, তা' আব তিক্ কোত্তে পাচ্ছি নি। কেউ কি কখনো রূপের গোলোক-বাঁধা দেখেচো? যদি না দেখে থাকো, তবে একবার হু'টি চক্ষু চেয়ে রাজকন্তের দিকে তাকিয়ে দেখো। রাজকুমারীর যেমন রূপ, তেয়ি তার উপযুক্ত বেশ-ভূষা। বোধ হয়, ৫০ লক্ষ টাকার জড়োরা গহনা রাজকন্তের দেবদুল্লভ সুল্লর সুল্লমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-গুলি জড়িয়ে ধোরে আছে! রাজকুমারীর বয়েস ১৪ বৎসর; নাম জগন্মোহিনী।—জগন্মোহিনীই বটে। রাজকন্তের হু'পাশে হু'টি ১০ বৎসরের সুল্লরী বালিকা খেত চামরের বাতাস দিচ্ছে, আর একটি ২০ বৎসরের যুবতী ১০০ শিকের সোণার ছাতা তাঁ'র মাথার উপর ধোরে আছে। ৪ ঘোড়া খুব কুচকুচে কালো তেজীরান্ ঘোড়া রাজকুমারীর সোণার রথ টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে যাচ্ছে। একটি ১৮ বৎসরের যুবতীর হাতে সেই ৮টা ঘোড়ার লাগাম ধরা রোয়েচে। তা'র পর রাজকন্তের রথের পেছোনে আবার ৪০টি শাদা ঘোড়ার উপর ৪০টি বোড়শী যুবতী। এই ৪০টি যুবতী আর রথের সায়ের ৪০টি যুবতীর মধ্যে ইতরবিশেষ করা আমার সাধ্য নর। বোলবো কি, এই ৪০টি অপূর্ণানির্মিত বোড়শীর কাণ্ডকারখানা এয়ি, যেন এ বলে আমাকে ভাখ্—ও বলে আমাকে ভাখ্। দর্শকদের হাজার চক্ষু, এই চাঁদের হাটের—এই

রূপের বাজারের ভিতর ঢুকে যেন ভেতী দেতে লাগলো।

দর্শকদের মধ্যে বান্ধবানন্দ ও সখানন্দ সন্ন্যাসী দু'জনও অবাচ্ হোয়ে দেকে লাগলো। রাজকুমারীকে দেখে বান্ধবানন্দের মনে কিরূপ ভাবে উদয় হোলো, তা' আমি বোলতে পারি না; কিন্তু সখানন্দের মন বিমোহিত, বিচলিত ও ভাবান্তরিত হোয়ে গেলো। স্বপ্নে তা'ব পিতার আশীর্বাদে কথা মনে জেগে উঠলো। দেকে দেকে যুবতীর মেলা—রূপের গোলোকবাঁধা সেখান থেকে সোরে গেছো। তখন সখানন্দ মনে মনে ভাবতে লাগলো,—“আমি কি আবার স্বপ্ন দেখ্লেম?”

বেলা প্রায় ৯টা বেজে গেলো। বান্ধবানন্দ সখানন্দকে নিয়ে ঠাকুরবাড়ীর ভিতরে প্রবেশ কোল্লে। ভিতরে প্রবেশ করবার সময় সখানন্দ কত্ বার যে পিছুনপানে কিরে চেয়ে দেখ্লে, তা' গুণতে পারি না। অনন্তব বান্ধবানন্দ ও সখানন্দ পুঙ্খানুপুঙ্খ সেরে ঠাকুরের প্রসাদ ভোজন কোল্লে। তা'ব পর দু'জনে দু'খানি যুগচর্ম বিক্রিয়ে বিশ্রাম কোত্তে লাগলো। মধ্যে বান্ধবানন্দ একবার বোল্লে,—“সখানন্দ! তুমি আজ এত উত্তম কোটো কেন? অসুখ হোয়েচে কি?” সখানন্দ অজ্ঞমনস্কতার বান্ধবানন্দেব প্রশ্নের উত্তর দিলে,—“রাজকন্তের বিবাহ হোয়েচে কি?” বান্ধবানন্দ বোল্লে,—“তোমার মনের ভিতর রাজকুমারী কি এখনো খেলা কোচ্চেন?” সখানন্দ একটু লজ্জিত হোলো; কিন্তু এ লজ্জা আব কতক্ষণ থাকতে পারে?

সখানন্দ বোল্লে,—“ভাই! আমি যে দিন গৃহত্যাগী হই, সে দিন স্বপ্নবোগে আমার স্বর্গীয় পিতা আমাকে বোল্লেছিলেন,—“আমি আশীর্বাদ করি, তুমি একটি রাজকন্তে লাভ কর।” সেই স্বপ্নের কথা আজ আমার মনকে অত্যন্ত চঞ্চল কোরে তুল্লে। এই রাজকুমারীকে দেখে অবধিই আমি কি যেন কি হোয়ে উঠেচি।” এই কথা শুনে বান্ধবানন্দ একটু হেসে বোল্লে,—

“যদি স্বপ্নেব কথা সব সত্য হোতো, তা’ হোলে এই পৃথিবীতে প্রতিদিন কত ভিখারী রাজা আর কত রাজা ভিখারী হোতো—কত পাপী ধার্মিক আর কত ধার্মিক পাপী হোতো—কত পুরুষ স্ত্রী আর কত স্ত্রী পুরুষ হোতো। তুমিও যেমন, ভাই! ও সব কথা আর ভেবো না। চল, এখন আমরা চ’জনে মিলে ব্রহ্মপুত্র নদের ধারে একটু স্বভাবের শোভা দেখে ঈশ্বরের গুণগান কবি গে।” সে সথানন্দকে অন্তমনস্ক কবাব জ্ঞে এই কথা বোললে। তখন সথানন্দ আবাব কি ভেবে বোললে,—“আচ্ছা, চল।” তা’ব পর চ’জনে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে গমন কোয়ে। এখন বেলা প্রায় ১টা বেজেচে।

অনন্তর উভয়ে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে উপনীত হোয়ে চার দিকের শোভা দেখে লাগলো। বান্ধবানন্দের নয়ন মন উভয়ই স্বভাবের শোভায় আকৃষ্ট হোলো। কিন্তু সথানন্দের নয়ন বাহ্য শোভার উপর ঘূর্তে লাগলো বটে, কিন্তু সেই অন্তর্যমা রাজকন্ঠের রূপমাধুরীর স্মৃতি সম্মুখে ভাসতে লাগলো। বান্ধবানন্দ তা’ বৃন্তে পালে।

এমন সময়ে সেখানে একটি বুড়ী এসে উপস্থিত। সথানন্দ সেই বুড়ীকে জিজ্ঞাসা কোয়ে,—“হাঁগা বাছা! তুমি কি কামরূপের লোক?” বুড়ী বোললে,—“আমরা চাব পুরুষ এই কানরূপে বাস কোচ্ছি।” তখন সথানন্দ বোললে,—“আচ্ছা, তুমি বোলতে পারো, তোমাদের রাজ্যের ক’টি ছেলে আর ক’টি মেয়ে?” বুড়ী বোললে,—“আমাদের রাজ্যের আদপে ছেলে হয় নি, কেবল একটু মেয়ে।” সথানন্দ বোললে,—“মেয়েটির বিবাহ হোয়েচে কি?” তখন বুড়ী একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ কোরে বোললে,—“আর, বাবা! সে জঃখের কথা বলো কেন? রাজকন্ঠের কপালে বিধেতা বিয়ে নেথেন নি। কে জানে, এমন রূপসী মেয়ে রাক্ষসী হ’বে!”

বুড়ীর এই কথা শুনে বৃগল সম্রাসীই একটু বিস্মিত হোলো। পরে সথানন্দ বোললে,—“সে

কি, এমন রূপসী রাক্ষসী? আমি এর মানে বৃন্তে পাচ্ছি নি। যদি বলবার কোনো বাধা না থাকে, তবে তুমি খুণ বোলে আমাদের কোড় চম নিবাব কবি।” তখন বুড়ী বোললে,—“ওগো, খুণে আব বোলবো কি মেয়েটা ডাইনী—ডাইনী। ও যে কত বাজপণ্ডারক মেয়ে ফেনেচে, তা’ আব বলবাব নয়। বাজা ওব বিয়ে দিতে চান, কিন্তু ঐ ডাইনীর সন্মতনেশ পা এন্নি যে, বাপের কথায় বিয়ে কোবে চায় না।” সথানন্দ লম্বাভাবে বোললে,—“কেন—কেন?” বুড়ী উত্তর দিলে,—“ওব তিনটে পেল্ল আছে, যে সেই তিনটির উদ্ভব দিতে পারবে, ও তা’কে বিয়ে কোর্বে।” সথানন্দ বোললে,—“সে পেল্ল তিনটে কি?” বুড়ী বোললে,—“ও তা’ কি আব খুণে বলে? কি জানি, কি তিনটে কথা মনে মনে ভেবে পাববকে বলে, ‘বল, আমি কি মনে ভেবেচি?’ বাবা! মানুষের মনের কথা কি কেউ বোলতে পারে? কাজেই কেউ উদ্ভব দিতে পারে না। আব আমি তা’কে গাছে নোটুকে মেয়ে ফেণো। কত শত রাজপুত্র—কত শত অস্ত্র নোক ঐ ডাইনীর চক্রে পোড়ে মোবে গেচে। আমাদের রাজকন্ঠে রূপের মাকডমার জাল আব পাওববা মাচি;—পোড়লে আব বঞ্চে নেও। আমাদের রাজা দেবীব সিংহি য়ে মেয়েব জালায় জালাতন হোয়েচেন।” বুড়ী এই কথা বোলে ব্রহ্মপুত্র নদের জলে স্নান কোবে আগাব বাড়ী চোলে গেলো।

বুড়ীর সঙ্গে সথানন্দের বহুগুলি কথা হোলো, বান্ধবানন্দ এতক্ষণ নীচের তীরে তা’ শুন্ডিলো। এই বাব সে সথানন্দকে বোললে,—“কেমন, ভাই! রূপসী রাজকন্ঠের কাণ্ডকান্দানাটা শুন্লে তো? আব তোমার সে রূপের ভাবনা ভেবে কাজ নি। আমরা সম্রাসী মান্দ্র, আমাদের স্ত্রীলোকের রূপচিন্তার চেয়ে ঈশ্বরের মহিমা চিন্তা কবাই উচিত।” এই বোলে বান্ধবানন্দ ঘাটের চাদনীতে বোললো। সথানন্দ তা’ব সাথে উপবিষ্ট

হোলো। ধানিকঙ্কণ পরে সখানন্দ বোল্লে,—
 “ভাই বান্ধবানন্দ! আমি তো তোমারই মতে
 চোল্টি, ঈশ্বরের মহিমা চিন্তা কোত্তে গেলে
 স্রীলোকের রূপচিন্তা যে আপনা আপনি এসে
 পড়ে। আমার বিবেচনার স্তম্ভরী রমণীর রূপ-
 মাদুরী ঈশ্বরের মহিমার সর্বপ্রধান উদাহরণ।”
 বান্ধবানন্দ নিরুত্তরে একটু হেসে কি ভাব্তে
 লাগলো। ধানিক পরে আবার সখানন্দ বোল্লে,—
 “ভাই! তুমি যদি রাগ না কর, তবে আমি
 তোমাকে একটি কথা বলি।” বান্ধবানন্দ বোল্লে,—
 “বল, ভাই।” তখন সখানন্দ বোল্লে,—“আমি
 রাজকন্তের তিনটি মনোগত প্রশ্নের উত্তর দিতে
 ইচ্ছা করি।” এই কথা শোন্বামাত্র বান্ধবানন্দ
 বিমর্ষ হোয়ে বোল্লে,—“ভাই সখানন্দ! আমি
 তোমার এই কথায় রাগ কোল্লেম না বটে,
 কিন্তু বড় দুঃখিত হোলেম। যে রাজকন্তে এই
 অল্প বয়সেই শত শত লোকের প্রাণবধ কোরেচে,
 তুমি জেনে শুনে কোন্ সাহসে তা’র মারাত্মক
 প্রশ্নের উত্তর দিতে ইচ্ছা কোছো? ভাই!
 আমার কথা শোনো, সেই পুরুষঘাতিনী মায়াবিনী
 ডাকিনীর আশা ত্যাগ কর। তুমি জান না, তাই
 রাজকুমারী লাভের বাসনায় সহসা উৎকণ্ঠিত
 হোয়েচো; কিন্তু আমি খুব জানি, কামরূপ
 কামিণ্যে বড় ভয়ানক স্থান, এখানকার রমণীরা
 মজ্জময়ী মায়াবিনী, পুকষের রক্তে তা’রা তত্ত্ব যন্ত্র
 সাধন করে। তুমি সেই যাদুকরীকে ভুলে
 যাও।”

বান্ধবানন্দের এইরূপ বিভীষিকাপূর্ণ বাক্য শুনেও
 সখানন্দের মন টোল্লে না। বরং সে বোল্লে,—
 “ভাই! যত কোলে কি না হয়? আর দেখ, এক
 দিন তো মোতে হ’বেই। যদি রাজকন্তের হাতে
 আমার মৃত্যু লেখা থাকে, তা’ কিছুতেই এড়ানো
 যা’বে না। আর যদি এই উপলক্ষে আমার
 কপালে রাজকন্তে-লাভ থাকে, তা’ও কেউ থা’তে
 পার্বে না। রাজকন্তেকে দেখে অবধিই আমার
 স্বর্গীয় পিতার প্রশ্নের কথা পলকে পলকে মনে

জেগে উঠে। ভাই! তুমি আমার এই কার্যে
 সম্মত হও।”

বান্ধবানন্দ সখানন্দের নির্ভর্য্যাক্রান্তির দেখে
 মনে মনে ধানিকঙ্কণ কি ভাব্লে। তা’র পর
 বোল্লে,—“আচ্ছা, ভাই! তবে তুমি তোমার ইচ্ছা-
 মত কাজ কর, আমি আর বাধা দেবো না, কিন্তু
 আমি বড় দুঃখিত হোলেম। যা’ হোক, তুমি
 প্রথমে এক কাজ কর। কা’ল সকালে রাজকুমারীর
 পিতার সঙ্গে এক বার সাক্ষাৎ কোরে তাঁ’র
 মনের কথা জেনে এসো। সাবধান, কা’লই যেন
 হঠাৎ রাজকুমারীর প্রশ্নের উত্তর দিতে ইচ্ছুক
 হোয়ো না। আমার আদেশ ব্যতীত যদি তুমি
 রাজকন্তের প্রশ্নের উত্তর দাও, তবে তোমাকে
 আমার স্বাখার দিব্যি।”

সখানন্দ বান্ধবানন্দের কথায় সম্মত হোলো।
 কিন্তু শোল্লে,—“ভাই! আমাকে রাজকুমারীর
 প্রশ্নের উত্তর দিতে পরে তোমাকে আদেশ
 কোত্তেই হ’বে।” অনন্তর উভয়ে ব্রহ্মপুত্র নদের
 তীর থেকে বাসাবাড়ী ঠাকুরবাড়ীতে ফিরে এলো।
 হু’জনেই অকুল চিন্তাসাগরে মগ্ন।

বিনা নিদ্রায় উভয়ের রাত্রি প্রভাত হোলো।
 সকাল বেলা হু’জনেই উঠে প্রাতঃকৃত্য শেষ
 কোলে। তা’র পর সখানন্দ বান্ধবানন্দের আদেশ
 নিয়ে রাজসভায় প্রস্থান কোলে।

মহারাজ দেবীবর সিংহ রাজসভায় বার দিয়ে
 বোসে আছেন। সভাগণ যথাস্থানে বোসেচেন।
 রাজকার্য্যের আলোচনা চোল্চে। রাজসভাটি
 দেক্তে বড় সুন্দর। একটি একটি কোরে রাজ-
 সভার বিষয় বোল্তে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়
 বোলে, তা’তে নিরন্ত হোলেম।

কিয়ংকাল পরে সুবসন্তাসী সখানন্দ রাজসভায়
 উপস্থিত হোলো। রাজা সন্তোষী উপযুক্ত সমা-
 দর কোলেন। তা’র পর জিজ্ঞাসা কোলেন, সখা-
 নন্দ সন্তোষী কি মনে কোরে রাজসভায় সমাগত।
 সখানন্দ রাজপ্রশ্নের এইরূপ উত্তর দিলে,—“মহা-
 রাজ! যদিও আমি সন্তোষী, তথাপি আমার ইচ্ছা

যে, আপনার অবিবাহিতা কস্তার তিনটি প্রাণের উত্তর করি।”

মহারাজ দেবীর সথানন্দের এরূপ কথা শুনে বড় হুঃখিত হোলেন। একজন সন্ন্যাসী রাজ-কস্তার প্রাণের উত্তর দিতে উদ্বৃত্ত হোয়েচে বোলে কি রাজার হুঃখ হোলো?—না, তা’ নয়। এমন স্ত্রীর যুবসন্ন্যাসী তাঁ’র কস্তারূপিনী ডাকিনীর হস্তে মারা যা’বে বোলেই তিনি হুঃখিত হোলেন। অনন্তর তিনি সথানন্দকে অনেক বুঝলেন, কিন্তু সথানন্দ কিছুতেই মত ফিরলেন না। সভাসদগণও নানা রকমে তা’কে বুঝতে লাগলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হোলো না। তখন রাজা সথানন্দের মুখপানে অনেকক্ষণ চেয়ে দেখে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ কোল্লেন। সথানন্দ অধো-মুখে রোইলো।

অনন্তর মহারাজ দেবীর সিংহ খানিকক্ষণ কি ভেবে, সথানন্দকে বোললেন,—“তুমি আমার সঙ্গে এসো।” এই বোলে সভাসদ কোরে, গভাগণকে বিদায় দিয়ে, তিনি সথানন্দকে নিয়ে কোথায় চোলে গেলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

মহারাজ দেবীর সিংহের রাজভবনের দিশ্ পিশ্ নাই—এত বড়। কুড়ি মহল রাজবাড়ী। তা’রই ভিতরের এক মহলে একটি সুবিস্তৃত উপ-বন। সেই উপবনে রাজকুমারী সখীদের সঙ্গে সর্ষদা অবস্থান করেন। উপবনটি যেন ইন্দ্রের নন্দন কানন; কিন্তু তেমন হোলো কি হ’বে? উপবনের একটা বড় দোষ। সেটাকে দোষও বলা যায়—বিভীষিকাও বলা যায়। এখানে সেখানে বড় বড় গাছে শত শত কঙ্কাল (হাডের মানুষ) ঝুলচে। রাজকন্তে যেমন স্ত্রীর, তাঁ’র বাগানটিও তেহি স্ত্রীর; কিন্তু এমন সৌন্দর্য্যের মধ্যে কেন এমন বিভীষিকা? তা’ বোল’বো কেন কোরে?

রাজকুমারী সখীদের সঙ্গে মিলিত হোয়ে একটি কুহুমকুঞ্জ গান বাজ কোচ্ছিলেন। কুহুম-কুঞ্জ থেকে যেন অমৃতের স্রোত বোচ্ছিলো।

এমন সময়ে মহারাজ দেবীর সিংহ সথানন্দের হাত ধোরে সেই উপবনে প্রবেশ কোল্লেন। রাজা সথানন্দকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—“এ বাগানটি দেখ্তে কেমন?” সথানন্দ বোলে,—“এমন বাগান আমি আর কখন দেখি নি। এখানে হর্ষবিষাদ দুইই আছে। বাগানের অপূর্ণ শোভা আমার হৃষের কারণ, আর এই সকল কঙ্কাল আমার বিধীদের হেতু। “মহারাজ! আমি অত্যন্ত বিস্মিত হোলোম। কেন এ গাছে সে গাছে এত মড়া মানুষ ঝুলচে?” রাজা বোল্লেন,—“তুমি এই যে সব কঙ্কাল দেখ্‌চো, এ সব আমার কস্তার হৃক্ষীর্ষি। যা’রা বিবাহার্থী হোয়ে এসে আমার রাক্ষসী কস্তার কাছে প্রাণের উত্তর দানে পরাস্ত হোয়েচে, তা’রাই মৃত্যুদণ্ড ভোগ কোরে, এই দেখ, ঝুলচে। তুমি আমার কস্তাকে বিবাহ কোরবে বোলে অত্যন্ত উৎসুক হোয়েচো, সেই জন্ত আমি তোমাকে এই-খানে আনলোম।—এখন বল, আরো কি বিনাহের ইচ্ছা আছে?”

সথানন্দ রাজমুখে এইরূপ শুনে কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হোয়ে রোইলো। এক এক বার কঙ্কাল-গুলোর দিকে, এক এক বার অস্ত্র দিকে চেয়ে কি ভাবতে লাগলো। রাজা দেবীর একদৃষ্টে সথানন্দের মুখের ভাব দেখ্তে লাগলেন। এ দিকে উভয়ের কর্ণকূহরে কুহুমকুঞ্জের সঙ্গীতধ্বনি প্রবেশ কোন্তে লাগলো, কিন্তু তা’তে উভয়ের মন ছিল কি না, তা’ আমি বোল’তে পারি না। অনন্তর, রাজা সথানন্দকে বোল্লেন,—“কেন বৃথা প্রাণ হারা’বে? চল, এই বার আমরা ফিরে যাই। আমি বোধ করি, এতক্ষণে তোমার মনের উৎকর্ষা দূর হোয়েচে। রাক্ষসীর পাণিগ্রহণে আর তোমার ইচ্ছা নাই,—কেমন?”

সথানন্দ হতাশ হ’বার পায় নয়; কারণ, তা’র মূলমন্ত্র “মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।”

মোস্তে হয় সেও ভাল, তবু বাজকুমারী লাভের প্রতিজ্ঞা ত্যাগ কোলেন না। তখন সে রাজাকে বোললে, মহাবাজ! ভাগ্যে যা'র যা' আছে, তা' অবশ্যই বোটেবে। আমি এক বার আপনার কন্ঠার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরবো।" রাজা বোললেন,—“এত-তেও তোমার উন্নত মন হুস্তির হোলো না? কেন সে পিশাচীকে দেহে ইচ্ছা কোচো? আর কাজ নাই, চল ফিরে যাই।” তবু সথানন্দ রাজী হোলো না। তখন রাজা আর কি করেন, সথানন্দকে নিয়ে কুমুদকুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ কোলেন।

রাজকুমারী সহসা পিতাকে দেখে সখীদেব সঙ্গে উঠে দাঁড়া'লেন। সঙ্গীত বন্ধ হোলো। রাজকুমারী পিতাকে প্রণাম কোলেন; সখীরাও তদমুমারিণী হোলো। অনন্তর রাজকুমারী মহা-রাজকে একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে উপবনে আসবাব কারণ জিজ্ঞাসা কোলেন। রাজা 'আত্মোপাস্ত সমস্ত বোলতে লাগলেন। এই সময়ে সথানন্দ রাজার পশোতে দাঁড়িয়ে রাজকুমারীর অলৌকিক রূপরাশি ও মুখশোভা দেখে লাগলো। বাধুনির উপর বাধুনি পোড়লো।

পিতার প্রমুখ্যৎ সমস্ত কথা শুনে রাজকুমারী এক বার সথানন্দের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। যেন চুপকের আকর্ষণে সথানন্দের প্রাণ মন আকর্ষিত হোয়ে রাজকুমারীর নয়নের কোণে লেগে গেলো। অনন্তর রাজকুমারী সথানন্দকে বোললেন,—“আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তুমি অবশ্যই কৃতকার্য হ'বে, নতুবা অন্ত সকলের যে দশা তোমারও সেই দশা।” সথানন্দ বোললে,—“রাজকুমারি! হয় আমা হ'তে মহুবাগণের প্রাণ রক্ষা পা'বে, নয় আমারও বাতাসের প্রাণ বাতাসে মিশা'বে—এই আমার পণ। চির দিন সমান যায় না বোলেই আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত হোয়েছি, নতুবা দিতাম না।”

সথানন্দের এইরূপ কথা শুনে, রাজা কি ভাবলেন, রাজকুমারী কি ভাবলেন, আর সখীরাও কি ভাবলো। অনন্তর রাজকুমারী সথানন্দকে বোলেন,—

“তিন দিনে আমাব তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'বে। কা'ল প্রাতে প্রশ্নের প্রথম দিন। তুমি রাজ-সভায় এসে উত্তর দিও। কেমন, সম্মত আছ?” সথানন্দ বোললে,—“সম্মত আছি।” রাজকুমারী বোললেন,—“তবে এই কাগজে প্রতিজ্ঞাপত্র লিখে নিজের নাম স্বাক্ষর কর।” রাজকুমারীর এই কথা শুনে, রাজা সথানন্দকে আবার অনেক কোরে বঝতে লাগলেন; কিন্তু সথানন্দ নিজের পণ ভুলে না। প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম স্বাক্ষর কোরে দিলে।

অনন্তর রাজার সঙ্গে সেখান থেকে বেরিয়ে চোলে গেলো।

সপ্তম অধ্যায়।

এ দিকে ঠাকুবাদীতে বান্ধবানন্দ, সথানন্দের আস্তে বিলম্ব দেখে নানাপ্রকার চিন্তায় অস্থির হোয়ে উঠলো। প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কি সর্বনাশ বোটিয়েচে না কি হোয়েচে, এইরূপ সাত পাঁচ ভেবে বান্ধবানন্দের মন অত্যন্ত চঞ্চল হোয়ে উঠলো। এমন সময়ে সথানন্দ উপস্থিত। তা'কে দেখে বান্ধবানন্দ তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে, হাত ধোরে কাছে বসিয়ে জিজ্ঞাসা কোলে,—“সখা! তুমি এমন নিকোথ, এত দেরি কোস্তে হয় কি? আমি একবারে অস্থির হোয়ে উঠেছিলেম। ভাবছিলাম, না জানি কি সর্বনাশই বোটিয়েচে। যা' হোক, এখন বল দেখি, ব্যাপারটা কি?”

সথানন্দ বোললে,—“ভাই! আমি কা'ল সকালে রাজকুমারীর প্রশ্নের উত্তর দেবো বোলে এসেছি, তিন দিনে তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'বে।” এই বোলে আত্মোপাস্ত সমস্ত ঘটনা একে একে বোলতে লাগলো। বান্ধবানন্দ একমনে সমস্ত শুনতে লাগলো। সমস্ত কথা শেষ হোলো।

তা'র পর বান্ধবানন্দ বোললে,—“ভাই! ককাল দেখেও কি তোমার চৈতন্ত হোলো না? কাজ নাই আর, রাজকুমারীর আশা ত্যাগ কর,—

এখনো ভাগ্য কর। রাজকুমারী ছাড়া আব কি স্ত্রীরী নাই ?” সথানন্দ বোল্লে,—“জানি, একটি বাগানে জাতী, ধূমী, মল্লিকা, চাপা, বেল প্রভৃতি অনেক স্ত্রীর ফুল আছে বটে, কিন্তু গোলাপ সকলের চেয়ে মনোহর।” বান্ধবানন্দ বোল্লে,—“মনোহর হোলে হ’বে কি !—কাঁটায় সর্সনাশ করে যে !” সথানন্দ বোল্লে,—“ভাই বান্ধবানন্দ ! তুমি যা’ই বলো, কিন্তু আমি রাজকুমারী বই আর কা’কেও স্ত্রীরী দেখি না—আমি তা’ব প্রেমের উত্তর দেবো।” এই বাব বান্ধবানন্দ বিবক্তিব সহিত বোল্লে,—“না, তা’ কখনই হ’বে না। আমি জীবিত থাক্লে, জেনে শুনে তোমায় মোতে দেবো না। তুমি কি ছেলেমানুষ !” সথানন্দ বোল্লে,—“ভাই ! আমি প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম স্বাক্ষর কোবে দিয়ে এসেচি।” বান্ধবানন্দ বোল্লে,—“কিসের প্রতিজ্ঞাপত্র ?” সথানন্দ বোল্লে,—“রাজকুমারীর প্রেমের উত্তর দেবাব।”

এই কথা শুনেই বান্ধবানন্দ যেন একবারে বজ্রাহত হোয়ে পোড়লো। বিষাদে অন্তঃকবণ আকুল হোয়ে উঠলো। সমস্ত প্রাণের সঙ্গে একট দীর্ঘনিশ্বাস পোড়লো। বান্ধবানন্দ অনেক ক্ষণ নিস্তব্ধ হোয়ে কি ভাবতে লাগ্লে। সথানন্দ অধোবদনে বোসে রোইলো। এইরূপে নীববে উভয়ের অনেকক্ষণ কেটে গেলো।

তা’র পর বান্ধবানন্দ বোল্লে,—“ভাই সথানন্দ ! বাস্তবিক তুমি ছেলেমানুষ, বড় অগ্রায় কাজ কোরেচো। যা’ হোক, চল, এখন আমরা এখান থেকে অল্প তীর্থে প্রস্থান করি। আমি জেনে শুনে তোমাকে মৃত্যুমুখে পাঠাতে পার্বে না।” সথানন্দ বোল্লে,—“ভাই বান্ধবানন্দ ! আমি যে কালে প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম স্বাক্ষর কোরেচি, সে কালে আর প্রেমের উত্তর না দিয়ে এখান থেকে যেতে পার্বে না। কেন তুমি ভয় ছঃখ কোচো ? মা কামাখ্যাদেবীর আশীর্ষাদে আর তোমার আশীর্ষাদে আমি কেন কৃতকার্য হবো না ? ভাই ! আমি তোমার পায়ে ধোরে বোল্চি, তুমি

আমার উপর রাগ কোরো না। দয়া কোরে সম্মত হও।”

তখন বান্ধবানন্দ সথানন্দের নিকটাতীতয় দেখে আব কিছু বোল্লে না—কেবল মনে মনে কি ভাবতে লাগলো। অনন্তব অনেকক্ষণের পর বোল্লে—“ভাই সথানন্দ ! আব কি বোল্বে, যা’ ভাল বোঝো, তা’ই কবো। মা কামাখ্যাদেবী তোমাব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ককন।” এই বোলে সে আবাব বোল্লে,—“চল, এখন ‘হু’জনে মিলে মা কামাখ্যাদেবীর পূজা করি গে।” সথানন্দ সম্মত হোলো। তৎক্ষণাৎ উভয়ে মিলে কামাখ্যাব মন্দিবে প্রস্থান কোল্লে। সেখানে গিয়ে হু’জনে অনেকক্ষণ দেবীর পূজা কোরে আবার ব্রহ্মপুত্র নদেব তীরে গেলো। উভয়ে ব্রহ্মপুত্রেরও পূজা কোল্লে। পূজা হোয়ে গেল বান্ধবানন্দ কৃত্তা-ঞ্জলিপুটে ব্রহ্মপুত্রকে প্রণাম কোরে বোল্লে,—“হে দেব ! তোমার পবিত্র শ্রোতে যেমন সমস্ত বিশ্ববাধা অতিক্রম কোরে বরাবর চোলে থাক্লে, তেমি আমাব প্রাণের সখা সথানন্দও যেন কা’ল রাজকুমারীর মনোগত প্রেমের সমস্ত বিশ্ববাধা ভেঙে কৃতকার্য হয়।” এই বোলে আবার প্রণাম কোল্লে। সথানন্দও প্রণাম কোল্লে।

অনন্তর উভয়ে কামাখ্যা তীর্থেব অন্তর্গত সমস্ত দেবদেবীর নিকট গিয়ে ভক্তিতরে পূজা কোন্তে লাগ্লে। এইরূপে তা’দের সমস্ত দিন অতি-বাহিত হোয়ে গেলো। সথানন্দ এখানে সেখানে বান্ধবানন্দের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে বড় শ্রান্ত হোয়ে পোড়লো। তা’র পর সন্ধ্যার সময় আবার উভয়ে কামাখ্যাদেবীর আরতি দর্শন কোরে বাসায় ফিরে এলো। আসবার সময় বান্ধবানন্দ সথানন্দকে অগ্রে বাসায় পাঠিয়ে দিয়ে, নিজে খানিক-ক্ষণ পরে এলো। এই সময়ের মধ্যে সে একটা জঙ্গলের ভিতর এক বার গিয়েছিলো। বোধ হয়, কোন বিশেষ দরকার ছিলো।

অগ্রে সথানন্দ বাসায় এসে একখানি কয়ল পেতে শুয়ে পোড়লো। হেঁটে হেঁটে আর ভবি-

যাং ভাবনা ভেবে তা'র শরীর মন বড় কাতর হোয়েছিলো। সে এইরূপে খানিকক্ষণ শুয়ে আছে, এমন সময়ে বান্ধবানন্দ বাগায় উপস্থিত হোলো।

এখন সন্ধ্যা উৎরে গিয়ে খানিক রাত্রি হোয়েচে। বান্ধবানন্দ সখানন্দকে বোললে,—“সখা! উঠে কিছু খাও।” সখানন্দ বোললে,—“আমার ক্ষুধা নাই, গা হাত পা বড় কামড়াচে—নিদ্রা আসচে না—শরীর বড় গরম হোয়েচে।” তা'র এই কথা শুনে বান্ধবানন্দ বোললে,—“আজ বড় হেঁটেচৌ, তাই এত কষ্ট—তাই শরীর এত গরম—তাই ঘুম হোচ্ছে না। আচ্ছা, এক কাজ কর, একটু মিছরির সরবৎ খাও, তা' হোলে শরীর বেস্ ঠাণ্ডা হ'বে,—খুব ঘুমও হ'বে। সরবৎ তোয়ের কোরে আনবো কি? সখানন্দ বোললে,—“আনো।”

তা'র পর বান্ধবানন্দ তুধী কোরে জল আর একটা পিতলের ছোট ঘটি নিয়ে ঘরের দাওয়ায় গেলো। যা'বার সময় একটা বুলী থেকে খানিকটে মিছরি বা'র কোরে নিলে। মিছরি শীগ্গিব গোলে যা'বে বোলে, খুব ছোট ছোট টুকরো কোরে নিলে। তা'র পর পিতলেব ঘটিতে খানিকটে জল ঢেলে মিছরির টুকরোগুলো ফেলে দিলে। যথাসময়ে মিছরির টুকরোগুলো বেস্ গোলে গেলো। তা'র পর বান্ধবানন্দ মিছরির সরবৎ তুধী আর ঘটিতে ঢাল-উপুড় কোরে কোরে একখানি কাপড়ের টুকরো দিয়ে ছেঁকে নিলে। বেস্ পরিকার সরবৎ তোয়ের হোলো। তা'র পর ~~সখানন্দ~~ ট্যাঁক থেকে গোটাকতক কিসের পাতা বা'র কোরে, তা'তে একটু জলের ছিটে দিয়ে, হাতে হাতে রোগড়ে, খানিক রস বা'র কোললে। সেই রস কোটাকতক মিছরির সরবতে মিশিয়ে দিয়ে আবার ঢাল-উপুড় কোন্তে লাগলো। তা'র পর সেই পাতার ছিবড়েগুলো সেখানে থেকে একটা লুকোনো জায়গায় ফেলে দিলে। সখানন্দ ঘরের ভিতর শুয়েছিলো, সে বান্ধবানন্দের

এই কাণ্ডকারখানা কিছুই জানতে পাগলে না। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, বান্ধবানন্দ মিছরির সরবতে কি গাছের পাতার রস মিশিয়ে দিলে? সখানন্দ বান্ধবানন্দের কথা রক্ষে করে নিবোলে কি বান্ধবানন্দের মনে শত্রুবানন্দের ভাব উপস্থিত হোলো? বান্ধবানন্দের মুখে মধু, পেটে বিষ কি? কাজেও মিছরির মধুর সরবতে বিষপাতার রস মিশুলে কি?—ঈশ্বর জানেন।

অনন্তর বান্ধবানন্দ মিছরির সরবৎ সখানন্দকে খেতে দিলে। সখানন্দ সমস্তটা খেয়ে ফেললে। খানিকক্ষণ পরে সখানন্দ বান্ধবানন্দকে বোললে,—“ভাই বান্ধবানন্দ! বাস্তবিক মিছরির সরবতের বেস্ ঠাণ্ডা গুণ—আমার ঘুম আসচে।” বান্ধবানন্দ বেজ্বলে,—“তবে ঘুমাও।” সখানন্দ আবার কবলের উপর শুয়ে পোড়লো। দেক্তে দেক্তে সখানন্দ গাঢ়তর নিদ্রায় অভিভূত হোয়ে পোড়লো। আর নদ্রা চড়া বা শব্দ সাড়া কিছুই নাই। গভীর নিদ্রা।

এইরূপে রাত্রি প্রায় ছপুৰ হোয়ে গেলো। সখানন্দ নিদ্রায় অচেতন, কিন্তু বান্ধবানন্দের চক্ষে নিদ্রার নামটিও নাই। সে বরাবর জেগে জেগে কি ভাবছিলো, আর এক এক বার সখানন্দের দিকে চেয়ে দেখছিলো।

অনন্তর বান্ধবানন্দ জাগা'বার জন্তে সখানন্দকে ডাক্তে লাগলো, কিন্তু সাড়া নাই। শেষে সে তা'র গায়ে হাত দিয়ে ঠেলতে লাগলো, তবুও সাড়া নাই। তখন বান্ধবানন্দ আপনা আপনি বোললে,—“পাতার গুণ আছে বটে।”

কি সর্কনাশ!—এ কি কথা! ও বান্ধবানন্দ! তুমি কি কোললে! সখানন্দ যে তোমার বড় অগ্র-গত! আহা, ছেলেমানুষ! তোমা বই যে তা'র সহায় সম্পত্তি নাই! তুমি ওকে ও কি খাওয়ালে! কি সর্কনাশ!—চেতনা নাই যে!

অনন্তর বান্ধবানন্দ যখন দেখলে যে, সখানন্দের কিছুমাত্র চেতনা নাই, তখন সে সেই পাখীর ডানা ছ'খানা নিজের পিঠে খুব কোসে

বেঁধে কেন্দ্রে। বেঁধে, বুড়ীর কাছ থেকে যে গাছের ডাল নিয়েছিলো, তা'ই হাতে কোরে নিয়ে, বাইরে বেরিয়ে এলো। ঠাকুরবাড়ী নিষ্পত্তি—রাত্রি কাঁ কাঁ কোচ্ছে। বান্ধবানন্দ ঠাকুরবাড়ীর উঠানে দাঁড়িয়ে পিঠ-বাঁধা পাখার উপর ভর দিয়ে আকাশে উড়ে পড়লো। দেক্তে দেক্তে রাজকুমারীর বাগানের দিকে উড়ে গেলো। খানিকক্ষণ পরে বাগানে উপস্থিত হোয়ে রাজকুমারীর নিদ্রামন্দিরের ছাদে নামলো।

অষ্টম অধ্যায়।

রাজকুমারী তেতালার উপর একখানি স্নন্দর ঘরের ভিতর সোণার খাটে নিদ্রা যাচ্ছিলেন। খাটখানি যেন সরোবর—রাজকুমারী যেন নলিন। রেতের বেলায় পদ্মকুল পাপড়ী বুজে থাকে, রাজকুমারীও চক্ষু ছ'টি বুজে ঘুমুচ্ছিলেন। রাজকুমারীর সখীরা ফুলের পাখার বাতাস কোচ্ছিলো, কেউ বীণা বাজাচ্ছিলো; কিন্তু রাজকুমারী ঘুমিয়ে পড়াতে, তা'রাও, যে যেখানে ছিলো, সে সেই-খানে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। রাজকুমারীর ঘুম-ঘরের চান্দিকেই সুবিস্তীর্ণ ছাদ। সেই ছাদের উপর নানা রকম স্নগন্ধ ফুলের সারি সারি টব। মুহূর্ত সমীর সেই সব ফুলের স্রবাস লুটে রাজকুমারীর ঘরে ঢুকে বর তর কোরে দিচ্ছিলো।

বান্ধবানন্দ অবাক হোয়ে, বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, আনালাগর ভিতর দিয়ে সেই মনোমোহিনী ছবি দেখতে লাগলো। এক এক বার বান্ধবানন্দের মুখ চোকের ভাব যেন বোদলে বেতে লাগলো—এক এক বার সে যেন উড়ু উড়ু কোরে উড়ে যেতে চায়, আবার অগ্নি ধোম্কে দাঁড়ায়—এক এক বার সে কি বোলবো বোলবো করে, আবার তৎক্ষণাৎ চুপ্ মেয়ে যায়। এইরূপে সে খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ কোরে, একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস কেলে, আপনা আপনি আন্তে আন্তে বোলে,—“উঃ এমন

ফুটন্ত ফুলও প্রাণাত্তক বিষমুখ কীট রে! ভাল, দেখি, ভগবানের ইচ্ছায় এ কীট নষ্ট হয় কি না। কিন্তু বড় বিষম কাণ্ড!” এই বোলে আবার একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

এমন সময়ে রাজকুমারী হঠাৎ জেগে উঠে খাটের উপর বোসলেন। বোসে পদ্মহস্তে আন্তে আন্তে ইন্দীবরবিনিমিত চোক ছ'টি, রগড়া'তে লাগলেন। যে যুবতীটি ষরময় গোলাপজল ছিটুচ্ছিলো, সে তৎক্ষণাৎ একটি ফুলকাটা সোণার বাটিতে খানিকটে গোলাপজল ঢেলে এক হাতে ধোরে এবং একখানি স্নগন্ধময় ভাল রেশমী রুমাল আর এক হাতে নিয়ে রাজকুমারীর সান্নে দাঁড়ালো। রাজকুমারী গোলাপজলে চোক মুখ ধুয়ে রুমালে বেস্ কোরে মুছে ফেলেন। তা'র পর সহচরী যুবতীদের বোলেন—“ভোমরা এতক্ষণ আমাকে না জাগিয়ে ভাল কাজ কর নাই। যা' হোক, এখন রাত্রি কত হোয়েচে?” একটি যুবতী বোলে,—“ছপুর হোয়ে গেচে।”

রাজ।—অ্যা, সে কি, রাত ছপুর হোয়ে গেচে! কি সর্বনাশ! শীগ্গির জাও—শীগ্গির জাও!

রাজকুমারীর হঠাৎ এরূপ ত্রস্তভাব দেখে সেই যুবতীটি আবার বোলে,—“কি করবো আজ্ঞে করুন।”

রাজ।—শীগ্গির আমার কালো পোশাক আনো।

তৎক্ষণাৎ এক সেট অপূর্ণ কালো পোশাক আনা হোলো। যুবতীরা সকলে মিলে রাজকুমারীকে বেস্ কোরে সেই পোশাক পোড়িয়ে দিলে। কেবল মুখখানি আর ছ'হাতের আঙুল ক'টি দেখা যেতে লাগলো। যেন কালো মেঘের ভিতর থেকে পূর্ণিমার চাঁদ আর দশটি ছোট তারা রূপ দেখা'তে লাগলো। বাস্তবিক বড় চমৎকার শোভা হোলো।

বান্ধবানন্দ নির্বাক হোয়ে গোপনে গোপনে এই সমস্ত ব্যাপার দেখতে লাগলো।

পোশাক পরা হোলে পর, রাজকুমারী নিজের

হাতে একটি হাতীর দাঁতের বাল্ল খুলে একটি বড় সোণার চাবি বা'র কোলেন। আবার সেই চাবিতে আর একটি খুব বড় সোণার সিঙ্কুক খুলেন। চাবিটি যুবতী কতাকতি কোরে সেই সিঙ্কুকের ডালাখানা তুলে ধোলেন। ডালাখানা তোলাবার সময় ছোঁ-আং-ক্রোঁ-ঘ্যাং-হোং শব্দ উঠে ঘন্টা যেন চোমকে দিলে। রাজকুমারী সোণার সিঙ্কুকের ভিতর থেকে এক জোড়া খুব কালো রঙের পাখীর ডানা বা'র কোললেন। তা'র পর রাজকুমারীর হুকুম পেয়ে ডালাধারিণী যুবতীর আন্তে আন্তে ডালা নামিয়ে দিলে। আবার সেই কান-চমকানো শব্দ। তা'র মধ্যে এ বার এক বার ক্র্যাওং—ক্র্যাওং—ক্রীং ডাক্‌টা বেশীর ভাগ শোনা গেলো।

রাজকুমারী সেই কালো ডানা ছ'খানা পিঠে বেঁধে, ঘরের দরোজার বাইরে এসে সখীদের বোললেন,—“তোমরা কিছু কাল অপেক্ষা কর, আমি একবার সেখান থেকে হোয়ে আসি। সাবধান, পিতা যেন এ কথা জ্ঞান্তে না পারেন।” এই বোলে সাঁ কোরে উড়ে চোললেন।

বান্ধবানন্দ এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে সমস্ত ব্যাপার দেখছিলেন। তিনিও অমনি রাজকুমারীর পিছু পিছু উড়ে যেতে লাগলেন। রাজকুমারী যে দিকে যান, জেলের পাছাবাঁধা হাঁড়ীর মত বান্ধবানন্দ ও সে দিকে যান।

নবম অধ্যায় ।

অনন্তর রাজকুমারী একটা বৃহৎ পর্কতের উপর নামলেন। বান্ধবানন্দও তাঁর পশ্চাদ্ধিকে নেমে, একটু দূরে সোরে দাঁড়ালেন। ডালের গুণে রাজকুমারী তাঁকে দেকে পেলেন না।

তার পর রাজকুমারী সেই ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে সন্ সন্ কোরে পর্কতের গা বোয়ে নীচে নামতে লাগলেন। খানিক দূর নেমে একটা গম্বরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। ক্রমে সেই গম্ব-

রের ভিতর দিয়ে বরাবর কোথায় যেতে লাগলেন। এ দিকে বান্ধবানন্দ তাঁর সঙ্গ ছাড়েন নি। যে দিকে রাজকুমারী, সেই দিকেই সখানন্দের সখা বান্ধবানন্দ।

কিছু দূর যাবার পর মস্ত একটা ফটক দেখা গেলো। ফটকে কত রকম নক্সা বাহার দিচ্ছে। ভাল ভাল ঝাড়ে মোমবাতি জ্বলছে। বান্ধবানন্দ দেখিয়া অবাক হোলেন! ভাবলেন,—“পর্কতের গম্বরে এ কা'র বাড়ী?”

দেতে দেতে রাজকুমারী ফটকের মধ্যে প্রবেশ কোললেন। কিবা স্নন্দর পথ! কিবা স্নন্দর ফুলগাছের সারি পথের দু'ধারে নানা রকম ফুল ফুটিয়ে হাসছে! কিবা সোণার রেলিং! কিঙ্কা কত কি!

এ সকল রাজকুমারীর দেখা জিনিষ, স্নতরাং তজ্জ্বাল বোধ হোলো না বোধ হয়। কিন্তু বান্ধবানন্দ পূর্বে কখন চক্ষে দেখা দূরে থাক্, স্বপ্নেও দেখেন নি। স্নতরাং তিনি অত্যন্ত মোহিত হোলেন।

তা'র পর একটা বড় বাড়ীর মধ্যে রাজকুমারী প্রবেশ কোলেন। সেখানে একটি সুবিশাল সভা (হল্) শোভা পাচ্ছিলো। সভার মধ্যস্থলে একটি মণিমুক্তামণ্ডিত সুবর্ণ-সিংহাসনে একটা কদাকাব কৃষ্ণবর্ণ অর্দ্ধবুদ্ধ পুরুষ বসিয়া আনন্দ সম্ভোগ কোচ্ছিলো। স্নন্দরী যুবতী নর্তকীরা নানা হাব-ভাবে নৃত্যগীত কোরে, সে লোকটার মনোরঞ্জন কোচ্ছিলো। সভাটির মধ্যে এক শত সুবর্ণস্তম্ভ বা'র-পর-নাই শোভা বিস্তার কোচ্ছিলো। এই জন্ত সেই সভার নাম “শতস্তম্ভী”। রাজকুমারী ও অপর সকলের অলঙ্কিত আগন্তুক বান্ধবানন্দ “শতস্তম্ভী” দেখে, হতস্তম্ভ হোয়ে গেলেন।

অনন্তর সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ রাজকুমারীকে দেখে, আদর অভ্যর্থনা কোরে, অপর একখানি স্বর্ণ-সিংহাসনে বোসতে বোললে। কিন্তু রাজকুমারী বোসলেন না, কাঁদো কাঁদো হোয়ে দাঁড়িয়ে রোইলেন। তা' দেখে, কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ তাঁকে জিজ্ঞাসা

জান্নে,—“রাজনন্দিনি! কেন তুমি আজ এত বিষম? কেন তোমার কমলনন্দিত নয়নযুগল হলু ছলু কোচ্ছে? তুমি আমার প্রধানা শিখা। তোমার মঙ্গলে আমার মঙ্গল। তোমা দ্বারা আমার ব্রতপূর্ণ হ’বে এই আশায় আমি কত বৎসর এই গিরিগহ্বরে অবস্থান কোচি। রাজনন্দিনি! আমার গুরুদেব মৃত্যুকালে বোলে গিয়েচেন ‘যদি তুমি কোন রাজকন্তোর দ্বারা দশ হাজার দশ জন প্রেমলোভীর প্রাণবধ কোন্তে পারো, তবে দশাগরা পৃথিবীর সম্রাট হ’বে এবং সেই রাজকন্তে অমর হোবে চার যুগ জীবিত থাকবে।’

“রাজকন্তে! তোমা হ’তে আমি দশ হাজার নয় জন প্রেমিককে যমালয়ে দিয়েচি। আর একজন বাকি। তা’ হোলেই আমি সম্রাট, তুমি অমরী। আজ ব্রত উদ্‌যাপনের কি যোগাড় কোরে এসেচো? হুথের সংবাদে সুখী কর। কিন্তু তোমার চক্ষের ভাব ও মুখের মালিন্য দেখে আজ আমার বড় অস্থখ হোচ্ছে।”

রাজকুমারী বোললেন,—“গুরুদেব! আজ আপনার ব্রত উদ্‌যাপনের শেষ বলি পাওয়া গেছে। এই বার আপনি পৃথিবীর সম্রাট হ’বেন, আমিও অমরী হবো। কিন্তু আপনি সম্রাট হোলে আমার পিতার দশা কি হ’বে! তা’ই ভেবে আজ আকুল হোয়েচি।”

কুমারপুত্র হাঃ হাঃ কোয়ে হেসে উঠলো। তা’র পর অট্টহাস্য থামিয়ে বোল্লে,—“কেন, রাজনন্দিনি! তা’র জন্ত হুঃখ কোছো? তোমার পিতা কামিখোর রাজা। আমি সম্রাট হোলে তিনি আমার সর্গপ্রধান মন্ত্রী হ’বেন। তা’ ছাড়া তাঁ’কে সমস্ত পূর্বরাজ্য জায়গীরস্বরূপ দান কোরবো।”

রাজকুমারী আনন্দিত হোলেন। তা’র পর সখানন্দযুক্ত সমস্ত কথা বোললেন। কুমারপুত্র সমস্ত একমনে শুনিলে। তার পর বোল্লে,—“রাজতনয়ে! আমি এখন পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বাহুবল। বাহুবলিভের ক্ষেত্রে আমার সমকক্ষ নেই। সেই এক যুদ্ধের বন্দেই তোমাকে দিয়ে, আমি

বাবাব কৃতকার্য হোয়ে আসচি। আজও তা’ই হবো। তা’কে তিন দিনেব তিনটে প্রাণবধের কথা বোল্লেচো?”

“বোল্লেচি।”

“আচ্ছা। প্রথম ওষুণ শোনো।”

“ধনু।”

“শেটুকুল।”

“দে অ’স।”

“তোমাব প্রেমাকান্ধা বৎসরাসা উত্তর দিনে পাবে কি না, কা’ল বাহে আবার এসে আমাকে জানাবো।”

বান্ধবানন্দ অলক্ষ্যে ঠাঁড়িয়ে থেকে সমস্ত ব্যাপার দেখলেন ও সমস্ত কথা শুনলেন। তা’র পব মনে মনে রণা ও ক্রোধ সহকারে বোললেন,—“ধিক্ পাশিষ্ট! তুই সম্রাট হ’বার আশায় এবং রাজকুমারীকে অমরী করবার চুলনার শত শত নিবীহ ব্যক্তির প্রাণনাশ কোরেচিস। এই বাব তো’র ব্রত উদ্‌যাপন হ’বে। কিন্তু আমি তো’র ব্রতভঙ্গ কোরবো। তুই অনেক পাপ কোরেচিস, এই বার তা’র প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্ত ভগবান আমাকে এখানে পাঠিয়েচেন। থাক্ ছরাসা!”

অনন্তর রাজকুমারী যাহুকরকে প্রাণমি কোরে পূর্ববং উড়ে চোলেন। বান্ধবানন্দও তাঁ’র পাছু নিলেন। কিয়ৎক্ষণ পবে রাজকুমারী আপন গৃহে এবং বান্ধবানন্দ ঠাকুববাড়ীতে উপস্থিত হোলেন। রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর।

দশম অধ্যায় ।

বান্ধবানন্দ ঠাকুববাড়ীতে এসে দেখলেন, সখানন্দ তখনও ঘুমে কাতর। ক্রমে ক্রমে তো’র হোলো—পাথপকী ডাক্তে লাগলো—ঠাকুর-বাড়ীর লোকেরা জাগলো—তা’র পর বেস্ ফর্সা হোলো—সুখদেব পূর্ব দিকে মাথা তুলেন।

তা’র পর বান্ধবানন্দ নিদ্রিত সখানন্দের নাকের কাছে কি একটা জিনিষ ধোলেন। সখানন্দের

চেতনা হোলো—ঘুম ভাঙলো—খড়কড়িরে উঠে পোড়লেন। প্রপ্রোত্তরের কথা মনে জেগে উঠলো। তাঁ'র ভাব দেখে বাকুবানন্দ বোলেন,—“কেন, সখা, তুমি অমন কোচ্চো?”

“আজ যে প্রপ্রোত্তরের প্রথম দিন। অনেক বেলা হোরেচে, কিছুই জান্তে পারি নি। না জানি, রাজসভায় প্রতক্ষণ কত লোক জোমেচে—মহারাজ বিরক্ত হোচ্চেন। আমি তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে যাই। প্রতিজ্ঞা পালন করা উচিত।”

সখানন্দর ব্যগ্রতা দেখে, বাকুবানন্দ বোলেন,—“ভাই! যদি নিতান্তই রাজকুমারীর প্রেমের উত্তর দিতে যা'বে, তবে আমার একটা অমুরোধ রক্ষা কর।”

“কি অমুরোধ?”

“যখন রাজকুমারী তোমাকে বোলবেন,—‘আমি কি মনে কোরেচি?’ তখন তুমি বোলো,—‘বেঁটুকুল।’”

সখানন্দ হাসলেন। বোললেন,—“তুমি আমিই খেঁটু চিনি। রাজরাজড়ার মেরেরা ও সব তুচ্ছ ফুলের নামও জানে না। তা'রা গোলাপ, চামেলী, চাঁপা, বেলা, পদ্ম, পারিজাত প্রভৃতি ভাল ভাল ফুলের নাম জানে।”

“সে আনাড়ী রাজকুমারীরা বটে, কিন্তু ও চতুরা রাজকুমারী নয়। ও না জানে, এমন জিনিষ জগতে নেই। বিশেষতঃ কা'ল রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখেচি যে, রাজকুমারী তোমাকে প্রশ্ন কোলে,—‘আমি কি মনে কোরেচি?’ তুমি অগ্নি বোলো,—‘বেঁটুকুল।’ তৎক্ষণাৎ তোমার জর হোলো। রাজকুমারী হেরে গেলেন।”

“বাস্তবিক?”

“কামাখ্যা মাতার শপথ কোরে বোল্চি।”

“আচ্ছা ভাই, তা'ই বোল্বে। আমার মনেও তা'ই নিচ্ছে।”

“মা কালী তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।”

“জর মা কালী!” বোলে সখানন্দ রাজসভায় উপস্থিত হোলেন।

রাজসভা যথাবিধানে সুসজ্জিত। স্বর্ণ-সিংহাসনে মহারাজ দেবীঘর উপবিষ্ট। যথাস্থানে মন্ত্রিগণ দণ্ডায়মান। রাজসভা নানাবিধ দর্শকে পরিপূর্ণ।

রাজসিংহাসনের দুই পার্শ্বে দুখানি ক্ষুদ্র রৌপ্যমঞ্চ সংস্থাপিত। বামপার্শ্বের মঞ্চখানিতে রাজকুমারী দাঁড়িয়ে যুবসন্ন্যাসীর আগমনপ্রতীক্ষা কোচ্চেন।

এমন সময়ে সখানন্দ সন্ন্যাসী রাজসভায় উপস্থিত হোলেন। মহারাজকে প্রণাম কোলেন। মহারাজ “মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক” বোলে আশীর্বাদ কোললেন। একা রাজকুমারী ব্যতীত সভাস্থ সমস্ত লোক হুঃখ শোকে ত্রিয়মাণ হোলো। পূর্বেই সর্বনাশকারী ঘটনাগুলো দেখে আজ কা'র মন ভাঙির হোতে পারে?

অনন্তর রাজকুমারী সখানন্দকে জিজ্ঞাসা কোলেন,—“আপনি আমার মনের কথার উত্তর দিতে প্রস্তুত আছেন?”

“আছি।”

“আচ্ছা, বলুন, আমি কি মনে কোরেচি।”

সখানন্দ তখন মনে মনে কামাখ্যাদেবীকে স্মরণ ও প্রণাম কোরে বোলেন,—“আমার উত্তর যদি ঠিক হয়, তবে আপনি ছলনা কোরেন না?”

রাজকুমারী বোলেন,—“পিতার পদস্পর্শ কোরে বোল্চি, আমি কখনো ছলনা করি নি, কোর্কোও না।”

“তবে বলি?”

“বলুন।”

“বেঁটুকুল।”

উত্তর পাইয়া রাজকুমারীর প্রহর মুখখানি যেন নীহারজর্জরিত বিলীর্ণ কমলের ভাঙ্গ হোয়ে পেলো। উন্নত স্বর অবনত হোলো। রাজকুমারী মুগ্ধী পুন্তলিকার ভাঙ্গ নীরবে হির হোয়ে দাঁড়িয়ে রোইলেন।

রাজকুমারীর তাত্ক্ষণিক ভাব দেখে, মহারাজ জিজ্ঞাসা কোললেন,—“দুহিতে! উত্তর-

কারীর উত্তর ঠিক হোয়েচে কি না, আমার পদ-
স্পর্শ কোরে বল ।”

রাজকুমারী পিতৃচরণ স্পর্শ কোরে বোলে,—
“পিতা ! সন্ন্যাসীর উত্তর ঠিক হোয়েচে ।”

এই কথা শুনিবামাত্র সভাস্থলে একটা তুমুল
আনন্দ-কোলাহল উখিত হোলো । সভা-গৃহ
যেন সেই অগুরু শব্দে ঢকল ও উদ্ভত হোয়ে
উঠলো ।

মহারাজ দেবীর সিংহ ও অন্তান্ত সভ্যরা
সখানন্দকে ধস্তাধস্ত বোলে প্রশংসা কোন্তে লাগ-
লেন । কোন কোন হরসিক লোক আক্লাদে
বোলে উঠলো,—“দশ দিন চোরের, এক দিন
সাতের !” এইরূপ নানাবিধ বচনতরঙ্গে রঙ্গভঙ্গ
কোন্তে লাগলো ।

অনন্তর মহারাজ সভাভঙ্গ কোলেন ; রাজ-
কুমারীকে সঙ্গে নিয়ে মহারাজীকে এই সুসংবাদ
দিতে গেলেন । সখানন্দ ও অন্তান্ত সভ্যরা
সভা ছেড়ে স্ব স্ব স্থানে চোলে গেলেন ।

এ দিকে বান্ধবানন্দ উৎকণ্ঠিত হোয়ে পথে
দাঁড়িয়েছিলেন । সখানন্দকে প্রকৃষ্টিচর ও হস্ত-
মুখে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা কোলেন,
—“ভাই—ভাই ! সংবাদ কি ?”

“তুমি কি কোন দেবতা ?” এষ্ট বলিয়া, সখা-
নন্দ বান্ধবানন্দকে আলিঙ্গন কোললেন ।

“আমি দেবতা নই, দেবতার দাসদাস ।
আমার স্বপ্ন যে সফল হোয়েচে, তজ্জন্ত ৮ কামাখ্যা
মাতাকে চল হু’জনে পূজা দিয়ে আসি ।” এই
বোলে সখানন্দের হস্ত ধারণ পূর্বক দেবীমন্দিরে
চোলে গেলেন ।

একাদশ অধ্যায় ।

অনন্তর দ্বিতীয় দিনের- রাতে রাজকুমারী সেই
পর্যন্তগম্বরে বাহুরের গোচরে গেলেন । বান্ধবা-
নন্দ ও পূর্ববৎ সখানন্দকে অচেতন কোরে রাজ-
কুমারীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কোণ্ডলেন ।

বাহুর প্রেরের উত্তর প্রকাশ হোলো কি না
জানবার জন্তে আজ বড় উৎকণ্ঠিত হোয়ে আছে ।
নর্তকীদের নাচ গাওনা আজ তা’র ভাল লাগচে
না । না লাগবারই কথা । এই তিন দিন তিনটে
প্রেরের উত্তর যদি উত্তরদাতা না দিতে পারে, তবে
“মান্ দিয়া কেলা” নয়, “মান্ দিয়া হুনিয়া” হ’বে ।

কিছু সময় পরে রাজকুমারী তা’র কাছে এসে
দাঁড়ালো । ‘এ রাজকুমারী যেন সে রাজকুমারী
নয়—যেন টাটকা ফুল বাসি হোয়ে গেছে । তাই-
না দেখে বাহুর অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হোলো । তাড়া-
তাড়ি বোলে,—“রাজকন্তে ! আজ প্রাতে কা’র জয়
লাভ হোয়েচে ?”

রাজকুমারী বিষমমনে বোলে,—“সুবসন্ন্যাসীর ।”
বাহুর মিলে চোমকে উঠলো । মাথা ঘুরে
গেলো । চোকে অন্ধকার দেখে লাগলো । খানিক-
ক্ষণ কি ভেবে শেষে বোলে,—“সুবসন্ন্যাসী ‘বেঁটু-
ফুল’ বোলেচে ?”

“হাঁ প্রভু, বোলেচে ।”

“সুবসন্ন্যাসী কি বাহুবিন্দে জানে ?”

“না জানলে কি মনের কথা টেনে বোলেচে
পারে ?”

এ দিকে এক ধারে অলক্ষ্যে বান্ধবানন্দ দাঁড়িয়ে
ছিলেন । তিনি হেসে মনে মনে বোললেন,—“ও
বাহুর ! বাকার বাবা আছে জান না ? আমিও
বাহুবিন্দে জানি । আমি তোমার বাবা ।”

অনন্তর বাহুর রাজকুমারীকে বোললে,—
“কান্দের প্রণ শোনো ।”

“বলুন ।”

“তোমার পিতার বী পাথের বুড়ো আঙুল
মনে ভেবে সুবসন্ন্যাসীকে প্রণ কোরো ।”

“যে আজ্ঞে ।”

অনন্তর বাহুরকে অমরতাপ্রদাসিনী রাজ-
কুমারী প্রণাম কোরে শূন্যপথে উড়ে উড়ে প্রস্থান
কোললেন । বান্ধবানন্দ ও প্রেরের উত্তর জেনে
নিরে উড়ে গেলেন ।

প্রভাতে রাজসভার শুভকণে সখানন্দের আবার

জয় ও অন্তঃকরণে রাজকুমারীর আবার পরাজয় হোলো।

দ্বাদশ অধ্যায়।

দ্বিতীয় দিবসের গভীর রজনীতে উভয়ে পূর্ববৎ যাহ্নকরের নিকট উপস্থিত হোলেন।

যাহ্নকর আজ্ঞা সকালে সুবসন্তসদৃশ জয় হোয়েচে রাজকুমারীর মুখে শুনে, যেন আকাশ থেকে আছুড় খেয়ে পোড়ে গেলো! যেন অষ্টবজ্র একসঙ্গে তা'ব মাথায় পোড়লো! যাহ্নকরকে কে যেন বিধম যাহ্নমন্ত্রে অচেতন কোরে ফেললে দারুণ পিপাসায় গলা শুকিয়ে উঠলো। তৎক্ষণাৎ জলপাত্রবাহিনী সুল্লরী কিস্করীরা হৈমমাত্র কপূর-বাসিত গোলাপরসিত স্নানীতল জল এনে দিলে।

যাহ্নকর চৌ চৌ কোরে গুষে টেনে নিলে। তবু উৎকট তৃষ্ণার নিরুত্তি হোলো না। “কুঞ্জো শুক জল আন—গীগিরি আন” বোলে যাহ্নকর হুকুম কোত্তে লাগলো।

তা'ই হোলো। যাহ্নকর কুঞ্জোকে কুঞ্জো ঢুক ঢুক কোবে গলায় ঢালতে লাগলো। ওঃ, যেন শুক মরুভূমিতে বর্ষা! জল যত পড়ে, ততই শুকায়।

অনন্তর কিয়ৎকাল কি ভেবে যাহ্নকর বোলেন,— “দেখ, রাজপুত্রি! কালকের প্রভু আজ যে প্রসন্ন বোলে দেবো, বিধাতাও তা'র উত্তর দিতে পারবেন না, মাহুষ তো কোন্ ছাত্র। কা'লই প্রমোদনের শেষ দিন—আমার ব্রতেরও শেষ দিন। নিঃশব্দ বোল্চি, কা'ল আমি দুনিয়ার কৈসর, তুমি অমরী।”

রাজকুমারী বোললেন,—“প্রভু, তবে সেই বিচিত্র প্রকৃতি বোলে দি'ন।”

যাহ্নকর বোললে,—“কালকের প্রসন্ন আমার মস্তক।”

রাজকুমারী বোললেন,—“খুব কঠিন প্রসন্ন।”

যাহ্নকর বোলেন,—“রাজকুমারি! আজ আমার

মনটা কতকটা ধারাপ হোয়েচে। অতএব ধানিক-কণ নৃত্যগীতের আনন্দ ভোগ করি। তুমিও ধানিকটে থেকে নৃত্যগীতে তৃপ্তিলাভ কর।”

“যে আজ্ঞে, গুরু!” বোলে রাজকুমারী সন্তুষ্ট হোলেন।

অনন্তর যাহ্নকরের আদেশে অপ্সারার মৃত সুল্লরী নর্তকীরা নানাবিধ রঙ্গভঙ্গে হাবভাবে তাল-মানে নৃত্যগীত আরম্ভ কোলে। অনেকটা সময় কেটে গেলো। বান্ধবানন্দও এই নৃত্যগীতের আনন্দ ফাঁকতালে ভোগ কোরে নিলেন।

দেখে দেখে রাজি তৃতীয় প্রহর উৎরে গেলো। তখন রাজকুমারীর চমক হোলো। বোলেন,—“আব বিলম্ব কোরবো না, যাই।”

যাহ্নকর বোলেন,—“তাই তো বটে, অনেক রাত হোজ্জচে যে। তুমি এখন একলা কি কোরে যা'বে? চল, আমি তোমাকে তোমার ছাদের উপর রেখে আসি।”

“যে আজ্ঞে” বোলে রাজকুমারী সন্তুষ্ট হোলেন।

তখন যাহ্নকর হ'থানা বড় বড় ডানা বেঁধে, রাজকুমারীর সঙ্গে উড়ে যা'বার যোগাড় কোলে। বান্ধবানন্দ বরাবর দাঁড়িয়ে বোসে শুয়ে এই সব কাণ্ড দেখছিলেন। তা'র পর যখন যাহ্নকর ও রাজকুমারী সভা থেকে বেরিয়ে আসবে, বান্ধবানন্দ তখন দেওয়াল থেকে একথানা ঝোলানো তলওয়ার খুলে নিলেন। তা'র পর তা'দের পাছু পাছু যেতে লাগলেন।

অনন্তর পাহাড়ের বাইরে এসে যাহ্নকর ও রাজকুমারী আকাশে উড়ে পোড়লো। বান্ধবানন্দও উড়লেন। বান্ধবানন্দের হাতে সেই গাছের ডাল ছিলো, তা'ই দিয়ে যাহ্নকরকে মাঝে মাঝে ছ' দশ বা বেস্ কোরে কোসিয়ে দিলেন। যাহ্নকর চার দিকে চায়, অথচ কিছুই দেক্কে পায় না। পিঠের উপর ধাঁ ধাঁ ডালের ঘা, টাটিয়ে উঠলো ব্যমটীর গা। কিন্তু মনে ভাবলেন,—“অনেক দিন উড়ি নি, তাই বৃষ্টি পাতের বেতাঞ্চ হোজ্জে।”

অনন্তর যাহ্নকর রাজকুমারীকে তাঁ'র তেতলায়

ছাদে উপর খুঁজে, বিদেয় নিরে, আবার উড়ে উড়ে পাহাড়ে ফিরে চোল্লো। বান্ধবানন্দও তার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের দিকে পুনরার চোল্লেন।

ক্রমে ক্রমে শহর ছাড়িয়ে যখন অনেক দূরে একটা মাঠের উর্দ্ধদেশে ছ'জনে উপস্থিত, সেই সমস্ত বান্ধবানন্দ বেগে কাছে এসে বাঁ হাতে বাহু-করের চুলেব খুঁটা ধরে ডান হাতের তলওয়ারের চোটে মাথাটা কেটে নিলেন। আকাশ থেকে ধড়াস্ কোরে ধড়টা ভূঁয়ে পোড়ে গেলো। হু হু কোরে রক্ত বেকতে লাগলো। বলা বাহুল্য যে, লোভী যাহুকর পৃথিবীর সম্রাট হোলো!!

অনন্তর বান্ধবানন্দ অতিশয় আনন্দভাবে পাণিষ্ঠ যাহুকরের কাটা মুণ্ডু নিজেব গেরুয়া চাদবে বেঙ্গ কোরে বেঁধে নিয়ে ঠাকুরবাড়ীতে উপস্থিত হোলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

প্রভাত হোলো।

বান্ধবানন্দ সথানন্দকে জাগিয়ে বোল্লেন,— “ভাই! ছ'দিন স্বপ্নের ফল ঠিক ফোলেচে। আজ শেষ রাত্রেও আবাব স্বপ্ন দেখেচি। ভূমি এই বোচ্কাটা নিয়ে রাজসভায় যাও। এতে কি আছে, এখন খুলে দেখো না। এই বোচ্কা স্বপ্নে পেয়েচি। আমি চিং হোয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলাম, যেন আমার বুকের উপর মা কামাখ্যা দেবী এই বোচ্কাটা দিয়ে বোল্লেন,—‘তোমর বন্ধু সথানন্দকে এই বোচ্কা নিয়ে আজ রাজ-সভায় যেতে বল। রাজকুমারী যেমন বোল্বে, ‘আমি কি মনে কোরেচি’, আমি সথানন্দ এই বোচ্কাটা তা’র সম্মুখে রেখে যেন বলে, এর মধ্যে যা’ আছে, তা’ই মনে কোয়েচো।’ কিন্তু সথানন্দ যদি আগে এ বোচ্কা খুলে দেখে, তা’ হোলো তা’কে আজ রাজকুমারীর হুকুমে গাছে ঝুলে মোরতে হ’বে।”

এই কথা শুনে সথানন্দ বোল্লে,—“ভাই বান্ধবানন্দ! আমি তোমারি স্বপ্নাভাসারে ছ’দিন জয় লাভ কোরেচি। আজো সেই স্বপ্নঘটনা। আমি কামাখ্যা মাতার শপথ কোরে বোচ্কা, বোচ্কা খুলে দেখবো না।”

অনন্তর বোচ্কা নিয়ে সথানন্দ রাজসভায় উপস্থিত হোলো। আজ শেষ পরীক্ষা।

বাম মঞ্চে রাজকুমারী দাঁড়িয়েছিলেন। দক্ষিণ মঞ্চে বোচ্কাহস্তে সথানন্দ দাঁড়া’লেন।

তা’র পর রাজকুমারী প্রশ্ন কোলেন,—“আমি কি মনে কোরেচি?”

“এই বোচ্কার মধ্যে যা’ আছে।” এই বোলে মহারাজের সম্মুখে বোচ্কাটা রেখে দিলেন।

সকলে কোহুহলাক্রান্ত হোয়ে “ব্যাপার কি, ব্যাপার কি?” বোলতে লাগলেন।

মহারাজ সথানন্দকে বোচ্কা খুলতে আদেশ কোলেন। সথানন্দ বোচ্কা খুলে ফেলে, অপ-রের কথা দূরে থাক, নিজেই চোম্কে উঠলেন। চম্কাবারই তো কথা। সথানন্দও তো জানতেন না যে, বোচ্কার ভিতর একটা কালো মাছের বিস্ত্রী কাটা মাথা জড়ানো আছে।

কাটা মুণ্ডু দেখে মহারাজ ও অন্তান্ত সভ্যরা সবিস্ময়ে উঠে দাঁড়া’লেন। কিন্তু “আমি অমরী হোতে পাল্লেম না” বোলে রাজকুমারী আছাড় খেয়ে সভাতলে পোড়ে গেলেন।

তৎক্ষণাৎ মহারাজের আদেশে দাসীরা জল পাখা এনে রাজকুমারীকে স্নান কোল্লে। তা’র পর মহারাজ দেবীবর সিংহ কন্ঠ্যাকে জিজ্ঞাসা কোলেন,—“বৎসে! তোমার অদ্যকার প্রশ্নের উত্তর যে এই, তা’ তোমার ভূপতন দেখেই সকলে বুঝেচে। এই তো?”

“হাঁ, পিতা! এই আমার আজকের প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর। এই ছিন্ন মস্তকটি আমার গুহর। এই মস্তককেই আজ মনে কোরে প্রশ্ন কোরে-ছিলাম।”

গুহর মস্তক! মহারাজ বিস্মিত হোয়ে রাজ-

কুমারীর নিকট সমস্ত ব্যাপার জানবার জন্তে আগ্রহ প্রকাশ কোল্লেন। রাজকুমারী আড়োপান্ত সমস্ত বোল্লেন। সভাপক্ষ লোক অবাক্! সখানন্দও অবাক্!

অনন্তর মহারাজ দেবীর কথাকে বোল্লেন,—“বৎসে! তুই নিতান্তই অবোধ, নৈলে অমর হোতে চা'বি কেন? মানুষ যদি অমর হয়, তবে দেবতা মানুষে তফাৎ কি?”

রাজকুমারীর ভ্রম খুললো।

তার পর মহারাজ সকলের সম্মুখে বোল্লেন,—“তোমরা সকলেই অবগত আছ যে, যে ব্যক্তি আমার কস্তার তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে, সেই এর স্বামী হ'বে। আজ এই বুঝা সখানন্দ সন্ন্যাসী সে বিষয়ে কৃতকার্য হোয়েছেন। অতএব এঁর হস্তে আমার কস্তা সম্প্রদান করি।” এই বোলে সখানন্দের হস্তে রাজকুমারীকে ধর্ম্মত: সম্প্রদান কোল্লেন, সমস্ত রাজ্য দান কোল্লেন।

সখানন্দ সন্ন্যাসী ওরফে ভাগ্যধর পিতার মৃত্যুর দিন যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, আজ তা' পূর্ণ হোলো—রাজকন্তে লাভ হোলো।

চতুর্দশ অধ্যায়।

অনন্তর সখানন্দ সন্ন্যাসিবেশ ত্যাগ কোরে, শব্দর মহারাজ দেবীর আদেশে রাজবেশে রাজসিংহাসনে উপবেশন কোল্লেন। মহারাজ দেবীর সিংহ বাহাহুর নব জামাতাকে কস্তা ও রাজ্য সম্প্রদান কোরে বনগমন কোল্লেন।

তা'র পর নবভূপতি পরমহিতৈষী বন্ধু বান্ধবানন্দকে বোল্লেন,—“সখে! তোমার কৃপায় আমি রাজকন্তে পেলেম—রাজ্য হোলেম। তোমার এ ঋণ আমি কখনও শুদ্ধে পারবো না। এক্ষণে আমার নিতান্ত অহুরোধ এই, তুমি অর্দ্ধেক রাজ্য গ্রহণ কর।”

বান্ধবানন্দ হাসতে হাসতে বোল্লেন,—“রাজ! আপনি আমার কাছে ঋণী, এ কথা কেন

বোল্লেন? আপনি আমাকেই ঋণী কোরে ছিলেন।”

সখানন্দ কিছুই বুঝতে পার্লেন না। বোল্লেন,—“স্বহস্তম! আপনি কি বোল্লেন, বুঝতে পাচ্চি নি।”

তখন বান্ধবানন্দ বোল্লেন,—“মহারাজ! আপনি এক দিন ছোটো লোককে একটা মড়াকে লাগি মাত্তে দেখেছিলেন?”

“দেখেছিলেম।”

“সেই ছ'জন লোককে আপনি ১০০ টাকা দিয়েছিলেন?”

“দিয়েছিলেম।”

“কেন দিয়েছিলেন?”

“জ'রা সেই মৃতের নিকট ১০০ টাকা পেতো। না শুধু মোরে যাওয়াতে তা'রা ক্রোধে ঋণীর মাথা'র পাদবাত কোচ্ছিলো।”

“আপনি তা'র সেই ঋণ শোধ কোরেছেন।”

“জ'তে আপনার কি লাভলাভ?”

“আমিই সেই মৃত। আপনিই আমার ঋণ পরিশোধ কোরে আমার সন্মতি কোরেছেন। আমার ঋণ শোধ কোরে আমাকে চিরঋণী কোরেছেন। আমি আপনার সেই অপূর্ণ ঋণ বৎকিঞ্চিৎ পরিশোধ করবার জন্তে সন্ন্যাসিরূপে সেই জঙ্গলে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। সেই দিন হোতে আজ পর্যন্ত আপনার হিতের জন্তে এত কাণ্ড-কারখানা কোল্লেম। আজ আমি আপনাকে রাজরাণীকে বামে রেখে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট দেখে বার-পর-নাই আনন্দিত হোলেম। সখে!—আমার সন্মতির মূল্যধার ভাগ্যধর! আমার মেহের সখানন্দ! তুমি সখে রাজমহিষীর সহিত রাজ্য শাসন কর। তোমার জয় হোক! আমি স্বর্গে চোল্লেম।” এই কথা বোল্লতে বোল্লতে বান্ধবানন্দ কোথায় উড়ে গেলেন আর দেখা গেলো না। কেবল এক পাক বাতাস ঘুরে উঠলো। সখানন্দ শূন্যপানে অবাক্ হোয়র ভেবে রোইলেন।

হরিহরলীলা ।

[দৃশ্যকাব্য]

প্রথম অঙ্ক ।

১ম দৃশ্য ।—হিমালয় পর্বত—বিষ্ণুমন্দির ।

সিংহাসনে বিষ্ণুবিগ্রহ স্থাপিত ।

সম্মুখে ষট ও পুষ্পাদি পূজোপকরণ সজ্জিত ।

পূজকবেশে গিরিরাজের প্রবেশ ।

গিরি ।—(বিষ্ণুপূজা সমাপন করিয়া কৃতান্তলিপুটে)

নারায়ণ ! তোমার কুপার

পর্বতরাজ্যের রাজা আমি ।

অতুল ঐশ্বর্য মোর এ রাজ্যে বিরাজে ।

কিছুরি অভাব নাহি মোর

একটি অভাব ছাড়া ।

সে অভাবে ভেবে ভেবে দারুণ বিষাদ

বাড়ি'ছে অন্তরে মোর, হরি ।

একটি নন্দিনী মোর উমা,

প্রাণসমা ভাবি তা'রে সদা ।

হার হার,

কেলেছি সে রত্নে আমি হৃৎখের সাগরে ।

রাজা আমি,

উমা রাজকন্যতা,—

বলিতে এ কথা এবে বড় লজ্জা হয় ।

ভিখারী শিবের করে দিয়েছি উমারে !

হি হি—হি হি,

রাজার কুমারী, হার, চিরভিখারিণী !

দীনবন্ধু হরি ।

এই সে দারুণ কষ্ট—দারুণ বিষাদ

অস্থির করি'ছে মোরে পলকে পলকে ।

বহু স্থখে স্থখী করি' এ ভৃত্য তোমার

কেন এ অমুখ ভাগ্যে লিখিলে আমার !

নারদের প্রবেশ ।

নারদ ।— (গীত)

গাহ রে চিত ! হরি-চরিত—

গাহ রে চিত ! হর-চরিত—

পবিত পবিত অতি পবিত ।

আরে সৃষ্ট মন ! ধন ধেনান,

হরিহরে না কর ভেদজ্ঞান,

হরিহর এক—দুই সমান,

শ্রামল-ধবল লীলা ;—

শ্রামল যোহি—ধবল মোহি,

শ্রামল ধবলে নিতি পিরীত ॥

(বিষ্ণুবিগ্রহকে প্রণাম)

গিরি ।—নারদ !

মানা কোরে মানা শোন না কেন ?

নারদ ।—বুঝ্তে পারেন না ।

গিরি ।—তোমাকে যে

এখানে আস্তে মানা কোরেছি !

নারদ ।—আজ্ঞে, তাই তো আমি এসেছি ।

গিরি ।—পাগলের মত কি ব'ল্‌চো ?

নারদ ।—মহারাজ ! আমি পাগল নই,

আপনার জামাই বাবাজী পাগল ।

গিরি ।—আরে, তাই তো আমিও বোলচি,

তোমার মত পাগলের ষটকালির ভোলে জ্বলে

আমার নদীর পুতুলী উমাকে

সেই পাগলটাব হাতে সোঁপে দিয়েছি ।
 হা রে ভাগ্য !
 পাগলের পাল্লায় পোড়ে প্রাণটা গেল !
 নারদ।—“পাগলের পাল্লায় পোড়ে প্রাণটা গেল”
 এ কথা বলাটা ঠিক হ’ল না ।
 গিরি।—তো কি বোলতে হ’বে ?
 নারদ।—পাগলের পাল্লায় পোড়ে
 পাগলের প্রাণটা গেল, বলুন ।
 গিরি।—কেল ও কথা বলতে বা’ব ?
 আমি পাগল কিসে ?
 নারদ।—হাঃ হাঃ হাঃ ! রাগেন কেন ?
 আপনি আবার এক কাটি সরেস—বন্ধপাগল ।
 গিরি।—বলি, নারদ ! তুমি বুড়ো হ’য়েছ, তবু—
 নারদ।—(বাধা দিয়া)—
 তবু কি আপনার চেয়ে বুড়ো ?
 গিরি।—বটে !
 নারদ।—বটে কি ?
 আপনি যে আমার মায়ের বাবা ।
 আমার মা জগদবা যে আপনার মেয়ে ।
 আমি যে আপনার নাতি ।
 গিরি।—কে কা’র নাতি,
 তা’ পাকা চুলেই চেনা যাচ্ছে ।
 নারদ।—(সহাস্তে)—তা’ ব’লতে পারেন,
 কিন্তু আমার চুলের বেণী পাকধরাটা
 আপনার জন্তাই ।
 গিরি।—আমার জন্ত কিসে ?
 নারদ।—এই আপনি
 সর্বদা উমা উমা ক’রে ডাবেন,
 আপনার সেই ডাবনা ভেবে ভেবে ।
 গিরি।—ক্বেথ, নারদ ! তুমি পরিহাস রাখ ।
 যদি এখানে আস্তে চাও,
 তবে কৈলাস থেকে আমার উমাকে আন ।
 নারদ।—আর আপনার জামাতাকে ?
 গিরি।—মায়াময়, দাদাময়, সেটার নাম ক’র না ।
 সে পতিত হ’য়েছে—জাতিচ্যুত হ’য়েছে ।
 তা’কে আমি চাই না ।

নারদ।—তবে
 জাতিচ্যুতের পত্নীকে কি সাহসে আনবেন ?
 আপনিও যে একবারে হ’বেন ?
 গিরি।—আমি
 আমার কল্যাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে নেব ।
 নারদ।—তিনি তেমন মেয়ে ন’ন যে
 বাবী ছেড়ে আসবেন ।
 গিরি।—তবে তোমারও আসা হ’ল ।
 সর, আমি গিয়ে তা’র উপায় ক’ছি ।
 (প্রস্থানোত্তোগ)
 নারদ।—(বাধা দিয়া)—শুভুন—শুভুন ।
 গিরি।—কি আর শুনবো ?
 নারদ।—বলি, দাদা মহাশয় !
 আপনার জামাতা
 কিসে পতিত এবং জাতিচ্যুত হ’য়েছেন ?
 গিরি।—কিসে ?
 তুমি জিহুবনের সংবাদ রাখ
 অথচ এটা জান না ?
 নারদ।—আমি তো বিশেষরূপে জানি,
 আপনার জামাতা বরং পতিতকে, জাতিচ্যুতকে
 নিজগুণে উদ্ধার করেন ।
 গিরি।—এই তোমার মত বটককেই
 সে উদ্ধার করে ।
 কি আশ্চর্য গা !
 যে ব্যক্তি দিনরাত অশানে বাস করে—
 মড়ার হাড় গঁথে গলায় পরে—
 মড়ার মাথায় ভিক্ষে কোরে থায়—
 সিঁদ্ধি গাঁজার জল উজোড় করে—
 উলঙ্গ থাকে—ছাই পাশ মাখে,
 সে আবার পতিত নয়—জাতিচ্যুত নয় !
 নারদ।—(ব্যস্তভাবে)—আঁহা,
 আপনার জামাই বাবাজী
 একেবারে অধঃপাতে গেছেন !
 গিরি।—আবার পরিহাস ! আচ্ছা, দাঁড়াও ।
 [বেগে প্রস্থান ।

(সহসা বিগ্রহ ভেদ করিয়া বিষ্ণুর
আবির্ভাব)

নারদ ।—জয় জয় নারায়ণ ! (প্রণাম)

বিষ্ণু ।—নারদ ! গিরিরাজ চ'লে গেলেম,
ভালই হ'ল ।

তুমি এই অবসরে আমার পরামর্শ শোন ।

নারদ ।—আদেশ করুন ।

বিষ্ণু ।—গিরিরাজ নিত্যন্ত ভ্রান্ত হ'ষেছেন,
আজিও ভগবান্ শিবকে চিন্তে পাচ্ছেন না ।

উনি আমাকে বড় ভাবেন

এবং মহাদেবকে ক্ষুদ্র মনে করেন ।

শীঘ্র ঠুর এই ভ্রম বিনাশ করা উচিত ।

যে হরি, সেই হর—যে হর, সেই ভবি.

গিরিরাজকে সেইটি বুঝিয়ে দিতে হ'বে ।

তা' ছাড়া,

আমি ভগবান্ হরকে আমাপেক্ষা বড় ক'রবো ।

নৈলে গিরিরাজের ভ্রম ঘুচবে না ।

নারদ ।—কিরূপে এ কার্য সিদ্ধ হ'বে ?

বিষ্ণু ।—হরিহরলীলায় ।

নারদ ।—সে কিরূপ ?

বিষ্ণু ।—তা' পরে জানতে পাব্বে ।

তুমি এখন এক কাজ কর ।

এই পত্রখানি এই খানে

ফেলে রেখে প্রস্থান কর ।

নারদ ।—(নেপথ্যে দিকে দেখিয়া)—

প্রভু ! হ'লো না ।

গিরিরাজ প্রহরিগণকে নিয়ে এ দিকে আসছেন

আমাকে শাসন করাই ঠুর উদ্দেশ্য ।

আপনি প্রচ্ছন্ন হউন ।

বিষ্ণু ।—কোন চিন্তা নাই ।

(সহসা বিষ্ণুর বালকসুষ্ঠিতে আবির্ভাব ও

সিংহাসন হইতে ভূতলে অবতরণ এবং

সিংহাসনোপরি বিষ্ণুবিগ্রহের

পূর্ববৎ অবস্থিতি)

বেগে প্রহরিগণের সহিত গিরিরাজের
পুনঃপ্রবেশ ।

নারদ ।—মহারাজ ! প্রহরিগণকে কেন আনলেন ?

গিরি ।—কেন আনলেন, তা' এখন দেখতে পা'বে ।

আজ্ঞা, নারদ, তুমি কা'ব সঙ্গে কথা ক'চ্ছিলে ?

নারদ ।—এই ছেলেটির সঙ্গে ।

গিরি ।—এ ছেলেটি কে ?

নারদ ।— (গীত)

যাবত-জীবন, কোরে প্রাণপণ,

চিন্তিতে পারি নি এ ছেলেকে ।

কিন্তু এই ছেলে, চিনবে সকলে,

অচেনা ইহাব আছরে কে ? ॥

জগত মাঝারে, তোমাবে আমাবে,

আবো কত কা'বে এ ছেলে চেনে ।

তোমার আমাব, মনের মাঝার,

যা' আছে, এ ছেলে তা'ও যে চেনে ॥

গিবি ।—বল কি ! বড় অপূর্ব ছেলে তো !

(বালকের প্রতি)—ও বাপু !

তুমি কে ? কোথা হ'তে আসচো ?

বালক ।—আমি ভগবান্ শিবের শিষ্য,

কালিদায় হ'তে আসছি ।

গিরি ।—কোন শিব ?

বালক ।—আপনার জামাতা ।

গিরি ।—(নারদেব প্রতি সরোষে)—বলি, নারদ !

এ তোমার কিরূপ বিবেচনা ?

একলা আমাকে জাগতন ক'রে

তোমার মনোগোলা পূর্ণ হ'ল না ?

শেষে কোথেকে একটা ছেলে ধ'রৈ এনে

আমাকে পাগল ক'বার ফিকির খেলে ?

নারদ ।—কি বিভ্রাট ! আমি এর কিছুই জানি নি ।

গিরি ।—তবে এ ছেলেটাও শিব শিবক'ছে কেন ?

নারদ ।—তা' শিব জানে আর ছেলে জানে ।

গিরি ।—আমি নিশ্চয় জানি, তুমিই এর গোড়া ।

প্রহরিগণ !

নারদকে আমার রাজ্যের বাইরে রেখে এস ।

বালক ।—মহারাজ ! দেবর্ষির কোন দোষ নাই ।

বাস্তবিক আমি শিবের শিষ্য,

কালীকৈত্র হ'তে আপনার কাছে এসেছি ।

গিরি ।—কি প্রয়োজনে ?

বালক ।—এই পত্রখানি গ্রহণ কো'বে পাঠ করুন ।

গিরি ।—এ পত্র কে লিখেছে ?

বালক ।—আপনার জামাতা স্বয়ম্ভু শত্ৰু স্বয়ং ।

গিরি ।—হরি হরি ! আমি ও পত্র স্পর্শ করবো না ।

নারদ ।—আচ্ছা, আমি না হয় কমণ্ডলু থেকে

একটু গন্ধাজল পত্রখানায় ছিটিয়ে দি ।

গিরি ।—তা'তেও ও পত্র পবিত্র হ'বে না ।

নারদ ।—কেন হ'বে না ?

গিরি ।—গন্ধা শিবের জটায় থাকে ।

নারদ ।—(স্বগত)—ইনি যে দক্ষ মুনির চেয়েও

আর এক কাটি উঁচিয়ে চলেন ।

(প্রকাশে)—আচ্ছা, আমি পত্র পড়ি,

আপনি শুনুন । (পত্রগ্রহণ)

গিরি ।—অতক্ষণ আমি দাঁড়া'তে পার্কো না ।

পত্রের উদ্দেশ্যটা কি ?

নারদ ।—উদ্দেশ্য এই,—শিবের সমন্বয় ।

গিরি ।—বল কি, নারদ ! মিথ্যা কথা ।

নারদ ।—আমি পত্রখানা ধরি,

আপনি আলগোছা পড়ুন ।

গিরি ।—আচ্ছা, ধর তো ।

(নারদের তথা করণ ও গিরিরাজের

দূর হইতে পত্রপাঠ)

নারদ ।—কেমন ?

গিরি ।—তাই তো, সত্যই তো !

তা ভালই হ'য়েছে ।

শিব যদি সমন্বয় ক'রে জেতে ওঠে,

তা' হ'লে তা'র সঙ্গে আমার চলতে দোষ কি ?

(বালকের প্রতি)—ও বাপু !

কবে শিবের সমন্বয় ?

বালক ।—আগামী চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীতে ।

গিরি ।—তবে তো আর বেশী দিন নাই ।

আচ্ছা, নিমন্ত্রণটা কিরূপ হ'বে ?

বালক ।—মর্গ মর্ত্য পাতাল ।

কেউ কোথাও কঁক প'ড়বে না ।

আপনাকে সকলের অগ্রে যেতে হ'বে ।

আপনার দ্বারাই শিব-সমন্বয় হ'বে ।

গিরি ।—তা' বটেই তো, "

আমিই তো সেটাকে একঘ'রে ক'বেচি ।

আমি না তুললে তুলবে কে ?

নারদ ।—(স্বগত)—কে কা'কে তোলে দেখা যা'বে ।

বালক ।—আমি তবে এখন আসি ।

গিরি ।—আচ্ছা, বাপু !

বালক ।—দেবর্ষি ! আপনি আমার সঙ্গে আসুন না ?

গিরি ।—ওটাকে কেন ?

বালক ।—ওরো সমন্বয় হ'বে ।

গিরি ।—অবশ্য, হওয়া উচিত ।

ওটা সেটার ঘটক ।

বর ঘটকের এক সঙ্গে প্রায়শ্চিত্ত করা চাই ।

নারদ ।—(স্বগত)—আমি বুঝেছি,

চতুষ্কুড়ামণি প্রভু চতুর্ভা ক'বে

আমায় সঙ্গে নিয়ে যা'বেন ।

কিছু না কিছু ব্যাপার আছে ।

(গিরিবাজের প্রতি) তবে বিদায় হই, মহাবাজ !

গিরি ।—স্বচ্ছন্দে ।

[সকলের প্রস্থান ।

২য় দৃশ্য ।—কালী—রাজপথ ।

ক্রমে ক্রমে দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, কিম্বর ও

মানবগণের প্রবেশ ও প্রস্থান ।

ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের প্রবেশ ।

ব্রহ্মা ।—দেবরাজ !

অদ্বুত ঘটনা আজ ঘটিবে কালীতে ।

অলৌকিক হরিহরলীলা !

শিবসমন্বয়ে আজ শিবের মহিমা

প্রচারিত হ'বে স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে ।

ভগবান্ নারায়ণ

করিলো কৌশল-খেলা ।

চল চল এই বেলা

দেখি গে নয়ন ভবি' আশা মিটাইয়া

অন্নপূর্ণা নবমুষ্টি মহেশভবনে ।

ইন্দ্র ।—বিরিঞ্চি । সৌভাগ্যবান্ মোহা,

তৈই আজ নিমজ্জিত হৈলু কাশীধামে,

কৃতার্থ হইব সবে শিবশিবা হেরি' ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

গিরিরাজের প্রবেশ ।

গিবি ।—তাই তো, এ কোথায় এলেম ?

এমন সুন্দর পুৰী তো কখন দেখি নি ।

কে এ পুৰী'র অধিপতি ?

কা'কেই বা জিজ্ঞাসা কবি ?

দুই জন ব্রাহ্মণের প্রবেশ ।

১ ব্রাহ্মণ ।—শীঘ্র চল, শীঘ্র চল,

নৈলে আব স্থান পাওয়া যাবে না ।

২ ব্রাহ্মণ ।—ইস তাই তো, কি ভয়ানক জনতা ।

আজ কি দিভুবন খালি হ'য়ে কাশীতে এসেছে ?

১ ব্রাহ্মণ ।—এখনো কত লোক আসচে দেখছ ?

২ ব্রাহ্মণ ।—চল চল, ক্রতবেগে চল ।

(প্রস্থানোচ্ছাস)

গিবি ।—প্রণাম ।

১ ব্রাহ্মণ ।—(ঘাইতে ঘাইতে)—জয়োহন্ত ।

গিরি ।—আমার একটা জিজ্ঞাস্ত আছে ।

২ ব্রাহ্মণ ।—এসে শুন্বো ।

[ব্রাহ্মণদ্বয়ের প্রস্থান ।

গিবি ।—তাই তো,

কেউ আমার কথা শোনে না যে ।

নারদের প্রবেশ ।

নারদ ।—আপনি কত ক্ষণ ?

এখনো এখানে দাঁড়িয়ে কেন ?

গিরি ।—কোথায় যাব ?

নারদ ।—আপনার জামাতাব কাছে ।

গিবি ।—সে কি এখানে আছে ?

নারদ ।—আজ্ঞে হাঁ । এই কাশীধাম ।

গিবি ।—আমি ভেবেছিলেম, কাশী একটা শ্মশান ।

নারদ ।—একপ ভাব্বাব বাবণ ?

গিবি ।—শিবটে যে চিবকাল শ্মশানবাসী ।

নারদ ।—এখন আব তিনি শ্মশানবাসী ন'ন,

এই কাশীর ঐশ্বর্যা ও শোভা তাঁ'র সাক্ষী ।

গিবি ।—এ অতুল ঐশ্বর্যা শিবটে কোথা পেলে ?

যেটা চিরভিত্তাবী,

তা'র এত বিভব কি কারণ হ'ল ?

সেটা এখন ডাকাতি করে না কি ?

নারদ ।—ডাকাতি নয় ডাকাডাকি ।

গিরি ।—সে আবার কি ?

নারদ ।—আপনাকে ডাকুছেন তিনি ।

সমস্ত প্রস্তুত । সকলেই এসেছেন ।

এখন আপনি গেলেই সমগ্র হয ।

গিবি ।—চল তবে ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

৩য় দৃশ্য ।—কাশী—অন্নপূর্ণার মন্দির ।

সিংহাসনে অন্নপূর্ণা মূর্তিতে উমা উপবিষ্টা

এবং তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে ভিক্ষুকবেশে

শিব দণ্ডায়মান ।

গিরিরাজ ও নারদের প্রবেশ ।

গিবি ।—নারদ । এ কি মূর্তি ?

নারদ ।—অন্নপূর্ণা মূর্তি, মহারাজ ।

হের হের কল্পা তব দর্শনে করিয়া

দিত্তেছেন অন্ন তব জামাতার করে ।

হের ওই, মহাদেব অঞ্জলি ভরিয়া

ভক্ষণ করি'ছে অন্ন হরিষ অপ্রব ।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ, চন্দ্র,
সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ, মুনিগণ, গন্ধর্ব্ব-
গণ ইত্যাদি প্রবেশ ।

গিরিরাজ ব্যতীত সকলে।—জয় জগৎপিতা
মহাদেবের জয় ।

জয় জগজ্জননী অন্নপূর্ণার জয় ।

বিষ্ণু।—এস এস দেবগণ । এস এস মুনিগণ ।

এস এস অবিলম্বে যে যথায় আছ ।

আজ বড় শুভ দিন,

সঞ্চলে মিলিয়া আজ কাশীধাম মাঝে

শিবের প্রসাদ খাই শিবসম্মুখে ।

(শিবের অঞ্জলিস্থলিত ভূগতিত উচ্চিষ্ট অন্ন
লইয়া গিবিবাজ ব্যতীত সকলের ভক্ষণ
ও মস্তকে হস্তমুদ্রন)

গিরি।—(সবিস্ময়ে)—আবে মব ।

এ কি বিপবীত কাণ্ড ।

নাবদ । নারদ । এ কি সমন্বয় ?

কোথায় দেবতা ঋষিদেব উচ্চিষ্ট খেয়ে

নিজেব পাণেব প্রায়শ্চিত্ত ক'বেব শিব,

না দেবতা ঋষি প্রভৃতিবাই

উচ্চিষ্ট খাচ্ছে শিবের ।

নারদ ।—মহাবাজ । শিবের সমন্বয় এইরূপ ।

দেবগণ ও ঋষিগণ।— (গীত)

কি আনন্দ আজ, কাশীধাম মাঝ,

অন্নপূর্ণা বিবাজে কেমন ।

অন্নদানকারী, নিজে ত্রিপুরারি,

ভিক্ষা মাগি'ছেন হের নয়ন ॥

অপরূপ রূপ শোভিল বে—

কুদিপ্রাণমন মোহিল বে—

বইয়ে প্রসন্ন, দিতেছেন অন্ন,

প্রসন্নময়্যেরে প্রসন্নময়ী,—

জয় জয় জয়, নাহি আব ভয়,

অতুল প্রসাদ করি ভোজন ॥

(সহসা মোহ ও ভ্রমের আবির্ভাব

ও দক্ষ হস্ত ধ্বংসপ্রাপ্তি)

গিরি।—ধ্বংস হ'ল মোহ ভ্রম মোর ।

এত ক্ষণে বুদ্ধিলাম,

সামান্ত নহেন শিব, দেবেব দেবতা ।

এত দিন ভ্রমেব ছলনে, মোহের বন্ধনে

চিনিতে পারি নি শিবের ।

এই বাব বুদ্ধিলাম,

সাক্ষাৎ ঈশ্বর শিব জামাতা আমার ।

(কৃতাজ্জলিপুটে ধ্যান)—

“ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং

রজতগিরিনিভং চাবচক্রাবতংসং ।

বয়াকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং

পরশুমুগববাতীতিহস্তং প্রসঙ্গং

পদ্মসীনং সমস্তাং

স্তব্ধমবগঠৈর্কাঞ্চকৃষ্ণি বসানং ।

বিশ্বাঙ্গং বিশ্ববীজং

নিখিলভয়হরং পঞ্চবজ্রং ত্রিনেত্রং ॥”

সকলে।—জয় জয় ভগবান্ মহাদেবের জয় ।

গিবি।—(কৃতাজ্জলিপুটে)

“ওঁ নমঃ শিবায শান্তায় কাবণত্রয়হেতব ।

নিষেদযামি চান্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর ॥”

(প্রণাম)

সকলে।—

(গীত)

জয় ভূতভাবন, বিশ্বপালন,

মাদুসজ্জনবজ্রন ।

জয় অগ্নিভালক, জীবপালক,

অস্থিমালকশোভন ॥

জয় শৃঙ্গবাদক, ভালপাবক,

হৃষ্টবঙ্ককশাসন ।

জয় আদিকারণ, জীতিবারণ,

পাপভীষণনাশন ॥

জয় প্রেতনাযক, তত্ত্বগাযক,

শূলসারকধাবণ ।

জয় ভক্তবৎসল, সত্যনিষ্ঠল,

নিত্যমঙ্গলকারণ ॥

জয় কণ্ঠবাহন, উগ্ৰশাসন,

বিষকাননচারণ ।

জয় সর্পখেলন, দর্পহাষণ,

মীনকেতনমারণ ॥

যুবনিকাপতন ।

সম্পূর্ণ ।

জন্মাষ্টমী ।

[চিত্ররঙ্গ ও পঞ্চরঙ্গ ।]

JANMASTAMI.

[TABLEAUX VIVANTS & PANTOMIMES.]

প্রথম চিত্ররঙ্গ ।

মথুরা—কংসের কারাগার ।

[কারাগারমধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ ; বহুদেব
ও দেবকী বিষমভাবে উপবিষ্ট ; বহির্ভাগে
প্রহরিগণ মায়ানিদ্রায়
অভিভূত ।]

চিত্রকর ও চিত্রকরীর প্রবেশ ।

চিত্রকর।—পরি! তোমার অঙ্গুরোধে অস্ত
আমি জন্মাষ্টমী অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা
সম্বন্ধে যে কয়খানি চিত্র প্রস্তুত করেছি, তন্মধ্যে
এইখানি প্রথম। ঐ দেখ, মথুরা নগরে কংসের
কারাগার! কারাগারমধ্যে অপূর্ণ ঘটনা। আজ
ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথি; রাত্রি
দ্বিপ্রহর; ঘোর অন্ধকার। ঐ দেখ, কারাগার
মধ্যে পূর্ণব্রজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভ হ'তে
ভূমিষ্ঠ হ'য়েছেন। এখনি দুয়ান্না কংস জানতে
পারলে ভূমিষ্ঠ শিশুকে শিলাতলে নিক্ষেপ ক'রে
বধ ক'রবে। সেই ভরে শ্রীকৃষ্ণের পিতা বহুদেব
এবং মাতা দেবকী অত্যন্ত বিষমভাবে ব'সে
আছেন। আবার ঐ দেখ, শ্রীকৃষ্ণের মায়াময় কংসের
প্রহরিগণ কারাগারের দ্বারবহির্ভাগে নিদ্রায় অভি-
ভূত হ'য়ে প'ড়ে আছে।

চিত্রকরী।—স্বামিন্! বড় স্থলর চিত্রই
হ'য়েছে। আমি দেখে নিতান্ত আনন্দিত হ'লেম।

চিত্রকর।—চল, এই বার তোমাকে দ্বিতীয়
চিত্ররঙ্গ দেখাই।

উভয়ের প্রস্থান ।

প্রথম পঞ্চরঙ্গ ।

ষষ্ঠীতলা গ্রাম—ষণ্ডেশ্বর পুরোহিতের
বাটীসম্মুখ ।

যত্ন ও মধুর প্রবেশ ।

মধু।—বল কি, ভাই! এই তো কলির সন্ধ্যা।
এখনি লোকে ধর্ম্মের নামে এত দূর তণ্ডামি আরম্ভ
ক'রেছে।

যত্ন।—তও লোকের সংখ্যাই পৌনে বোল
আনা।

মধু।—না না। তোমার কথায় আমার বিশ্বাস
হয় না।

যত্ন।—আমার কথায় বিশ্বাস ক'রে কাজ কি?
হাতে হাতেই সত্য মিথ্যার প্রমাণ কর না কেন?
আজ তো জন্মাষ্টমী। আজই তোমাকে কয়েক
রকম তণ্ডামি দেখিয়ে দিচ্ছি।

মধু।—কোথায় গেলে দেখে পাব?

যহু।—বেশী দূর যেতে হ'বে না। আপাততঃ এই থানেই একটা দেখ। এই বাড়ীতে যশোবন্ত পুরোহিতের।

মধু।—তা'রই এই বাড়ী? তিনি যে খুব একজন ভাল ব্রাহ্মণ। সর্গদেবপূজাপদ্ধতি, ব্রত-মালা, প্রারম্ভিকতত্ত্ব, মন্ত্র আদি সমস্ত সংহিতা, এবং আরও কত ধর্মশাস্ত্র তা'র কর্তৃত্ব। মহা-মহোপাধ্যায় যশোবন্ত বিদ্যালঙ্কার 'যে একজন জ্ঞানসিক্ত মহাপুরুষ।

যহু।—আজ সেই মহাপুরুষ যশোবন্তের ভাণ্ডার-মিটে এক বার দেখে নেও।

মধু।—ভগামি! বল কি, অ্যা!

যহু।—চল, তা'র এই ঘরখানার পাঁদাড়ে ছকিয়ে থেকে, তোমাকে যশোবন্ত পুরোহিতের ব্রতাহিত জ্ঞানটা দেখাই।

মধু।—কেন মিছে ঝোপের দিকে গিয়ে মশার কামড় খাব?

যহু।—মিছে যদি হয়, তবে দশ টাকা বাজী।

মধু।—তবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।]

যশোবন্ত বিদ্যালঙ্কারের প্রবেশ।

যশো।—এক! যশোবন্ত, যজ্ঞমান বিত্তব, সাম-লাই কি ক'রে? যজ্ঞমান ব'লে যজ্ঞমান, তিন শ' তেবটি বর। তিন শ' বাবটিতে ঠিকে বায়ুণ দিয়ে তিন শ' বাবটি জন যজ্ঞমানের আজ জন্মটিমীর ব্রতটা চালিয়ে নি। আর নিজে বংশীধর ঘোষের বাড়ীতে ব্রতী হই। বংশী ঘোষের বাড়ী পাওনা ধোওনাটা যথেষ্ট, সুতরাং এঁটে নিজেরই হাতে রান্না হ'বে। তা' বা' হোক, এক দমে এত ঠিকে বায়ুণ পাই কোথা? হাজার চেষ্টা ক'লেও রক্ত জোর শ' ছই বায়ুণ পাওয়া যেতে পারে। তা'র মধ্যে আবান্ন কল্যাণে, রেও, ভাট, আচাখি বায়ুণ, মুড়িপোড়া বায়ুণই অবিকার। তা' চুলোয় থাক, আমার দশ টাকা পাওনা নিয়েই কথা। দু' শ' বায়ুণ তো হ'ল, কিন্তু এখনও এক শ' তেবটিতে

বাকি। তা'ও যশোবন্ত শরী চালিয়ে নেবেন। কেবল এক শ' তেবটিতে পইতের ওয়াস্তা। তা আমার ঘরে দশ পনের দেয় পইতে আছে। এক এক জনে দশ পনের গাছা কোরে পর না কেন?

মদনভঞ্জিকার প্রবেশ।

মদনভঞ্জিকা।—এখানে কি বিড় বিড় ক'রে ব'ক্চো?

যশো।—ব্রাহ্মণি! শীঘ্র এক শ' তেবটিতে পইতে বা'র ক'রে আন তো।

ম-ভ।—খন্দেবের যোগাড় হয়েছে না কি?

যশো।—খন্দেব নয়, খাস্তের যোগাড়।

ম-ভ।—সে কি বকম?

যশো।—আজ যে জন্মটিমীর ব্রত।

ম-ভ।—তা পইতে কি হ'বে?

যশো।—সব বায়ুণ জুটে উঠে না। এক শ' তেবটি জন শূদ্রকে পইতে পরিয়ে যজ্ঞমানদেব বাড়ী পাঠাব।

ম-ভ।—তোমাব কি পাপের ভয় নেই?

যশো।—তোমাব যদি ব্রাহ্মণদেব লোভ না থাকে, তা' হ'লে আমাব এরূপ পাপ ক'বাব প্রয়োজন কি? ব্রাহ্মণদেবের লোভ ছাড়, ব্রাহ্মণি।

ম-ভ।—আমার কন্ম নয়! শূদ্র তো শূদ্র, তুমি মুছনমান ফিবিগীকেও পইতে পবিয়ে যজ্ঞমানদেব ব্রাহ্মণ, সেও ভাল, তবু মদনভঞ্জিকে বসন ভূষণ ভুলতে পারে না।

যশো।—ব্রাহ্মণি! সে কালে ছিল "নারীণাং ভূষণং পতিঃ" আর এ কালে হ'লে "নারীণাং ভূষণং মতিঃ" অর্থাৎ বড় বড় গজমুক্তা।

ম-ভ।—আমি এক্ষণি সব পইতে আসছি।

যশো।—আর এক কাজ কর। আমি তো সারা দিন সারা রাত নিরন্তর উপবাস ক'রে থাকতে পারি না। তুমি শীঘ্র অন্ন কল্যাণ প্রস্তুত ক'রে দাও। বড় বড় কইমাছ জিওনো আছে—আমি পটল, বড় আছে—চাপানোটে শাক আছে—

কচি কচি চালতা আছে। অতএব আলু পটল বড়ি দিয়ে কইমাছের ঝোল, মোটে শাক ভাজা এবং চালতার অধল রেঁধে দাও।

ম-ভ।—চালতার অধল নিবিমিষি ক'ব্বো কি ?

যে।—কাজে কাজে। আজ জন্মার্তমীর দিন তো আর বাজারে গিয়ে চিন্‌ড়ী মাছ আনতে পারি নি। আচ্ছা, এক কাজ কর, আমার জন্মে মা হব একটা কইমাছ অধল দখল দিও।

ম-ভ।—আজ এক বেলাই থা'বে তো ?

যে।—রাধে মাধব ! ছ' বেলা—ছ' বেলা।

ম-ভ।—ও বেলা তো সন্ধ্যার সময় থেকেই যজমানের বাড়ীতে জন্মার্তমীর বঁতে নিপু থাকবে ; কি কোরে খেতে আসবে ?

যে।—বেলা চাট্টের সময় আবার আহার ক'ব্বো।

ম-ভ।—ও মা, সে কি গো ! বাসুণ ত'যে এক স্থিতিতে ছ'বার ভাত থা'বে ?

যে।—আরে বেথে দাঁও তোমার এক স্থিতিতে ছ'বার ভাত খাওনা ! তোমার যৎখর এক স্থিতিতে ছ'বার ভাত ঠোসেন !

ম-ভ।—তা যিকেলবেলা কি তবকাবি ব'ধবো ?

যে।—কা'ল আমি হুকিয়ে যে ছটা হাঁসের ডিম আর ছ' পরসাব পেরাজ এনেছিলেম, পরম মসলা দিয়ে তা'রি বে' কালিয়া ভোয়েব কোরো। মোটা চেরেক বড় বড় গোল আলুও দিও।

ম-ভ।—আচ্ছা। তবে তুমি নেয়ে এসে পূজা আনিক সারো।

যে।—আজ আর নাইব না। গাম্‌হার গা হাত মুখ মুছে চন্দনের কোটা টোটাগুলো পোরে নি। ঠিকে বাসুণ খুঁজতে যাই, স্তবরাং আনিক কানিকও হ'বে না। তুমি পইতে বা'র ক'রে রেখে নীর রক্তন আরম্ভ কর। আর একটা কথা, আজ আর পান-কাম সেজো না।

ম-ভ।—কেন ?

যে।—আরে পাগলি ! হাজার কুচ্‌কিত

ঠেসে চর্যা চোষা লেহ পেয় ক'রে দিবা আহাব কব, কিন্তু সুখে পান দিও না, তা' হ'লেই ঘস—নিবল উপবাস।

ম-ভ।—ও মা, যা'ব কোথা। হাঁগা, তুমি এমনতর যজমান ঠাকানো কল কোশল কা'র কাছে শিখেছ ?

যে।—আমার কৰ্ত্তব্যবুদ্ধির কাছে।

ম-ভ।—অবাক তোমার কৰ্ত্তব্যবুদ্ধি !

[প্রশংসা।

যে।—আমিও যাই, ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধকে এক স্থরে মন্তপূত কবি।

[প্রশংসা।

যছ ও মধুর পুনঃপ্রবেশ।

যছ।—কি তাই মধু, যৎখর পুরোহিতের কাওকাবখামাটা দেখলে তো ?

মধু।—তাই তো তাই যছ, আমি যে অবাক হলেম ! এখি নাম কি পুরোহিত আর এখি নাম কি পোরহিতা ?

যছ।—যৎখর ভট্টচার্য্যের মত এখন চেন চেন পুণ্ডিত ঠাকুর গ্রামে গ্রামে মগবে নগরে সরলবিখ্যাপী যজমানদের সর্বনাশ ক'ছে।

মধু।—ছি ছি, থিক্‌ থিক্‌ !

যছ।—চল, জন্মার্তমীর বাজারে আরও রকম বকম তণ্ডামি-কাণ্ড দেখাই গে।

[উভয়ের প্রশংসা।

দ্বিতীয় চিত্ররঙ্গ।

মধুরা ও গোকুলের মধ্যবর্তিনী যমুনানদী।

[যমুনা নদীর জলমধ্যে অগ্রে শৃগালীরূপে যোগ-মারা ; মধ্যে ঐক্যকে জোড়ে লইয়া বহু-দেব গমনোদ্ভূত ; পশ্চাতে ঐক্যের মন্তকে বাসুকি নাগ কণা-বিত্যার করিয়া অবস্থিত।]

চিত্রকর ও চিত্রকরীর প্রবেশ।

চিত্রকর।—প্রিয়ে! জন্মার্তমীর এইখানি দ্বিতীয়

চিত্র। ঐ দেখ, মথুরা ও গোকুলের মধ্যবর্তিনী যমুনা নদী প্রবাহিত হ'ছেন। কৃষ্ণপক্ষের ষোড়শী অষ্টমীর রাত্রি। আকাশে নিবিড় মেঘঘটা। মূলধারে বৃষ্টি হ'চ্ছে—বিছাতি চকমক্ ক'চ্ছে—ঘন ঘন বজ্রসংঘ গভীর গর্জন ক'চ্ছে। ঐ দেখ, মহাত্মা বসুদেব, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে তাঁহাকে ক্রোড়ে গ্রহণ ক'রে, মথুরাস্থ কংসের কারাগার হ'তে, গোকুলে গোপরাজ, নন্দের গৃহে বা'বার জন্ত, যমুনানদী পার হ'ছেন। কিন্তু সস্ত্রোজাত শিশুকে ক্রোড়ে গ্রহণ ক'রে, গভীর যমুনা নদী কিরণে হেঁটে পার হ'বেন, সেই ভয়ে অত্যন্ত আকুল হ'য়েছেন। প্রিয়ে, ঐ দেখ, বসুদেবকে ভীত ও সন্নিহ্ন দেখে, স্বয়ং ভগবতী যোগমায়া শৃঙ্গালীরূপে হেঁটে যমুনা পার হ'ছেন। বসুদেবও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধীরে ধীরে গমন ক'ছেন। আবার ঐ দেখ, পাছে বসুদেবের ক্রোড়স্থ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গাত্রে বৃষ্টিবারি পতিত হয়, সেই জন্ত স্বয়ং সর্পরাজ বাসুকী স্বীয় সহস্র ফণা বিস্তার ক'রে, ছত্রাকারে বসুদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন ক'ছেন।

চিত্রকরী।—নাথ! এখানিও অতি অপূর্ণ চিত্র। পূর্বে আমি এমন মনোহর ছবি কখন দেখি নি।

চিত্রকর। চল, এই বার তোমার তৃতীয় চিত্র-রচনানি দেখাই গে।

[উভয়ের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় পঞ্চরঙ্গ ।

কলিকাতা—চিৎপুর রোড—চমৎকারের বাটসন্মুখ ।

যছ ও মধুর প্রবেশ ।

মধু।—ওহে যছ! চমৎকার বেস্তার বাড়ীর সারে কি জন্তে এলে; এখান্দেও কি কোম ব্যাপার আছে?

যছ।—বিনা ব্যাপারে কি তোমার আর আনন্ডেম? চল, আমরা ঐ মালীর ফুলের দোকানে ব'সে ব'সে তামাসা দেখি।

মধু।—ও কে আসতে হে?

যছ।—এক ব্যাটা ভদ্রগোচের মাতাল দেখছি।

কৃষ্ণদাস গোস্বামীর প্রবেশ ।

মধু।—ও যছ! এ লোকটা পরম বৈষ্ণব যে।

যছ।—যে সে নয়, ভায়া! কেউদাস গোস্বামী গোস্বামী, দণ্ডবৎ।

মধু।—দণ্ডবৎ।

কৃষ্ণ।—কে তোমরা, বাবা?

যছ।—আমি যছ, ইনি মধু।

কৃষ্ণ।—আর আমি চমৎকারসুন্দরীর ষধু।

যছ।—সে কি, মশায়, বলেন কি? আপনি হ'ছেন ষড়দার এক জন প্রসিদ্ধ গোস্বামী। আপনার মুখে এমন কথা কি শোভা পায়?

কৃষ্ণ।—তবে কি শোভা পায়?

যছ।—হরিনাম।

কৃষ্ণ।—কে বাবা তোমরা? এব, প্রহ্লাদ? ওরে শালায়া! এ সময়ে আমার মুখে কি হরিনাম শোভা পায়, না সুরাপাম শোভা পায়?

যছ।—রাধামাধব! রাধামাধব!

মধু।—চল, যছ, এখান থেকে।

কৃষ্ণ।—বাবা, মদ না দিলে যেতে দিচ্ছি নি।

মধু।—আমরা কি মদ খাই?

কৃষ্ণ।—ছ'শালা দুই মদের পিঁপে।

মধু।—গোবিন্দ! গোবিন্দ!

কৃষ্ণ।—চাদর গিরিহান্ তোল ভো বাবা!

মধু।—কেন তুলবো?

কৃষ্ণ।—বগলে মদের বোতল হুকুনো আছে।

মধু।—মশায়, সাবধান হ'য়ে কথা কবেন।

কৃষ্ণ।—চোপ্ রও শালা!

যছ।—ও মধু! ওরে ঢিল কেলা আর মাতালকে যেঁটানো সমান।

কৃষ্ণ।—কি রে রাসকেল! আমি শু! আমি শু!

তো ব্যাটাধের এখনও বস্ত্রপরিচয় হয় নি। আমি ও নয় বাবা, আমি বসি। এই ভাষ।

(ভক্তার তোলন)

বহু ও মধু। রাম! রাম! গামর বসি ক'রে দিলে হে!

কৃষ্ণ।—এখনও বাবা, মুখের বাকি।

বহু।—পালিয়ে এস, মধু, পালিয়ে এস।

মধু।—এমন জায়গার আমাকে আনা তোমার ভাল হয় নি। একে চিংপু বোড়, তা'তে সন্ধ্যাবেলা,—তা'তে আবাব বেস্তাব বাড়ীর উপরে বাবাণ্ডা, নীচে দবজা। এ স্থান অতি কুস্থান—সাক্ষাৎ নবককুতু।

বারাণ্ডার উপর চমৎকারেব প্রবেশ।

কৃষ্ণ।—ওহে স্বর্গের দেবদুত্তর। তবে দয়া ক'রে এ দাস গোসাঞিকে নবককুতু হ'তে উদ্ধার কর, বাবা।

মধু।—আমাদের কন্ম নয়। যে তোমাকে উদ্ধার ক'বে, সে ওই বারাণ্ডার দাঁড়িয়ে হাসে।

কৃষ্ণ।—(বাবাণ্ডার দিকে দেখিয়া)—বাহবা—বাহবা। ঐ যে স্বর্গের বাবাণ্ডার আমাব পতিত-পাদনী দেবদুত্তী।

মধু। ও যহু। আবার এক ব্যাটা কে ছুটে আসচে। পালাই চল।

[বহু ও মধুর প্রস্থান।

একজন ভক্তবেশধারী জুয়াচোরের প্রবেশ

ও কৃষ্ণদাস গোস্বামীকে ফেলিয়া দিয়া

অপর দিক্ দিয়া বেগে প্রস্থান।

কৃষ্ণ।—(ভূতলে পড়িয়া)—বলি, ওহে দেবদুত্তী! এই রকম ক'রে কি পতিতকে উদ্ধার ক'ন্তে হয়, বাবা? একেবারে এক হস্তর পাখর মেরে স্বাত্তার কাদায় লুটিয়ে দিলে, স্নানরি!

বেগে একজন গাড়োয়ানের প্রবেশ।

গাড়ো।—গাড়ীভাড়া ইগায়া আনা দে কে তব্

গাংগো। (কৃষ্ণদাস গোস্বামীকে গাড়োয়ানের জাপ্টাটোয়া ধরা)

কৃষ্ণ।—কে তুমি, বাবা?

গাড়ো।—কবিশ্ববন্ধু গাড়ীওয়ান্।

কৃষ্ণ।—আমার অপবাধ?

গাড়ো।—নেবা গাড়ী সে কুনকে কাঁচা তাগো গে বাবু? ভাড়া দেও, তব্ থায়া থুসী যাও।

কৃষ্ণ।—আমি তোব গাড়ী চড়ি নি। আমি, বাবা, গোসাঞি গোবিন্দ নামুয়। এগাব আনা থাকলে আজ ভগ্নাষ্টমীর বাজাবে হু'শু' মগড় লাগিয়ে দিতেম।

গাড়ো।—গোসা গন্ধো মাছুষ ম্যার নেহি জাত্তা হ'। জলদি কেবায়া দেও।

কৃষ্ণ।—যে শালা তোব গাড়ী চ'ড়েচে, সে শালা যেন জন্ম জন্ম চড়ে।

গাড়ো।—আবে তুম্ চট্টা থা।

কৃষ্ণ।—কতি নেহি। ও শালা হাম্কে বাস্তামে পটক্ দে কে উধর ভাগু গিয়া হয়।

গাড়ো।—মেরা আঁখ্ নেহি হয়?

কৃষ্ণ।—তা' হ'লে কি, বাবা, চোব ছেড়ে সাধ ধব?

গাড়ো।—কাহে কুট্ট নুট্ট বক্ বক্ কর্তে ছো? কেরায়া দেও তো দেও, নেহি হাম্ পাহার-ওয়ানাকো বোলাউন্না।

কৃষ্ণ।—(বাবাণ্ডার দিকে তাকাইয়া)—ওচমৎ-কান বিবি। নেমে এসে সদব দরজাটা খুল দাও, ভাই। নৈলে বামেব বনবাস।

চমৎকান —(বাবাণ্ডার দাঁড়াইয়া)—কেন তোকে দবজা খুলে দেবো? কে কুট্ট রে?

কৃষ্ণ।—তোমারি গোলাম কেওদাস গোসাঞি।

চমৎ।—আমি তোকে চিনি নি।

কৃষ্ণ।—সে কি, বাবা। কাল বাত্রে যে তোমাকে পঁচিশটে টাকা দর্শনী দিয়ে গেছি।

চমৎ।—কালকেব কথা কাল গেচে। আজকে তা'র কি?

কৃষ্ণ।—তা থেকে দয়া করে এগার আনা

পরশা ধার দাও। এই কালকের কথাই আজকে জের। আবার কাল আমি এগার আনার এগার টাকা পুথিয়ে দেবো। মাইরি ব'ল্‌চি।

চমৎ।—আমি মাতালের কথা বিবেচনা করি নি।

কৃষ্ণ।—বটে রে শালী বটে! মাতাল বই তো বেটীদের গতিমুক্তি কই? মাতাল শালারাই তাদের চোন্দ পুরুষ, আর তো শালারাই মাতালের চোন্দ পুরুষী!*

চমৎ।—আরে মন্ পাঞ্জী ছুঁচো ব্যাটা? আমাকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাড়োয়ানের সারে গাল দিচ্চিস্! গায়ে চূণ গুলে ঢেলে দিচ্চি, দাঁড়া। (উচ্চৈঃস্বরে) —ও ঝি!

নেপথ্যে ঝি।—মাই গো দিদিবাবু।

চমৎ।—জীগুগির এক ঘটা চূণ গুলে আন তো। আজ গোসাঞি ঠাকুরকে চূণকাম ক'রে দি।

কৃষ্ণ।—ও বাবা গাড়োয়ান! ছাড়্ ছাড়্, নৈলে চূণগোলায় ঘুলিয়ে যাব।

গাড়ো।—কতি নেহি ছোড়্‌জ্‌। পাহার-ওয়ালা! এ পাহারওয়ালা! পাহারওয়ালা হো!

এক ঘটা চূণগোলা লইয়া বারাণ্ডায়

ঝির প্রবেশ।

ঝি।—এই নেও, দিদিবাবু, চূণগোলা।

কৃষ্ণ।—ও কচুরান, জলদি ছোড়ো।

গাড়ো।—আউর্ জোরসে পক্‌ড়্‌জ্‌।

কৃষ্ণ।—তোমারও দকা রকা হোজ্‌।

গাড়ো।—কুছ পরওআ নেহি। দেখো তো ডালা! হাছরা তালাও সে সোণাগাছী—সোণাগাছী সে নতুনবাজার কা ওঁড়ী কা দোকান—কেহু হ'আসে ইয়া মেছুরাবাজারকা মোড়। ইই! আরকে বেকেরারা গাড়ি ছোড়্‌কে ভাগ্তা হয়। এয়া ভোন্ধোর মানুষ তোম্!

কৃষ্ণ।—হাম্ তোমারা গাড়ী মে নেহি চড়া হয়।

গাড়ো।—তোমারা বাবা চড়া হয়।

কৃষ্ণ।—চোপ্‌ রও, শুরার!

চমৎ।—তবে রে ডাক্তার গোসাঞি, এখানে মুখখিতি। এই যেমন কন্ড তেরি কল। (বারাণ্ডা হইতে চূণগোলা ঢালিয়া দেওন)

কৃষ্ণ।—এ কি বাবা! এই কি তোমার মনে ছিল? আমাকে রাবণেও মারলে—রামেও মারলে!

চমৎ।—দূর্ ব্যাটা দূর্!

কৃষ্ণ।—ওহো ঠিক্—রাবণেও মারলে, মন্দো-দরীতেও মারলে!

চমৎ।—ফের যদি চোঁচা'বি, তো মুড়ো খাঁড়ুরা ছুড়ে মারবো।

কৃষ্ণ।—তা' মারো, কিন্তু তুমি বড় বেরসিক। আজ জন্মাষ্টমী, কাল নন্দোছোব। কাল সকালে না ক'রে আজি রাত্তিরে দধিকাদা কোরলে, প্রিয়ে!

গাড়ো।—তোবা তোবা! মেরা ভি সারে বদন্ মে বিলকুল চূণ লপট্‌ গিয়া রে। যেসা সহবৎ তেসা নাঞ্চ।

কৃষ্ণ।—আর কেন? এখনো ছাড়, বাপা!

এক জন পাহারওয়ালার প্রবেশ।

পাহা।—আরে! দোনো খণ্ডরা দার পিকে শড়্‌ক্‌ পর্‌ কা গোলমাল লাগায়া হয়?

(উভয়কে প্রহার)

গাড়ো।—পাহারওয়ালা জী! হাম্‌ গাঢ়িও-য়ান হয়।

পাহা।—চোপ্‌ রও, শালা!

কৃষ্ণ।—হাম্‌ কিষণদাস ওসাক্‌। ওসাক্‌ আদমি দার নেহি পিতা, বাবা!

পাহা।—হাভেরি মাতোয়ারা! মেরা লাল পাগড়ী দেখ্‌কে শালা ওসাক্‌ বনা হআ হয়।

কৃষ্ণ।—আমাকে ছেড়ে দাও, পাহারওয়ালা বাবা! আমার বাড়ীতে আজ জন্মাষ্টমীর ব্রত।

পাহা।—লালবাজার পুলিশ কা হাজৎ‌মে জনম্‌-টিমিকা বরখ হোগা। চল শালা লোগ, চল জলদি। (প্রহার)

[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় চিত্ররঙ্গ ।

গোকুল—নন্দের গৃহ । রাত্রিকাল ।

[নন্দ ও যশোদা নিদ্রিত । বহুদেবের যশোদার পার্শ্বে কৃষ্ণকে রাখিয়া, তাঁহার সন্তঃপ্রসূতা কন্তারূপিণী যোগমায়াকে গ্রহণ ।]

চিত্রকর ও চিত্রকরীর প্রবেশ ।

চিত্রকর ।—পত্নি ! ঐ দেখ, যমুনা নদীর পর-
পারস্থ গোকুল গ্রাম । গভীর রাত্রিকালে গোপরাজ
নন্দ ও তৎপত্নী যশোদা নিদ্রিত ! স্বয়ং যোগমায়া
কন্তারূপে যশোদার গর্ভ হ'তে ভূমিষ্ঠ হ'য়েছেন ।
ঐ দেখ, বহুদেব ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ
ক'রে, এক হস্তে শ্রীকৃষ্ণকে রাখছেন, আর এক
হস্তে কন্তারূপিণী যোগমায়াকে তুলে নিচ্ছেন ।

চিত্রকরী । স্বামিন্ ! এখনিও চমৎকার চিত্র ।

চিত্রকর ।—এই বার শেষ চিত্ররঙ্গখানি দেখ্বে
চল ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় পঙ্করঙ্গ ।

কলিকাতা—ঠনুঠনের মোড় ।

যছ ও মধুর প্রবেশ ।

যছ ।—কেমন, ভায়া ! চমৎকারের বারাণ্ডার
নীচে কৃষ্ণদাস গোস্বামির কৃষ্ণভক্তিটে কেমন
টনুটনে দেখলে ?

মধু ।—ছি ছি, আর সেটার নাম ক'র না ।

ঐ সব গুরুগুলো গুরু ব'লে পরিচয় দিয়ে, সরল
লোকদের শিষ্য করে—কাণে গুরুমন্ত্র দেয় । অমন
গুরুর কাছে মন্ত্র নেওয়ার চেয়ে, নরকে ডুবে মরা
ভাল ।

যছ ।—এই বার এই ঠনুঠনের মোড়ে ঠাঁড়িয়ে
অপরূপ কাকারখানা দেখি এস । চল, আমরা
ঐ দিকের ফুটপাথে ঠাঁড়াই ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

গোপাল ও নেপালের প্রবেশ ।

গোপাল ।—ওরে ছাপালে ! সন্ধ্যা হ'য়েচে,
চল, গুলির আড্ডায় যাই । আজ জন্মঠমীর পরব—
বড় মজাটা হ'বে । আজ্ঞাধারী আজ সকলকে
পাঁচ পাঁচটা ছিটে খয়বাং ক'রবে ।

নেপাল ।—কোন্ আড্ডায় ?

গোপাল ।—এই যে শশধর ঠাকুর যে বাড়ীতে
বাসা নিয়েছেন, তা'বি উত্তর গায়ের আড্ডায় ।

নেপাল ।—এই ঠনুঠনেতেই ?

গোপাল ।—হাঁ হাঁ । চল চল, ছ'জনে গিয়ে
খয়রাতি মিঠে ছিটে টানি ।

নেপাল ।—আজ্ঞাধারী চাটও দেবে ?

গোপাল ।—সিটি দিচ্ছে না, বাবা !

নেপাল ।—তবে আমার যাওয়া হ'ল না ।
চাটের পয়সা নেই ।

গোপাল ।—নেই বা থাক্‌লো, মনে মনে চাট
খা'বি চল ।

নেপাল ।—মনে মনে চাট খেলেই যদি আশ
মেটে, তবে তোর চাটের পয়সা আমার দিয়ে,
তুই মনে মনে খা ।

গোপাল ।—মাইরি না কি !

[গোপালের প্রস্থান ।

নেপাল ।—তাই তো, খয়রাতি চাট না . জুটলে
তো খয়রাতি ছিটে পাঁচটা ফোন্সকে যার । তা'
ভাবনা কি ? যখন ঠনুঠনের মোড়ে ঠাঁড়িয়েচি,
তখন খয়রাতি চাটের গোপাড় তো হাতে । ঐ
যে বাবা, খয়রাতের আদমি আত্ম হার । এই
সময় পইতে গাছটা গলার প'রে নি । মাইরি,
বাবা ! এক পরসার পইতের-হস্তোর অনেক পরসা
রোজগার ক'রেচি—ক'জি—ক'রোঁ ।

এক দিক্ দিয়া বেড়াইবার পোশাকে

গবেশ বাবু ও অপর দিক্ দিয়া

আফিসের পোশাকে রমেশ

বাবুর প্রবেশ ।

গবেশ ।—(রমেশ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ,

করিসা) —Halloo Romesh! আজ বুধবার
জন্মষ্টমীর ছুটি, তবে তুমি এ বেশে কেন?

রমেশ।—তোমরা, ভাই, গবর্ণমেন্টের চাকর,
তা'তে আবার হাইকোর্টে কেরাগিগিরি কর।
তোমাদের বার মাসে তের পার্শ্ব! জন্মষ্টমী
তো জন্মষ্টমী, যুত্বা অষ্টমীতেও তোমাদের ছুটি।
আজ তো দেবকী শ্রীকৃষ্ণকে প্রসব ক'রেচেন,
ছুটি তো পা'বেই; টিক্‌টিকীতে ডিম পাড়লেও
তোমাদের লম্বা লম্বা হস্তা হস্তা ছুটি।

গবেশ।—তা তুমিও একটা গবর্ণমেন্ট আফিসে
ছুকে পড় না কেন?

রমেশ।—ইচ্ছে তো বটে, কিন্তু যোগাড়
কই? মুরকি কই? সুপারিস্ কই? তোমার
ভগ্নীপতির মত আমার ভগ্নীপতি থাকলে ভাবনা
কি ছিল?

নেপাল।—ওগো বাবু মশয়রা! আমি বড়
গরিব ব্রাহ্মণ। আজ সারা দিন উপবাসী। দয়া
ক'রে ছ'টি পয়সা দেন, বাবা!

গবেশ।—তুমি বায়ুণ হ'য়ে জন্মষ্টমীর দিনে
খেতে চাও? তুমি কেমন বায়ুণ হে বাপু?

নেপাল।—নৈকুণ্ঠি কুলীন, বিটু ঠাকুরের
সন্তান। আমি বেয়ারামী রুগী। মুতুপাত ডাক্তার
রের এলোপথের পথি ক'ছি, তাই এ বার
জন্মষ্টমী ক'তে পারি নি, বাবা!

গবেশ।—বাও যাও, পালাও।

নেপাল।—দোহাই বাবু মশয়, নিদেন একটা
পয়সাও দেন।

গবেশ।—পাহারওয়াল ডাকবো?

রমেশ।—আঃ, কেন ওর সঙ্গে মিছে বকাবকি
কর। ও ঠাকুর, এই নেও একটা পয়সা।

নেপাল।—(পয়সা লইয়া) আজ্ঞে, আমি ছ'টি
পয়সা চেয়েছিলুম।

রমেশ।—বটে! একটাই পাচ্ছিলে না যে।

গবেশ।—পালা এখন থেকে, ব্যাটা গুলি-
খোর!

নেপাল।—(স্বগত)—আর না, বাবা, এই বার
পিটুটান দি।

[প্রস্থান।

রমেশ।—আমি বাই, ভাই! ধোঁকা ধুক্‌ড়ী
ছাড়ি গে।

গবেশ।—আচ্ছা। Good-bye.

রমেশ।—Good bye.

[প্রস্থান।

একটা কাঠের বাস-গাড়ী করিয়া একজন
খঞ্জ-ভিক্ষুককে টানিয়া লইয়া তাহার
এক জন আত্মীয়ের প্রবেশ।

খঞ্জ-ভিক্ষুক।—সেলাম বাবু সাহেব! লেণ্ডা-
কো একঠো পয়সা ভিক্ষা দিজিয়ে, বাবা! খোদা
আপুকা পরবাস্তু করেগা, বাবা!

গবেশ।—হুসরা জায়গা বাও।

খঞ্জ-ভিক্ষুক।—দোহাই বাবা! আপু কড়ে
আদমি হায়, ঝাতা!

গবেশ।—বাও বাও। পয়সা নেহি হায়।

খঞ্জ-ভিক্ষুক।—একঠো আধেলা দিজিয়ে।

গবেশ।—এক কোড়ী নেহি হায়।

এক জন মালীর প্রবেশ।

মালী।—চাই ভাল ঘুঁয়ের গোড়ে। ঝোটা-
কাটা খোয়ে গোথুরো গোড়ে। চাই খাসা গোলাপ
ফুলের তোড়া। চাই মল্লিকে মালা পাতাজোড়া।

গবেশ।—ওরে ফুলওলা! কই দেখি, কেমন
ঘুঁয়ের গোড়ে।

মালী।—এই দেখুন, বাবু!

গবেশ।—ঠিক দর কত?

মালী।—এক ছড়া, না জোড়া?

গবেশ।—এক ছড়ায় যে পাঁচোঁড়ো হ'ব,
বাবা! জোড়া চাই।

মালী।—একে, তা'রি জুয়েই আমর জোড়ায়
পাত জোড়া করি। আমরা সৌকিন নোক চিনি।

গবেশ।—কি ক'রে চিন্‌নি?

মালী।—এ রকম ছাঁচেচালা চেহারায় আর টেলার সপের পোশাকে। গোড়ের জোড়ার এক ছড়া আপনার, আর এক ছড়া হুঁ হুঁ—তেনায়।

গবেশ।—(সহস্বে)—দূর ব্যাটা!

মালী।—আপনি আপনার বাবুনার ঠিকানা বলে দিন। আমি রোজ রোজ ফুল বুগিয়ে আসবো। পথে কেনার চেয়ে রথে কিনলে দামেও সস্তা হবে।

গবেশ।—তুই তো বড় রসিক মালী রে!

মালী।—(নমস্কার করিয়া)—আপনারি হাওয়া লেগে! তা' যাক্, বলুন, আপনার কেউপক্ষের তেনার ঠিকানাটা।

গবেশ।—তা' হ'লে খুব সস্তা দরে দিবি?

মালী।—সস্তা বলে সস্তা—হুঁ ছড়ায় চার ছড়া কাও।

গবেশ।—হুঁ, বলিস্ কি রে! আচ্ছা, চিংপুর রোড ১৩৪৫ নং বাড়ী।

মালী।—নামটি?

গবেশ।—চমৎকার বিবি।

মালী।—ওহো—সে তো আমার—

গবেশ।—আমার কি রে?

মালী।—আমার পুরুষো ঘর।

গবেশ।—তা' যাক্। এ জোড়াটা কত নিবি?

মালী।—আট আনা।

গবেশ।—তবেই তুই সস্তা দিইচিস্।

মালী।—আচ্ছা, সাত আনা।

[মালা দিয়া দাম লইয়া মালীর প্রস্থান।

ধনু-ভিক্কু।—বাবা, এই সাত সাত আনা পরস পয়চ কিয়া হয়। বুঝ্কে একটো আধেলা তি নেহি নিলা—হা হা নসিব্!

গবেশ।—তোব্ চমৎকার বিবি হোতা তো এক আধেলা কাছে, বহং বহং রূপেয়া মোহর মিল্ যাতা।

ধনু ভিক্কু।—তোবা তোবা! চল্ বে মেহেদি, ইহাঁসে।

[মেহেদি ও ধনু ভিক্কুর প্রস্থান।

এক জন ডাবওয়ালার প্রবেশ।

ডাবওয়াল।।—(বস্ত্রাচ্ছাদিত একটা খুড়ী মাথায় করিয়া)—চাই কাঁচের ডাব—বড় বড় কাঁচের ডাব।

গবেশ।—ওরে কাঁচের ডাব।

ডাবওয়াল।।—এই যে গবেশ বাবু এখানে। ক'টা দেবো?

গবেশ।—আজ আর বেশী না। একটা দে।

ডাবওয়াল।।—সে কি, বাবু! আজ জন্মার্তমীর বাজার।

গবেশ।—ছুটো সেখানে আছে।

ডাবওয়াল।।—বা' হয় নিন্। কিন্তু আজ দর বেশী।

গবেশ।—কারণ?

ডাবওয়াল।।—আজ দিনটে কি জানেন তো?

গবেশ।—আজ আঁতুড়ঘরে কেউ ঠাকুরকে নাওয়াবার জন্তে তোর কাঁচের ডাবের জল লাগবে না কি? তাই কি আজ দর বেশী? তা যাক্, কত দেবো?

ডাবওয়াল।।—অস্তি দিন এক টাকা চোদ্দ আনা। আজ আড়াই টাকা।

গবেশ।—ইস্, বড় চড়া।

ডাবওয়াল।।—না, বাবু, বড় খোড়া।

গবেশ।—এক টাকা চোদ্দ আনার চেয়ে আড়াই টাকা খোড়া?

ডাবওয়াল।।—আপনি হ'জেন একজন আমীর ওমরা—রাজা বিশেষ নোক। আপনার কাছে আড়াই টাকা তো আড়াইটে খোলামকুঁচি। আপন' কার হাত এরি দরাজ বে, হেরাজে একটি পরসও রাখেন না। আপনকার ভগুগিন্গোত ধনুজর বাবু আপনকারে সন্ত চাকরি জুটিয়ে দিয়েচেন। মাসে মাসে আড়াই শো টাকা মাইনে। তা'র মধ্যে চমৎকার বিবিকে মাসে মাসে তিন শো ধানিক টাকা খরচ দেন। দেখুন দিখি, বাবু, দাগাকরর চেয়েও আগুনি দাতা কি না?

গবেশ ।—ওরে ময়শা ! হাত দরাজে দেৱাজ খালি—দেনার আলায় হাড় কালি ।

ডাবওয়াল।—তা' হোক তা' হোক, নৈলে আমাদের চ'লবে কিসে ? এ কীচের ডাবের জল আগনকারা বই খায় কে ?

গবেশ ।—তুই ব্যাটা বড় মিষ্টিমুখো জ্যৌক ! আমার রক্ত না খেলে ছাড়'বি নি দেখ'চি ।

ডাবওয়াল।—(স্বগত)—চমৎকার হেন ছু'ড়ী আর ময়শা হেন শু'ড়ী, তোমার রক্ত তো রক্ত, হাড় খাবো, মাস খাবো, চামড়া নিয়ে ডুগ'ডুগী বাজাবো ।

গবেশ ।—ওরে ময়শা ! পাহারওয়ালার সঙ্গে ইন্স্পেক্টর সাহেব আস'চে রে ।

ডাবওয়াল।—আল্লহু শালায়া ! আমিও তা'র পথ রেখেচি । চাই ভাল কচি ডাব—কচি ডাব—বড় কচি ডাব !

পাহারওয়ালার সহিত ইন্স্পেক্টর সাহেবের প্রবেশ ।

ইন্ ।—এই, টুম্ ক্যা বেচ'টা হায় ?

ডাবওয়াল।—(সেলাম করিয়া)—কচি ডাব, সাহেব !

ইন্ ।—রাট মে কচু ডাব ?

ডাবওয়াল।—আজ যে জম্বটমী, সাহেব !

ইন্ ।—টুমারা কচু ডাব ডেক্কাও ।

ডাবওয়াল।—যে এজ্ঞে ধন্য অবতার ! এই দেখুন । (ঝুড়ী নামাইয়া উপর হইতে সজ্জিত একটি ডাব দেখাওন)

ইন্ ।—ইহুমন্ট্ সিং !

পাহা ।—খোদাবন্দ !

ইন্ ।—ডোঠো ডাব উঠায় লেও ।

ডাবওয়াল।—আমি বড় গরিব । একটা নেও, সাহেব !

ইন্ ।—চোপ্ রাও, শালা শূজারকা বাজা । ইহুমন্ট্ সিং ! চিন্ঠো উঠায় লেও ।

[তিনটা ডাব লইয়া পাহারওয়ালার সহিত ইন্স্পেক্টরের প্রস্থান ।

গবেশ ।—তিন তিনটে ডাব অগ্নি অগ্নি নিয়ে গেলো রে !

ডাবওয়াল।—খামা পুলিষের সব ব্যাটাই ডাকাত—সব ব্যাটাই চোর ।

গবেশ ।—মহেশ ! তুই ভারি ঢালাক । পুলিষের লোক দেখেই কচি ডাব হাঁক'লি—আবার বা'র ক'রেও দেখা'লি ।

ডাবওয়াল।—এই বার পুলিষের নোকের কাছে কীচের ডাব বা'র করি । আমার বেতেব ঝুড়ীর দোতালার কচি ডাব, একতালার কাঁচী-ডাব । এই নিন্, বাবু, একটা বেরাণ্ডির বোতোল । শীগগির দামটা দিন ।

গবেশ ।—(বোতল লইয়া)—বেশ্ টাটকা তো ?

সহসা তুই জন ছদ্মবেশী গোয়েন্দার প্রবেশ ও গবেশ বাবু ও ডাবওয়ালাকে ঐপ্তার করণ ।

গবেশ ।—আমার কেন ? ওকে ধর ।

ডাবওয়াল।—আমি নই ; ঐ ।

১ গোয়েন্দা ।—দোনো শালাকো থানে মে লে যায়ঙ্গে । রাঙে মে ছিপ্কারকে দাক বেছনা ওঁর মোলনা একি হায় ।

গবেশ ।—হাম্ নেহি যাগা ।

১ গোয়েন্দা ।—হাম্ লোককো পছান্ডা নেহি ? এই দেখো । (উভর গোয়েন্দার ছদ্মবেশ ত্যাগ)

ডাবওয়াল।—(সভরে, স্বগত)—ও বাবা ! সেই উনিশপোক্ত সাহেব !—সেই ইহুমান্ সিং ! (প্রকাশে)—সাহেব ! আমার আর কেন ? এই পাঁউকটি খেতে দুটো টাকা নিন্ ।

ইন্ ।—ডেও । (টাকা গ্রহণ)

গবেশ ।—একখান দশ টাকার নোট দিচ্চি, সাহেব !

ইন্ ।—What ! a piece of ten rupees' currency note only ! Throw it away.

গবেশ।—Very well, one piece more.

এই নেও, সাহেব, কুড়ি টাকা।

ইন্।—(নোট লইয়া)—হুহুন্ট সিং, লে
চলো ডোনো শালাকো ঠানেনে।

গবেশ।—সে কি, সাহেব! ঘুৰ হিলেম যে!

ইন্।—ফের ঘুৰ ঘুৰ করো টো ঘুয়া ডেকে।

ডাবওয়াল।—সাহেব! আমাকেও কি থানার
যেতে হ'বে?

ইন্।—টোমারা বাবাকো ভি যেটে হবে।
চলো শালা।

[সকলের প্রস্থান।]

যছ ও মধুর পুনঃপ্রবেশ।

যছ।—কেমন ভায়া, কেমন গবেশ বাবু দেখলে?
কেমন ডাবওয়াল দেখলে? কেমন ইন্স্পেক্টর,
পাহারওয়াল দেখলে?

মধু।—এ সকল পাণ্ডিত্যের এ জন্মে আর যেন
কখন দেখতে না হয়।

যছ।—অন্ততঃ চল। আরো রকম রকম ব্যাপার
দেখাই।

মধু।—ব্যাপার নিয়ে তুমিই ব্যাপার কর।
আমি এ রাত্রে আর কোথাও যাচ্ছি নি।

যছ।—আচ্ছা আজ তবে বাসায় চল। কাল
সকালে বাবু বংশিধর ঘোষের ঠাকুরবাড়ী নন্দোৎসব
দেতে যাব।

[উভয়ের প্রস্থান।]

চতুর্থ চিত্ররঙ্গ।

মধুরা—বধ্যভূমি।

[ভূতলে বৃহৎ শিলাপট স্থাপিত। কংসের হস্ত

হইতে যোগমায়ার শূভ্রে উখিত হইয়া

অষ্টভুজা বিদ্যাবাসিনী মূর্তিতে অবস্থিত।

বিস্তৃত ও নির্মল হইয়া কংস ও

তদীয় অমুচরগণের নানাবিধ

ভাবে অবস্থিত।]

চিত্রকর ও চিত্রকরীর প্রবেশ।

চিত্রকর।—প্রিয়তমে! এইখানি জন্মার্কমীর
শেষ চিত্ররঙ্গ। ঐ দেখ, বসুদেব যে সন্তঃপ্রসূতা
যোগমায়াকে এনেছিলেন, কতিনপ্রাণ কংস তাঁকে
বিনাশ করবার জন্ত, যেমন শিলাপটে নিক্ষেপ
ক'রবে, অমনি তিনি কংসের হস্তমুষ্টি হ'তে বিচ্যুত
হ'য়ে, আকাশে উখিত হ'য়েছেন। দেখ দেখ,
যোগমায়া অষ্টভুজধারিণী নীলবর্ণা মূর্তিতে কেমন
অপূর্ণ শোভা পাচ্ছেন। আবার ঐ দেখ, অষ্টভুজা
বিদ্যাবাসিনীমূর্তি দর্শন ক'রে হরায়্যা কংস ও
তাহার অমুচরেরা ভয়ব্যাকুলিত চিত্তে নির্মল
হ'য়ে নানা ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

চিত্রকরী।—স্বামিন্। তোমার এ চিত্ররঙ্গখানি
দেখে আমি যাব'র পর নাই আনন্দিত হ'লেম।
আমার বড় সাধ, তুমি দয়া ক'রে হর্গা পূজারও
এইরূপ চিত্ররঙ্গ তোমের কোয়ে, তোমার এই
দাসীকে নতুন স্নেহে স্নেহী ক'রো।

চিত্রকর।—আচ্ছা; আমি বিশেষরূপে চেষ্টা
ক'রো।

[উভয়ের প্রস্থান।]

চতুর্থ পঞ্চরঙ্গ।

কলিকাতা—বংশিধর ঘোষের

ঠাকুরবাড়ী।

(নন্দোৎসব উপলক্ষে লোকদেব দধিকাদা খেলা)

যছ ও মধুর প্রবেশ।

মধু।—ও তাই যছ! ঐ দেখ, ঠাকুরদালানে
রূপোর সিংহাসনে সোণার দোলায় শ্রীকৃষ্ণ কেমন
ছলছেন। এস, ভগবানকে প্রণাম করি।

(উভয়ের প্রণাম)

কীর্তন করিতে করিতে বৈষ্ণবগণের প্রবেশ।

বৈষ্ণবগণ।—(নন্দোৎসবসকীর্তন [সুমর])

“অর্পে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ।

হরি হরি হরিশ্রবনি তরিল ভুবন ॥

ব্রজা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র।

গোকুলে গোরালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ ॥

নন্দের সন্ধিরে গোরালা আইল ধাত্রী।

হাতে লাঠি কাঁধে ভার নাচে থৈরা থৈরা ॥

দাঁধি চঞ্চু হুত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া।

নাচ রে নাচ রে নন্দ গোবিন্দ পাইয়া ॥

আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল।

এ দাস শিবাইর মন ভুলিয়া রহিল ॥”

বংশিদর ঘোষের পুত্র দণ্ডধর ঘোষের লাঠিহস্তে টলিতে টলিতে প্রবেশ।

দণ্ড।—(বৈষ্ণবগণের প্রতি)—এইও, তোম-
লোক কোন্ হার?

১ম বৈ।—বাবুজী! বৈষ্ণব আমরা।

দণ্ড।—এখানে কেন, বাবাজী?

২য় বৈ।—আপনি যে বাবুজী।

দণ্ড।—আর তোমরা বাবুজীর নেন্দুড় বাবাজী?

২য় বৈ।—বাবুজী নৈলে বাবাজীর সেবা চলে
কই?

দণ্ড।—(সরোষে)—কি! যত বড় মুখ, তত বড়
কথা? আমি তবে তোদের সেবাদাসী? ব্যাটার
খোল ভেঙে দিচ্ছি, দাঁড়া।

২য় বৈ।—(সভরে) বাবুজী! এ মাটির খোলে
আপনার লাভ কি?

দণ্ড।—তবে বুঝি আমার জন্তে সর্বের খোলের

বলোবন্ত ক’ত্তে চাও? আমি কি গরু রে
টিকিওয়াল?

২য় বৈ।—রাধে রাধে! আপনি অমন কথা
মুখে আনবেন না। আপনার পিতা বংশিদর বাবু
পরম কৃষ্ণভক্ত।

দণ্ড।—আমার বাবা পরম কেঁটভক্ত, কিন্তু
আমি পরম কাঁটভক্ত। আজ কাঁঠের লাঠি মেরে
তোর খোলকে খোল ধাওয়াচ্ছি।—(লাঠি উত্তোলন
ও বৈষ্ণবগণের গোলযোগ করিতে করিতে
পলায়ন; কিন্তু দণ্ডধরের হস্তে এক জন বৈষ্ণবের
মৃত হওন)—তুই কে? তোর মাথায় হলদে গামছাব
পাগড়ী কেন? কানে আমতাল গোঁজা কেন?
কাঁধে বাঁক কেন?

৩য় বৈ।—আমি বাবা নন্দঘোষ।

দণ্ড।—(বিকটহাস্তে)—O, you nasty beg-
gar! তুইই কেঁট ঠাকুরের বাবা। তা ঠিক,
কেঁটা ব্যাটা! সেমন কালো ভূত, তা’র বাবা ব্যাটাও
ভেরি জঙ্ঘা দূত! আর আমার বাবা ব্যাটাও
ততোহধিক কিছুত! নৈলে এ ব্যাটার কেলে
ছেলেটাকে সোণার দোলার দোলার আর আমাকে
ভোলায়। (প্রহার)

৩য় বৈ।—বাবা রে! খুন ক’ল্লে রে!

[পলায়ন।]

দণ্ড।—ব্যাটা, দণ্ড ঘোষের কাছে নন্দ ঘোষ।
আজ ঘোষে ঘোষে বুঁসোঁসুঁসি। (লক্ষ প্রদান ও
ভূতলে পতন)

যজ্ঞ।—মধু! মধুপানের মজা দেখ্‌চো?

মধু।—বঁধু! মধু মধু কোটো না। নাম শুনে
কান কামড়া’বে। ম’রে পড়ি এস। ভালা জন্মা-
ষ্টমী দেখা’লে, ভায়া!

[উভয়ের প্রস্থান।]

স্বনিকাপতন।

সম্পূর্ণ।

প্রমদরা ।

[পৌরানিকী গীতিনাটিকা ।]

নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষ ।

ধর্মরাজ, যম ও মৃত্যু ।		
প্রমতি	...	অগ্নি ।
স্থলকেশ	...	অগ্নি ।
রুক	...	প্রমতির পুত্র ।
উদ্ধালক	...	রুকর সখা ।
কঠ	...	প্রমতির শিষ্য ।
শ্বেত	...	প্রমতির শিষ্য ।

স্ত্রী ।

মেনকা	...	অপ্সরা ও প্রমদরার জননী ।
প্রমদরা	...	স্থলকেশের পালিতা কন্যা ও রুকর পত্নী ।
মালতী	...	প্রমদরার সখী ।
মাধবী	...	প্রমদরার সখী ।

মায়ারমণীগণ । প্রমদরার অত্যন্ত সখীগণ ।
যুদ্ধা, যুবতী ও পুজিকা ব্রাহ্মণী ।

নাট্যসূচনা ।

নদীতট ।

নদীজলে প্রক্ষুটিত শতদলোপরি মায়া-
রমণীগণ দণ্ডায়মান ।

মায়ারমণীগণ । (গীত)

মায়ার মায়ার, মায়ার ছায়ার,
আয় লো খেলি মায়ার খেলা

মায়ায় মিশে,

মায়ায় হেঁসে,

মায়ায় শেষে ভাসাই ভেলা ॥

মায়ায় মোহিয়ে মায়ের মায়া, মেয়েটি ভাসা'ব জলে,
মায়াওণে মূনি অমনি এখনি মেয়েটি ভুলিবে কোণে;
হের ওলো মই, মা ভুলিল ওই,
মেয়ে ভাসাইল মেনকা বালা ।

আয় ডুবে থাকি, ডুবে ডুবে দেখি,
আজের নতুন ঘটনালীলা ॥

(জলমধ্যে মায়াবরমণীগণের মগ্ন হওন)

একটি বৃহৎ মৃগয়পাত্রমধ্যে সদ্যঃপ্রসূতা
কন্যা রক্ষা করিয়া মেনকা

অপ্সরার প্রবেশ ।

মেনকা । (ভূতলে মৃগয়পাত্র রক্ষা করিয়া, গীত)

কাঁ রা যেন পশি' মলমপ্রাণে,

কি যেন কহিল আমার কানে,

ভেব না অন্তরে, নব কুমারীরে,

আধারে ভয়িয়ে ভাসা গো জলে ।

জগতে ঘটবে নবীন ঘটনা,

কোটি কোটি লোকের করিবে রটনা ;

প্রকৃত প্রেমের প্রকৃত মহিমা

গীত হ'বে নরনারীর গলে ॥

(সহঃধে, নদীজলে কন্যাসহ মৃগয় পাত্র ভাসাইতে
ভাসাইতে গীত)

মায়ের মায়া

ভাসিয়ে আগে,

ভাসানু শেষে বাছা বে তোরে !

দয়াল বিধি, দীনার নিধি
 রেখো হে পায়ে করুণা কোরে ॥
 হে দেবগণ, আকাশ, বায়ু,
 জলদেবী থলদেবী মাতা ;—
 মেহের ধনে দয়াল মনে
 করিও ত্রাণ বিপদ ঘোরে ॥

[অশ্রুমোচন করিতে করিতে ও ভাসমান
 মুগ্ধ পাত্রের দিকে দৃষ্টি করিতে করিতে
 মেনকার প্রস্থান ।

(ভাসিতে ভাসিতে কয়েকটি কমলমুণ্ডালে মুগ্ধপাত্র
 অবরুদ্ধ হওন)

হরিগুণগানে স্থলকেশ মূনির প্রবেশ ।

স্থলকেশ । (গীত)
 মাধব ভবধব, চরণকমল তব
 পূজিতে তরঙ্গিণী আজি ।
 ভকতিপূরিত মনে, সাজায়েছে সযতনে
 ফুল কমলে জলসাজী ॥
 চোভিতে তরঙ্গদল কোটি কোটি ফুলকল
 ঢালিতে চরণে তোমারি,—
 ভকতিনমিত শিরে ছলিতেছে ধীরে ধীরে
 শীত শিশির নীরে ভিজি ॥

(নদীজলে ভাসমান মুগ্ধপাত্র দেখিয়া সবিস্ময়ে)

এ কি ! নদীজলে একটা বৃহৎ মুগ্ধ পাত্র
 ভেসে এসে পদ্মমুণ্ডালে অবরুদ্ধ হ'য়ে রয়েছে না ?
 (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) তাই তো, মুগ্ধ পাত্রই
 তো বটে । (কিয়ৎক্ষণ দৃষ্টি করিবার পর) আমার
 অন্তঃকরণ ঐ মুগ্ধ পাত্রটা গ্রহণ করবার জন্ত
 সহসা এত উৎসুক হ'য়ে উঠলো কেন ? আমি
 নিষ্কাম সন্ন্যাসী, কোন পদার্থেই আমার কামনা
 নাই । আজ তবে এমন বৎসামাশ্র মুগ্ধপদার্থটা
 গ্রহণ ক'ন্তে এত কামনা কেন ? ভগবান্ হরি
 কি আমার চিত্তপরীক্ষা করবার জন্ত এই মায়া
 খেলা খেলেচেন ? চিত্ত ! স্থির হও, লোভ সম্বরণ
 কর—কামনা জয় কর, তবে জগদীশ্বর হরির
 ত্রীপাদপদ্ম দর্শন কোত্তে পাবো । আর না, অ-

বিলম্বে এ লোভপূর্ণ স্থান থেকে প্রস্থান করি ।
 (প্রস্থানোত্তোগ, এমন সময় সহসা জলতলে সঙ্গীত-
 ধ্বনি) এ আবার কি ! কোথাও তো কা'কে দেক্তে
 পাচ্চি নি, অথচ কোথা যেন বামাকণ্ঠে গীতধ্বনি
 উথিত হ'চ্ছে । (পুনর্বার গীতধ্বনি) এই যে, এই
 নদীরই জলমধ্য হ'তে সুমধুর সঙ্গীতবাহার উথিত
 হোচ্ছে । কা'রা যেন আমাকেই লক্ষ্য কোরে
 গান কোচ্ছে, বাপারটা কি জানা উচিত ।

জলগর্ভে লুকায়িতভাবে মায়াকুমারীগণের
 গীত ।

আনমনে যেও না মূনি, নয়ন মিলে দেখ চেয়ে ।
 মাটির হাঁজি বাইরে বটে, ওর মাঝারে চাঁদের মেয়ে ॥
 যা'র হৃদয়ে আছে মায়া,
 সেই তো হরির মেহের ছায়া,
 ঋষি হ'য়ে রিস্ কোরো না,
 সোহাগ কর কোলে নিয়ে ॥

স্থলকেশ । (সবিস্ময়ে ও সাগ্রহে) তাই তো,
 অলৌকিক সঙ্গীত শুন্লেম যে ! এ কি, আমার
 পুত্র কন্তা শাই, অথচ অপত্য-মেহে এত মোহিত
 হোলেম কেন ? দেখি দেখি, মুগ্ধ পাত্রমধ্যে কেমন
 কন্তাটি ! (জলে অবতরণ ও মুগ্ধ পাত্র মধ্যে
 দৃষ্টিনিষ্কপ করিয়া সানন্দে গীত)

মা আমার মা আমার, কে তুই গো যাস্ ভেসে ।

আমার প্রাণের মেহ খেলিস্ কি জলে এসে ॥

আমারে বলিতে পিতা,

পাঠা'ল কি তোরে ধাতা,

বড় হ'বি, কাছে র'বি, কথা ক'বি হেসে হেসে ॥

মা বোলে ডাকিব তোরে, সাজাইব ফুলবেশে ॥

[কন্তা সমেত মুগ্ধ পাত্র লইয়া

[স্থলকেশের প্রস্থান ।

মায়া-রমণীগণের পুনর্বার নদীগর্ভ হইতে উত্থান

ও মায়াশতদলোপরি দণ্ডায়মান হওন ।

মায়া-রমণীগণ । (গীত)

খেলেছি কেমন খেলা মেহের দোলা ছলিয়ে দিয়ে ।

প্রাণের টানে হরিষমনে চোন্না মূনি মেয়ে নিয়ে ॥

চল্ যাই লো মোরাও সবে,
আর যা' ঘটে দেখে হ'বে,
ছেলে বেলা খুলো খেলা, দেখবো শেষে সাধের বিয়ে ॥
[সকলের প্রস্থান ।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

মহর্ষি প্রমতির আশ্রম ।

রুরুর প্রবেশ ।

রুরু । (গীত)

লোচন মোরি, সো রূপ-মাধুরী,
হেরইতে লোলুপ ঘন ঘন রে ।

কো মুখে মিলায়ব, সো বরনাগরী,
গাহিতে গাহিতে উদ্দালকের প্রবেশ ।

উদ্দা । (গীত)

হাম্ তু'হে করব অরপণ রে ॥

রুরু । (গীত)

মরম-দরদ পর, দরদ ন দেহ, সখা,
বিয়াকুল মেরি প্রাণ মন রে ।

উদ্দা । (গীত)

দরদ ঘুচায়ব, সো ধনি মিলায়ব,
চঞ্চল মন কর সাধন রে ॥

রুরু । (উদ্দালকের হস্ত ধরিয়া) ভাই উদ্দালক ! বন্ধুর উচিত বন্ধুকে সাধনা করা, তাই তুমি আমাকে প্রবোধ দিচ্ছ ; কিন্তু, সখে, সেই অমরবাহিত প্রমদাকুলশিরোমণি প্রমদরা কি আমার ভাগ্যে লাভ হ'বে ?

উদ্দা । সখে ! যদি আমি লাভ হওয়াতে পারি, তবে কি পুরস্কার দেবে ?

রুরু । আশ্বপুরস্কার ।

উদ্দা । (সহাস্তে) তোমার নিয়ে কি গলায় কুলিয়ে রাখব ? আমার গায়ে অত জোর নেই ।

রুরু । আচ্ছা, তুমি যা' চাও, তা'ই দেব ।

উদ্দা । দেবে ?

রুরু । দেব ।

উদ্দা । আচ্ছা, প্রয়োজনের সময় নেব ।

রুরু । (ক্রিয়ৎকণ ভাবিয়া) উদ্দালক ! আমাব' আব একটা ভাবনা হ'চ্ছে ।

উদ্দা । (সহাস্তে) বুঝেছি । আমি পুরস্কার চাই নি ভাই ।

রুরু । না, ভাই, তা' নয় ।

উদ্দা । তবে আবাব কি ?

রুরু । পিতা মহাশয়ের অমৃত না পেলে—

উদ্দা । (বাধা দিয়া সহাস্তে) তবে দেখুচি আব একটা পুরস্কারের যোগাড় হ'ল । এই বার কি পুরস্কার দেবে ?

রুরু । তুমি যদি পিতা মহাশয়কে সন্তুষ্ট ক'তে পার, তোমাব চিরকিঙ্কর হ'য়ে থাকবে ।

উদ্দা । (সহাস্তে) আমাব কিঙ্কর হ'লে তোমাব বিন্ধাট । আমার কাছে বিনা বেতনে পাটতে হ'বে, নিজেই খেতে পা'বে না, তা তোমাব প্রমদবাকে খাওয়া'বে কি ?

রুরু ।—(সহাস্তে) তোমার, ভাই, কেবল পরি-
হাস ।

উদ্দা । (সহাস্তে) কথার পিঠে কথা কই, পবিহাসের কেহই নই । তা' যাক্, তুমি তোমার পিতার অমৃতমিত্তির জন্ত চিন্তা কোরো না । আমি তোমার ভাবগতিক দেখে, অশ্রুট প্রাতে তাঁ'র অমৃতমি নিয়েছি ।

রুরু । এও তোমার পরিহাস ।

উদ্দা । (ক্রুদ্ধিম বিরক্তিতে) দূর হোক্ গে ছাই, যা' ব'ল্বে তা'ই পরিহাস । আমাকে যে পবি-
হাসের অবতার কোরে তুল্লে । আমার ঝক্-
মারি হ'য়েচে, নাকে খৎ দি । যা'রা অপরিহাসে
কথা কয়, সেই ঝেত, কঠ প্রভৃতি প্রিয়তম বন্ধুদের
সঙ্গে সঙ্গুক্তি কর । আমার ঘটকালি কোরে
হাড়কালি করার দরকার নেই । (প্রহানোক্তোগ)

রুরু । (শশব্যস্তে উদ্দালকের হস্তধারণ
করিয়া) না, ভাই, যেয়ো না, যেয়ো না ।

উদ্দা। (কৃত্রিম রোষে) ও কথা ক'রো না—
ক'রো না।

রুদ্র। ভাই, আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল—

উদ্দা। (বাধা দিয়া) তা হ'বেই তো। মন-
মাঝারে উড়ুচে প্রমত্ততার অঞ্চল।

রুদ্র। আবার প——(সলজ্জে জ্বিহ্বাকর্ষন)

উদ্দা। (সহাস্তে) রি—হা—স।

রুদ্র। ইঠাৎ জিব থেকে 'প' বেরিয়েচে।

উদ্দা। আমারও পা থেকে 'চ' বেরুক।

চ পা চা। (পুনঃ প্রতানোত্তোগ)

রুদ্র। (গমনে বাধা দিয়া) আচ্ছা, ভাই, পিতা
কি বলেন?

উদ্দা। বলেন,—'কি, এত বড় আশ্পর্কী,
পরিহাস!'

রুদ্র। ঘাট হ'য়েচে, আর ব'লবো না। সত্য
বল, পিতা সম্মত হ'য়েচেন কি না?

উদ্দা। হয়েচেন—হয়েচেন—হয়েচেন। কল্যা
তোমায় নিয়ে মহর্ষি স্থলকেশের আশ্রমে যা'ব।

রুদ্র। (গীত)

হৃদয় সগা, হৃদয় বুঝে, সদয় হইলে তুমি।

তোমার ধার, শুধিবে কিসে, দাস হ'য়ে র'ব আমি॥

সখার কাজ, করিলে আজ, তুমি অতি হিতকারী;—

মঙ্গল তব, করুন সদা, মাধব জগতস্বামী॥

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আশ্রমপার্শ্ব।

শ্বেত ও কঠের প্রবেশ।

কঠ। ও ভাই শ্বেত! মহর্ষির প্রমত্তির নিকট
আমাদের শাস্ত্র অধ্যয়ন করা হুঃসাধ্য হ'য়ে উঠলো।
তা'র পুত্র রুদ্রের জালায় শাস্ত্র পড়ি, কি শাস্ত্র ধরি,
কিছুই ঠিক কোত্তে পাচ্ছি নি।

শ্বেত। বাস্তবিক, ভাই কঠ! বড় লটখট হ'য়ে
প'ড়লো। ঝটপট একটা উপায় না ক'লে আমাদের

চম্পট দিতে হয় দেখ্‌চি। দেখ দেখি, ভাই,
কি অভ্যাস, আমরা কত দূর থেকে হেঁটে এসে
কোথায় প্রত্যাহা চারটে শ্লোক অভ্যাস ক'রবো,
না গুরুপুত্র রুদ্র প্রেমের কথা শুরু কোরে মন
থারাপ কোরে দেয়। পুথি খুলেচি কি, অগ্নি
ছুতো পেয়েচে। গুরুদেব কেবল আমাদের শাসন
করেন,—'হাঁ রে অর্বাচীন, ও রে বেল্লিক, পাঠ
অভ্যাস হয় না কেন?' কিন্তু বোঝেন না যে,
প্রথমে মুখস্থ, দ্বিতীয়ে কঠস্থ, তৃতীয়ে মনস্থ না
হ'লে চতুর্থে অভ্যাস হয় কিরূপে?

কঠ। ভা ঠিক। গুর ছেলেটির জালায়
যে সব মাটি, সেটি তিনি ভাবেন না। বুড়ো ঋষি
স্থলকেশের একটা মেয়ে দেখে প্রেমের ঘোরে
রুদ্রর বুক গুরুগুরু আর লাভ হতে গুরু-
ঠাকুরের কোঁতর সপ্‌সপানি শুনে আমাদের বুক
হুকহুক।

শ্বেত। এখন রুদ্রর হাত থেকে পরিহরণ
পাই কিসে? ওর সঙ্গে না বোসে আমরা একটা
স্বতন্ত্র স্থানে শাস্ত্র অধ্যয়ন কোত্তে পারি কি
কোরে?

কঠ। আমি তা'র একটা উপায় কোরেচি।

শ্বেত। গুরুর কাছে রুদ্রর প্রেমের কথা ব'লে
দেবে?

কঠ। তা' হলে কি আর রক্ষে আছে? হিতে
বিপরীত হ'বে।

শ্বেত। তবে কি উপায় করেচো?

কঠ। (শ্বেতের কর্ণে কি বলিল)

শ্বেত। (সহাস্তে) ও কঠ! তোমার রাশনাম
কি শঠ?

কঠ। শঠে শাঠ্য সমাচরণে! নৈলে চলে
কই?

শ্বেত। তা' হোলে কি বিয়ে-পাগলা রুদ্র
আমাদের কাছে আর যা'বে না?

কঠ। এ জন্মে না। এস সেই মজার কৌশল
খেলি।

[উভয়ের প্রস্থান।

অপর দিক দিয়া গাহিতে গাহিতে রুক
ও উদ্দালকের প্রবেশ ।

উদ্দা । (গীত)

ত্রিভুবন গায় তব নাম মুরারে ।

জীব ভকতিভরে পূজে তোমারে ॥

রুক । (গীত)

জীবন্ত রূপের খনি, বালাকুলকুলমণি,

প্রমদবরাবে হেরি চারি ধাবে ॥

উদ্দা । (সহান্তে) ও ভাই রুক ! তুমি পাগল
হ'লে না কি ? আমার ভগবন্তজনের আস্থারীতে
তুমি প্রমদরার পূর্বরাগের অন্তরা যোগ কোরে
ফেরে !

রুক । (সলজ্জ) কেমনতর অন্তমনস্ক হ'য়ে
প'ড়েছি। আচ্ছা, এই বার একসঙ্গে ভজন গাই এস।

উভয়ে । (গীত)

ত্রিভুবন গায় তব নাম মুরাবে ।

জীব ভকতিভাবে পূজে তোমাবে ॥

যে দিকে নয়ন মেলি, হেবি তব লীলাকেলি,

উদ্দা । বিভোব হইয়ে ভাসি স্নেহপাথারে ॥
রুক । প্রমদবরাবে হেরি চারি ধারে ॥

উদ্দা । (সহান্তে) আঃ তোমার প্রমদরা ! শেষ
পংক্তিটিও সামলাতে পারে না, ভাই ! যাক্, আর
অন্তমনস্ক প্রেমিকের সঙ্গে ভজন গেয়ে কাজ নি ।

রুক । (সলজ্জ) আচ্ছা, এ বাব নিশ্চয় আগা-
গোড়া ভজন গা'ব। তোমার চোকের পানে চেয়ে
গাই, ভুল হ'বে না ।

উদ্দা । তোমার মন এখন ভুলভাণ্ডার। আর
ভজন গেয়ে কাজ নি। তুমি এই গাছভলার
বোসো। আমি ফল জল আনি ।

রুক । তুমি যেও না। আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা
নাই ।

উদ্দা । (সহান্তে) প্রমদরা যে সামান্ত
রূপদী নয় দেখ্‌ছি। রূপের ছটার তোমার ক্ষুধা
তৃষ্ণাও ভুলিয়ে দিচ্ছে। এত ভুল ভাগ নয়,

ভায়া। শেষে প্রমদরাকেও বা ভোলো ! ভুলে
একটু হ'ল মেশাও !

রুক । (সহান্তে) তুমিই আমার হ'ল ।

উদ্দা । তবে ফল জল আনি ।

[প্রস্থান ।

রুক । (গীত)

ধাও বিহগগণ, গাও সর্বস গান,
যিহি হামারি প্রমদবরা ।

ধাও সমীৰ, ধীর স্মৃতিব,
শীতল কর মেবি মনোহরা ॥

আও বিহগগণ, মো গলবুলি লেই,
দে মেরি কানহি ডাণি ;—

লাও সমীর, মো মুখসৌন্দ,
হুহ জন ভেই মাতোয়ারা ॥

দূরে জনৈকা রুক্সার প্রবেশ ।

রুক্সা । (রুক্সার প্রতি) হ্যা বাবা, এ আমি
কোন্ দিকে এলুম ?

রুক । মহর্ষি প্রমতির আশ্রমের দিকে ।

রুক্সা । তবে আমি থিক্‌ এয়েথি ।

রুক । এ আশ্রমে আসবার প্রয়োজন কি ?

রুক্সা । তাঁ'ল থেলের নাম গুলু বৃদি ?

রুক । পুরু নয়, রুক ।

রুক্সা । হ্যা হ্যা, লুলু লুলু। বুলো হয়েথি,
থালি ভুলে মলি ।

রুক । রুরর নাম কোচ্ছেন কেন ?

রুক্সা । তাঁল থঙ্গে একবাল দেখা কোলুবো ।

বদ দলকাল আথে। লুলু কোথা ?

রুক । আমারি নাম রুক ।

রুক্সা । তুমিই লুলু। তা বেহু হোলো ।

রুক । আপনার মুখময় চন্দন মাখা কেন ?

রুক্সা । তরন পস্তমীল বেতো কলেথি। তাই
মুখময় তরন মেখেথি ।

রুক । চন্দনপঙ্কমী ত্রতের ফল কি ?

রুক্সা । পেমদলাল অকর মঙ্গল ।

করু। (শশব্যস্তে) কে? প্রমদরা? কোন প্রমদরা?

বৃদ্ধ। ধূলুকেত ইখিল মেয়ে।

করু। (শশব্যস্তে) অ্যা, মহর্ষি ধূলুকেশের কস্তা? তিনি কেমন আছেন? বৃদ্ধ ঋষি তাঁ'কে তো প্রাণের অধিক ঘেহ ক'ছেন? প্রমদরাও তো বৃদ্ধ পিতাকে প্রাণের সহিত ভক্তিপূজা কোরে থাকেন? আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? অনেক দূর থেকে হেঁটে এসে কষ্ট হ'য়েচে; এই পত্রা-সনে বসুন।

বৃদ্ধ। না বাবা, আমি পেমদলাকে ফেলে একলা বোন্তে পালিনি। থে আগে বণে, আমি থেখে বধি। থে দীলিয়ে থাক্বে, আমি বোথবো?

করু। (অত্যন্ত, ব্যস্ততাসহকারে) প্রমদরা দাঁড়িয়ে আছেন? কই প্রমদরা?

বৃদ্ধ। (নেপথ্যের দিকে দেখিয়া) ওই দে ঘোমতা দিয়ে নদামুখী গাথেল আলালে।

করু। (দেখিয়া সবিস্ময়ে ও সাহ্লাদে গীত)

নত আননে, অবগুঠনে,

জলদে বিজলী কেন ঢাকা।

এস মোহিনি, চারুহাসিনি,

উচিত কি তব আড়োঁ থাকা ॥

তোমাময় আমি সকলি দেখি,

তোমা বই তমোময় দেখি,

হৃদয়কলকে, পলকে পলকে,

হ'তেছে তোমারি নাম লেখা ॥

হাঁটিয়ে এসেছ পায় পায়,

কতই বেদনা পেয়েছ তা'য়,

প্রমে ঘাম ঝরি'ছে পায়,

সরলে—সরলে—সরলে;—

মিসতি করি কহি অকপটে,

এল অকপটে, বোসো নিকটে,

বীজন করিব জোয়ার পায়,

ভাঙি তরুর কচি শাখা ॥

বৃদ্ধ। তুমি মিথ্যে অত মনেল ভাব দেখাভো!

পেমদলা আগ কোলেখে, তোমাল কাখে এগুবে না।

করু। কেন কেন? আমি কিসে অপরাধী? আজ হু দিন অত্যন্ত অসুস্থ হ'য়েচি বোলে গুর পিতার নিকট যেতে পারিনি। তাই কি প্রমদরা রাগ কোরেচেন?

বৃদ্ধ। তাও বতে। তা খালা আল একতা কালগ আথে। তাই নিজে এয়েখে, নৈলে কি মেয়ে খেলে এমন ভল্ থন্দে বেলাও বন দঙ্গল ভেদে আথে?

করু। সে কারণটা কি?

বৃদ্ধ। আমি ভুলে গেছি। আখা, ওকে দাকি। ও সেমোদ! আমাল কাখে এখে কানে কানে কালগড়া বল তো, মা!

জনৈক। অবগুঠনবতী যুবতীর প্রবেশ।

করু। (বৃদ্ধার প্রতি) দেখুন, প্রমদরার মুখ-পদ্মে অত্যন্ত বর্ণ হ'য়েচে। আপনি অনুগ্রহ কোরে ঘোমটাটা খুলে দিন।

বৃদ্ধ। বতে, ফাঁকি দিয়ে মুখখানি দেখে নেবে বুদি?

করু। (সলজ্জে) না না, তা' নয়।

বৃদ্ধ। তবে পদে তো খিখির থাকেই, তাল্ দস্ত্র হুঃখু কেন? (যুবতীর প্রতি) বল তো মা, তোল মনেল কথা। (বৃদ্ধার কণে যুবতীকি বলিল) ॥

করু। প্রমদরাই না হয় মুখকুটে বলুন না।

বৃদ্ধ। বতে! ধূলুতেল মত মেয়ে খেলে নজ্জা তো ভাতিয়ে দিতে পালে না।

করু। আমার নিকটে লজ্জা কেন?

বৃদ্ধ। এখনি এত! হুহাত এক হ'লে না দানি আলো কত হ'বে! তা দাক্, খোনো এখন। পেমদলা বোল্খে, তুমি দহি দার তায় কাখে ওল কথা নিয়ে নালা তাল কল, তবে ওল থন্দে তোমাল বেল আতা থালো।

করু। (চিন্তিত হইয়া) কা'র কাছে সাদি এরূপ করি?

বৃদ্ধা । এই তোমার বাপের খিঁচি কথু আল খেতেল কাছে । আল দদি তাদেল কাছে, দাও বা বোথো বা এ খব কথা কও, তবে বেল আতা খালো ।

রুহ । আচ্ছা, আমি কঠ খেতের কাছে আর যা'ব না ।

বৃদ্ধা । দিবি কলো ।

রুহ । কি দিবা ?

বৃদ্ধা । পেমদলাল ।

রুহ । প্রমত্তরার শপথ কোরে বল্চি, আর আমি কঠ ও খেতের কাছে যা'ব না ।

বৃদ্ধা । তবে আমলা তলুম ।

রুহ । সন্ধ্যা হ'য়ে গেচে, আমি অগ্রসর হ'য়ে আপনাদেব আশ্রম পর্য্যন্ত রেখে আসি ।

বৃদ্ধা । না দেতে হ'বে না ও দিকে আমাদেল নোক আথে । (যুবতীর প্রতি জনাস্তিকে) কেমন, ভাই, খেত, শপথজালে রুহকে জড়িয়ে ফেলেম । আর ও যা'বে না ।

যুবতী । (জনাস্তিকে) বলিহারি কঠ, তোমার বুদ্ধি । চল এ বার এখন থেকে স'রে পড়ি ।

(গমনোত্তোগ)

বেগে উদ্দালকের প্রবেশ ।

উদ্দা । (বৃদ্ধা ও যুবতীর হস্ত ধরিয়) আরে যাও কোথা ? আমি তো আর প্রেমাক্ষ রুহ নই । ও পরচুলের ঝুড়ি বুড়ি, ও অরসবতি যুবতি, আমার সঙ্গে দু একটা রসলাপ কর ।

(বৃদ্ধা ও যুবতীর ভয়প্রকাশ ।)

রুহ । (উদ্দালকের উপর বিরক্ত হইয়া) এ কি উদ্দালক, এ কি তোমার অজ্ঞায় ব্যবহার ? জীলোকের হাত ধোরে অত্যাচার করা ?

উদ্দা । (সহাস্তে) তা বই কি ভাই, যে সে জীলোক নয়, তোমার প্রমত্তরা !

রুহ । হিহি, এ অতি অজ্ঞার । (উদ্দালককে আকর্ষণ করিতে করিতে) জীলোকের হাত ছাড় । আমি ভেবেছিলাম, তুমিই আমার হিতৈষী বন্ধু ।

এখন দেখ্চি, তা' নয়, খেত কঠের মত তুমিও আমার মোখিক বন্ধু—আন্তরিক শত্রু ।

উদ্দা । (সহাস্তে) ওহে প্রমত্তরার প্রেমে আত্মহারা সখা ! উন্টোপাণ্টা কথা কোচ্চো কেন ভাই ? খেত কঠ তোমার মোখিক বন্ধু—আন্তরিক শত্রু, সেটা ঠিক, কিন্তু, এ গরীবকে ও কেন তা'দেব পালে ভিড়িয়ে দাও । আমি তা'র বিপরীত । সত্য মিথ্যা এই দেখ । (খেত ও কঠের পরচুল ইত্যাদি উন্মোচন করিয়া) ও রুহ, এই ছটো গরু তোমায় ঠকিয়ে গেল । এরা যে ঐ ওদিকের ঝোপটার ছদ্মবেশ ধারণ কচ্ছিলো । আমি হুকিয়ে হুকিয়ে সব দেখেচি ।

রুহ । কি লজ্জা ! (সরোবে খেত ও কঠের প্রতি) দূর হও তোমরা ! আমি শপথ কোরে বোল্চি, তোমাদের ছায়াও স্পর্শ কোরবো না ।

কঠ । (স্বগত) আঃ, বাঁচা গেল । ডবল দিবি, আমন নড়বার নয় । শাপে বর ।

রুহ । (সরোবে) এখনো দাঁড়িয়ে যে ?

কঠ । আমাদের পরচুল দিলেই—

উদ্দা । এই নেও পরচুল, চুলোয় যাও ।

কঠ । এস ভাই খেত, আর কেন ?

[পরচুল ইত্যাদি লইয়া হাসিতে হাসিতে

খেত ও কঠের বেগে প্রস্থান ।

উদ্দা । (সপরিহাসে গীত)

প্রেম যে কাণা, কানেই শুনি,

হয় মি কতু চোকে দেখা ।

তোমায় দিয়ে আজ্জকে আমি

বুঝে নিলাম, ও ভাই সখা ॥

প্রেম নিজে কাণা, তাই সে জনা .

প্রেমিক জনেও করে কাণা,

মেয়ে পুরুষ ভেদ রাখে না,

সেমান জনেও বানায় বোকা ॥

তুমি আজ শিশুগে ঠেকে,

আমি আজ শিশু দেখে,

আর যদি কেউ হেথায় থাকে,

শিশুক সে জন এই দুই শেখা ॥

রুদ্র। (সলজ্জে) আর লজ্জা দিও না। ফল এনেচ।

উদ্দা। (সহাস্ত্রে) তোমার ফলের চেয়ে আমার ফল তত মিষ্ট নয়, তাই আনি নি।

রুদ্র। আমার ফল কই?

উদ্দা। (সহাস্ত্রে) তোমার “যেমন কর্ম, তেমনি ফল”।

রুদ্র। (গীত)

বার বার কেন আর খরধার পরিহাস।

কথা রাখ, থেমে থাক, এ মিনতি তব পাশ ॥

যে ঠকা ঠকেছি আমি, কারেও বোলো না তুমি,

যে শুনিবে, সে করিবে মোরে কত উপহাস ॥

উদ্দা। (গীত)

বলিব না—বলিব না, ভোলো হে শরমত্রাস।

চল এবে যাই দৌড়ে তোমার পিতার পাশ ॥

[উভয়ের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থলকেশের আশ্রমমধ্যে বিষ্ণুমন্দির।

পূজাদ্রব্য লইয়া হরিগুণ গান করিতে

করিতে স্থলকেশের প্রবেশ।

স্থল। (গীত)

ভবভয়হারী, গোলোকবিহারী,

ভবধব মাধব নিরঞ্জন।

দানবধাতন, কৈটভপাতন,

কিতব-কৈতব-গঞ্জন ॥

হরে মুরারে,—হরে মুরারে,—

হরে মুরারে,—হরে মুরারে,—

দীনহীনজীবন, পাতকিপাবন,

আপদশঙ্কটভঞ্জন ॥

দয়াময় হরি! তুমিই স্নেহের পূর্ণাবতার।

স্বয়ং স্নেহরূপে আমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হ’রে জীব-

জগতে অদ্ভুত স্নেহলীলা প্রদর্শন কোঁচো। আহা,

সেই স্নেহের পুতুলী প্রমদরা যখন সুধামাধা

কণ্ঠে আমাকে “পিতা পিতা” বোলে সোধোন

করে, তখন আমি সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাণ্ড ভুলে গিয়ে, হরি হে, তোমাকেই স্নেহব্রহ্ম বোলে অতুল আনন্দে মোহিত হই। জগদীশ, আমি যোগী ঋষি, পূর্বে আমার ধারণা ছিল, লৌকিক স্নেহ তোমার আরাধনার অন্ততম বাধ্যস্বরূপ, কিন্তু এক্ষণে জান্তে পেরেচি, সেই স্নেহই তোমার আরাধনার প্রধান উপায়। প্রমদরার প্রতি যত আমার স্নেহ প্রগাঢ় হচ্ছে, ততই তোমার প্রতি আমার ভক্তি অচলা হচ্ছে। তার স্মৃতি স্বাচ্ছন্দ্য, মঙ্গলের জন্ত সর্বদাই আমি তোমার পূজা করি। আমি স্নেহশূন্য হ’লে, হয় তো আমার হৃদয় হরি-ভক্তিশূন্য হ’ত। তাই বলছি, স্নেহময় হরি! আমাব এই অপত্যস্নেহ যেন এক নিমিষের জন্তও বিচলিত না হয়। (প্রণাম)

নেপথ্যে প্রমদরা। বাবা!

স্থল। কেন মা? (নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)

এই যে, মা আমার দিক্ আলো কোরে আসচে।

তরুলতার ফুলগুলি যেন প্রমদরার জ্যোতি মেখে

আরো স্নানস্থ হবে বোলে, ঘন ঘন দোল খাচ্ছে।

সাধে কি বাছার নাম রেখেচি “প্রমদরা”? আমার

প্রমদরা! প্রমদাকুলের সর্বপ্রধান। গুরুর্কপতি

বিধাবহুর প্রমুখ্যে শুনেচি যে, তাঁর ঔরসে মেনকা

অঙ্গসার গর্ভে প্রমদরার উৎপত্তি। জগতে একটি

অলৌকিক অভিনব ঘটনা সংঘটনের জন্ত ভগবানের

রূপায় প্রমদরা আমাকে পিতা ব’লে ডাকে।

আহা, অনপত্যের কণ্ঠে “পিতা” শব্দটি বড় মধুর।

ফুলের সাজী লইয়া গাহিতে গাহিতে

প্রমদরার প্রবেশ।

প্রম। (গীত)

কানন ঢুঁড়ি ঢুঁড়ি, কোটা ফুল ফল-ফুঁড়ি,

সযতনে তোড়ি তোড়ি, সাজাইছ সাজী।

মাধবী, মালতী,

চম্পক, সৈবতী,

করবীর, মুখি, মল্লিকারাজী ॥

ফুলচয়ন কালে,

কণ্টক অঞ্চলে,

বাধিয়ে ছিঁড়িল মোরি;—

সে কেতু আমি পিতা, হৃষিচি অতি ভীত।

তুমি বড় বকিবে আজি ॥

হুল (সহস্ৰে গীত)

পাগল মেয়ে, তুমি পেয়ে,

মুখটি মা তোব শুধিয়ে গেছ।

ক্লম হলে, তাই দাঁড়িয়ে,

ভয় কি, বাছা, আমায় কাছ ॥

ভাগ্যে মা তোব কোমল পায়,

কঠিন কাঁটা ফুটে গিয়ে।

দেয় নি বাণা, কনকলতা,

আর গো হেথা, চোক দি মুছ ॥

(হুলকেশব অগ্রসরণ ও স্বীয় উত্তরীয়তে

প্ৰমদবাব নেনমুহন)

প্ৰম। বাবা। এই ফুলে হরিপূজা হবে, না
আবও ফুল এনে দেবে ?

হুল। এতেই হবে। তুমি এইবাব কুটীৰ
হ'তে মৃগয় কলস নিয়ে গিয়ে, সবোবব থেকে জল
আন, মা। বড় কলসে জল আনতে পারবে না;
ছোট কলস নিয়ে যাও। তাও যদি পূবোপূৰি
না আনতে পাব, তবে আধ কলসী জল এন।

[প্ৰমদবাবৰ প্ৰস্থান।

উদালকের প্ৰবেশ।

উদা। পূজাপাদ তপোধন। প্ৰণাম কৰি।

হুল। জন্মোহন্ত। উদালক, মহৰ্ষি প্ৰমতি
এবং তাঁৰ পুত্ৰ ককব মঙ্গল তো ? বৎস। তুমি
কেমন আছ ? আজি ত'দিন কৰু আমাব নিকট
কেন আসে নি ?

উদা। আপনাব আশীৰ্বাদে সমস্ত মঙ্গল।
অন্ত আপনাব নিকট মহৰ্ষি প্ৰমতিব একখানি পত্ৰ
এনেচি।

হুল। (শশব্যস্তে) কি ? পত্ৰ ? দেখি। (পত্ৰ-
গ্ৰহণ কৰিয়া পাঠ কৰত সানন্দে) বৎস উদালক।
তপোধন প্ৰমতিব মঙ্গল হোক। আমাবও এহ
আশা ছিল। আজি আমাব হরিপূজা সার্থক হল,
আমাব মনোবাছা পূৰ্ণ হল। প্ৰমতি মুনিব পুত্ৰ

এ আমাব জামাতা হবেন, এ আমাব পক্ষে যাব-
পবনাহ আনন্দেব বিষয়। (কিষংকণ ভাবিয়া)
উদালক। অত্ৰুত শুভ দিন। আমাব নিতান্ত
হচ্চা। অত্ৰুত গোবলিল'য় শ্ৰীমান্ ককব হস্তে
আমাব প্ৰাণসমা কণ্ঠা শ্ৰীমতী পমদবাকে সন্তান
কৰি। তুমি অবিলম্বে মহৰ্ষিকে এই কথা নিবেদন
কৰ। আমি এ দিকে বিবাহব আয়োজনে
প্ৰবৃত্ত হই। *

উদা। যে আজি। (স্বগত) কক আমাব
সঙ্গে এসে সৰাববণাবে অপেক্ষা ক'ৰেন। যাই,
এই শুভ সংবাদ দিই গে। (প্ৰকাশে) মহৰ্ষে ! তবে
আমি বিদায় হই, প্ৰণাম।

হুল। মঙ্গল হোক।

[উদালকের প্ৰস্থান।

[হরিপূজা কৰিয়া হুলকেশবৰ প্ৰস্থান।

চতুৰ্থ দৃশ্য।

নবোবব-পাৰ্শ্বত তকলতাকীৰ্ণ পথ—

গাহিতে গাহিতে কলসীককে

প্ৰমদবাবৰ প্ৰবেশ।

প্ৰম। (ছট তিনট উচ্চীৰমান্ ভবব কৰ্জুক
বিবক্ল হইয়া গীত)

আঃ, কি আপা, কেন কাগাপালা,

কবিস কবিস আবে বে ভববা।

পশ্চাত্তাগে পল্লবহস্তে কুক্কৰ প্ৰবেশ।

বক। (গীত)

তব মুখখানি, ভাবিয়ে পল্ল,

ভ্ৰান্ত ভববা আজি মাঃয়াৱা ॥

প্ৰম। (সলজ্জে গীত)

মি কি কক, ভববা উড়ায়ে,

আকুল কনিছ আমাবে আজ ?

আমি বে অবলা, হেন ছলা থেলা

বেলিয়ে আমাবে দিও না লাভ ॥

রুহ । (সহাস্ত্রে গীত)

না না প্রমদ্বরা, উড়িছে ভ্রমরা,

তোমারি ও মুখকমল দেখে ।

এস এস কাছে, মোর দু'টি হাতে,

তব মুখখানি রেখে দি ঢেকে ॥

প্রম । (সলজ্জ অধোবদনে নীরবে দণ্ডায়মান)

রুহ । (গীত)

গাগরী আদ্যারে দেহ, সুকোমল তব দেহ,

আমি জল তুলে আনি সরোবর হ'তে ।

সজল গাগরী নিয়ে, তোমার সঙ্কেতে গিয়ে,

এ'গিয়ে রাখিয়ে আসি আশ্রমের পথে ॥

প্রম । (গীত) না না রুহ, আমি যাই,

রুহ । (গীত) তুমি রহ এই ঠাই,

(প্রমদ্বরাকে নিজ হস্তস্থ পল্লব প্রদান ও

কলসী লইয়া গমনোত্তোগ)

প্রম । যাবে যদি দয়া করি, এস তবে ভরা ॥

[রুহর প্রস্থান ।

(স্বগত গীত)

হৃদি প্রাণ তম্বু মন, চাহে ওরে অমুকুণ,

কে যেন কহিছে মোরে ও তোমারি হবে ।

হুহু মনে এক আশা, সেই আশা—ভালবাসা,

পূর্ণ হবে এত দিনে, তুমি ওরে পাবে ॥

জলপূর্ণ কলসস্কন্ধে রুহর পুনঃপ্রবেশ ।

রুহ । (গীত)

এনেছি কলস ভরি, চল এবে ধীরি ধীরি,

আশ্রমেব কাছে গিয়ে তোমারে কলস দিব ।

উদ্ধালকের প্রবেশ ।

[তদর্শনে প্রমদ্বরার প্রস্থান ।

উদ্ধ । (সহাস্ত্রে গীত)

প্রণয়ের খেলা ভারি, হয়েছ সখের ভারী,

না জানি বিয়ের পরে আরো কত কি দেখিব ॥

রুহ । পালাইল প্রমদ্বরা, চকিতে বিজলী পারা,

চল চল জলপূর্ণ ঘট ওরে দিয়ে আসি ।

উদ্ধ । পূর্ণঘটে পূর্ণ হবে নব ভালবাসাবাসি ॥

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

প্রমতিব আশ্রম ।

মালতী, মাধবী ও অন্যান্য সখীগণের

সহিত প্রমদ্বরার প্রবেশ ।

সকলে । (গীত)

কোকিল গায়, সই, তমাল-ডালে ।

ফুল ছিল ছিল নাচে তালে তালে ॥

ধীরি ধীরি বহে শীত সমীরণ,

প্রভাত রবি করে কিরণ বিকীরণ,

মুছল মুছল অলিকুল-কেলি-গুঞ্জন,

বনভূমি ভূষিত তরুলতামালে ॥

প্রম । ভাই, এই বার আমি যাই ।

মালতী । কেন ? আর এক বার 'কোকিল

গায়, সই, তমাল ডালে' হোক না ।

প্রম । তোমরা গাও, আমি যাই । আবার
একুণি আসব ।

মাধবী । আমরা তোমার অগন্ত্যযাত্রায় বিশ্বাস
কোরে অনেক বার ঠেকেছি ।

মালতী । যুগলমুগ্ধি একঠেয়ে হ'লে একেবারে
ডুমুরের ফুল । (প্রমদ্বরার প্রতি) তবু, সই তুমি
রসিকা হলে না জানি আরও কি হ'ত ?

মাধবী । কর্পূরের মতন উবে যেতেন ।

প্রম । আমি কি, ভাই, তাঁর কাছে শুধু শুধু
ব'সে থাকি ? পতিসেবা রমণীর পরম ধর্ম ।

মাধবী । তা' ব'লে কি সখীসেবাটা একবারে
অধর্ম !

প্রম । (সলজ্জহাস্তে) আমি, ভাই, তোমাদের
সঙ্গে বাগযুদ্ধে জয়লাভ কোত্তে পারবো না ।

মাধবী । (নেপথ্যের দিকে দেখিয়া সহাস্তে)
আচ্ছা, ধাঁ'র সঙ্গে পারবে, ঐ তিনি আসছেন ।

প্রম । (নেপথ্যের দিকে দেখিয়া অধোবদনে
নিকন্তরা)

সখীগণ ।— (গীত)

কেন, লাজুকি, লাজে হইলে অধোবদন ।

চাদে নেহারি কেন চকোবী হ'ল এমন ॥

চাব্ আঁখিতে চাওয়া-চাওই—

দেখবো চেয়ে সকলে,

তা হ'ল না, তা হ'ল না,

ছ'টি আঁখি ভুতলে,—

ছ'টি আঁখি আকুল হয়ে আসিছে ছুটি কেমন ॥

রুরুর প্রবেশ ।

কক । (গীত)

অচল কেন হে চল বিজলী,

সুধাই সুধাই তোমা সবে ?

পবিহাস কিছু কবেছ কি,

কেন দাঁড়া'য়ে নীববে ?

সখীগণ । (গীত)

পবিহাস কিছু কবি নি, সখা,

পবিহাস এবে কবি হে ।

পুরুষের বেশে এলে হে কেন,

কেন না সাজিলে নাবী হে ॥

কক । (গীত)

তা হ'লে কিবা হ'ত, সখি ?

সখীগণ । (গীত)

লাজুকী ভুলিত লাজ ।

কক । (গীত)

প্রমত্তবে ! আজি গুনি এ কি ?

প্রম । (গীত)

পবিহাস্ গুদেবি কাজ ॥

সখীগণ । (গীত)

পবিহাসের ফন্টী ভাল,

মুখটি ফুটে ফুটলো কথা ।

তরুবর সাম্নে এল,

উঠলো ভলে আলোক-লতা ॥

যুগল মোবা ভালবাসি,

ভালবাসি যুগল হাসি,

যুগলরূপ-সাগরে ভাসি,

সুখের যুগল মিলন হেথা ॥

কক । সখীগণ । তোমবাও যেমন যুগল ভাল-
বাস, আমবাও তাই । আগামী কলা ধবলপর্কতে
মদনপূর্ণিমা'র মহোৎসব হবে । সেখানে আমি
প্রমত্তরাকে সঙ্গে কোবে, বতিমদনের যুগলমিলন
দেখে যাব । তোমবাও যাবে কি ?

মালতী । দয়া কোবে নিয়ে যাবে কি ?

কক । দয়া কোরে গেলেই হল ।

মালতী । • তবে আজই আমবা শুভ যাত্রার
আয়োজন কবি গে ।

(গীত)

চল চল চল, ওলে! সখিদল,

ফলফুলডালি সাঝার গিয়ে ।

মদনপূর্ণিমা, প্রেমের মহিমা

নিবখিব সখী সখাবে নিয়ে ॥

সেখানেও সেই বতিমদন,

এখানেও এই বতিমদন,

উভয়ে উভয়ে কোবে মিলন,

হরিষে হেবিদ আঁখি ভরিষে ॥

[সখীগণের প্রস্থান ।

প্রম । স্বামিন্ ! আজ তোমাব পায়ে বড়
ব্যথা হয়েছে ।

কক । কিকপে বুঝলে, প্রমত্তবে ?

প্রম । পায়ে অনেক ধুলো লেগেচে ।

কক । ধুলোয় কি ব্যথা হয় ?

প্রম । বেশী হাঁটলে বেশী ধুলো লাগে,
বেশী ধুলো লাগলেই পায়েব ব্যথা বোঝা যায় ।
চল, আমি শীতল জলে তোমাব পা ধুয়ে দিযে,
অঞ্চলে মুছে দিই গে ।

স্থলকেশের প্রবেশ ।

কক । আহ্নন পূজ্যপাদ আর্ধ্য । (প্রণাম)

স্থল । জয়োহন্ত ।

প্রম । বাবা । (প্রণাম)

স্থল । শুভমস্ত । যা প্রমত্তবে ! স্বামিসেবার

তো বিদ্যুদ্রাশ্মিও অবহেলা কন ন ? যদি অবহেলা

কর, তবে আমি আর তোমাকে মা বলে ডাকবো না—দেহেও আসবে না—আর, কতকগুলি সুন্দর জিনিষ এনেছি, তাও দেবো না।

প্রম। না, বাবা, আমি তোমার অবাধ্য মেয়ে নই। স্বামীকে সাফাং হরিজ্ঞান কোরে সেবা ভক্তি পূজা করি। সত্য কি না, ইনি তো সম্মুখেই আছেন, দ্বিজ্ঞাসা করুন।

হুল। (সানন্দে) মা! আমি নিতান্ত সুখী হলেম। আমার ভাবনা ছিল যে, তুই আমার পালিতা কন্যা, পাছে আমার অবাধ্য হোস্, কিন্তু সে ভাবনা আজ ঘুচে গেলো। এই নেও, মা, সেই সুন্দর জিনিষ। (উত্তরীর হইতে বাহির করিয়া কতকগুলি পুষ্পপ্রদান)

প্রম। (সানন্দে গ্রহণ করিয়া) বাবা! এই মনোহর ফুলগুলি কোথায় পেলে?

হুল। বাছা! তুই স্বহস্তে যে সকল তরুলতা রোপণ করেছিলি, সেইগুলি এখন ফুলে ফুলময় হয়ে আমার আশ্রমের শোভা বৃদ্ধি করেছে। সেই সকল তরুলতার এই সকল ফুল।

রুহ। (সাগ্রহে) আর্ধ্য! অমুগ্ধ কোরে আমাকেও গুটিকতক ফুল দিন।

হুল। এই লও, বৎস! এই লও। (পুষ্প-প্রদান করিয়া) বৎস রুহ! অগ্রে তোমাকে আমি ফুল দিই নি বলে ক্ষুণ্ণ হ'য়ে না। এ ফুল তো অতি সামান্য। তোমাকে অগ্রে আমি আমার স্নেহসুধাসিক্ত অপূর্ণ ফুল প্রদান করেছি। সে ফুলটি তোমার নিকটেই তপোবন আলো কোরে এই ফুটে রয়েছে। (প্রমদ্বার দিকে সহাস্ত্রে হৃষ্টপাত)

রুহ ও প্রমদ্বারা। (সলজ্জ অধোবদনে দণ্ডায়মান)

হুল। (কন্যা ও জামাতাকে দেখিতে দেখিতে সহসা আকুল হইয়া, স্বগত) এ কি! অকস্মাৎ আমার বামবাহু, বামনেত্র যুগপৎ স্পন্দিত হ'য়ে উঠিলো কেন? এ তো শুভলক্ষণ নয়। মঙ্গলময় শ্রীহরির নাম স্মরণ করা উচিত। (প্রকাশে) এস,

আমবা সকলে মিলে হরিগুণগান কোরে, তার পর মহর্ষি প্রমতিব নিকট যাই।

সকলে। (গীত)

ভজ ভজ জীব নাবাগণ সকল-মঙ্গল-কাবণম।

জীবজীবনরক্ষাকারী ঋমঙ্গল-মূল-হাবণম॥

নীল-জলদ শরীরধারী,

তাপিত-হৃদয়-শান্তিবারি,

চিন্তিত-চিত-ভ্রান্তিহারী,

শঙ্কট-ঘোর-বারণম্,—

ভক্তজীবন, পাপিপাবন, তাপিতাপহাবণম।

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ধবল পর্ত্ত। চতুর্পার্শ্বে অরণ্য।

(মদনপূর্ণিমার উৎসব)

জনৈক্য বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর প্রবেশ।

বৃ-ত্রা। আজ মদনপূর্ণিমায়ে। বছরের মধ্যে আজকেই আমার পাওনা বেণী। কত যুবক যুবতী এসে রতিমদনের পূজো দিয়ে গেল। আমি ফল, মূল, কাপড়, মিষ্টান্ন, দই, ছদ, ধান, চাল, কলাই, সোণা, রূপো, মুক্তো দর্শনী পেলেম। এতেই আমার বছর কেটে যাবে। (চতুর্দিকে দেখিয়া) সন্ধ্যা হ'য়ে এল, আব যাত্রী আসবে না। যাই মন্দিরের ভিতর জিনিষগুলো গুছাই গে। (নেপথ্যে পদশব্দ শুনিয়া) এই যে, এখনও যাত্রী আসছে। অস্ত্রি অস্ত্রি ঠাকুরের কাছে এত যাত্রী তো আসে না; রতিমদনের কাছে কিন্তু যাত্রীর আর ভিড় কমে না। এখানে বড়ো বড়ী আসে না; যুবযুবতীর হাট বোসে যায়। আবার একদল যুবযুবতী।

গাহিতে গাহিতে উপহারডালাহস্তে রুরু,

প্রমদ্বারা, মালতী, মাধবী ও অন্যান্য

সখীগণের প্রবেশ।

সকলে। (গীত)

নিখিল জগত প্রেমমুরতি,

প্রেম কি দেবতা মদন রতি,

প্রেম—প্রেম—সবছ' প্রেম,
প্রেম বিহু কোই জীয়াত নহি।
আও সব জন প্রেমভজন,
গাও প্রেমভর ভরই গগন,
প্রেম-তুফান, প্রেম লহবী,
প্রেম-ফুহাবা ভরত মহী ॥

বৃ-ত্রা। তোমরা কি প্রেমের দেবতা রতি-
মদনেব প্রেমপূজো কোরবে?

কক। হাঁ, বাচা!

বৃ-ত্রা। তবে এই সকল পূজোর ডালা নিয়ে
মন্দিরে চল।

কক। এস, প্রমদরে! এস, সখীগণ! মন্দিরে
গাই।

প্রম। আমি পথশ্রমে ক্লান্ত হ'য়েছি। এখানে
একটু বিশ্রাম করি। স্বামিন্! আপনি সখীদের
নিয়ে অগ্রসর হোন। একটুখানি পরে আমি যাচ্ছি।

কক। প্রিয়তমে! অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হ'য়েচ? তবে
এখানে বসো। আমরা মন্দিরে ডালা রেখে
এসে তোমাকে নিয়ে যাব।

[প্রমদরা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।]

প্রম। ধবল পর্বত অতি মনোহর স্থান।
পূর্বে একদিনও এমন সুন্দর দৃশ্য দেখি নি। ইচ্ছে
হয়, স্বামীর সঙ্গে প্রত্যহ এখানে আসি। কিন্তু
অনেকটা পথ হাঁটতে হয়। তা অমূল্য মুক্তা-
লাভের আশা কোলে, লবণ-সমুদ্রে না ডুবলে
চলবে কেন? আহা, কেমন মধুময় মধুমাংস!
কেমন মনোমোহন বসন্ত ঋতু! কেমন সুশীতল
মলয় সমীরণ! ঐ শিলাতলে বোসে শ্রম দূর করি।
(শিলাতলে উপবিষ্ট হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরে) এ
কি! পাশের গর্তটার ভিতর কিসের শব্দ? (গর্তের
দিকে অবনত হইয়া নিরীক্ষণ করণ, এমন সময়ে
সহসা গর্তমধ্য হইতে একটা কুম্ভসর্পের বেগে
বাহির হইয়া প্রমদরার ললাটে দংশন ও পলায়ন,
প্রমদরা যন্ত্রণায় অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠে; স্ববে)
স্বামিন্! স্বামিন্! ছুটে এস, ছুটে এস, আমার

ললাটে ভয়ঙ্কর কুম্ভসর্প দংশন ক'বেচে। স্বামিন্!
স্বামিন্! (ভূতলে পতন)

বেগে কুরু ও সখীগণের পুনঃপ্রবেশ।

সকলে। (শব্দবাস্তে) আঁ! আঁ এ কি?
এ কি! হায় হায়, কি সর্বনাশ! (পুনঃপুনঃ শোক-
প্রকাশ)

কক। (অত্যন্ত অস্থির হইয়া) প্রিয়তমে!
প্রিয়তমে! (প্রমদরার মৃতক তৃতীয়া স্বীয় অঙ্গে
স্থাপন)

প্রম। প্রাণেশ্বর! বড় যন্ত্রণা! শরীর বড়
অবসন্ন হ'য়ে পড়চে। কপালে সপাধাতু ছিল,
ফললো! তাব জ্ঞাত তুমি উঃখশোক কোরো না!
স্বামিন্ এ জন্মে আমি সাধ মিটিয়ে তোমাব সেবা
শুশ্রূষা কোন্তে পেলেম না; এই দুঃখ মনে রয়ে
গেল। এ দাসীর জ্ঞাত অনেক কষ্ট পেয়েচ, কিন্তু
আমি তোমাকে তিলমাত্রও তুষ্ট কোন্তে পাল্লেম
না। ভগবান্ হবির পাদপদ্মে প্রার্থনা করি, আর
জন্মে যেন আবার তোমার দাসী হ'য়ে পতিসেবার
আকাঙ্ক্ষা মিটুতে পারি। সখীগণ তোমাদের
অভাগিনী প্রমদরাকে মনে রেখো, আমার স্বামীকে
সাহসনা কোরো।

কক।—(সবোদনে) হা প্রিয়তমে! কেন
তোমায় ধবলপর্বতে নিয়ে এলেম! অপূর্ণ হরিশ্বে
পূর্ণ বিদাদ!

প্রম। তাতে তোমার কি দোষ নাথ?
যেখানে যার নিয়তি, সেখানে সে আপনাই আসে।
তুমি কেঁদ না! এ সময়ে তোমার চক্ষে জল
দেখলে আমার মরণেও সুখ হ'বে না। আমার
শুশ্রূষাকুরকে, আমার পিতাঠাকুরকে অভাগিনীর
শেষ প্রণাম জানিও। স্বামিন্! তোমার পাদপদ্মে
অস্তিম প্রণাম। উঃ, আর কথা কহিতে পারি নি।
হরি। হরি! স্বা—মি—ন্! (মৃত্যু)

কক। (অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া) প্রমদরে!
প্রিয়ে! প্রমদরে! কই আর যে সাড়া নাই—
নিশ্বাস নাই। (উন্মত্তের ন্যায় হইয়া) হা প্রমদরে!
হা নিদ্রণ নিয়তি! (মৃত্যু)

সখীগণ । (শোকসঙ্গীত)

হায় হায়, এ কি হইল ।

হরিষে বিষাদ ঘটিল ॥

জীবনসখী, জীবন আকুল

করিয়ে জীবন ত্যজিল ॥

ফেলি পরমাদে, কি সাধে এ সাধে,

নিদয় বিধি বাদ সাধিল ॥

হাসিমুখে এলে, মানমুখে গেল,

আমা সব ফেলে সখি গো ;—

• বিনা মেঘে বাজ পড়িল ॥

রুক । (সংজ্ঞা লাভ করিয়া শোকগীত)

আমায় ফেলে কোথায় গেলে একাকিনী ।

কমল-লোচন কর উন্মীলন হৃদয়মোহিনি ॥

মলিন বদন-ইন্দু, নাহি সে লাবণ্যবিন্দু,

উথলিছে শোকসিন্ধু, জাগে হৃথ-কাহিনী ;—

এস ফিরে, উঠ ধীরে, জীবনসঙ্গিনি ॥

মালতী । (সরোদনে) সখী! চল, আমরা

সকলে সখীকে ধরাধরি কোরে আশ্রমে নিয়ে যাই। সেখানে বিষবৈষ্মদের ডেকে এনে সখীর চিকিৎসা করাই।

রুক । (সশোকে) হা! সে আশা একবারে ঘুচে গেছে। কালসর্পের বিষদস্তের দংশনাঘাত! হায় হায়, এ জন্মের মত প্রমদ্বরাকে হারালেম! (কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া) সখি! তোমরা শীঘ্র গিয়ে আমার পিতাকে ও প্রমদ্বরার পিতাকে এই বিষাদ-সংবাদ জানাও। আমি এখানে রইলেম।

মালতী । (সরোদনে) তুমি অতি সাবধানে থেকো। সখীকে ছেড়ে কোথাও যেও না।

[সখীগণের প্রস্থান।

রুক । (সরোদনে) এই আমার অবসর। কেউ আর বাধা দেবার নাই। আমার প্রাণাধিকার প্রাণ যে পথে গেছে, আমার প্রাণও সেই পথে যাক। একবার জন্মের মত শেষ দেখা দেখে নিই।

(গীত)

কি আর গাইব, কা'রে শুনাইব,

প্রাণভরা ভালবাসা ।

স্বরভরা বীণা, খসিয়ে পড়িল,

হৃদয়ে লুকাল আশা ॥

থাক থাক বীণে, নীরব হইয়ে,

আমিও নীরব এবে ।

মরমের তার, গিয়েছে ছিঁড়িয়ে,

কে আর বাধিয়ে দেবে ॥

মনেই রহিল, মনের বাসনা,

মুখে না ফুটিল ভাষা ।

স্বরভরা বীণা, সহিতে ভাঙিল,

বুকভরা ভালবাসা ॥

প্রাণের কোকিলা, আর কি গাইবি,

আমার গানের তানে ।

সাধের হাসিনি, আর কি হাসিবি,

প্রাণ মিলাইয়ে প্রাণে ॥

না ফুটিতে ফুল, খসিল মুকুল,

শিশি'ল ছবির ছায়।

কে হেন নিষ্ঠুর, এ কাজ করিল,

নাহি কি রে দয়া মায়া ॥

(বৃক্ষ হইতে লতা ছিন্ন করিয়া) লতা! যাব রূপ আছে, সেই নির্দয়। প্রমদ্বরার রূপের তুলনা নাই, তাই সে আজ আমার প্রতি নির্দয়। তোরও ফুলভরা রূপের সীমা নাই, তাই তুইও আমার প্রতি নির্দয়। সে আমায় প্রাণে মেরে গেল! তুই আমায় দেহে বিনাশ কর। প্রমদ্বরা তোর ফুলে অতুল মালা গাঁথে, আমার গলায় দিত। আমি এখন স্বয়ং তোকে গলায় বেঁধে, প্রমদ্বরার কাছে যাব। যার প্রাণ, তাকেই দেবো। (গলদেশে লতা বন্ধন করিয়া মরণোত্তোগ)

সহসা মূর্তিমান্ মৃত্যুর আবির্ভাব ।

মৃত্যু । (রুকর হস্তধারণ করিয়া গলবন্ধ লতা উন্মোচন পূর্বক) মুনিকুমার!

রুক । (সবিস্ময়ে) কে তুমি?

মৃত্যু। মৃত্যু।

রুদ্র। মৃত্যু? মিথ্যা কথা।

মৃত্যু। মৃত্যু মিথ্যা নয় না। মৃত্যু স্বয়ং সত্য।

রুদ্র। তবে এই অভাগা রুবকে তোমাব শাস্তিময় গ্রাসে স্থান দিলে না কেন? তুমি যাব প্রমদরাকপ জীবন্ত প্রাণ গ্রহণ কবেছ, তাব এই মরন্ত প্রাণ নিতে অনিচ্ছুক কেন?

মৃত্যু। “নিয়তি: কেন বাধাতে?” প্রমদরার আয়ুর্কাল পূর্ণ হয়েছে। তুমি কেন বুঝা প্রাণত্যাগ কোন্তে উদ্ভত?

রুদ্র। আমারও পূর্ণ হউক। (পুনর্বার গল দেশে লতাবন্ধন)

সহসা ধর্মরাজ যমের প্রবেশ।

যম। (রুবকে মরণে বাধা দিয়া) বৎস! ক্ষান্ত হও।

রুদ্র। (সবিস্ময়ে) হা অদৃষ্ট! মরণেও এত বাধা!

যম। মৃত্যু কি ইচ্ছা কোন্তেই হয়?

রুদ্র। আপনি কে?

যম। মৃত্যুপতি ধর্মরাজ যম।

রুদ্র। (যমের পদমূলে পতিত হইয়া) ধর্ম-রাজ! আপনি একাকী কেন এলেন? আমার প্রমদরাকে কোথায় রেখে এলেন? আমাকেও প্রমদরার কাছে নিয়ে চলুন। আপনার ভয়ঙ্কর পুরীতে সরলা প্রমদরা ভয় পেয়েচে, তাই আমাকে নিয়ে যেতে আপনাকে অনুবোধ কোরে পাঠিয়েচে। চলুন চলুন, আপনার সঙ্গে যাই।

যম। বৎস! মৃতের জন্ত শোক কোরো না।

রুদ্র। দেব! জীবিতের জন্ত কি শোক করে? আর বিলম্ব কোন্তে পারি নি। আপনি দয়া কোরে আপনার মৃত্যুকে আমার গ্রাস কোন্তে অন্ত-মতি করুন। (পুনর্বার পদধারণ)

যম। একপ অসঙ্গত অনুরোধ কোরো না। নিবস্ত হও। তোমার সহধর্মিণীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন কোরে আশ্রমে যাও।

রুদ্র। (সংবাদান গীত)

মবিস্মা মবমে, শূন্য আশ্রম
যাব না—যাব না—যাব না।

প্রমদরা সেথা, আমি যাব সেথা,
তাঁবে ছেড়ে হেথা র'ব না ॥

যম। রুদ্র! নিতান্তই তুমি প্রমদরাকে ত্যাগ কোবে, পৃথিবীতে থাকবে না?

রুদ্র। আপনি সাক্ষ্যৎ ধর্ম। আপনার শপথ, প্রমদরাকে ছেড়ে, কখনই এ জগতে থাকবে না।

যম। মৃতের জন্ত মৃত হওয়া লাভ কি?

রুদ্র। জীবিতের জন্ত জীবিত থাকায় যে লাভ।

যম। তোমার অপূর্ণ মুক্তিতে আমি সন্তুষ্ট হলেম। যদি নিতান্তই তুমি জীবনমরণকে সমান জ্ঞান কর, তবে মৃত্যু প্রমদরাকে তোমার অর্দ্ধ জীবন দান কর। তা ছাড়া প্রমদরাকে পুনর্বার পাবার অন্য উপায় নাই।

রুদ্র। (সানন্দে) দয়াময়! অর্দ্ধ জীবন কেন, আমি আমার পূর্ণ জীবন দান ক'ছি। প্রমদরাকে পূর্ণজীবিনী করুন। আমি প্রাণ পরিত্যাগ ক'ছি।

যম। ধন্ত, রুদ্র! তুমি বথার্থ আদর্শ পতি। মনুষ্যগণ—এমন কি দেবগণও আজ হতে তোমাকে ত্রিভুবনে আদর্শ পতি বোলে, তোমার ও তোমার ধর্মপত্নী প্রমদরার যশোগান করবে। বৎস! পূর্ণ আয়ু দান কোন্তে দেবো না। তোমার মৃত্যু পত্নী প্রমদরার ললাটে দক্ষিণ করম্পর্শ কোরে, তোমার অর্দ্ধ আয়ু দান কব। প্রমদরা পুনর্জীবিত হবে। অনন্ত জগতে অনন্তকাল রুদ্র-প্রমদরার অপূর্ণ দাম্পত্য প্রেম বোসিত হউক। আমরা প্রস্থান কবি।

রুদ্র। প্রমদরার প্রণাম গ্রহণ করবেন না?

যম। সবলা প্রমদরা মৃত্যু ও আমাকে ইহ-লোকে দেখলে ভয় পাবে।

রুদ্র। তবে আমি প্রমদরার হয়ে কৃতজ্ঞদয়ে

প্রণাম করি। (প্রণাম) আমারও ভক্তিপূর্ণ প্রণাম
গ্রহণ করুন। (পুনঃপ্রণাম)

[যম ও মৃত্যুর প্রস্থান।

প্রমতি ও স্থলকেশকে লইয়া মাধবী,
মালতী ও সখীগণের পুনঃপ্রবেশ।

প্রমতি ও স্থলকেশ। (সশোকে) হায় হায়!
এই যে স্বর্ণলতা! হা মা! হা মা!

রুক। (শশব্যস্তে) আপনারা শোক
কোরবেন না। হরিষে বিবাদে পর বিবাদে
হরিস।

প্রমতি ও স্থলকেশ। (সবিস্ময়ে) সে কি!

রুক। এই দেখুন। (দক্ষিণ হস্ত দ্বারা প্রম-
দ্রার ললাট স্পর্শ করিয়া) পত্নি প্রমদ্রে! আমি
ধর্মরাজ যমের আদেশে, তোমাকে আমার অর্দ্ধ
পরমায়ু দান কোলেন।

প্রম। (গাত্ৰোত্থান করিয়া, সবিস্ময়ে) এ কি!

আমি যুগ্মে পড়েছিলেম? স্বপ্নরচাকুর আর
পিতাঠাকুর কখন এলেন? (প্রণাম)

(সকলের বিস্ময়প্রকাশ)

রুক। (প্রমদ্রার কর্ণে কি বলিলেন)

প্রম। (সানন্দে) ধন্ত মৃত্যুপতি ধর্মবান-
যম! ধন্ত তুমি! ধন্ত আমি যে, তুমি হেন আমার
স্বামী! জগদ্রক্ষাও, স্বর্গ মর্ত্য রসাতল দেখুক,
আমার প্রাণরূপী স্বামী রুক, আমাকে নিজের অর্দ্ধ-
জীবন দান কোরে জীবিত কোলেন।

সকলে। জয় মৃত্যুপতি ধর্মরাজের জয়! ধন্ত
পতিব্রতা প্রমদ্রা! ধন্ত আদর্শপতি রুক!

সখীগণ। (গীত)

মধুর মানন্দ মরি খেলিল জীবনে।

যুগলরূপমাধুরী হেরি রে নয়নে ॥

মধুর ঝামিনী আজি, মধুর তারকারাজি,

মধুর পবন বহে, মধুর স্বনে ॥

মধুর গগনতল, মধুর পাদপদল,

মধুর কুসুম ফল, লতিকা মধুর;—

মধুর প্রকৃতি ছবি, মধুর ভূধর ভূবি,

মধুর মধুর সবি, মধুর মিলনে ॥

যবনিকাপতন।

চতুর্থ ভাগ গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ।



